প্রারম্ভিক ভাষণ

১. সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত বিষয় সমূহের সংজ্ঞা

ক) ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম

১. সদাপ্রভু (ইয়াওয়ে / কুরিয়স্)

২. ঈশ্বর (ইলোহিম / থিয়স্)

৩. মনুষ্য পুত্র

৪. ঈশ্বর পুত্র

৫. মুক্তিদাতা

খ) বিভিন্ন পুঁথি এবং অনুবাদ গুলির নাম

১. মেসোরেটিক পুঁথি

২. সেপ্টুয়া জিন্ট

৩. টার গামস্

৪. ভালগেট

৫. পেশিটা

৬. মৃত সাসর পুঁথি

গ) রচনা সংক্রান্ত শব্দ কোষ (পরিশিষ্ট ১ দেখুন)

ঘ) পাঠ সংক্রান্ত সমালোচনা (পরিশিষ্ট ২ দেখুন)

ঙ) গ্রীক ব্যাকরণের বিভিন্ন পরিভাষা যা অনুবাদ সূমহকে প্রভাবিত করে (পরিশিষ্ট ৩ দেখুন)

২. প্রথম শতাব্দীতে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সাধারন মানচিত্র

ক) জলময় অঞ্চল সমূহ

১. ভূমধ্য সাগর
২. কৃষ্ণ সাগর
৩. আদ্রিয়াটিক সাগর
৪. আজিয়োন সাগর
৫. নীল নদ
৬. যর্দন নদী

খ) নূতন নিয়মে বর্ণিত দেশসমূহ

১. মিশর
২. যিহূদীয়
৩. শমরীয়া
৪. দীকাপলি
৫. গালীল
৬. সিরিয়া
৭. ফিনিশীয়
৮. কিলিকিয়া
৯. কাপ্পাদকিয়া
১০. গালাতিয়া
১১. পাম্ফুলিয়া
১২. লিসিয়া বা লুসিয়া
১৩. এশিয়া
১৪. বিথুনিয়া
১৫. পন্ত
১৬. আখায়া
১৭. মাকিদনিয়া
১৮. ইলিরিকাম
১৯. ইতালিয়া

গ) নূতন নিয়মে বর্ণিত দ্বীপসমূহ

১. কুপ্র (সাইপ্রাস)
২. ক্রীতি
৩. পাটমস
৪. সিসিলি
৫. মিলিতা

ঘ) মূখ্য নগর সমূহ

১. আলেকজান্দ্রিয়া
২. মেমফিস্
৩. যিরূশালেম
৪. আন্তিয়খিয়া
৫. তার্ষ
৬. ইফিষ
৭. পর্সা
৮. করিন্থ
৯. আথীনী
১০. রোম
১১. থিষলনীকী

মথিলিখিত সুসমাচারের উপক্রমনিকা

১. প্রারম্ভিক বক্তব্য

ক) নবজাগরন বা সংস্কার আন্দোলনের সময় অবধি মনে করা হত (আজও রোমান ক্যাথলিক মণ্ডলী মনে করে) যে মথি লিখিত সুসমাচারটি প্রথম লিখিত সুসমাচার।

খ) প্রথম দুই শতাব্দীব্যাপী এই সুসমাচারটিই ছিল সর্বাধিক প্রচারিত এবং ব্যবহৃত সুসমাচার, যার সর্বাধিক সংখ্যক অনুলিপি প্রকাশিত হয়েছিল এবং ধর্মীয় শিক্ষাদান কার্য্যে এবং মণ্ডলীর উপসনা পদ্ধ তিতে সুসমাচারটি ব্যবহৃত হয়েছিল।

গ) লেখক উইলিয়াম বার্কলে তার লিখিত 'প্রথম তিনটি সুসমাচার' নামক গ্রন্থে, ১৯ পৃষ্টায় লিখেছেন, "যখন আমরা মথিলিখিত সুসমাচার পাঠ করি তখন আমরা খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিলটির সংস্পর্শে আসি, কেননা এই সুসমাচার টিতেই খ্রীষ্টের জীবন এবং শিক্ষাদানের বিষয়গুলি সবচেয়ে সুপরিকল্পিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে।" এর কারণ হল যে এই সুসমাচারে খ্রীষ্টের শিক্ষাগুলিকে বিষয় ভিত্তিক ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। নূতন বিশ্বাসীদের (যিহূদী এবং পরজাতীয় উভয়ই) নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের জীবন এবং বাণী শিক্ষা দেওয়ার জন্যে এই সুসমাচারটি ব্যবহৃত হত।

ঘ) নূতন এবং পুরাতন নিয়মের মধ্যে যিহূদী এবং পরজাতীয় বিশ্বাসীদের মধ্যে, এই সুসমাচারটি একটি যুক্তিপূর্ণ যোগবন্ধন গড়ে তোলে। প্রেরিতদের কার্য্যবিবরণীতে বর্ণিত প্রাথমিক ধার্মোপদেশ বা কোরিগমা গুলির মত এই সুসমাচার টিও পুরাতন নিয়মকে এমন ভাবে প্রকাশ করে যাতে পতিজ্ঞাপূরণ বিষয়টি সবচেয়ে জোরদার ভাবে প্রকাশিত হয়। এখানে পঞ্চ াশবারেরও অধিক সরাসরি পুরাতন নিয়মের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে এবং আরো অনেকবার পরোক্ষ ভাবে উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়াও এই পুস্তকে যিহোবা ঈশ্বরের অনেক উপাধি এবং সাদৃশ্যমূলক বর্ণনাগুলিকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর আরোপ করা হয়েছে।

ঙ) অতএব প্রচারকার্য্য এবং শিষ্যত্ব, এই দুটি বিষয়ই হল মথিলিখিত সুসমাচারের প্রচার উদ্দেশ্য যা একই সাথে যীশুর শেষ, মহান আজ্ঞারও দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য (মথি ২৮:১৯-২০)।

১. যিহূদীদের মাঝে প্রভু যীশুর জীবন এবং শিক্ষা প্রচারের মাধ্যমে তাদেরকে পরিবর্ত্তিত করার কাজে এই গুলি ব্যবহার করা হত।
২. বিশ্বাসী যিহুদী এবং পরজাতীয়রা কিভাবে খ্রীষ্টিয় জীবনযাপন সমর্থ হবে তা শেখানোর জন্যে এই গুলি ব্যবহৃত হত।

২. আদি রচয়িতা

ক) যদিও গ্রীক নূতন নিয়মের (২০০ - ৪০০ সাল) প্রাথমিক সংস্করণে বলা হয়েছে " মথিলিখিত" তবুও আসলে এই পুস্তকের লেখক অজ্ঞাত পরিচয়।

খ) প্রাথমিক মণ্ডলীতে প্রচলিত ঐতিহ্য আনুসারে করগ্রাহী মথি, (মার্ক ২:১৪ এবং লূক ৫: ২৭,২৯ অনুসারে যার আরেক নাম লেবি) যিনি যীশুর এক জন শিষ্য ছিলেন তিনিই এই সুসমাচারের লেখক।

গ) মথি, মার্ক এবং লূক লিখিত সুসমাচারগুলি বহুলাংশে এক রকম (সিনপটিকস মানে একযোগে দেখা)

১. প্রত্যেকটি সুসমাচারেই সেপ্টুয়াজিন্ট নয়, কিন্তু মেসোরেটিক পুস্তক থেকে পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন উদ্ধৃ তি গৃহীত হয়েছে।
২. অনেক সময় বিরল গ্রীক শব্দ এবং অস্বাভাবিক ব্যাকরণগত গঠন শৈলী ব্যবহার করে প্রভু যীশুর সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে।
৩. অনেক ক্ষেত্রে হু বু হু এক গ্রীক শব্দ এবং ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে।
৪. সুসমাচারগুলিতে পরস্পরের থেকে বিভিন্ন অংশ ধার করার চিহ্ন সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়।

ঘ) মথি, মার্ক এবং লূকলিখিত সুসমাচার তিনটির (সিনপটিক্ সুসমাচার) পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে বহুল গবেষণা প্রসূত তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

১. প্রাচীন মণ্ডলীর বহুপ্রচলিত ঐতিহ্য অনুসারে, করগ্রাহী মথি (লেবি) সুসমাচারটির রচয়িতা, নবজাগরন বা সংস্কার আন্দোলনের সময় পর্যন্ত মথিকেই সুসমাচার লেখক বলে ধরে নেওয়া হত।

২. ১৭৭৬ সাল নাগাত এ. ই. লেসিং (পরে ১৮১৮ সালে গিয়েজলার) এই তত্ত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন যে সিনপটিক্ সুসমাচারগুলির প্রকাশের পূর্বে মৌখিক সুসমাচারের প্রচলন ছিল যেগুলি থেকে তথ্য সংগ্রহ করার পর বিভিন্ন সুসমাচার রচয়িতা সেগুলি নিজেদের সম্ভাব্য পাঠক কূলের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্ত্তিত করে নিয়েছেন।

ক) মথি - যিহুদী
খ) মার্ক - রোমীয়
গ) লূক - পরজাতীয়

প্রত্যেকটি সুসমাচার আবার একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক স্থানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল।

ক) মথি - আন্তিয়খিয়া, সিরিয়া
খ) মার্ক - রোম, ইতালিক
গ) লূক - সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী কৈসরিয়া, প্যালেস্তাইন
ঘ) যোহন - ইফিষ, এশিয়া মাইনর

৩. উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে জে. জে. গ্রীজবাক্ এই তত্ত্বের প্রচলন করেন যে মথি এবং লূক। স্বাধীনভাবে, আলাদা করে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জীবন কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছিলেন। পরবর্তী কালে মার্ক একটি সংক্ষিপ্ত সুসমাচার লেখার মাধ্যমে এই দুটি সুসমাচারের মেলবন্ধন করার প্রচেষ্টা করেছিলেন।

৪. বিংশ শতাব্দির গোড়ায়, এইচ. জে. হলজ ম্যান, এই মতবাদ দেন যে মার্কের সুসমাচার প্রথম লিখিত হয়েছিল এবং মথি ও লূক উভয়েই মার্ক লিখিত সুসমাচার এবং কিউ নামক (জার্মান ভাষায় কোয়েল বা উৎস) আরেকটি লিখিত সুত্রের সাহায্য নিয়েছিলেন। এই তত্ত্বের নামকরণ করা হয়েছিল "দুই সূত্রের" তত্ত্ব (১৮৩২ সালে শেলিয়্যার মাথারও একে সমর্থন করেন)।

৫. পরবর্তী কালে বি. এইচ. স্ট্রিটার একটি নূতন সংশোধিত "দুই সূত্রের" তত্ত্ব প্রচলন করেন এবং তার নাম দেন "চার সূত্রের" তত্ত্ব যেখানে "আদি লূক", মার্ক এবং কিউ উৎসের সমন্বয়ে কথা বলা হয়েছে।

৬. উপরে বর্ণিত সিনপটিক সুসমাচার সংক্রান্ত তত্ত্বগুলি সবই আনুমানিক। "কিউ" উৎস কিংবা (আদি লূক" সংক্রান্ত কোন ঐতিহাসিক বা পুঁথিগত প্রমাণ পাওয়া যায় না। আধুনিক জ্ঞানী পণ্ডিতরা একথা বলেন যে সুসমাচারের প্রকৃত রচয়িতা কে বা কারা তা জানা যায় না। (পুরাতন নিয়মের ব্যবস্থা পুস্তক এবং পুরাতন নবী পুস্তকগুলি সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য) । কিন্তু প্রমাণের অভাব থাকলেও খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী কখনও গ্রন্থগুলির ঐতিহাসিক সত্যতা এবং ঐশী প্রত্যাদেশ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে না এবং বিশ্বাস সহকারে সেগুলি গ্রহণ করে।

৭. সিনপটিক্ সুসমাচারগুলির মধ্যে গঠনগত এবং শব্দগত স্পষ্ট সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও বেশ কিছু সুস্পষ্ট বৈসাদৃশ্যও দেখা যায়। চাক্ষুষ সাক্ষীদের সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে অনেক বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। প্রাচীন মণ্ডলীতে তিনটি সুসমাচারে বর্ণিত প্রভু যীশুর জীবন কাহিনী সংক্রান্ত এই সব বৈসাদৃশ্য নিয়ে সেভাবে মাথা ঘামানো হয়নি। হয়ত বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন লেখনেশৈলী, বিভিন্ন ধরনের শ্রোতা এবং ভাষার বিভিন্নতার কারণে (অরামীয় এবং গ্রীক) এই ধরনের ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা গিয়েছিল। একথা বলতেই হবে যে এই সব অনুপ্রাণিত লেখক সম্পাদক এবং সংগ্রহকারীগণ বিভিন্ন সময়ে স্বাধীনভাবে প্রভু যীশুর জীবনের ঘটনাবলী ও তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় মনোনয়ন, গ্রহণ, সম্পাদনা এবং সংক্ষিপ্তকরণের কাজ করেছিলেন। (ফী এবং স্টুয়ার্ট লিখিত 'হাউ টু রিড দ্য বাইবেল ফর অল ইট ইজ ওয়ার্থ' নামক গ্রন্থের ১১৩ - ১৪৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)।

ঙ) ইসুবিয়াস রচিত 'হিস্টোরিকাল এক্লেসিয়াস টিকাস্' গ্রন্থের ৩:৩৯:১৬ অধ্যায়ে বর্ণিত, হিয়েরোপলিসের বিশপ (১৩০ সাল) প্যাপিয়াসের লিখিত একটি অংশ থেকে জানা যায় যে মথি তার সুসমাচারটি অরামীয় ভাষায় লিখেছিলেন। কিন্তু আধুনিক গবেষকগণ নিম্নলিখিত কারণে এই তত্ত্বকে ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করেছেন।

১. মথির সুসমাচারে ব্যবহৃত গ্রীক ভাষায়, অরামীয় ভাষা থেকে অনুবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি অনুপস্থিত।

২. এখানে গ্রীক শব্দচয়নের বিভিন্ন উদাহরণ দেখা যায় (৬:১৬;২১:৪১;২৪:৩০)।

৩. পুরাতন নিয়মের অধিকাংশ উদাহরন, সেপ্টুয়াজিন্ট (LXX) থেকে গৃহীত, হিব্রু মেসোয়েটিক গ্রন্থ থেকে নয়।

সম্ভবত ঃ ১০: ৩ পদ মথির লেখকত্ব বিষয়ে নির্দেশ করে। এখানে তার নামের পাশে "কর সংগ্রহকারী" কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। মার্ক লিখিত সুসমাচারে কিন্তু এই বর্ণনাটি পাওয়া যায় না। নূতন নিয়মের যুগে অথবা প্রাথমিক মণ্ডলীতেও মথি খুব একটা সুপরিচিত ছিলেন না। তাহলে কেন প্রথম সুসমাচার লেখক হিসাবে তার নামকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রাচীন লোকগাথার খোঁজ পাওয়া যায়!

৩. তারিখ বা কাল

ক) এই সুসমাচার লেখনের সময়কালটি সিনপটিক্ সমস্যার সঙ্গে বহু ভাবে জাড়িত। কোন সুসমাচারটি প্রথমে লেখা হয়েছিল এবং কে, কার লেখা থেকে ধার করে লিখেছিলেন ?

১. ইসুবিয়াস তার 'হিস্টোরিকাল এক্লেসিয়াসটিকাস্' নামক গ্রন্থের ৩: ৩৯: ১৫ পদে বলেছেন যে মথি;মার্ক লিখিত সুসমাচারকে গঠনগত দিক দিয়ে অনকরণ করেছেন।

২. সাধু অগাস্তিন কিন্তু মার্ককে " এক জন অনসরণকারী" এবং মথির সুসমাচারের সংক্ষিপ্তসার রচয়িতা বলে অভিহিত করেছেন।

খ) সবচেয়ে উত্তম উপায় হল একটি আনুমানিক সময় সীমা নির্দ্ধারন করা ।

১. রোমের বিশপ ক্লিমেন্ট (৯৬ সাল), করিন্থীয়দের প্রতি তার লিখিত পত্রে মথির সুসমাচারের বিষয় উল্লেখ করেছেন। এটি নিশ্চয়ই ৯৬ সাল অথবা ১১৫ সালের পূর্বে লিখিত হয়েছিল। আন্তিয়খিয়ার বিশপ ইগ্নেসিয়াস্ (১১০ - ১১৫ সাল), স্মূর্ণা নিবাসীদের প্রতি লিখিত তার পত্রের ১:১ অধ্যায়ে, মথি ৩: ১৫ পদের উল্লেখ করেছেন।

২. সবচেয়ে কঠিন প্রশ্নটি হল যে ঠিক কত দিন আসে এটি লেখা হয়েছিল ?

ক) অবশ্যই ৩০ খ্রীষ্টাব্দে বর্ণিত ঘটনাবলী ঘটে যাওয়ার পর।

খ) সমগ্র বিষয় বস্তু সংগ্রহ, সংকলন এবং প্রকাশনার জন্য নিশ্চয়ই বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল।

গ) ২৪ অধ্যায় বর্ণিত ঘটনাবলীর সঙ্গে ৭০ খ্রীষ্টাব্দে যিরূশালেম মন্দির ধবংস হওয়ার ঘটনার কি সম্পর্ক থাকতে পারে? কয়েকটি ক্ষেত্রে মথিলিখিত সুসমাচারে বলিদান পদ্ধতিকে একটি সমসাময়িক পদ্ধতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে (৫: ২৩-২৪;১২: ৫-৭;১৭: ২৪-২৭;২৬: ৬০ - ৬১)। এর অর্থ হল যে ঘটনাকাল ৭০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কোন সময়।

ঘ) যদি মথি এবং মার্কের সুসমাচার দুটি পৌলের পরিচর্য্যাকালের (৪৮ -৬৮ খ্রীষ্টাব্দ) সমসাময়িক সময়ে রচিত হয়ে থাকে তাহলে পৌল কেন কখনও এ বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেননি ?
'হিস্টোরিকাল এক্লেসিয়াসটিকাস্' গ্রন্থের ৫:৮:২ পদে ইরোনিয়াসের নাম করে ইসুবিয়াস উল্লেখ করেছেন যে পিতর ও পৌল রোমে অবস্থান করা কালীন সময়ে মথিলিখিত সুসমাচার রচিত হয়েছিল। পিতর এবং পৌল উভয়কেই সম্রাট নীরোর শাসনকালে হত্যা করা হয়েছিল এবং এই শাসনকালের সমাপ্তি হয়েছিল ৬৮ খ্রীষ্টাব্দে।

ঙ) আধুনিক পণ্ডিত মণ্ডলী স্থিরীকৃত, প্রাচীনতম সম্ভাব্য সময় হল ৫০ খ্রীষ্টাব্দ।

চ) অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে চারটি সুসমাচার, তাদের লেখকদের তুলনায় অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্ক যুক্ত ছিল খ্রীষ্টান সম্প্রদায় অধ্যুষিত বিভিন্ন ভৌগলিক স্থান সমূহের সঙ্গে। মথি লিখিত সুসমাচার হয়ত ৬০ খ্রীষ্টাব্দে অথবা ৭০ খ্রীষ্টাব্দের আসে, সিরিয়ার অর্ন্তভুক্ত আন্তিয়খিয়া নামক স্থানের যিহূদী এবং পরজাতীয় অধ্যুষিত মণ্ডলীগুলির জন্য লিখিত হয়েছিল।

৪. গ্রহীতা

ক) সুসমাচারটির প্রকৃত লেখকের নাম এবং আসল সন-তারিখ যেমন অজানা, তেমনই অজানা এর প্রকৃত গ্রহীতাদের বিষয়টি। এই সুসমাচারটি যিহূদী এবং পরজাতীয় উভয় ধরনের বিশ্বাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত বলে মনে হয়। প্রথম শতাব্দীতে গঠিত সিরিয়ার আন্তিয়খিয়ার মণ্ডলকেই সবচেয়ে সম্ভাব্য গ্রহীতা বলে মনে হয়।

খ) ইসুবিয়াস্ রচিত 'হিস্টোরিকাল এক্লেসিয়াসটিকাস্' গ্রন্থের ৬:২৫:৪ পদে অরিসেনের নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে এই সুসমাচারটি যিহূদী বিশ্বাসীবর্গের জন্য রচিত হয়েছিল।

৫. কাঠামোগত সারসংক্ষেপ

ক) সুসমাচারটি কি ভাবে গঠিত ? সমগ্র গ্রন্থটিকে বিশদ ভাবে পর্যালোচনা করলে এবং এর গঠনগত দিকগুলি বিশ্লেষন করলে বোঝা যায় যে এই সুসমাচারটির অনুপ্রাণিত লেখকের মূখ্য উদ্দেশ্য কি ছিল।

খ) পণ্ডিত মণ্ডলী বিভিন্ন কাঠামোগত সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন।

১. প্রভু যীশুর ভৌগলিক পরিভ্রমন

ক) গালীল প্রদেশ

খ) গালীলের উত্তরাংশ

গ) পেরিয়া এবং যিহূদিয়া (যিরূশালেমের উদ্দেশ্যে গমনের সময়)

ঘ) যিরূশালেম

২. মথির পাঁচটি বিষয় ভিত্তিক বৈশিষ্ট্য। এগুলি সহজেই সনাক্ত করা যায় । বহু ব্যবহৃত এই পদটি থেকে "এই সকল কার্য্য সমাপ্ত করিবার পর" (৭:২৮;১১:১;১৩:৫৩;১৯:১;২৬:১ অনেক গবেষক মনে করেন যে এই পাঁচটি শাস্ত্রাংশ নির্দেশ করে যে মথি প্রভু যীশুকে "নূতন মোশি" বলে প্রমাণিত করতে চেয়েছিলেন; কেননা এই পাঁচটি উদ্ধৃতির প্রতিটিই মোশি রচিত পঞ্চ পুস্তকের (আদিপুস্তক, যাত্রাপুস্তক, লেবীয় পুস্তক, গণনাপুস্তক এবং দ্বিতীয় বিবরণ) ভূমিকাস্বরূপ।

ক) এটি একটি পরিবর্ত্তনশীল গঠন শৈলী যেখানে বর্ণনা মূলক এবং কথোপকথন মূলক আলোচনার বিষয় বস্তু নিয়ে চর্চা করা হয়েছে।

খ) এখানে একটি ঈশতত্ত্ব মূলক / জীবন কাহিনী মূলক পরিকাঠামো অনুসৃত হয়েছে, যেখানে বারাবার এই পদটি উল্লেখ করা হয়েছে "সেই অবধি যীশু প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন" (৪:১৭;১৬:২১) এর ফলে সমগ্র সুসমাচারটি স্পষ্ট তিন ভাগে বিভক্ত করা সম্ভব হয়েছে (১:১-৪:১৬;৪:১৭-১৬:২০ এবং ১৬:২১-২৮:২৯)।

গ) মথি পুরাতন নিয়মে বর্ণিত ভবিষ্যৎবাণী মূলক শাস্ত্রাংশগুলির মধ্যে "বচন পূর্ণ হল" কথাটি বিশেষ ভাবে ব্যবহার করেছেন (১:২২;২:১৫,১৭,২৩;৪:১৪;৮:১৭;১৩:৩৫;২১:৪;২৭:৯ এবং ২৭:৩৫)।

গ) "সুসমাচার"গুলি হল এক অপূর্ব সাহিত্যশৈলী। এগুলি জীবনীমূলক নয়, এগুলি ঐতিহাসিক বর্ণনামূলকও নয়। এগুলি ঈশতত্ত্ব মূলক ভাবে লিখিত, উচ্চমানের সাহিত্য কর্ম। প্রতিটি সুসমাচার রচয়িতা তাদের নিজস্ব পাঠকবৃন্দের কথা মাথায় রেখে অপূর্ব ভাবে প্রভু যীশুর জীবন কাহিনী ও শিক্ষাগুলি বর্ণনা করেছেন। সুসমাচার গুলিকে প্রচার কার্য্যে ব্যবহৃত পুস্তিকার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

৬. বিভিন্ন শব্দ ও শাস্ত্রাংশ যা বিশেষ ভাবে লক্ষ্যনীয়

১) মশীহ ১:১
২) কুমারী কন্যা ১:২৩, ২৫
৩) ইম্মানুয়েল ১:২৩
৪) পূর্ব্বদেশের পণ্ডিত ২:১
৫) নাসরতীয় ২:২৩
৬) মন ফিরান ৩:২
৭) পাপস্বীকার ৩:৬
৮) ফরিশী ৩:৭
৯) সদ্দূকী ৩:৭
১০) "পাদুকা বহিবার যোগ্য নহি" ৩:১১
১১) "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র" ৩:১৭
১২) "ধর্ম-ধামের চূড়া" ৪:৫
১৩) "ব্যবস্থা কি ভাববাদী গ্রন্থ" ৫:১৭
১৪) "ত্যাগপত্র" ৫:৩১
১৫) "পাদপীঠ" ৫:৩৫
১৬) সমাজগৃহ ৬:২

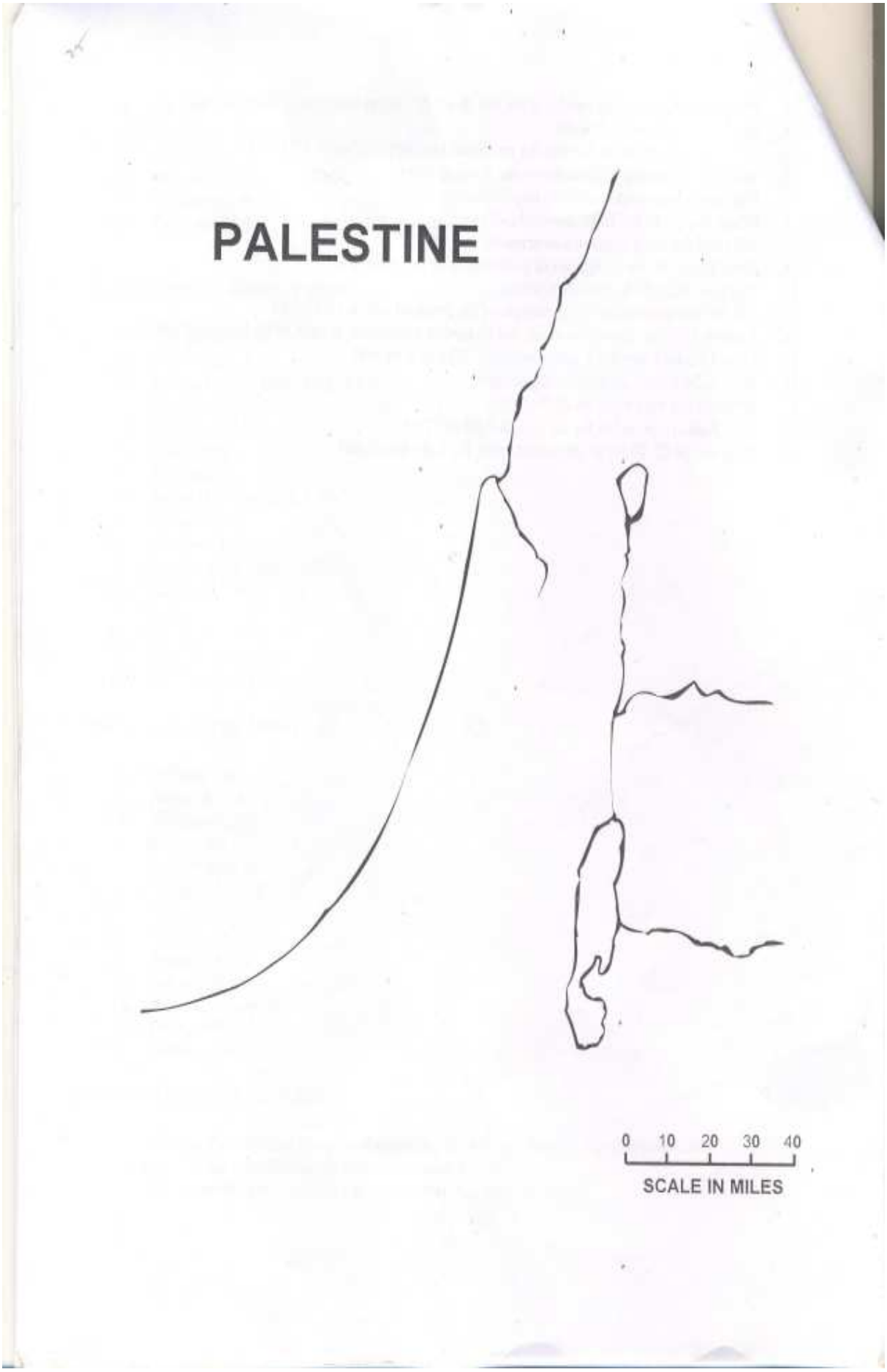
PALESTINE
0 10 20 30 40
SCALE IN MILES

মার্ক লিখিত সুসমাচারের উপক্রমনিকা

১. প্রারম্ভিক ভাষণ

ক) প্রাচীন মণ্ডলীতে মথি এবং লূকের সুসমাচারের সঙ্গে তুলনা মূলক বিচার করলে, মার্ক লিখিত সুসমাচারটিকে সেভাবে চর্চা করা শিক্ষা দেওয়া বা অনুলেখন প্রস্তুতির কাজে ব্যবহার করা হয়নি। কেননা তারা মনে করতেন যে মার্কের সুসমাচার একটি "সংক্ষিপ্তসার" মাত্র। পরবর্ত্তী কালে সাধু অগাস্তিনও এই মত পোষন করেছিলেন।

খ) গ্রীক বংশোদ্ভুত মণ্ডলীর আদিপিতারা, অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীর বিশ্বাস রক্ষী লেখকরাও, মার্ক লিখিত সুসমাচারকে খুব বেশী উদ্ধৃ ত করেননি।

গ) ঐতিহাসিক ব্যাকরণ ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধ তির সাহায্যে যখন পবিত্র বাইবেলকে ব্যাখ্যা করা শুরু হয়েছিল তখন মার্ক লিখিত সুসমাচার, প্রথম লিখিত সুসমাচার হিসাবে এক নূতন আঙ্গিঁকে প্রকাশিত হয়েছিল। লূক এবং মথি উভয়েই যীশুর জীবন এবং শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়গুলি এই সুসমাচার থেকে গ্রহণ করেছিলেন। ফলে মার্ক লিখিত সুসমাচার প্রথম লিখিত, ভিত্তি মূলক সুসমাচার রূপে পরিগণিত হতে শুরু করে।

২. প্রকরণগত শৈলী

ক) সুসমাচারগুলি, আধুনিক জীবন কাহিনী কিংবা ঐতিহাসিক কাহিনী নয়। এগুলি যত্ন সহকারে সংগ্রীহিত ঈশ্বতাত্ত্বিক লেখন, যা জনগণের সামনে প্রভু যীশুকে প্রকাশ করে এবং সকলকে তাঁর পবিত্র বিশ্বাসে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। এগুলি যীশুর জীবন সংক্রান্ত 'সুসমাচার' যা প্রাচার কার্য্যে ব্যবহার করা হয় (যোহন ২০:৩০-৩১)।

খ) মার্কের সুসমাচারে, চারটি সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অথবা ঈশ্বতাত্ত্বিক উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায়।
১. প্রভু যীশুর জীবন এবং শিক্ষা
২. সাধু পিতরের জীবন এবং পরিচর্য্যা
৩. প্রাচীন মণ্ডলীর প্রয়োজন সমূহ
৪. জন মার্কের প্রচার গত উদ্দেশ্য

গ) নিকট প্রাচ্যের এবং গ্রীক রোমীয় সাহিত্যে সুসমাচার গুলির স্থান খুবই অভিনব। অনুপ্রাণিত লেখকরা পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরনায় প্রভু যীশু জীবন ও শিক্ষা থেকে সেই সব বিষয় গুলি সংকলিত করেছিলেন যা পরিষ্কার ভাবে তাঁর চরিত্র ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট রূপে ব্যাখ্যা করে। তারা প্রভু যীশুর বাক্য এবং কার্য্যবলী সুন্দর ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন ভাবে সাজিয়ে নিয়েছিলেন। এর একটি উদাহরণ হল মথির সুসমাচারে বর্ণিত পবর্ত শীর্ষে দত্ত যীশুর উপদেশের (মথি ৫-৭) সঙ্গে লূক লিখিত সুসমাচারে বর্ণিত সমতল ভূমিতে দত্ত যীশুর উপদেশের তুল না। এটি স্পষ্টরূপে বোঝা যায় যে মথি চেয়েছিলেন প্রভু যীশুর সমগ্র উপদেশমালা একটি বিস্তৃতি উপদেশের আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করতে, কিন্তু লূক চেয়েছিলেন সারা সুসমাচার জুড়ে ছোট ছোট পরিসরে সেগুলি ব্যাখ্যা করতে।
এটি প্রমাণ করে যে সুসমাচার লেখকরা শুধু মাত্র যে প্রভু যীশুর প্রদত্ত শিক্ষামালাকে ক্রমপর্যায় মূলক ভাবে সাজাতে দক্ষ ছিলেন তাই নয়, তারা এগুলিকে তাদের নিজস্ব ঈশতত্ত্বমূলক শিক্ষাদান কার্য্যে ব্যবহার করতেও দক্ষ ছিলেন (ফ্রী এবং স্টুয়াট লিখিত 'হাউ টু রীড দ্য বাইবেল ফর অল ইটস্ ওয়ার্থ' বইয়ের ১১৩ - ১৩৪ পৃষ্ঠা দেখুন)। সুসমাচার পাঠ করার সময়ে এক জন পাঠককে ক্রমান্বয়ে নিজেকে প্রশ্ন করে যেতে হবে যে সুসমাচার লেখক তার লেখার মাধ্যমে কি ধরনের ঈশতাত্ত্বিক বর্ণনা করতে চেয়েছেন।কেন কোন একটি ঘটনা বা অলৌকিক কার্য্য কোন একটি বিশেষ পরিসরে বর্ণিত হয়েছে?

ঘ) মার্ক লিখিত সুসমাচার ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চ লে প্রচলিত কোইন গ্রীক ভাষা কে দ্বিতীয় পরিভাষা হিসাবে ব্যবহারের একটি প্রকৃষ্ট উদহরণ। মার্কের মাতৃভাষা ছিল অরামীয় প্রথম শতাব্দীতে যীশু এবং সকল যিহূদীরও মাতৃভাষাও ছিল অরামীয়। মার্কের সুসমাচারের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই শেমীয় ভাষার। অনন্য সৌরভের উপস্তিতি।

৩) লেখকের পরিচিতি

ক) প্রেরিত শিষ্য পিতরের সঙ্গে জন মার্ককে এক যোগে এই সুসমাচারের লেখক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সমগ্র কাজটি কে করেছিলেন (অন্যান্য সমস্ত সুসমাচারের মতই) তা আমাদের কাছে অজানা।

খ) পিতরের চাক্ষুষ সাক্ষ্যের বিবরণগুলি স্বপক্ষে আর একটি প্রমাণ হল যে মার্ক তার সুসমাচারে পিতরসংক্রান্ত বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ করেননি।

১. জলের উপর হাঁটা (মথি ১৪:২৮-৩৩)

২. কৈসরিয়া ফিলিপী অঞ্চ লে বারো জন শিষ্যের তরফে প্রদত্ত পিতরের সাক্ষ্য"মথি ১৬:১৩-২০।" মার্ক ৮:২৭-৩০ পদে শুধু মাত্র " এই প্রস্তরের উপরে" এবং স্বর্গরাজ্যের চাবিগুলি" জাতীয় শাস্ত্রাংশগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে।

৩. পিতরের নিজের এবং প্রভু যীশুর জন্য মন্দিরের কর সংগ্রহের কাহিনী (মথি ১৭:২৪-২৭)। হয়ত সৌজন্য বশতঃ পিতর এই তিনটি ঘটনার বিষয় নিয়ে নিজের নাম খুব একটা জাহির করতে চাননি।

গ) প্রচীন মণ্ডলীতে প্রচলিত কাহিনী

১. ইসুরিয়াস্ রচিত (২৭৫-৩৩৯ খ্রীষ্টাব্দ) 'এক্লেসিয়াসটিকাল হিস্ট্রী' নামক গ্রন্থের ৩:৩৯:১৫ পদে। হিয়েরাপোলিসের বিশপ প্যাপিয়াসের (১৩০ খ্রীষ্টাব্দ) রচিত 'ইনটার প্রিটিশন অফ দি লর্ডস সেয়িংস্' বইটি থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। তার মতে মার্ক ছিলেন পিতরের লেখনীকার যিনি পিতরের স্মৃতি থেকে কথিত প্রভু যীশুর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী সঠিক ভাবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন বটে কিন্তু সেগুলিকে ঘটনাক্রমিক ভাবে জানানো হয়নি।
ইনি সম্ভবতঃ পিতরের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয় শুনে সেগুলিকে নিজের মত করে সাজিয়ে গুছিয়ে সুসমাচারের আকারে প্রকাশ করেছিলেন। প্যাপিয়াস দাবী করেন যে তিনি 'প্রাচীন ব্যক্তির' কাছে এসব কথা শুনেছিলেন, হয়ত সেই প্রাচীন ব্যক্তি ছিলেন প্রেরিত শিষ্য যোহন।

২. ১৮০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত মার্কের সুসমাচারের মার্সিও নাইট বিরোধী ভূমিকাতে বলা হয়েছে যে পিতরই ছিলেন মার্কের সুসমাচারের প্রধান সাক্ষী। এখানে একথাও বলা হয়েছে যে পিতরের মৃত্যুর পর (ঐতিহ্যানুসারে যা ৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রোমে সংঘটিত হয়েছিল)। ইতালিয়াতে বাসকালীন সময়ে মার্ক তার সুসমাচার রচনা করেন।

৩. ১৮০ খ্রীষ্টাব্দে লেখা ইরেনিয়াসের রচনা থেকে জানা যায় যে জন মার্ক ছিলেন পিতরের লেখনীকার এবং সম্পাদক যিনি পিতরের মৃত্যুর পর তার স্মৃতি কথা গুলিকে লিখিত গ্রন্থে পরিণত করেছিলেন (কনট্রাহেরেসিস্ গ্রান্থের ৩: ১:২ পদ দেখুন)।

৪. ২০০ খ্রীষ্টাব্দে রোমে লিখিত, ম্যরাটোরিয়ান লেখন (স্বীকৃত গ্রন্থ) যা অস্পূর্ণ হলেও, সেখানে একথা দৃঢ় ভাবে স্বীকার করা হয়েছে যে জন মার্ক-ই পিতরের স্মৃতিচারণার লেখনীকার।

৫. ওয়ালটার ওয়েসেল্ তার লিখিত 'দি এক্সপোজিটার বাইবেল কমেন্টারী' গ্রন্থের অষ্টম খণ্ডের ৬০৬ পৃষ্ঠায় একটি বিশেষ মন্তব্য করেছেন যে উপরে বর্ণিত প্রাচীন মাণ্ডলিক ঐতিহ্যগুলি বিভিন্ন ভৌগলিক অবস্থানে অবস্থিত মণ্ডলীসমূহ থেকে উদ্ভুত।

ক) এশিয়া মাইনর অঞ্চ ল থেকে প্যাপিয়াস

খ) মার্সিওন বিরোধী ভূমিকা এবং ম্যুরাটোরিয়ান খণ্ড লেখন, রোম থেকে।

গ) ফ্রান্সের লিওনস্ অঞ্চ ল থেকে ইরোনিয়াস (Adv. Haer ৩ ১ ১)। মিশর দেশের আলেকজান্দ্রিয়া অঞ্চ লের ক্লিমেন্ট এবং উত্তর আফ্রিকা অঞ্চ লের টার্টুলিয়ানের (Adv. Marc.৪ ৫) লেখাতেও ইরোনিয়াসের বক্তব্যের প্রতিফলন দেখা যায়। (ইসুরিয়াস উল্লেখিত 'হাইপোটিপোসেইস ৬, Eccl. Hir. ২ ১৫ ১-২, ৩ ২৪ ৫-৮(৬ ১৪ ৬-৭)। এই ভৌগলিক বৈচিত্র উপরের বক্তব্যের সত্যতার এবং খ্রীষ্টিয় সমাজে গ্রহণ যোগ্যতার স্বপ(সা(্য দেয়।

ঘ) জন মার্কের সম্বন্ধে কি জানা যায় ...

১. তার মা ছিলেন যিরূশালেন নগরীতে সুপরিচিতা এক বিশ্বাসী যার গৃহে প্রাথমিক মণ্ডলী মিলিত হত। (সম্ভবতঃ অন্তিম নিস্তারপর্বের ভোজ অনুষ্ঠানও এই গৃহেই সংঘটিত হয়েছিল)। মার্ক ১৪:১৪-১৫;প্রেরিত ১: ১৩-১৪; প্রেরিত ১২:১২ দেখুন। সম্ভবতঃ এনিই সেই অজানা ব্যক্তি যিনি গেৎশিমানী বাগান থেকে দৌড়ে পালিয়েছিলেন। (মার্ক ১৪: ৫১-৫)

২. ইনি পৌল এবং নিজের কাকা বার্ণবার সঙ্গে (কলসীয় ৪:১০) এক যোগে আন্তিয়খিয়া থেকে যিরূশালেম যাত্রা করেছিলেন (প্রেরিত ১২:২৫)।

৩. ইনি বার্ণক ও পৌলের সাথে পৌলের প্রথম সুসমাচার প্রচার যাত্রা অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন (প্রেরিত ১৩:৫), কিন্তু মাঝ পথে আচমকা বাড়ি ফিরে আসেন (প্রেরিত ১৩:১৩)।

৪. পরবর্ত্তী কালে দ্বিতীয় সুসমাচার প্রচার অভিযানে, বার্ণবা মার্ককে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু এই নিয়ে বার্ণবা ও পৌলের মধ্যে তীব্র মত পার্থক্য উপস্থিত হয়েছিল (প্রেরিত ১৫:৩৭-৪০)।

৫. পরবর্ত্তী সময়ে পৌলের সঙ্গে তার পূণ মির্লন হয় এবং তিনি পৌলের এক জন মিত্র এবং সহকারী হয়ে উঠেন (কলসীয় ৪:১০, ২তীমথিয় ৪:১১, ফিলীমন ২৪)

৬. সম্ভবতঃ ইনি রোমে পিতরের সঙ্গী এবং সহকারী ছিলেন (১পিতর ৫:১৩)।

৭. ৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রোম থেকে প্রথম ক্লিমেন্টও পরোক্ষ ভাবে মার্ককে উদ্ধৃত করেছেন।

৮. মার্ক ৩:১৭ পদ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার সময়, জাস্টিন মার্টার (১৫০ খ্রীষ্টাব্দ) সংযোজন করেছেন যে এটি পিতরের স্মৃতি থেকে গৃহীত।

৯. আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিমেন্ট (১৯৫ খ্রীষ্টাব্দ সুনিশ্চিত ভাবে উল্লেখ করেছেন যে পিতর রোমে প্রচার করা কালীন শ্রোতারা মার্ককে অনুরোধ করেছিল সেগুলি লিখে রাখতে)।

১০. টার্টু-লিয়ন (২০০ খ্রীষ্টাব্দ) তার রচিত 'এসেনস্ট মারসিয়ন' (৪:৫) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে মার্ক, পিতরের স্মৃতি কথা সম্পাদনা করেছিলেন।

১১. ইসুবিয়সের লেখায় (Eccl.His ৪ ২৫) এবং ওরিসেন রচিত (২৩০ খ্রীষ্টাব্দ) 'কমেন্টারী অন ম্যাথু' নামক গ্রন্থে (পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে মার্কের সুসমাচারের উপর রচিত কোন টীকাপুস্তক পাওয়া যেত না) উল্লেখ করেছেন যে মার্ক, পিতরের ব্যাখ্যা অনুযায়ী তার সুসমাচারগ্রন্থ না করেছিলেন।

১২. ইসুবিয়াস নিজেও তার গ্রন্থে (Eccl.His ২ ১৫) মার্কের সুসমাচার নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং একথা উল্লেখ করেছেন যে শ্রোতাদের অনুরোধ সাপেক্ষে মার্ক পিতরের প্রচারমূলক বক্তৃতা গুলি লিপিবদ্ধ করেছিলেন যেন সেগুলি পরবর্ত্তী সময়ে সকল মণ্ডলীতে পাঠ করা যেতে পারে। ইসুবিয়াস, আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিমেন্টের দেওয়া তথ্য অনুসারে এই উক্তি করেছিলেন।

ঙ) সুসমাচারের ১৪: ৫১-৫২ পদ অনুযায়ী, সেখানে যীশুকে গ্রেপ্তার করাকালীন এক জন উলঙ্গ মানুষের দৌড়ে গেৎশিমানী বাগান থেকে পালিয়ে যাওয়ার কাহিনী লেখা আছে, সেখানেও মার্কের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়। এই অভূতপূর্ব ঘটনার উদ্ধৃতির মধ্যে মার্কের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়।

৪) তারিখ

ক) সুসমাচারটি সম্ভবতঃ প্রভু যীশুর জীবন, কর্ম এবং শিক্ষা বিষয়ক। প্রেরিত শিষ্য পিতরের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা যার প্রধান উপপাদ্য ছিল পিতরের বিভিন্ন প্রচারমূলক বক্তৃতা। মারসিওনাইট বিরোধী ভূমিকা এবং ইরেনিয়াসের বক্তব্য অনুযায়ী এগুলি সবই পিতরের মৃত্যুর পর সংকলিত হয়েছিল (ইরেনিয়াস একথাও বলেছেন যে এগুলি পৌলেরও মৃত্যুর পর সংকলিত)। মণ্ডলীতে প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী, পিতর এবং পৌল উভয়েই নীরোর শাসনকালে রোমে সাক্ষ্যময়ের মৃত্যুবরণ করেছিলেন (৫৮-৬৮ খ্রীষ্টাব্দ)। আসল তারিখটি অজানা হলেও, ধরে নেওয়া যায় যে মার্কের সুসমাচার ৬০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি নাগাদ রচিত হয়েছিল।

খ) সম্ভবতঃ মারসিওনাইট বিরোধী ভূমিকা এবং ইরেনিয়াসের লেখায় পিতরের মৃত্যু নয়, কিন্তু রোমা থেকে তার নিষ্ক্রমণের কথা উল্লিখিত হয়েছে। কিছু কিছু প্রাচীন প্রমাণ অনুসারে (যেমন জাস্টিন এবং হিপোলিটাস্) পিতর, সম্রাট ক্লাডিয়াসের রাজত্ব কালে (৪১-৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) রোমে গিয়েছিলেন (ইসুবিয়াস Eccl.His ২ ১৪ ৬)।

গ) মনে করা হয় যে ৬০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি নাগাদ জেলবন্দী পৌলের সঙ্গে সংযুক্ত ভাবে লূক প্রেরিতদের কার্য্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করেছিলেন। যদি একথা সত্যি হয় যে লূক তার সুসমাচারে, মার্কের সুসমাচার থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন, তাহলে ধরে নিতে হবে যে মার্কের সুসমাচারটি প্রেরিতদের কার্য্যবিবরণী পুস্তকের আগে, অর্থাৎ ৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম দিকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।

ঘ) মার্কের সুসমাচারের প্রকৃত লেখক কে, বা সঠিক তারিখটি কি তার উপরে কিন্তু কোন মতেই এই সুসমাচারের (এমনকি কোন সুসমাচারেরই) ঐতিহাসিক/ঈশ্বতাত্ত্বিক/প্রচারগত সত্যতা নির্ভর করে না। আসল সত্য হলেন প্রভু যীশু, লেখক কে সেটা আসন বিষয় নয়!

ঙ) এটি একটি আশ্চর্য বিষয় যে কোন সুসমাচারেই (এমন কি ৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত যোহনের সুসমাচারেও) ৭০ খ্রীষ্টাব্দে রোমান সেনাপতি (পরে সম্রাট) টাইটাসের হাতে যিরূশালেমের মন্দির ধবংস হওয়ার কোন উল্লেখ নেই (মথি২৪;মার্ক ১৩;লূক ২১)। মার্কের সুসমাচার হয়ত এই ঘটনার আগেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। সম্ভবতঃ মথি এবং লূক লিখিত সুসমাচার দুটিও যিহূদী সমাজের উপর নেমে আসা এই চরম বিপর্যয়ের আগেই লেখা হয়ে গিয়েছিল। সারাধন ভাবে এই কথা বলা যায় যে সিনপটিক্ সুসমাচারগুলি কোন সময়ে লেখা হয়েছিল তা অনিশ্চিত (যেমন তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টিও অনিশ্চিত)।

৫) গ্রহীতা

ক) প্রাচীন মণ্ডলীভূক্ত লেখকদের অনেকেই মার্ককে রোমের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে বর্ণনা করেছেন।

১. ১পিতর ৫:১৩
২. মারসিওনাইট বিরোধী ভূমিকা (ইতালিয়া)
৩. ইরেনিয়াস (রোম, Adv.Haer ৩:১:২)
৪. আলেকজান্দ্রিয়া ক্লিমেন্ট (রোম, ইসুবিয়াস He ৪:১৪:৬-৭;৬:১৪:৫-৭)

খ) মার্ক তার সুসমাচারে নিজের লেখার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু বলেননি। এ সম্বন্ধে অনেকগুলি তত্ত্ব পাওয়া যায়।

১. এটি রোমীয়দের (১:১৫;১০: ৪৫) উদ্দেশ্যে লিখিত একটি প্রচারপুস্তিকা (১:১)।
   ক) যিহূদী ভাবাপন্ন বিষয় সমূহ এখানে উল্লিখিত (৭:৩-৪;১৪:১২;১৫:৪২)।
   খ) আরামীয় শব্দগুলি এখানে ভাষান্তর করা হয়েছে (৩:১৭;৫:৪১;৭:১,৩৪;১০:৪৬;১৪:৩৬;১৫:২২, ৩৮)
   গ) অনেক ল্যাটিন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে(উদাহরন, স্পেকুলেটার ৬:২৭;সেক্সটানাস ৭:৪; সেনসাস্ ১২:১৪; কোয়াড্রান্স ১২: ৪২;প্রেটোরিয়াম ১৫:১৬;সেঞ্চুরি ১৫:৩৯;ফ্লাগেলেয়্যার ১৫:৪২)।
   ঘ) প্রভু যীশুর বিষয়ে অনন্য সাধারন শব্দ সমূহ ব্যবহৃত হয়েছে।
      ১. প্যালেস্তাইনে বাসকারীদের বিষয়ে অনন্য ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে(১:৫,২৮,৩৩,৩৯;২:১৩;৪:১; ৬:৩৩,৩৯,৪১,৫৫)
২. অন্য সমস্ত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে অনন্য ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে(১৩:১০)। ৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত রোমের ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডের বিষয়ে সমস্ত দোষ নীরো খ্রীষ্টানদের উপরে চাপিয়ে দিয়েছিলেন; যার ফলে সমগ্র বিশ্বাসী সমাজের উপর ভয়ংকর অত্যাচার ও মৃত্যুর করাল ছায়া নেমে এসেছিল। মার্ক বার বার উল্লেখ করেছেন নিপীড়নের কথা (যীশুর উপর অত্যাচার ৮:৩১; ৯:৩৯;১০:৩৩-৩৪,৪৫ এবং তাঁর অনুসরণকারীদের উপর অত্যাচারের কাহিনী ৮:৩৪-৩৮;১০:২১,৩৫-৪৪)।
৩. বিলম্বিত দ্বিতীয় আগমন
৪. যীশুকে চাক্ষুষ দেখা মানষ জন বিশেষ করে প্রেরিত শিষ্যদের মৃত্যু।
৫. খ্রীষ্টান মণ্ডলীগুলির মধ্যে প্রচুর পরিমানে ভ্রান্ত শিক্ষার চর্চা।
   ক) যিহূদী ভাবাপন্ন (গালাতীয়
   খ) জ্ঞানমার্গী (১যোহন)
   গ) উপরি বর্ণিত দুটির সমষ্টি, কn খ (যেমন কলসীয়, ইফিষীয় ২পিতর২)।

৬) গঠনগত রূপ রেখা

ক) মার্ক লিখিত সুসমাচারে গঠন এমনই যে প্রভু যীশুর জীবনের অন্তিম সপ্তাহের কাহিনী দিয়েই এর এক তৃতীয়াংশ পূর্ণ। দঃখ ভোগের সপ্তাহের উপর যে যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে তা অথি সুস্পষ্ট।

খ) আদি মণ্ডলীর মতানুযায়ী, মার্ক যেহেতু পিতরের প্রচার শুনে সম্ভবতঃ রোমে সুসমাচার লিখেছিলেন সেহেতু আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে যীশুর জন্মের বিবরণ এখানে কেন অনুপস্থিত। তাই জন্য পিতরের অভিজ্ঞতার সীমা অনুযায়ী মার্কও যীশুর পরিণত বয়স থেকে সুসমাচারের কাহিনী শুরু করেছেন এবং যোহন বাপ্তাইজকের দুইটি প্রধান মতবাদ, অর্থাৎ মনপরিবর্ত্তন এবং বিশ্বাস সহযোগে প্রস্তুতির মতবাদের সঙ্গে মুক্তিদাতা প্রভু যীশুর জীবনের ঈশ্বতাত্ত্বিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন।

পিতরের প্রচারমূলক বক্তৃতায় নিশ্চয়ই "মানবপুত্র" এবং "ঈশ্বরপুত্র" শব্দ দুটি ব্যবহার করা হত। তাই সুসমাচারটিতেও যীশুর বিষয়ে পিতরের ব্যক্তিগত ঈশ্বতাত্ত্বিক বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে। প্রথমে তাঁকে দেখানো হয়েছে এক মহান গুরু এবং আরোগ্যকারী রূপে, পরে তিনি পরিণত হয়েছেন মশীপুত্রে! কিন্তু এই মশীহ সাধারণ ধারনা অনুযায়ী সেই জয়কারী যোদ্ধা নন, এখানে তিনি নিতান্তই এক জন নিপীড়িত, যন্ত্রণা কাতর দাস্।

গ) মার্কের সুসমাচারের ভৌগলিক রূপরেখা অন্য সিনপটিক্ সুসমাচারের মত (মথি এবং লূক)
১. গালীল প্রদেশে পরিচর্য্যা কাজ (১:১৪-১৬:১৩)
২. গালীলের বাইরে পরিচর্য্যা কাজ (৬:১৪-৮:৩০)
৩. যিরূশালেমের পথে যাত্রা (৮:৩১-১০:৫২)
৪. যিরূশালেম অঞ্চ লে কাটানো শেষ সপ্তাহ (১১:১-১৬:৮)

ঘ) এটাও সম্ভব হতে পারে যে প্রাচীন প্রৈরতিক শিক্ষার অনুকরণে মার্ক তার সুসমাচারের রূপরেখা প্রস্তুত করেছিলেন (প্রেরিত ১০:৩৭-৪৩, সি. এইচ ডড্ লিখিত 'নিউ টেস্টামেন্ট স্টাডিজ্' পৃষ্ঠা ১-১১)।

এটাই যদি সত্যি হয় তাহলে বলতে হবে যে লিখিত সুসমাচার গুলি হল মৌখিক প্রচলিত কাহিনী সমূহের চূড়ান্ত রূপ। যিহূদী ধর্মে লিখিত গ্রন্থের থেকেও মৌখিক প্রচলিত কাহিনী গুলিকে অধিক মর্য্যদা দেওয়া হত।

ঙ) মার্কের বৈশিষ্ট্য হল যে তিনি অতিদ্রুত যীশুর জীবনকাহিনী বর্ণনা করেছেন। মার্ক দীর্ঘায়িত শিক্ষামূলক আলোচনা করেননি কিন্তু দ্রুত ঘটনা থেকে ঘটনান্তরে চলে গেছেন (তিনি বারাবার "তখনই" কথাটা ব্যবহার করেছেন)। মার্কের সুসমাচারে যীশুকে তাঁর কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু তবুও এই অতি দ্রুতগতি সম্পন্ন গ্রন্থটির মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে এক জন চাক্ষুষ সাক্ষীর (পিতর) সাক্ষ্য।

৭) উল্লেখযোগ্য শব্দ এবং কথা

১. মনপরিবর্ত্তনের বাপ্তিস্ম ১:৪
২. উটের লোমের পোষাক ১:৫
৩. কপোতের ন্যায় ১:১০
৪. চল্লিশ দিবস ১:১৩
৫. ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট, ১:১৫
৬. সমাজ গৃহ, ১:২৩
৭. ঈশ্বরনিন্দা ২:৭
৮. অধ্যাপক, ২:৬
৯. কুপা, ২:২২
১০. দৃষ্টান্ত, ৪:২
১১. বস্ত্র বা চোগা, ৫:২৭
১২. ফরিশীদের তাড়ি, ৮:১৫
১৩. দূর হও শয়তান, ৮:৩৩
১৪. রূপান্তর, ৯:২
১৫. নরক (গহান্ন), ৯:২
১৬. সবর্বজাতির প্রার্থনাগৃহ, ১১:১৭
১৭. দীনার মুদ্রা, ১২:১৫
১৮. নিস্তারপর্ব, ১৪:১
১৯. জটামাংসী, ১৪:৩
২০. এই পানপাত্র, ১৪:৩৬
২১. সময় উপস্থিত, ১৪:৪১
২২. আয়োজন দিন, ১৫:৪২
২৩. সপ্তাহের প্রথম দিন ১৬:২

৮) উল্লেখ যোগ্য ব্যক্তিগণ যাদের সম্বন্ধে জানতে হবে

১. শিমোন, ১:১৬
২. সিবদিয়, ১:২০
৩. অশুচি আত্মা, ১:২৩
৪. লেবি, ২:১৪

৫. অবিয়াথর, ২:২৬
৬. কনানীয়, ৩:১৮
৭. বেলসবুল, ৩:২২
৮. বাহিনী, ৫:৯
৯. হেরোদ রাজা, ৬:১৪
১০. হেরোদিয়া, ৬:১৭
১১. সুর-ফৈনীকী, ৭:২৬
১২. বরতীময়, ১০:৪৬
১৩. কৈসর, ১২:১৪
১৪. ধবংসের সেই ঘৃণার্হ বস্তু, ১৩:১৪
১৫. মনোনীত, ১৩:২০
১৬. ভাক্ত খ্রীষ্ট, ১৩:২২
১৭. প্রধান যাজকগণ, ১৪:১
১৮. আববা, ১৪:৩৬
১৯. মহাসভা, ১৪:৫৫
২০. বারাববা, ১৫:৭
২১. কুরীনীয় শিমোন, ১৫:২১
২২. শালোমী, ১৫:৪০
২৩. শতপতি, ১৫:৪৫

৯) মানচিত্রে উল্লেখযোগ্য স্থান সমূহ

১. যিহূদীয়া, ১:৪
২. যিরূশালেম, ১:৪
৩. যর্দ্দন নদী, ১:৫
৪. নাসরৎ, ১:৯
৫. গালীল, ১:৯
৬. কফর-নাহূম, ১:২১
৭. ইদোম, ৩:৮
৮. সোর, ৩:৮
৯. সীদোন, ৩:৮
১০. গেরাসেনী, ৫:১
১১. বৈৎসৈদা, ৬:৪৫
১২. দল মনুথা, ৮:১০
১৩. জলপাই (জৈতুন) পর্বত, ১১:১
১৪. গেৎশিমানী, ১৪:৩২

১০) আলোচনার জন্য প্রদত্ত প্রশ্ন

১. পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম কাকে বলে ? (১:৮)
২. নূতন চুক্তির প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি কি কি ? (১:১৫)
৩. শ্রোতারা যীশুর শিক্ষা শুনে আশ্চর্য্যান্বিত হতেন কেন ? (১:২২)
৪. যীশু ভুতগণকে কথা বলতে দেননি কেন ? (১:৩৪)

৫. যীশু যাদের কে সুস্থ করেছিলেন তাদের কে সে কথা অন্যদের বলতে বারণ করেছিলেন কেন ? (১:৪৩)

৬. ২ অধ্যায়ে যীশুকে ঈশ্বরনিন্দুক বলে অভিযুক্ত করা হয়েছে কেন ?

৭. ২:১৭ পদ আপনার নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন।

৯. যীশু কেন দৃষ্টান্ত ও উদাহরন দ্বারা শিক্ষা দিতেন ? (৩:১০-১৩)

১০. বীজ বপকের দৃষ্টান্তটি নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন। (৪:৩-৯)

১১. যীশু কেন নিজের দেশে বেশি অলৌকিক কার্য্য করতে পারেননি। (৬:৪-৬)

১২. ৬ অধ্যায়ে যীশু কেন জলের উপর দিয়ে হেঁটেছিলেন ?

১৩. ৭:৬-৭ পদে বর্ণিত যিশাইয় ভাববাদীর ভাববাণী ব্যাখ্যা করুন।

১৪. ৭:১৫ পদ আপনার নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন।

১৫. মার্কের সুসমাচারে প্রভু যীশুর মুখ নিঃসৃত বিভিন্ন অরামীয় শব্দ কেন উল্লেখ করা হয়েছে?

১৬. ৮:৩৮ পদ আপনার নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন।

১৭. **১০** অধ্যায়ে ফরিশীরা যীশুকে স্ত্রী পরিত্যাগ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিল কেন ?

১৮. **১০:২৫** পদে যীশু যা বলেছিলেন তা শুনে তাঁর শিষ্যরা অশ্চর্য্য হয়েছিল কেন ?

১৯. **১১ অধ্যা**য়ে যীশু এক গর্দভ শাবকের পিঠে কেন চড়েছিলেন ?

২০. **১১ অধ্যায়ে** যীশু এক মন্দির পরিষ্কার করেছিলেন কেন ?

২১. **১১:২৮ পদে** উল্লিখিত প্রশ্নটি এত গুরুত্বপূর্ণ কেন ?

২২. **১২ অধ্যায়ের** প্রথমাংশে বর্ণিত দৃষ্টান্ত টি এত জোরালো কেন এবং কাদের উদ্দেশ্যে এটি বলা হয়েছিল ?

২৩. পুরাতন নিয়মের সব চেয়ে মহান আজ্ঞা কোনটি ?

২৪. **১৩:৩০ পদ** ব্যাখ্যা করা এত কঠিন কেন ?

২৫. **১৫:৩৪ পদ** আপনার নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন।

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

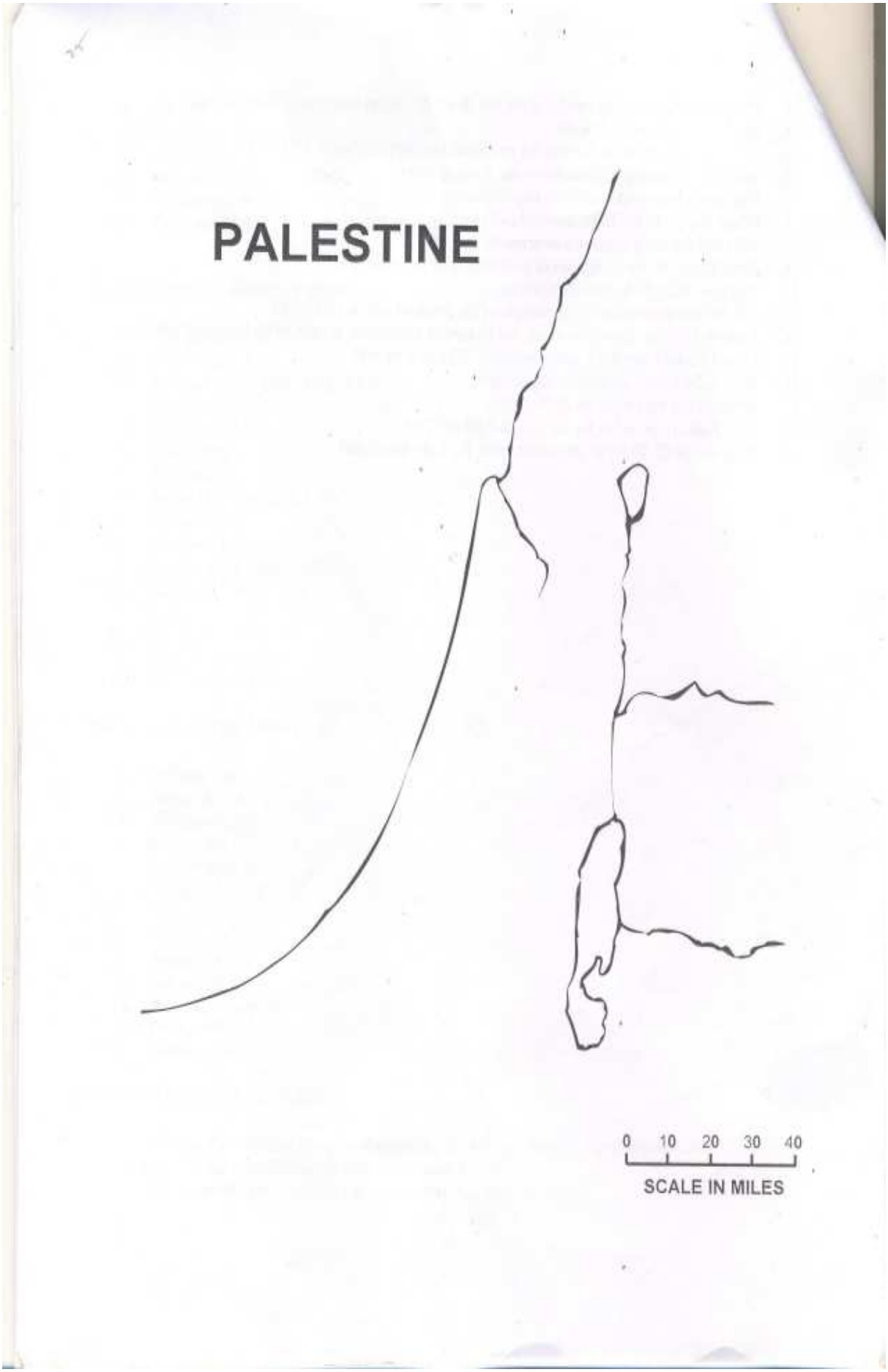
PALESTINE
0 10 20 30 40
SCALE IN MILES

লূক লিখিত সুসমাচারের উপক্রমিকা

১. প্রারম্ভিক বক্তব্য

ক) লূক লিখিত সুসমাচারটি সব চেয়ে দীর্ঘ। লূকের সুসমাচার এবং প্রেরিত এক যোগে (যদি কেউ ইব্রীয় পুস্তককে পৌলের রচিত বলে না মেনে নেন) নূতন নিয়মের সব চেয়ে বেশী পাতার পুস্তক এবং এর লেখক ছিলেন এক জন পরজাতীয় এবং মাত্র দ্বিতীয় প্রজন্মের খ্রীষ্টান!

খ) একমাত্র ইব্রীয় পুস্তকের লেখক ছাড়া সম্ভবতঃ লূকই সমগ্র নূতন নিয়মের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর ভাবে কোইন গ্রীক ভাষার প্রয়োগ করেছেন। তার মাতৃভাষা ছিল গ্রীক। তিনি এক জন সুশিক্ষিত ব্যক্তি এবং সম্ভবতঃ এক জন চিকিৎসক ছিলেন (কলসীয় ৪:১৪)।

গ) লূক সেই সব মানুষের বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়েছেন যাদের বিষয়ে অন্যেরা চিন্তাই করেননি।
১. মহিলা
২. দরিদ্র মানুষ (লূক ৬:২০-২৩ পদে বর্ণিত উপদেশাবলী দেখুন)
৩. তাড়িত, পরিত্যক্ত মানুষ জন
   ক) পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোক (৭:৩৬-৫০)
   খ) শমরীয় (৯:৫১-৫৬;১০:২৯-৩৭;১৭:১১-১৬)
   গ) কুষ্ঠরোগী (১৭:১১-১৯)
   ঘ) করগ্রাহী (৯:১-১০)
   ঙ) দুষ্কর্ম্মকারী (২৩:৩৯-৪৩)

ঘ) লূক, মরিয়মের স্বচক্ষে দেখা বিষয়গুলির স্মৃতিকথা (প্রেরিতর প্রথম দুটি অধ্যায়) এবং সম্ভবতঃ তার বিবৃত বংশতালিকাও (৩:২৩-২৮) উদ্ধৃত করেছেন। যিহূদী এবং পরজাতীয় নারীদের বিষয়ে প্রভু যীশু যে কত চিন্তা করতেন, তা লূকের সুসমাচারে প্রতিফলিত হয়েছে।

২. লেখক

ক) প্রাচীন মণ্ডলীগুলিতে প্রচলিত ঐতিহ্য
১. ইরেনিয়াস (১৭৫-১৯৫ খ্রীষ্টাব্দ) তার লিখিত 'এগেনস্ট হেরেসিস্' গ্রন্থের ৩:১:১;৩:১৪:১০ পদে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন যে পৌলের প্রচারমূলক বক্তৃতাগুলি লূক তার সুসমাচারে প্রকাশ করেছেন।
২. লূকের সুসমাচার বিষয়ক মার্সিওন বিরোধী ভূমিকায় (১৭৫ খ্রীষ্টব্দ) বলা হয়েছে যে লুকই ছিলেন সুসমাচারের লেখক।
৩. টার্টুলিয়ান (১৫০/১৬০ - ২২০/২৪০ খ্রীষ্টাব্দ) উল্লেখ করেছেন (যা মার্সিওন - বিরোধী ভামিকার ৪:২:২ এবং ৪:৫:৩ পদে খুঁজে পাওয়া যায়)। যে লূক পৌলের বক্তৃতাগুলির সারসংক্ষেপ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছিলেন।
৪. ম্যুরাটোরিয়ান খণ্ডাংশে (১৮০-২০০ খ্রীষ্টাব্দ) উল্লেখ করা হয়েছে যে লূক এক জন লেখক এবং পৌলের চিকিৎসক সহকারী ছিলেন। সেখানে এ-কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে লূক সাক্ষীদের মুখে শুনে সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।
৫. ইসুবিয়সও (Hist. Eccl.III ৪:২;৬-৭) লূকের সুসমাচার এবং প্রেরিতের লেখক হিসাবে লূক কেই সমর্থন করেছেন।

খ) লূকের লেখকত্ব বিষয়ে আভ্যন্তরীন প্রামাণগুলি
১. অন্যান্য অনেক বাইবেল পুস্তকের মত, এই পুস্তকটিরও লেখক অজ্ঞাত।
২. লূক লিখিত সুসমাচার এবং প্রেরিত যদি একই পুস্তকের দুটি অংশ হয় (উভয় পুস্তকের ভূমিকা দেখেও একই কথা মনে হয়) তাহলে প্রেরিত পুস্তকের বিভিন্ন স্থানে যে "আমরা" শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে (১৬:১০-১৭;২০:৫-১৬;২১:১-১৮;২৭:১-২৮;২৮:১-১৬) তা এটাই বোঝায় যে প্রেরিত পুস্তকটি পৌলের প্রচার অভিযানের একটি চাক্ষুষ বর্ণনা।
৩. লূকের সুসমাচারের ভূমিকায় (১:১-৪) এ কথা বলা হয়েছে যে তিনি বিভিন্ন সাক্ষীর মুখে শোনা সাক্ষ্য সমূহের উপর গবেষণা করে প্রভু যীশুর জীবনকাহিনী লিখেছিলেন। এখান থেকে বোঝা যায় যে তিনি ছিলেন এক জন দ্বিতীয় প্রজন্মের খ্রীষ্টান। লূকের পুস্তকের ভূমিকায় প্রেরিত পুস্তকটিকেও অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

৩. লূক এক জন ব্যক্তি হিসাবে

ক) লূক সম্বন্ধীয় মারসিওন-বিরোধী ভূমিকা (১৭৫ খ্রীষ্টাব্দ)
১. সিরিয়ার, আন্তিয়খিয়া নিবাসী
২. চিকিৎসক
৩. অবিবাহিত
৪. আখায়াতে বসবাসকালীন লেখা শুরু করেছিলেন
৫. ৮৪ বৎসর বয়সে বোয়োশিয়া নামক স্থানে মারা যান।

খ) কৈসরিয়ার ইসুবিয়াস্ (২৭৫-৩৩৯ খ্রীষ্টাব্দ - (Hist. Eccl.III ৪:২)
১. আন্তিয়খিয়া নিবাসী
২. পৌলের প্রচার অভিযানের সহযাত্রী
৩. সুসমাচার এবং প্রেরিত পুস্তকের লেখক

গ) জেরোম (৩৪৬-৪২০ খ্রীষ্টাব্দ, মিগনা ২৬ খণ্ড ১৮ অধ্যায়)
১. আখায়াতে বাসকালীন সুসমাচার লিখেছিলেন।
২. বোয়োশিয়াতে মারা গিয়েছিলেন।

ঘ) তিনি যথেষ্ট উচ্চশিক্ষিত ছিলেন
১. কোইন গ্রীক ব্যকরণের সুন্দর প্রয়োগ।
২. ভাষা ও শব্দের বহুল বৈচিত্র্য।
৩. বিষয় ভিত্তিক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে।
৪. সম্ভবতঃ এক জন চিকিৎসক ছিলেন (কল ৪:১৪)। এছাড়া মার্ক লিখিত সুসমাচারের ৫:২৬ পদে চিকিৎসকদের বিষয়ে যে বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে, লূক লিখিত সুসমাচারের ৮:৪৩ পদে একই বিবরণে সেই বিরূপ ভাব বাদ দেওয়া হয়েছে। লূক অন্ততঃ পক্ষে ৩০০ বার ওষুধ, সুস্থতা, রোগ;এই সব বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। (ডব্লিউ. কে. রবার্ট রচিত 'দি মেডিকেল ল্যাঙ্গোয়েজ অফ লূক' অথবা এ. হার্নাক রচিত 'লূক দি ফিজিসিয়ান' দেখুন)।

ঙ) তিনি এক জন পরজাতীয় ছিলেন
১. কলসীয় ৪:১০ পদে পৌল সম্ভবতঃ তার যিহূদী এবং পরজাতীয় সাহায্যকারীদের আলাদা আলাদা তালিকা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। ('ছিন্নত্বক' এবং অন্যান্য, যেমন ইপাফ্রা, লূক এবং দীমা)।
২. প্রেরিত ১:১৯ পদে লূক লিখেছেন "তাহদের ভাষায়" অর্থাৎ তিনি হয়ত অরামীয় ভাষায় কথা বোঝাতে চেয়েছেন যা তার নিজস্ব ভাষা ছিল না।
৩. ফরিশী সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রচলিত মৌখিক ব্যবস্থা নিয়ে বাদানুবাদকে লূক তার লিখিত সুসমাচার থেকে একেবারে বাদ দিয়েছেন।

চ) এটি একটি অশ্চর্য্য বিষয় যে দীর্ঘতম সুসমাচার এবং প্রেরিত পুস্তকের লেখক (যে পুস্তক দুটি মিলিতভাবে নূতন নিয়মের অনেকটা স্থান অধিকার করে) ছিলেন এক জন স্বল্প পরিচিত সাধারান পরজাতীয় (এমন কি ইনি যীশুর এক জন শিষ্যও নন)। তবুও প্রাচীন মণ্ডলীতে ইনি তর্কাতীত ভাবে স্বীকৃত।

৪. লেখার সময়

ক) লূক লিখিত আসল খসড়া লিপি (সম্ভবতঃ পৌল যখন কৈসরিয়ার কারাগারে ছিলেন তখন লেখা, প্রেরিত ২৩-২৬ এবং ২৪:২৭ দেখুন) এবং তার প্রকাশিত সুসমাচার ও প্রেরিতদের কার্য্যবিবরণী গ্রন্থদুটির মধ্যে কি সম্পর্ক তা জানার কোন উপায় নেই।

খ) সম্ভবতঃ ৯৫ খ্রীষ্টাব্দের আগে, যদি ১ম ক্লিমেন্ট প্রেরিত পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন।
১. প্রেরিত ১৩:২২ - ১ম ক্লিমেন্ট ১৮:১
২. প্রেরিত ২০:৩৬ - ১ম ক্লিমেন্ট ২:১

গ) রোমীয় সেনাপতি টাইটাসের হাতে যিরূশালেমের মন্দির ধবংস হওয়ার (৭০ খ্রীষ্টাব্দ) আগে।

১. নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করা হয়নি

ক) প্রেরিত শিষ্য যাকোব (৬২ খ্রীষ্টাব্দ)।

খ) প্রেরিত পৌল (৬৪-৬৭ খ্রীষ্টাব্দ)

২. প্রেরিত ৭ অধ্যায় স্তিফান যে বক্তৃতা দিয়েছেন তাতে ঈশ্বর প্রদত্ত দণ্ড স্বরূপ মন্দির ধবংসের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

৩. প্রেরিত ২১ অধ্যায়ে পৌলের যিরূশালেম ভ্রমণের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। লূক যদি ৭০ খ্রীষ্টাব্দের পরে সুসমাচার লিখতেন তাহলে হয়ত মন্দির ধবংসের ঘটনাটি উল্লেখ করতেন।

ঘ) যদি ধরা হয় যে লূক মার্কের সুসমাচার থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন অথবা প্যালেস্তাইনে বসে গবেষণা করা কালীন লিখেছিলেন, তাহলে বলা যায় যে এটি ৫০ খ্রীষ্টাব্দের শেষে বা ৬০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় লিখিত হয়েছিল (প্রেরিত পুস্তকটি ৬২-৬২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ, পৌল রোমের কারাগারে থাকাকালীন লেখা হয়েছিল)।

৫. গ্রহীতা

ক) থিয়ফিল সম্বন্ধে পাওয়া তথ্য (লূক ১:১-৪, প্রেরিত ১:১১) ঃ-

১. রোমীয় সরকারের এক জন পদস্থ কর্মচারী এবং লূক ১:৩ পদে তাকে 'মহামহিম' হলা হয়েছে। প্রেরিত ২৩:২৬;২৪:৩ পদে ফীলিক্স সম্বন্ধে এবং প্রেরিত ২৬:২৫ পদে ফীস্ট সম্বন্ধেও একই সম্মানসূচক উপাধি ব্যবহার করা হয়েছে।

২. এক জন ধনী এবং দয়ালু মানুষ (যিহূদী এবং গ্রীকদের মধ্যে থিয়ফিল নামটি বহু প্রচলিত ছিল) লূক লিখিত সুসমাচারে এবং প্রেরিত পুস্তক লেখার প্রকাশনার এবং বিতরণের সমস্ত খরচ বহন করেছিলেন।

৩. আর সম্বন্ধে বলা হয়েছে "ইনি ঈশ্বরকে প্রেম করেন" এবং "ঈশ্বর প্রেম করেন" অর্থাৎ এটি কোন খ্রীষ্টানের প্রতিও সাংকেতিক অঙ্গুলি নির্দেশ হতে পারে।

খ) লূক লিখিত সুসমাচার পরজাতীয়দের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল ।

১. যিহূদী আচার-আচারন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২. ২:১০ পদে বলা হয়েছে যে সুসমাচার "সমুদয় লোকের জন্যে"।

৩. কিছু কিছু ভাববাণীর উল্লেখ করা হয়েছে যা "সকলের প্রতি প্রয়োজ্য" (৩:৫-৬, যেখানে যিশাইয় ৪০ অধ্যায় থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

৪. বংশ তালিকায় প্রথম মানব, আদমকে উল্লেখ করা হয়েছে (অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতি এখানে অর্ন্তভূক্ত, ৩:৩৮)

৫. পরজাতীয় প্রতি ঈশ্বরের প্রেমের বিষয়ে অনেক উদাহরণ দেওয়া হয়েছে (মশীহের ভোজন অনুষ্ঠানে লূক সবাইকে অর্ন্তভূক্ত করেছেন, ১৩:২৯)।

৬. পুরাতন নিয়মের উল্লিখিত পরজাতীদের প্রতি ঈশ্বরের প্রেমের অনেক নিদর্শন এখানে পাওয়া যায় (২:৩২; ৪:২৫-২৭)

৭. লূকের মহান আহ্বান সকল দেশ ও জাতির জন্যে পাপ ক্ষমা (২৪:৪৭)

৬. লূকের সুসমাচারের উদ্দেশ্য

ক) প্রত্যেক সুসমাচার নির্দিষ্ট ধরনের মানুষদের উদ্দেশ্যে লিখিত যেন তাদের কাছে সেটি সঠিক ভাবে প্রচার করা যায় (যোহন ২০:৩০-৩১)।

১. যিহূদের জন্য মথি।

২. রোমীদের জন্য মার্ক।

৩. পরজাতীয়দের জন্য লূক।

৪. অইহূদীদের জন্য যোহন।

লূক পরিষ্কার ভাবে ৭০ জনের সুসমাচার প্রচার অভিযানের বিষয় উল্লেখ করেছে (১০:১-২৪)।পণ্ডিতদের কাছে ৭০ সংখ্যাটি ছিল এমন একটি সংখ্যা যা পৃথিবীতে প্রচলিত ভাষায় সংখ্যা বোঝাত (আদি ৩০)। যীশু ৭০ জন প্রচারককে প্রেরণ করেছিলেন, অর্থাৎ এখান থেকে বোঝা যায় যে সুসমাচার হল সকলের জন্য।

খ) অন্যান্য সম্ভাব্য উদ্দেশ্য

১. দ্বিতীয় আগমন বিলম্বিত হওয়ার বিষয়টি ব্যাখ্যা করা।

ক) প্রভু যীশুর দ্বিতীয় আগমন ও পৃথিবীর অন্তিম কাল বিষয়ক মথি ২৪ অধ্যায় এবং মার্ক ১৩ অধ্যায়ের তুলনায় লূক ২১ অধ্যায় সম্পূর্ণ আলাদা।

খ) লূক জোর দিয়ে বলেছেন যে ঈশ্বরের রাজ্য এখনই এখানে উপস্থিত (১০:৯,২১;১১:২০;১৭:২১)

২. রোমীয় সরকারের দেশাধক্ষ্যদের কাছে খ্রীষ্টিয় মতবাদের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য।

ক) ভূমিকায় "মহামহিম" শব্দের প্রয়োগ।

খ) লূক ২৩ অধ্যায়ে পীলাত তিন বার মন্তব্য করেছেন "আমি এই ব্যক্তির কোন দোষই পাইতেছি না" (২৩:৪;১৪:১৫,২২)।

গ) প্রেরিতদের কার্য্যবিবরণীতে রোমীয় অধ্যক্ষদের বিষয়ে ভাল ভাল কথা বলা হয়েছে এবং পৌল যখন তাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন তখন সম্ভ্রমের সঙ্গে বলেছিলেন এবং তারাও উত্তরে সদর্থক জবাব দিয়েছিলেন (প্রেরিত ২৬:৩১-৩২)।

ঘ) যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যুর পর সেই রোমীয় শতপতি সদর্থক সাক্ষ্য দিয়েছিলেন (লূক ২৩:৪৭)

গ) লূকের রচনার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ ঈশ্বতাত্বিক বিষয়বস্তু দেখা যায়।

১. ধনী এবং দরিদ্রের তফাৎ (লূক ৬:২০-২৩)

ক) নীচু স্তরের মানুষ জন।

১. পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোক (লূক৭:৩৬-৫০)

২. শমরীয়গণ (লূক ৯:৫১-৫৬;১০:২৯-৩৭)

৩. বিদ্রোহী হারানো পুত্র (লূক ১৫:১১-৩২)

৪. করগ্রাহী (লূক ১৯:১-১০)

৫. কুষ্ঠরোগী (লূক ১৭:১১-১৯)

৬. দস্যু এবং অপরাধীর দল (লূক ২৩:৩৯-৪৩)

২. লূক যিরূশালেমের মন্দিরের বিষয় উল্লেখ করেছেন। সুসমাচারটির প্রারম্ভে যীশুকে উপস্থাপিত করা হয়েছে পুরাতন নিয়মের ভাববাণীর পূর্ণতা হিসাবে যিনি যিহূদীদের দ্বারা প্রত্যাঘাত হয়েছিলেন (১১:১৪-৩৬) এবং পরে সমগ্র জগতের সকলে ত্রাণকর্ত্তারূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন (১০:১-২৪)।

৭. লূকের সুসমাচারের উৎস সমূহ

ক) মথি, মার্ক এবং লূকের সুসমাচার ত্রয়ের (সিনপটিক সুসমাচার) মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে নিয়ে অনেক প্রকার তথ্য প্রচলিত আছে।

১. প্রাচীন মণ্ডলীর প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে পরজাতীয় চিকিৎসক লূকই ছিলেন সুসমাচারের রচয়িতা।

২. ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এ.ই. লেজিং (পরবর্ত্তীকালে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে সিজলার) এই তত্ত্বের অবতারণা করেন যে প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন মোখিক কাহিনী প্রচলিত ছিল সেগুলি গ্রহণ করার পর প্রত্যেক লেখক তার পাঠকদের প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলি অদল বদল করে নিয়েছিলেন।

ক) মথি - যিহূদী

খ) মার্ক - রোমীয়

গ) লূক - পরজাতীয়

প্রত্যেকটি সুসমাচার এক একটি ভৌগলিক অবস্থানের সঙ্গে জাড়িত ছিল।

ক) মথি - আন্তিয়খিয়া, সিরিয়া, যিহূদা

খ) মার্ক - রোম, ইতালিয়া

গ) লূক - সমূদ্রতীরবর্ত্তী কৈসরিয়া, প্যালেস্তাইন ও আখায়া

ঘ) যোহন - ইফিষ, এশিয়া মাইনর

৩. **উনবিংশ** শতাব্দীর প্রারম্ভে, জে. জে. গ্রীজবাক, এই তত্ত্বের অবতারণা করেন যে মথি এবং লূক সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে আলাদা করে প্রভু যীশুর জীবনী রচনা করেছিলেন। এই দুটি সুসমাচারের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে মার্ক একটি সংক্ষিপ্ত সুসমাচার রচনা করেন।

৪. **বিংশ শতাব্দী**র প্রারম্ভে এইচ. জে. হলজ ম্যান এই তত্ত্বের অবতারণা করেন যে মার্কের সুসমাচারটি সর্ব প্রথম রিচত হয়েছিল এবং পরে মথি এবং লূক উভয়েই মার্কের সুসমাচার এবং প্রভু যীশুর জীবনী সমৃদ্ধ আর একটি 'কিউ' (জার্মান ভাষায় 'কোয়েল বা উৎস') নামক গ্রন্থের থেকে তথ্য সংগ্রহ করে নিজেদের সুসমাচার রচনা করেন। এই তত্ত্বকে "দ্বি - উৎস" তত্ত্ব বলা হয় (১৮৩২ সালে ফ্রেডরিক শ্লিমাখারও এই তত্ত্ব সমর্থন করেন)। অনেকে আন্দাজ করে যে পুরাতন নিয়মানুযায়ী প্রজ্ঞার পুস্তকের আকারে লেখা প্রভু যীশুর বচন সমূহ সম্বন্ধেই হয় প্যাপিয়াস মথির রচিত হলে মন্তব্য করেছিলেন। সমস্যা হল যে এই রচনাবলীর একটি সংস্করণ ও খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রাচীন মণ্ডলী যদি সুসমাচারের বিষয়ে প্রচুর আগ্রহী ছিল তাহলে এটা কি করে সম্ভব যে তারা মথি এবং লূকের ব্যবহৃত সেই পুস্তকটি হারিয়ে ফেলেছিল যাতে খ্রীষ্ট বিশ্বাসের আদি প্রতিষ্ঠাতার মুখনিঃসৃত বচনগুলি লিপিবদ্ধ ছিল?

৫. **পরবর্ত্তী** কালে বি. এইচ. স্ট্রিটার একটি পরিবর্তিত "দ্বি-উৎস" তত্ত্বের প্রচলন করে তার নাম দেন "চার - উৎস" তত্ত্ব, যেখানে তিনি "খসড়া লূক", মার্ক এবং "কিউ" উৎসের সমন্বয়ের কথা বলেছেন।

৬. সিনপটিক্ সুসমাচারগুলির উৎস বিষয়ক এই সব আলোচনা মূলতঃ অনুমান নির্ভর। "কিউ" উৎস কিংব "খসড়া লূক" বিষয়ক কোন ঐতিহাসিক কিংবা পঁথিগত প্রমাণ পাওয়া যায় না। আধুনিক পণ্ডিত সমাজ নিশ্চিত ভাবে একথা জানেন না যে কে বা কারা সুসমাচারগুলি রচনা করেছিলেন (পুরাতন নিয়মের ব্যবস্থাপুস্তক এবং আদি - ভাববাদী পুস্তকগুলি সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। তবুও প্রমাণের অভাব কখনই এইগুলির অনুপ্রাণিত শিক্ষা এবং বিশ্বাসযোগ্যতার বিষয়ে প্রাচীন মণ্ডলীর দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রভাবিত করতে পারেনি।

৭. **সিনপটিক্** সুসমাচারগুলির মধ্যে প্রচুর মিল থাকলেও অনেক কৌতুহলদ্দীপক অমিলও খুঁজে পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রত্যক্ষ্য সাক্ষীর দেওয়া বিরণের মধ্যে অনেক অমিল পাওয় যায়। প্রাচীন মণ্ডলীতে তিনটি সুসমাচারের ভিতরকার তফাৎগুলি নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামানো হত না।

সম্ভবতঃ বিভিন্ন ধরনের পাঠক, লেখকদের লেখনভঙ্গি এবং ভাষাগত (অরামীয় এবং গ্রীক) বিভেদের কারণে এই ধরনের চোখে পড়ার মত তফাৎগুলির সৃষ্টি হয়েছিল। একথা বলাই বাহুল্য যে তিন জন অনুপ্রাণিতই লেখকেই স্বাধীন ভাবে প্রভু যীশুর জীবন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিজেদের প্রয়োজন মত সাজিয়ে গুছিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। (ফী এবং স্টুয়ার্ট লিখিত - 'হাউ টু রীড দি বাইবেল ফর অল ইটস ওয়ার্থ পুস্তকের ১১৩ - ১৪৮ পৃষ্ঠা দেখুন)।

খ) লূক বিশেষ ভাবে দাবী করেছেন যে (লূক ১:১-৪) তিনি প্রভু যীশুর জীবন সংক্রান্ত বিভিন্ন সাক্ষীর বিবরণ নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। সমুদ্রপারে অবস্থিত প্যালেস্তাইনের সৈরিয়াতে পৌলের কারাবাসকালীন সময়ে লূক এই সমস্ত মানুষের সন্নিধ্যে আসার সময় ও সুযোগ পেয়েছিলেন। ১-২ অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়গুলি সম্ভবতঃ মরিয়মের স্মৃতিচারণা থেকে গৃহীত এবং ৩ অধ্যায়ের বংশতালিকাটির উৎসও একই (স্যার উইলিয়াম ব্যামসের 'ওয়াজ ক্রাইস্ট বর্ণ এ্যাট বেথলেহেম' বইটি দেখুন)।

গ) প্রাচীন মণ্ডলী থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন উৎসের বয়ান থেকে একথা জানা যায় যে লূক পৌলের এক জন প্রচার সহযাত্রী ছিলেন। অনেক প্রাচীন লিপিতে একথাও বলা আছে যে লূকের সুসমাচার লিখন পৌলের প্রচার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। একথা অস্বীকার করা যায় না যে লূকের সুসমাচার, প্রেরিত এবং সাধু পৌলের পত্রাবলীর মধ্যে জগৎব্যাপী একটি সূর বাজতে শোনা যায়, সেটি হল পুরাতন নিয়মের ভাববাণীগুলির পূর্ণতা।

৮. লূকের অদ্বিতীয়তা

ক) লূকলিখিত সুসসমাচারে প্রথম দুটি অধ্যায় এবং প্রকাশিত বংশতালিকা খুবই অনন্য সাধারন এবং সম্ভতঃ মরিয়মের সাক্ষ্য থেকে গৃহীত।

খ) অলৌকিক কার্য্যবলীর বিবরণ যা শুধুমাত্র লূকের লেখায় পাওয়া যায়।

১. নায়িন নগরে বিধবার পুত্রকে জীবন দান (৭:১২-১৭)।

২. কুব্জা এবং অসুস্থা স্ত্রীলোকের বিশ্রামবারে সুস্থতা লাভ (১৩:১০-১৭)।

৩. অধ্যক্ষের বাড়ীতে জালোদরী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে বিশ্রামবারে সুস্থ করা (১৪:১-৬)।
৪. দশ জন কুষ্ঠরোগীর সুস্থতালাভ, যাদের মধ্যে একমাত্র এক জন শমরীয় ব্যক্তি ফিরে এসে ধন্যবাদ জানিয়েছিল (১৭:১১-১৮)।

গ) যীশুর বলা দৃষ্টান্ত কথা যা শুধুমাত্র লূকের সুসমাচারে পাওয়া যায়।
১. দয়ালু শমরীয়ে দৃষ্টান্ত (১০:২৫-৩৭)
২. প্রযত্নবান বন্ধু (১১:৫-১৩)
৩. বোকা ধনী (১২:১৩-২১)
৪. হারানো সিকি (১৫:৮-১০)
৫. হারানো পুত্র (১৫:১১-৩২)
৬. অসাধু দেওয়ান (১৬:১৯-৩১)
৭. ধনবান লোক এবং লাসার (১৬:১৯-৩১)
৮. অন্যায্য বিচারক (১৮:১-৮)
৯. ফরিশী এবং করগ্রহী (১৮:৯-১৪)

ঘ) লূকের সুসমাচারে উল্লিখিত দৃষ্টান্ত কথা যা মথির সুসমাচারে ভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।
১. **১২:৩৯ -৪৬ (মথি ২৪:৪৩-৪৪)**
২. **১৪:১৬-২৪ (মথি ২২:২-১৪)**
৩. **১৯:১১-২৭ (মথি ২৫:১৪-৩০)**

ঙ) অন্যান্য বর্ণনাগুলি
১. পথম দুই অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনাবলী
২. করগ্রাহী সক্কেয় (১৯:১-১০)
৩. পীলাত কর্তৃক যীশুকে বিচারের জন্য হেরোদের কাছে প্রেরণ (২৩:৮-১২)।
৪. ইম্মায়ুর পথে গমনরত দুই জন (২৪:১৩-৩২)

চ) লূক লিখিত সুসমাচারের সবচেয়ে অনুপম বিষয়টি ৯:৫১-১৮:১৪ পদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে লূক, মার্ক কিংবা "কিউ" (সম্ভবতঃ মথি বির্ণত যীশুর উপদেশাবলী) উৎসের উপর নির্ভর করেননি। এমন কি একই প্রকারের ঘটনাবলীর বর্ণনাও ভিন্ন ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এই অংশের অদ্বিতীয় বিষয়টি হল "যিরূশালেমের পথে যাত্রা" (৯:৫১;১৩:২২,৩৩;১৭:১১;১৮: ৩১;১৯:১১,২৮) যা প্রকযত পক্ষে ছিল যীশুর ক্রুশাভি মুখে যাত্রা।

৯. উল্লেখ যোগ্য এবং আলোচনা সাপেক্ষ বিষয় সমূহ

১. বন্ধা ১:৭
২. পরিত্রাণ ১:৬,৮
৩. পরিত্রাণের এক শৃঙ্গ ১:৬৯
৪. জন গণনা ২:১
৫. উদযোগী ৬:১৫
৬. ঈশ্বরের রাজ্য ৬:২০
৭. বাঁশী বাজানো ৭:৩২
৮. সমাজধ্যক্ষ ৮:৪৯
৯. মনুষ্যপুত্রকে অনেক দুঃখ ভোগ করতে হবে ৯:২২
১০. শমরীয় ১০:৩৩
১১. ধিক্ তোমাদিগকে ! ১১:৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৭, ৫২
১২. মন ফিরাও ১৩:৩,৫
১৩. সংকীর্ণ দ্বার ১৩:২৪
১৪. নিজের ক্রুশ বহন করা ১৪:২৭

১৫. অধার্ম্মিক ১৬:১১
১৬. ব্যবস্থা ও ভাববাদীগণ ১৬:১৬
১৭. অব্রাহামের কোলে ১৫:২২
১৮. যাঁতা ১৭:২
১৯. জাতিগণের সময় সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ২১:২৪
২০. প্রচীনবর্গের সমাজ ২১:২৪
২১. পরমদেশ ২৩:৪৩

১০. অলোচ্য ব্যক্তিগণ

১. থিয়ফিল ১:৩
২. সখরিয় ১:৫
৩. প্রভুর এক দূত ১:১১;২:৯
৪. গাব্রিয়েল ১:২৬
৫. করীণিয় ২:২
৬. হান্না ২:৩৬
৭. তিবিরিয় ৩:১
৮. হেরোদ রাজা ৩:১,১৯
৯. কায়াফা ৩:২
১০. দিয়াবল ৪:২
১১. দক্ষিণ দেশের রাণী ১১:৩১
১২. সখরিয় ১১:৫১
১৩. লাসার ১৬:২৩
১৪. সক্কেয় ১৯:২
১৫. যোষেফ ২৩:৫০
১৬. ক্লিয়পা ২৪:১৮

১১. মানচিত্রের লক্ষ্যনীয় স্থান সমূহ

১. গালীল ১:২৬
২. নাসরৎ ১‘২৬
৩. বৈৎলেহম ২:৪
৪. যিতুরিয়া ৩:১
৫. বৈৎসদা ৯:১০
৬. কোরাসীন ১০:১৩
৭. সোর ১০:১৩
৮. কফর নাহূম ১০:১৫
৯. শমরিয়া ১৭:১১
১০. সদোম ১৭:২৯
১১. যিরীহো ১৯:১
১২. ইম্মায়ূ ২৪:১৩
১৩. বৈথনিয়া ২৪:৫০

১২. আলোচনা যোগ্য প্রশ্নবলী

১. মেষপালকদের কাছে ঈশ্বর প্রথম যীশুর জন্মের সংবাদ ঘোষণা করেছিলেন এর তাৎপর্য কি?
২. ২:৪৯ পদে বর্ণিত যীশুর বাক্যের তাৎপর্য কি ?
৩. লূক বর্ণিত বংশতালিকা কেন আদম অবধি বিস্তারিত?
৪. ৬:১-৫ পদে বর্ণিত ঘটনার শিষ্যেরা কি ভাবে ব্যবস্থা ভঙ্গঁ করেছিল? তারা কোন ব্যবস্থা ভঙ্গঁ করেছিল?
৫. ৬:৪৬ পদে বর্ণিত যীশুর বাক্যটি ব্যাখ্যা কর? (৭:১৮-২৩)
৬. যোহন কেন সন্দেহ করেছিলেন যে যীশুই সেই মশীহ কি না?
৭. কোরসীনের লোকেরা কেন চেয়েছিল যে যীশু যেন সেখানে থেকে চলে যান?
৮. ৯:৬২ পদের গুরুত্ব নিজের ভাষায় ব্যক্ত করুন
৯. শয়তান কখন স্বর্গ থেকে পতিত হয়েছিল ? (১০:১৮)
১০. যিহূদীরা শমরীয়দের ঘৃণা করত কেন ?
১১. ১২:৪১-৪৮ পদগুলি কি ব্যাখ্যা করে, শাস্তির বিভিন্ন পর্যায় না নরকের বিভিন্ন ধাপ ?
১২. ১৩:২৮-৩০ পদগুলি নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন
১৩. ১৫:১১-৩২ পদে বর্ণিত অপব্যায়ী পুত্রের কাহিনীটির তাৎপর্দ কি ?
১৪. ১৬:১৮ পদ নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন কিন্তু অবশ্যই সেই বর্ণনা যেন এই পদটির ঐতিহাসিকপটভূমিকার আলোকে করা হয়।
১৫. ১৭:৩৪-৩৫ পদে বর্ণিত ঘটনা কি কোন গোপনীয় রূপান্তর করণের (র‍্যাপচার) কথা বর্ণনা করে ? কেন আথবা কেন নয় ?
১৬. ২০:২ পদে বর্ণিত প্রশ্নটি এত গুরুত্বপূর্ণ কেন ?
১৭. ২০:১০ পদে বর্ণিত দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কৃষকেরা কে ?
১৮. ২২:৩ পদের আলোকে যিহূদাকে কি সত্যিই তার কাজের জন্য দায়ী করা যায়?
১৯. ২৩: ২০ পদে বর্ণিত পদটি লূকের পক্ষে এত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ কেন ছিল ?

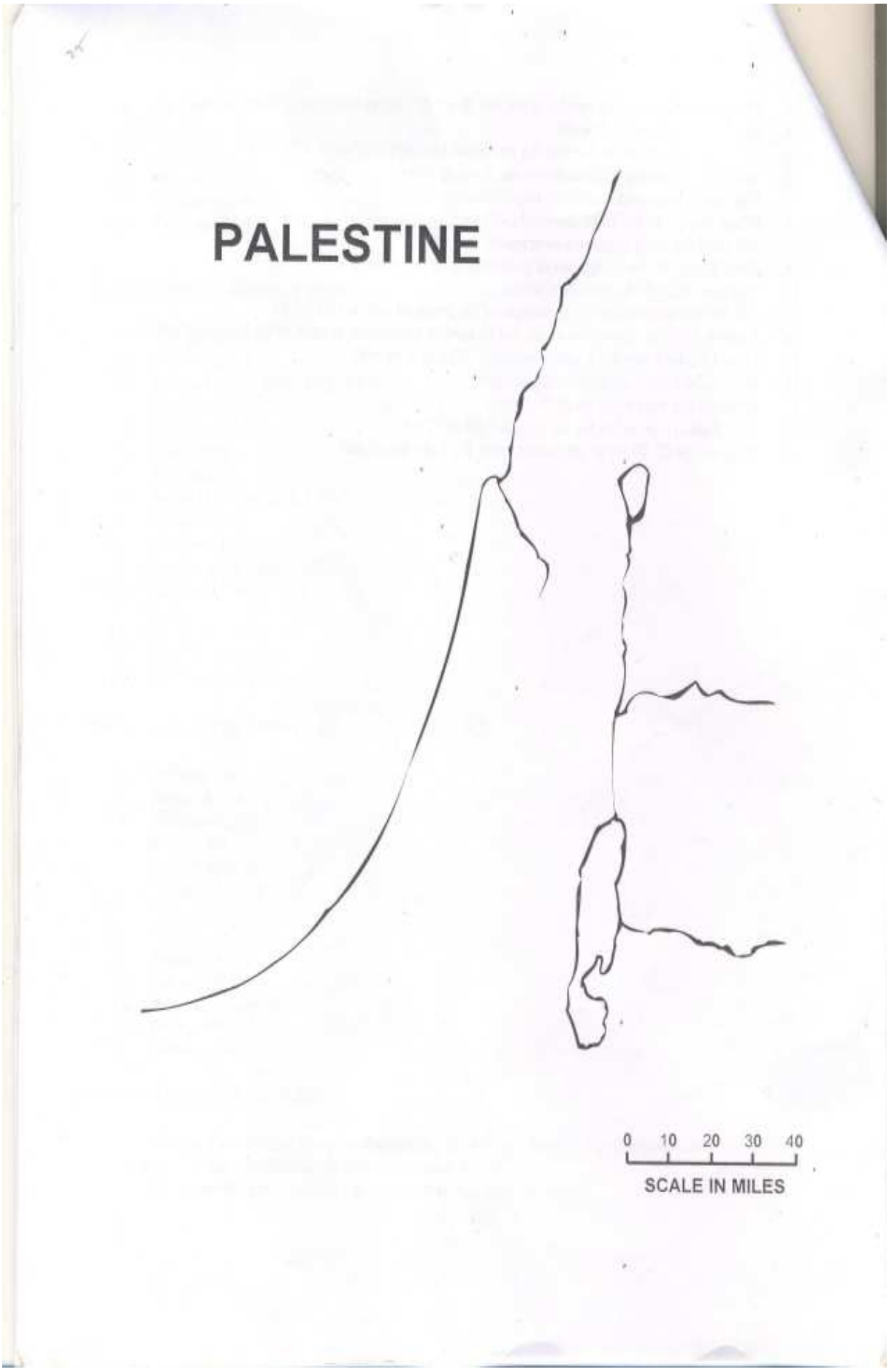
PALESTINE
0 10 20 30 40
SCALE IN MILES

যোহন লিখিত সুসমাচারের উপক্রমনিকা

১. প্রারম্ভিক ভাষণ

ক) মথি এবং লূক যীশুর জন্মকাহিনী নিয়ে এবং মার্ক তাঁর বাপ্তিস্মের কাহিনী নিয়ে সুসমাচার শুরু করেছিলেন। কিন্তু যোহন তার সুসমাচার শুরু করেছিলেন সৃষ্টি কার্য্যের আগে ইতিহাস দিয়ে।

খ) যোহন তার সুসমাচারের প্রথম অধ্যায়ে প্রথম পদ থেকেই শুরু করেছিলেন নাসরতীয় যীশুর পূর্ণ ঈশ্বরত্বের কাহিনী দিয়ে এবং সুসমাচারের প্রতিটি ছত্রের মধ্যে দিয়ে তিনি সেই কথাই বারবার প্রমাণ করে গিয়েছেন। সিনপটিক সুসমাচারগুলিতে কিন্তু এই সত্য টিকে প্রায় অন্তিম সময়ে প্রকাশ করা হয়েছে (মশীহ্ বিষয়ক গোপন কথা)।

গ) আপাতদৃষ্টিতে যোহন সিনপটিক্ সুসমাচারগুলির বিভিন্ন কাহিনীর আলোকেই তার নিজস্ব সুসমাচারটিকে গড়ে তুলেছেন। তিনি প্রচেষ্টা করেছেন যেন প্রাচীন মণ্ডলীর আত্মিক প্রয়োজনের নিরীখে যীশুর জীবন এবং শিক্ষাবলীকে ব্যাখ্যা করা যায় (প্রাথম শতাব্দীতে)। তিনি ছিলেন শেষ শিষ্য ও প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

ঘ) মনে হয় যোহন নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে তার সুসমাচারটিকে গড়ে তুলেছিলেন।

১. সপ্ত আশ্চর্য্য বা চিহ্ন এবং তাদের ব্যাখ্যা।

২. বিভিন্ন ব্যক্তি সঙ্গে মোট সাতাশবার সাক্ষাৎ এবং কথোপকথন।

৩. কয়েকটি বিশেষ উপসনা এবং উৎসব।

ক) বিশ্রাম দিন

খ) নিস্তারপর্ব (৫-৬ অধ্যায়)

গ) কুটির বাস পর্ব (৭-১০ অধ্যায়)

ঘ) হানুকা বা মন্দির প্রতিষ্ঠার পর্ব (১০:২২-৩৯)

৪. "আমিই তিনি" উক্তিগুলি

ক) ঈশ্বরের পবিত্র নামের (ইয়াওয়ে) সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

১. আমিই তিনি (৪:২৬;৮:২৪,২৮;১৩:১৯;১৮:৫-৬)

২. অব্রাহামের জন্মের পূর্বাবধি আমি আছি (৮:৫৪-৫৯)

খ) বিধেয় রূপ কর্তৃপদ সহকারে

১. আমিই সেই জীবন খাদ্য (৬:৩৫,৪১,৪৮,৫১)

২. আমি জগতের জ্যোতি (৮:১২)

৩. আমিই মেষদিগের দ্বার (১০:৭,৯)

৪. আমিই উত্তম মেষপালক (১০:১১,১৪

৫. আমিই পুনরুত্থান ও জীবন (১১:২৫)

৬. আমিই পথ ও সত্য ও জীবন (১৪:৬)

৭. আমি প্রকৃত দ্রাক্ষালতা (১৫:১,৫)

ঙ) অন্যান্য সুসমাচার এবং যোহনের মধ্যে পার্থক্য

১. যদিও যোহনের সুসমাচারের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বতাত্ত্বিক, তবুও সেখানে ব্যবহৃত ঐতিহাসিক এবং ভৌগলিক তথ্যাবলী খুবই সঠিক। সিনপটিক্ সুসমাচারগুলি এবং যোহনের সুসমাচারের মধ্যে পার্থক্যের প্রকৃত কারণ সুস্পষ্ট নয়।

ক) একটি প্রাচীন যিহূদী পরিচর্য্যাকার্য্য (মন্দিরের আদি পরিষ্করন)।

খ) যীশুর জীবনের শেষ সপ্তাহের সূচী এবং সন তারিখ।

২. এই স্থানে কিছুটা সময় নিয়ে যোহন লিখিত সুসমাচার এবং সিনপটিক্ সুসমাচারগুলির মধ্যেকার সুস্পষ্ট পার্থক্যগুলি নিয়ে আলোচনা করলে ভালো হয়। জর্জ. এলডন. ল্যাজ লিখিত "এ থিয়লজী অফ দি নিউ টেস্টমেন্ট" গ্রন্থ থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যাক।

ক) "চতুর্থ সুসমাচারটি সিনপটিক্ সুসমাচারগুলির তুলনায় এতই আলাদা, যে আমাদের মনে এই প্রশ্নটি অবশ্যই জাগে, যে এখানে কি যীশুর জীবন ও শিক্ষাকেন্দ্রিক সত্য বিবৃত হয়েছে, নাকি খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের পরিবর্তনের স্রোতে চাপে সত্য ইতিহাস ঈশ্বতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার গর্ভে নিমজ্জিত হয়েছে।"(২১৫ পৃষ্ঠা)

খ) "হাতের কাছে উপস্থিত সহজ সমাধান হল এই যে সুসমাচারটিতে যীশুর শিক্ষাকে যোহনের নিজস্ব ভাষাশৈলীতে প্রকাশ করা হয়েছে। যদি এটিই সঠিক সমাধান হয় এবং চতুর্থ সুসমাচারটি যদি সত্যিই যোহনের নিজস্ব প্রকাশভঙ্গীর পরিচতয় হয়, তাহলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে ঃ-

চতুর্থ সুসমাচারের ঈশ্বতাত্ত্বিক ভাব কতটা যীশুর শিক্ষাভিত্তিক আর কতটা একান্ত ভাবে যোহনের নিজস্ব ভাব না ? যীশুর শিক্ষা যোহনের মন-প্রাণ-হৃদয়ে কতটা গেঁথে গিয়েছিল যে আমরা যীশুর নিজস্ব শিক্ষার অবিকৃত প্রতিফলন যোহনের প্রকাশভঙ্গির মধ্যে দেখতে পাই ? (২১৫ পৃষ্ঠা)

গ) ডব্লিউ. ডি. ডেভিস্ এবং ডি. ডবের সম্পাদিত 'দি ব্যাক গ্রাউন্ড অফ দি ডি সেস্টামেন্ট এ্যাণ্ড ইটস এসকাটোলজি' গ্রন্থে ডব্লিউ. এইচ. অলব্রাইটের লেখা "রিসেন্ট ডিসকভারিস্ ইনপ্যালেস্তাইন এ্যাণ্ড দি গসপেল অফ জন" নামক গ্রন্থ প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করে ল্যাড বলেছেন ঃ-

যোহনের সুসমাচারে এবং সিনপটিক সুসমাচারগুলিতে প্রদত্ত শিক্ষার মধ্যে কোনরূপ মূলগত তফাৎ নেই। সেখানে তফাৎ আছে সেটা হল যীশুর শিক্ষাকেন্দ্রিক কিছু ঐতিহ্যের সমাবেশ যেগুলি এসেনী সম্প্রদারে শিক্ষার সঙ্গে মিলে যায়। এরকম কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই যে এই সুসমাচারে যীশুর শিক্ষাকে বিকৃত করা হয়েছে, মিথ্যারূপে প্রচার করা হয়েছে কিংবা সে সব শিক্ষার সঙ্গে কোন নূতন উপাদানকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রাচীন মণ্ডলীর আত্মিক প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন বিষয় সুসমাচারে গৃহীত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু একথা বেবে নেওয়ার কোন কারণ নেই যে সেই সব প্রয়োজন মেটাতে কোন নূতন ঈশ্বতাত্ত্বিক শিক্ষা পদ্ধতির উদ্ভাবন করা হয়েছিল।

নূতন নয়মের পণ্ডিত মণ্ডলীর একটি অদ্ভুত চিন্তাধারা হল যে প্রভু যীশুর চিন্তা ভাব না সকল এতই সরল ও সীমাবদ্ধ ছিল যে অন্যান্য সুসমাচার এবং যোহনের সুসমাচারের মধ্যে যে আপাত পার্থক্য দেখা যায় তার জন্য দায়ী হল প্রাচীন মণ্ডলী ঈশ্বতত্ত্ব বিশেষজ্ঞদের মত পার্থক্য। প্রত্যেক বিশিষ্ট চিন্তাবিদ এবং ব্যক্তির বাণীগুলিকেই তাদের অনুসরনকারী বন্ধু এবং শ্রোতৃবর্গ নিজেদের সুবিধা ও রুচি অনুযায়ী পরিবর্তিত করে নিয়েছেন। যেগুলি সব চেয়ে উপযোগী এবং হিতকর সেগুলি সর্বদা গৃহীত হত (১৭০-১৭১ পৃষ্ঠা)।

ঘ) জর্জ. ই. ল্যাড্ আরও বলেছেন ঃ-

"অন্যান্য সুসমাচার এবং যোহনের মধ্যে তফাৎ টা এই নয় যে যোহন ঈশ্বতত্ত্বে পরিপূর্ণ এবং অন্যগুলি নয়। প্রত্যেকটি সুসমাচারই বিভিন্ন আঙ্গিকে গৃহীত ঈশ্বতত্ত্ব পূর্ণ। ঘটনাবলীর পর্যানুক্রমিক বর্ণনার তুলনায় বরঞ্চ বিশদ্ ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা অনেক ভালভাবে সত্যকে প্রকাশ করে। যোহনের সুসমাচার যদি সত্যিই ঈশ্বতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাভিত্তিক হয় তাহলে যোহন অবশ্যই নিশ্চিত ছিলেন যে তার বর্ণিত ঘটনাগুলি বাস্তবে ইতিহাসে ঘটেছিল। একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে সিনপটিক্ সুসমাচারগুলি উদ্দেশ্য ছিল না যীশুর জীবন কাহিনী লিপিবদ্ধ করার কিংবা তাঁর প্রচারিত শিক্ষাগুলিকে অক্ষরে অক্ষরে প্রকাশিত করার। বরং এগুলি হল যীশুর জীবনের আলেখ্য এবং তাঁর পদত্ত শিক্ষার সারসংক্ষেপ। মথি এবং লূক স্বাধীন ভাবে মার্কের সুসমাচার থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে সাজিয়ে গুছিয়ে যীশুর শিক্ষাগুলিকে প্রকাশিত করেছিলেন। যোহন যদি মথি এবং লূকের থেকেও অধিক স্বাধীন ভাবে কাজ করে থাকেন তাহলে তিনি প্রভু যীশুর জীবনের সর্বাধিক সঠিক চিত্রটি অঙ্কনের তাগিদেই তা করেছেন (২২১-২২২ পৃঃ)।

২. লেখক

ক) সুসমাচারটির লেখক অজ্ঞাত হলেও যোহন কেই এর লেখক বলে মনে করা হয়।

১. এক জন চাক্ষুষ সাক্ষী (১৯:৩৫)

২. বাইবেল বর্ণিত "সেই শিষ্য সাহাকে যীশু প্রেম করিতেন" সম্বন্ধে পলিকার্প এবং ইরোনিয়াস উভয়েই বলেছেন যে তিনিই হলে প্রেরিত শিষ্য যোহন।

৩. যোহন কে অনেক সময় নাম না করে শুধু সিবদিয়ের পুত্র বলা হয়েছে।

খ) সুসমাচারটি পড়লে একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি সহজেই প্রতীয়মান হয়। ফলে এটিকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে এর লেখকত্ব খুব একটা বড় বিষয় হয়ে দাঁড়ায় না। সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল যে এই সুসমাচারটির লেখকছিলেন পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত এক ব্যক্তি।

যোহনের সুসমাচারের লেখক পরিচয় কিংবা সঠিক তারিখ এর অনুপ্রাণিত প্রকৃতির বিষয়ে কোনরূপ রেখাপাত করে না কিন্তু ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়ে। এই সুসমাচারটির ভাষ্যকাররা এর ঐতিহাসিক গঠন টিকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করেন, যাতে এই সুসমাচারটি লেখার কারণ সম্বন্ধে জানা যায়। যোহনের লেখায় যে দ্বৈতবাদ খুঁজে পাওয়া যায় সেটি কিসের সঙ্গে তুলনীয় ঃ- (১) যিহূদী ইতিহাসের দুইটি কাল (২) ধার্ম্মিকতা সম্বন্ধীয় কুমরান শিক্ষামালা, (৩) জরথ্রাষ্টীয় ধর্ম, (৪) জ্ঞানমার্গ মূলক চিন্তাবলী অথবা (৫) যীশু খ্রীষ্টের জীবনের তুলনাহীন পরি প্রেক্ষিত ?

গ) প্রাচীন ঐতিহ্যানুসারে শিষ্য যোহন, সিবদিয়ে পুত্র ছিলেন চাক্ষুষ সাক্ষী সেই মানুষটি। এই তথ্যটিকে খুঁটিয়ে বিচার করতে হবে কারণ দ্বিতীয় শতাব্দীর উদ্ভুত কোন কোন মতবাদে অন্যান্য ব্যক্তিদের এই সুসমার প্রস্তুতির সঙ্গে জড়িত করা হয়েছে।

১. ইফিষের অধ্যক্ষগণ এবং অন্যান্য সহবিশ্বাসীরা এই বৃদ্ধ শিষ্য টিকে তার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করতে উৎসাহিত করেছিলেন (ক্লিমেন্ট অফ আলেকজান্দ্রিয়াকে উদ্ধৃত করে ইসুবিয়াস একথা উল্লেখ করেছেন)।

২. অন্য এক জন সহশিষ্য, আন্দ্রিয়ের কথা বলেন (রোম থেকে ১৮০ - ২০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ম্যুরাটোরিয়ান খণ্ডাংশ দ্রষ্টাব্য)।

ঘ) সুসমাচারটির লেখনশৈলী এবং বিষয়বস্তু বিচার করে অনেক আধুনিক পণ্ডিত এটির লেখক হিসাবে অন্যদের নাম করেন। অনেকে মনে করে দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রাক্কালে এটি রচিত হয়েছিল (১১৫ খৃষ্টাব্দের আগে)।

১. এটি যোহনের শিষ্যদের দ্বারা যারা তার শিক্ষা স্মরণে রেখেছিল, (যোহনের দ্বারা প্রভাবিত দল) তাদের দ্বারা লিখি (জে. ওয়েইস, বি. লাইট ফুট, সি. এইচ. ডড্ ও কালম্যান, আর. এ. কালপেপার, সি. কে. ব্যারেট)

২. ইসুবিয়াসের দ্বারা (২৮০-৩৩৯ খ্রীঃ) উদ্ধৃত, প্যাপিয়াস (৭০-১৪৬ খ্রীঃ) লিখিত একটি অখ্যাত লেখা থেকে জানা যায় যে " অধ্যক্ষ যোহন" দ্বারা এটি লিখিত হয়েছিল (এশিয়া মহাদেশের এক জন প্রাচীন নেতা যিনি প্রেরিত শিষ্য যোহনের ঈশ্বতত্ত্ব এবং লেখনশৈলীর ভক্ত ছিলেন)।

ঙ) সুসমাচারের লেখক হিসাবে যোহনের স্বপক্ষে প্রমাণ ।

১. অভ্যন্তরীণ প্রমাণ ঃ-

ক) লেখক যিহূদী শিক্ষা, আচার এবং পুরাতন নিয়মের বিষয়ে জানতেন।

খ) লেখক প্যালেস্তাইন এবং যিরূশালেমের ৭০ খ্রীষ্টাব্দের আগের রুপটি সম্বন্ধে জানতেন।

গ) লেখক নিজেকে এক জন চাক্ষুষ সাক্ষী হিসাবে দাবী করেছেন (১:১৪;১৯:৩৫;২১:২৪)

ঘ) লেখক অবশ্যই বারো জন শিষ্যের এক জন ছিলেন, কারণ তিনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন ঃ-

১. স্থান কাল সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান (রাত্রিকালীন বিচারের)।

২. সংখ্যার সম্বন্ধে (২:৬ পদে জালার সংখ্যা এবং ২১:১১ পদে মাছের সংখ্যা)।

৩. মানুষ জনের পরিচয় সম্বন্ধে।

৪. বিভিন্ন ঘটনা এবং তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে।

৫. লেখক কে সম্ভবতঃ "প্রিয় শিষ্য" নামে অভিহিত করা হয়েছে।

(ক) ১৩:২৩,২৫

(খ) ১৯:২৬-২৭

(গ) ২০:২-৫,৮

(ঘ) ২১:৭, ২০:২৪

৬. পিতরের সঙ্গে এক যোগে লেখকও যীশুর ঘনিষ্ঠদের মধ্যে এক জন ছিলেন।
(ক) ১৩:২৪
(খ) ২০:২
(গ) ২১:৭

৭. সিবদিয়ের পুত্র যোহরে নাম আশ্চর্য্যজনক ভাবে এই সুসমাচারে অনুপস্থিত যদিও তিনি ঘনিষ্ঠ শিষ্যমহলের এক জন সদস্য ছিলেন।

২. বাহ্যিক প্রামাণ ঃ-

ক) নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের কাছে সুসমাচারটি সুপরিচিত ছিল ঃ-

১. ইরেনিয়াস (১২০ -২০২ খ্রীঃ) যিনি পলিকার্পের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রেরিত শিষ্য যোহনকে চিনতেন (ইসুবিয়াস রিচত 'হিস্টোরিকাল এক্লিসিয়াটিকাস্ ৫:২০:৬-৭) "প্রভুর শিষ্য সেই যোহন যিনি তার বুকের উপর ঝুকে বসতে এবং যিনি এশিয়াস্থিত ইফিষে থাকাকালীন সুসমাচার রচনা করেছিলেন। (Haer ৩ ১ ১ যেটি ইসুবিয়াসের 'Hist Eccl' পুস্তকে ৫:৮:৪ পদে উল্লিখিত হয়েছে)।

২. আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিমেন্ট (১৩৫-২১৭ খ্রীঃ) লিখেছেন " যোহন পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এবং তার বন্ধুদের অনুরোধে একটি আত্মিক সুসমাচার রচনা করেছিলেন। (ইসুবিয়াস 'হিস্টোরিকাল এক্লেসিয়াসটিকাস্ ৬:১৪:৭)।

৩. জাস্টিন মার্টার (১১০-১৬৫ খ্রীঃ) তার বই 'ডায়ালগ উহদ্ ট্রাইফো' গ্রন্থের ৮১:৪ পদে উল্লেখ করেছেন।

৪. টার্টুলিয়ান (১৪৫-২২০খ্রীঃ)

খ) প্রাচীন সাক্ষীদের দ্বারা যোহনের লেখকত্ব সমর্থিত হয়েছে

১. স্মূর্ণার বিশব পলিকার্প (৭০-১৫৬ খ্রীঃ), ইরেনিয়াস দ্বারা উল্লিখিত)।

২. ফ্রিজিয়ার অর্ন্তভূক্ত হিয়েরাপোলিসের বিশব এবং যোহনের শিষ্য প্যাপিয়াস্ (৭০-১৪৬ খ্রীঃ) ইসুবিয়াস এবং রোমের মারসিওনাইট বিরোধী ভূমিকায় পাওয়া যায়।

চ) চিরাচারিত লেখক পরিচিতিকে সন্দেহ করার যে সব কারণ পাওয়া যায় ঃ-

১. জ্ঞানমার্গী বিষয়বস্তু সমূহের সঙ্গে সুসমাচারের সম্পর্ক।
২. ২১ অধ্যায়ের সুপষ্ট পরিশিষ্ট।
৩. সিনপটিক্ সুসমাচারগুলির সাথে এই সুসমাচারটির কালানুক্রমিক তফায।
৪. যোহন নিজেকে নিশ্চয়ই সেই শিষ্য "যাহাকে যীশু প্রেম করিতেন"।
৫. সিনপটিক্ সুসমাচারগুলির তুলনায় যোহনের সুসমাচারে যীশু ভিন্ন ভাষা শৈলী এবংভঙ্গিমা ব্যবহার করেছেন।

ছ) যদি আমরা ধরে নিই যে প্রেরিত শিষ্য যোহনও ছিলেন আসল লেখক তাহলে তার সম্বন্ধে আমরা কি ভেবে নিতে পারি।

১. তিনি ইফিষে বসবাসকালীন সুসমাচার লিখেছিলেন (ইরেনিয়াস বলেছেন "ইফিষ থেকে সুসমাচার প্রকাশ করেছিলেন)।
২. তিনি বৃদ্ধ বয়সে সুসমাচার লিখেছিলেন (ইরেনিয়াস্ লিখেছিলেন যে যোহন সম্রাট ট্রাজানের রাজত্ব কাল, অর্থাৎ ৯৮-১১৭ খ্রীঃ অবধি বেঁচেছিলেন)।

৩. তারিখ

ক) আমরা যদি প্রেরিত শিষ্য যোহনকেই লেখক বলে ধরে নিই ঃ-

১. ৭০ খ্রীষ্টাব্দে রোমান সেনাপতি, পরে সম্রাট টাইটাসের দ্বারা যিরূশালেমের মন্দির ধবংস হওয়ার আগে।

ক) যোহন ৫:২ "যিরূশালেমে মেষদ্বারের নিকট একটি পুস্করিনী আছে, ইব্রীয় ভাষায় সেটির নাম বৈথেসদা, তাহার পাঁচটি চাঁদনি ঘাট"।

খ) প্রেরিতগণকে বোঝাতে বারবার প্রচলিত "শিষ্য" কথাটির প্রয়োগ।

গ) মৃত সাগর পুঁথিতে আবিষ্কৃত উপাদান তেকে যে সব জ্ঞানমার্গী এই ধরনের ঈশ্বতাত্ত্বিক মতবাদের প্রচলন ছিল।

ঘ) যিরূশালেমের মন্দির এবং যিরূশালেম শহর ধবংস হয়ে যাওয়ার কোন উল্লেখ এই সুসমাচারে পাওয়া যায় না।

ঙ) প্রখ্যাথ আমেরিকার নিবাসী প্রত্নতত্ত্ববিদ ডব্লিউ. এফ. অলব্রাইট মনে করেন যে সুসমাচারটি লেখার সময় হল ৭০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ অথবা ৮০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিক।

২. পরবর্ত্তীকালে প্রথম শতাব্দীতে ঃ-

ক) যোহনের পরিণত ঈশ্বতত্ত্ব

খ) যিরূশালেমের পতনের বিষয়টি এখানে উল্লিখিত হয়নি কারণ ঘটনাটি আরও প্রায় ২০ বছর পরে ঘটেছিল।

গ) জ্ঞানমার্গ মূলক শব্দাবলী ব্যবহারের উপর যোহন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

ঘ) প্রাচীন মণ্ডলীতে প্রচলিত পরম্পরা

১. ইরেনিয়াস

২. ইসুবিয়াস

খ) যদি আমরা "অধ্যক্ষ যোহন" কে লেখক বলে ধরি তাহলে সম্ভাব্য তারিখ গিয়ে দাঁড়াবে দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়। ডায়োনিসিয়াস্ যখন প্রেরিত শিষ্য যোহনের লেখকত্বের দাবী খারিজ করে দিয়েছিলেন তখন এই তত্ত্বটির উদ্ভব হয়েছিল। ঈশ্বতাত্ত্বিক কারণে, প্রকাশিত বাক্যের লেখক হিসাবে যোহনের দাবীকে খারিজ করে ইসুবিয়াস বলেছিলেন যে তিনি প্যাপিয়াসের লেখায় (হিস্টোরিকাল এক্লেসিয়াসটিকাস ৩:৩৯:৫,৬) আরেকজন " যোহন"কে সঠিক সময়ে খুঁজে পেয়েছেন, কারণ সেখানে দুজন যোহনের কথা বলা আছে (১) প্রেরিত শিষ্য যোহন (২) অধ্যক্ষ যোহন।

৪. গ্রহীতা

ক) প্রাথমিক ভাবে এটি এশিয়া মাইনরে বিস্তৃত রোমান সাম্রাজ্য। বিশেষ করে ইফিষের জন্য লেখা হয়েছিল।

খ) এই সুসমাচারটির সহজ সরল গঠন এবং এখানে বর্ণিত প্রভু যীশুর জীবন ও ব্যক্তিত্বের কাহিনীর গভীরতার জন্য এটি গ্রীক সভ্যতার অনুসরণকারী পরজাতীয় ব্যক্তি এবং জ্ঞানমার্গীদের কাছে খুবই প্রিয় ছিল।

৫. উদ্দেশ্য

ক) সুসমাচারটির মধ্যেই এটির প্রচার গত উদ্দেশ্যের কথা বিবৃত হয়েছে, (২০:৩০-৩১)।

১. যিহূদী পাঠকদের জন্য।

২. পরজাতীয় পাঠকদের জন্য।

৩. প্রারম্ভিক জ্ঞানমার্গী পাঠকদের জন্য।

খ) এর মধ্যে আত্মপক্ষ সমর্থনের চড়া সুর দেখা যায়।

১. যোহন বাপ্তাইজকের উগ্র সমর্থকদের জন্য।

২. প্রারম্ভিক যুগের জ্ঞানমার্গী ভাক্ত শিক্ষকদের জন্য এই ধরনের মানুষদের কথা নূতন নিয়মের পুস্তকে দেখা যায়।

(ক) ইফিষীয়

(খ) কলসীয়

(গ) অধ্যক্ষদের জন্য লিখিত পত্রাবলী (১তীমথিয়,তীত, ২তীমথিয়)

(ঘ) ১যোহন (এই পত্রটিকে হয়ত সুসমাচারের পরিচয়বাহী পত্র হিসাবে লেখা হয়েছিল।

গ) একটি সম্ভাবনা আছে যে ২০:৩১ পদে যে উদ্দেশ্যে সংক্রান্ত বক্তব্য পাওয়া যায় সেটি হয়ত দীর্ঘ সহিষ্ণুতা এবং প্রচার কার্য্যে উৎসাহ প্রদানের জন্য লিখিত। কেননা এখানে বার বার পরিত্রাণ সম্বন্ধীয় বিষয় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'বর্তমান কাল' ব্যবহার করা হয়েছে। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে যাকোবের মত যোহনও হয়ত চেষ্টা করেছিলেন। এশিয়া মাইনরে কিছু লোকের দ্বারা প্রচারিত সাধু পৌলের ঈশ্বতত্ত্বের উগ্র প্রভাবকে প্রশমিত করতে (২পিতর ৩:১৫-১৬)। এটি একটি আশ্চর্য্যের বিষয় প্রাচীন মণ্ডলী ইফিষের সঙ্গে পৌলকে নয় কিন্তু যোহনকে এক যোগে দেখতেন। (এফ. এফ. ব্রাস লিখিত 'পিটার স্টিফেন জেমস্ এ্যাণ্ড জন স্টাডিজ এই নন পালইন খ্রীষ্টানিটি, ১২০-১২১ পষ্ঠা দেখুন)।

ঘ) উপসংহারে (২১ অধ্যায়) প্রাচীন মণ্ডলী সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া যায়।

১. সিনপটিক্ সুসমাচারগুলিতে লিখিত বিষয় সমূহের সম্পূরক হল যোহনের সুসমাচার। যাই হোক, যোহন যিহূদী ধর্ম বিশেষ করে যিরূশালেমের বিষয়ে বেশী জোর দিয়েছিলেন।

২. ২১ অধ্যায়ের উপসংহারে দুটি প্রশ্নকে উপস্থাপিত করা হয়েছে ঃ-

(ক) পিতরের পত্যর্পন

(খ) যোহনের দীর্ঘায়ু

(গ) যীশুর প্রলম্বিত দ্বিতীয় আগমন।

ঙ) অনেকে মনে করেন যে যোহন উদ্দেশ্য প্রণিত ভাবে অনুষ্ঠান পদ্ধতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করার উপর বেশী জোর দিতে চাননি। ফলে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি ৩ অধ্যায়ে বাপ্তিস্ম এবং ৬ অধ্যায়ে প্রভুর অন্তিম ভোজ অনুষ্ঠানের বিষয়টি বিশদাকারে লিপিবদ্ধ করেননি।

৬. যে বিষয়গুলির উপর বাহ্যিক রূপরেখাটি আশ্রিত ঃ-

ক) একটি দার্শনিক/ ঈশ্বতাত্ত্বিক ভূমিকা (১:১-১৮) এবং একটি বাস্তবাশ্রিত উপসংহার (২১ অধ্যায়)

খ) যীশুর পরিচর্য্যা এবং প্রচারকালীন সময়ে সংঘটিত সাতটি আশ্চর্য্য চিহ্ন কার্য্য এবং তাদের সবিস্তার ব্যাখ্যা ঃ-

১. কান্না নগরের বিবাহ বাড়িতে জলকে দ্রাক্ষারসে পরিবর্তন (২:১-১১)

২. কফলনাহূমে এক জন রাজ কর্মচারীর পুত্রকে সুস্থতা প্রদান (৪:৪৬-৫৪)

৩. বৈথেসদা পুষ্করিনীর ঘাটে পড়ে থাকা পক্ষাঘাতী রোগীকে আরোগ্যতা প্রদান (৫:১-১৮)

৪. গালীল প্রদেশে পাঁচ হাজার লোককে এক সাথে খাওয়ান (৬:১-১৫)

৫. গালীল সমুদ্রের উপর দিয়ে যীশুর হাঁটা (৬:১৬-২১)

৬. যিরূশালেমে এক জন জন্মান্ধকে যীশু সুস্থ করেন (৯:১-৪১)

৭. বৈথনিয়াতে মৃত লাসারকে জীবন দান করেন (১১:১-৫৭)

গ) বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত দেখা সাক্ষাৎ এবং বাক্যলাপ ।

১. যোহন বাপ্তাইজক (১:১৯-৩৪;৩:২২-৩৬)

২. শিষ্যগণ

(ক) আন্দ্রিয় এবং পিতর (১:৩৫-৪২)

(খ) ফিলিপ ও নথনেল (১:৪৩-৫১)

৩. নীকদীম (৩:১-২১)

৪. শমরীয়া নারী (৪:১-৪৫)

৫. যিরূশালেমের যিহূদীরা (৫:১০-৪৭)

৬. গালীলির জনগণ (৬:২২-৬৬)

৭. পিতর এবং অন্যান্য শিষ্যেরা (৬:৬৭-৭১)

৮. যীশুর ভ্রাতৃগণ (৭:১-১৩)

৯. যিরূশালেমের যিহূদীরা (৭:১৪-৮:৫৯;১০:১-৪২)

১০. উপরিস্থ কক্ষে উপস্থিত শিষ্যেরা

১১. যীশুর গ্রেপ্তার এবং বিচার (১৮:১-২৭)

১২. রোমীয় বিচার (১৮:২৮-১৯:১৬)

১৩. পুনরুত্থান পরবর্তী কথোপকথন (২০:১১-২৯)

ক) মরিয়মের সঙ্গে

খ) থোমার সঙ্গে

১৪. পিতরের সঙ্গে কথিত উপক্রমনিকা এবং উপসংহার (২১:১-২৫)।

১৫. ৮:১-১১ পদে বর্ণিত ব্যাভিচারীনি নারীর কাহিনী, প্রাথমিক ভাবে যোহনের সুসমাচারের অর্ন্তভুক্ত ছিল না।

ঘ) কয়েকটি উপাসনা/ উৎসবের দিন

১. বিশ্রামবারের দিনগুলি (৫:৯;৭:২২;৯:১৪;১৯:৩১)

২. নিস্তারপর্বের দিনগুলি (২:১৩;৬:৪;১১:৫৫;১৮:২৮)

৩. কুটির বাস পর্বের উৎসব (৮-৯ অধ্যায়)

৪. হানুকা (আলোর উৎসব, ১০:২২)

ঙ) "আমিই তিনি" বাক্যের প্রয়োগ ঃ-

১. "আমিই তিনি" (৪:২৬;৬:২০;৮:২৪,২৮,৫৮-৫৯;১১:১৯;১৮:৫-৬,৮)।

২. "আমিই সেই জীবন খাদ্য" (৬: ৩৫,৪১,৪৮,৫১)

৩. "আমি জগতের জ্যোতি" (৮:১২;৯:৫)

৪. "আমিই মেষদিগের দ্বার" (১০:৭,৯)

৫. "আমিই উত্তম মেষপালক" (১০:১১,১৪)

৬. "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন" (১১:২৫)

৭. "আমিই পথ ও সত্য জীবন" (১৪:৬)

৮. "আমিই প্রকৃত দ্রাক্ষালতা" (১৫:১,৫)

৭. প্রণিধানযোগ্য বিষয় এবং বাক্য সমূহ

১. বাক্য ১:১

২. বিশ্বাস ১:৭

৩. জগৎ তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল ১:১০

৪. সেই বাক্য মাংসে মূর্ত্তিমান হইলেন ১:১৪

৫. সত্য, ১:১৭

৬. ভাববাদী ১:২১

৭. ঈশ্বরের মেষপালক ১:২৯

৮. কপোতের ন্যায় ১:৩২

৯. রবিব ১:৩৮

১০. সত্য, সত্য ১:৫১

১১. ঈশ্বরের দূতগণ মনুষ্য পুত্রের উপর দিয়া উঠিতেছেন ও নামিতেছেন ১:৫১

১২. পাথরের ছয়টা জালা ২:৬

১৩. যিহূদীদের এক জন অধ্যক্ষ ৩:১

১৪. নূতন জন্ম ৩:৩

১৫. মনুষ্য পুত্রকে উচ্চীকৃত হইতে হইবে, ৩:১৪;১২:৩৪

১৬. অনন্ত জীবন ৩:১৬

১৭. আমিই সেই জীবন খাদ্য ৬:৩৫,৪৮

১৯. তোমাকে ভূতে পাইয়াছে ৭:২০

২০. ছিন্ন ভিন্ন লোকেরা (ডায়াস পোরা, ৭:৩৫)

২১. তখনও যীশু মহিমাপ্রাপ্ত হন নাই ৭:৩৯
২২. অব্রাহামের জন্মের পূর্বে আমি আছি ৮:৫৮
২৩. সমাজচ্যুত হওয়া ৯:২২
২৪. মেষদিগের দ্বার ১০:৭
২৫. মন্দির প্রতিষ্ঠার পর্ব ১০:২২
২৬. ঈশ্বর নিন্দা ১০:৩৬
২৭. গর্দ্দভশাবক পাইয়া তাহার উপর বসিলেন ১২:১৪
২৮. সময় ১২:২৩
২৯. শয়তান তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল, ১৩:২৭
৩০. এক নূতন আজ্ঞা ১৩:৩৪
৩১. বাসস্থান ১৪:২
৩২. আমাতে থাক ১৫:৪
৩৩. স্বর্গের দিকে চক্ষু তুলিয়া ১৭:১
৩৪. এক মাত্র সত্যময় ঈশ্বর ১৭:৩
৩৫. জগৎ পত্তনের পূর্বে ১৭:২৪
৩৬. কোড়া প্রহার, ১৯:১
৩৭. সববথা ১৯:৩১
৩৮. গলগথা, ১৯:১৭
৩৯. পীলাতের নিকট নিবেদন করিল যেন তাহাদের পা ভাঙ্গিয়া ১৯:৩১
৪০. যিহূদীদের আয়োজন দিন ১৯:৪২

৮. যে সব ব্যক্তিদের বিষয়ে সংক্ষেপে জানতে হবে ঃ

১) যোহন ১:৬,
২) ঈশ্বরপুত্র
৩) মশীহ ১:৪১
৪) কৈফা ১:৪২
৫) নীকদীম ৩:১
৬) ভাববাদী ৭:৪০
৭) লাসার ১১:২
৮) দীদুম ১১:১৬
৯) ইষ্করিয়োতীয় যিহূদা ১৩:২
১০) সেই সময় ১৪:২৬
১১) মল্ক ১৮:১০
১২) হানন ১৮:২৪
১৩) ক্লোপার স্ত্রী মরিয়ম ১৯:২৫

৯. ম্যাপে যে সব বিশেষ স্থানগুলি চিহ্নিত করতে হবে

১) গালীল ১:৪৩
২) নাসরৎ ১:৪৫
৩) কান্না ২:১
৪) কফরনাহূম ২:১২
৫) শালীমের নিকটবর্তী ঐনোন ৩:২৩

৬) শমরীয়া ৪:৪
৭) তিবিরিয়া ৬:১
৮) বৈৎলেহেম ৭:৪২
৯) বৈথনিয়া ১১:১
১০) কিদ্রোণ ১৮:১
১১) তিবিরিয়া সমুদ্র ২১:১

১০. আলোচনার জন্য প্রশ্নবলী

১) যোহন ১:১ পদ এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?
২) যোহনের বপ্তিস্ম সম্পূর্ণ অন্যরকমের ছিল কেন?
৩) নূতন জন্ম বলতে কি বোঝায়?
৪) ৩:৩৫ পদে "বিশ্বাস" এবং "বাধ্যতা" পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত বলে দেখানো হয়েছে কেন?
৫) ৪:২৪ পদের অর্থ কি ?
৬) যোহন ৫:৪ পদকে বন্ধনীর অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে কেন ?
৭) ৯:২ পদে যে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে তাকে কি পুনরুত্থান বলা যায়?
৮) ৯:৪১ পদে বর্ণিত শ্লেষ বাক্যটির ব্যাখ্যা করুন।
৯) ১০:৩৪-৩৫ পদ নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন।
১০) ১৩ অধ্যয়ে যীশু কেন তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন ?
১১) যোহন ১৪:৬ পদ এত অধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন?
১২) যোহন ১৪:২৩ পদ এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?
১৩) যোহন ১৫:১৬ পদ ব্যাখ্যা করুন?
১৪) যোহন ১৭ অধ্যায় সম্বন্ধে বলা হয় যে এটি 'মহাপুরোহিত' রূপে যীশুর প্রার্থনা। এখানে তিনি তিনটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য প্রার্থনা করেছেন তাদের নাম করুন?
১৫) যোহন ১৮:৩৩-৩৮ পদে বর্ণিত যীশু এবং পীলাতের কথোপকথনের বিষয়ে ব্যাখ্যা করুন?
১৬) ২০:২২ পদে বর্ণিত ঘটনার সময়ে কি শিষ্যদের পবিত্র আত্মা লাভ করেছিল না কি প্রেরিত ১ অধ্যায়ে বর্ণিত পঞ্চাশত্তমীর দিনে ?
১৭) যোহন ২০:৩১ পদ গুরুত্বপূর্ণ কেন ?

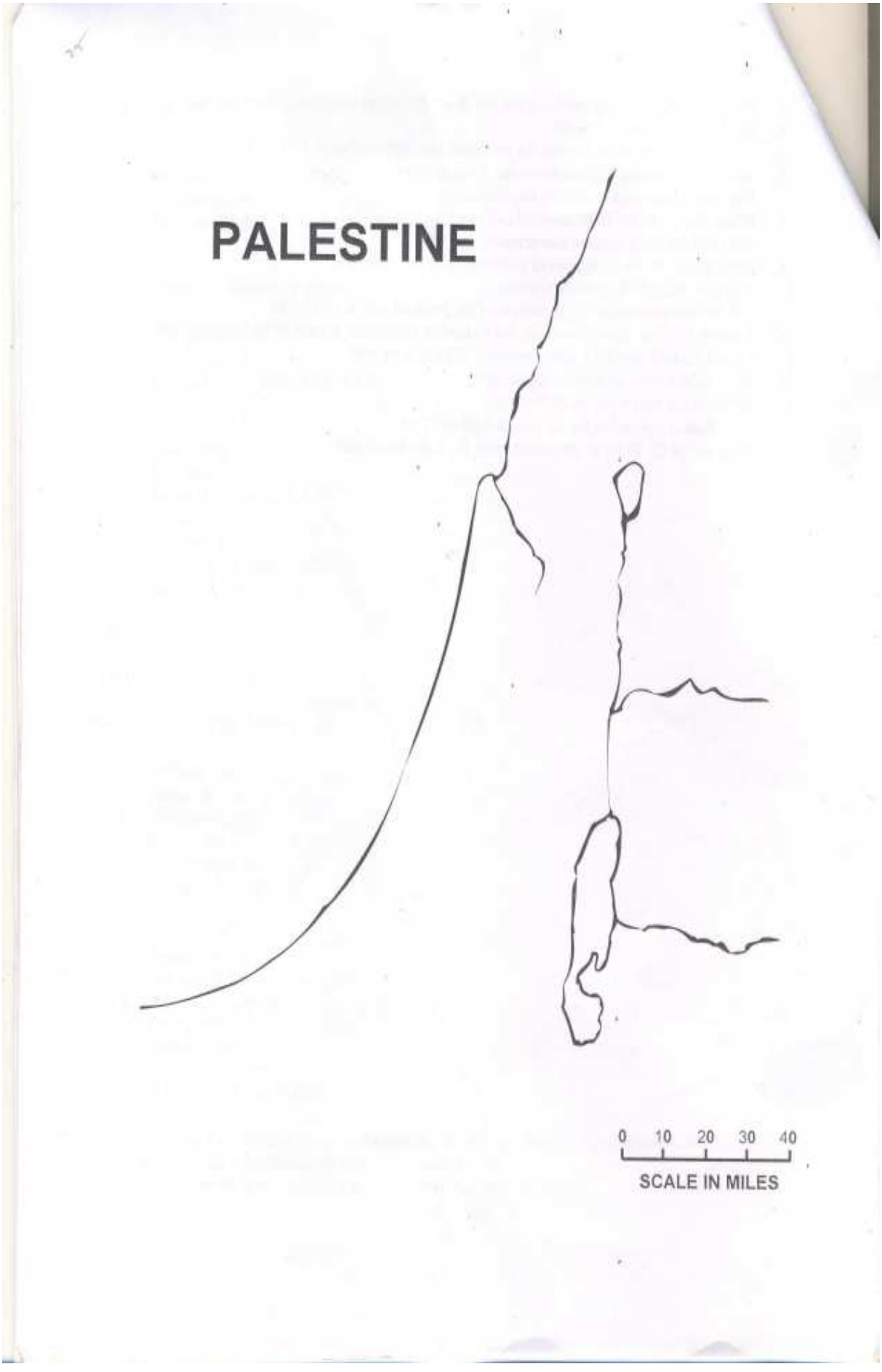
PALESTINE
0 10 20 30 40
SCALE IN MILES

প্রেরিতের পুস্তরের উপক্রমিকা

১. প্রারম্ভিক বক্তৃতা

ক) যীশুর জীবন ও তার ব্যাখ্যা এবং নূতন নিয়মের অর্ন্তভুক্ত প্রৈরিত্রিক পত্রাবলীর সঙ্গে তার যোগসূত্র গড়ে তোলার কাজে প্রেরিতের পুস্তকটি একটি অপরিহার্য্য যোগসূত্রের কাজ করে।

খ) প্রাথমিক মণ্ডলীতে দুই ধরনের নতূন নিয়ম সংক্রান্ত রচনাবলী প্রস্তুত এবং প্রচার করা হত ঃ-
(১) সুসমাচারগুলি এবং (২) প্রেরিত পৌলের পত্রাবলী। দ্বিতীয় শতাব্দীতে খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীতে প্রচলিত খ্রীষ্টের স্বরূপ সংক্রান্ত ভ্রান্ত শিক্ষাগুলির বিরূদ্ধে প্রেরিত পুস্তকটি অবশ্যই একটি অমূল্য পুস্তক বলে পরিগণিত হত। প্রৈরিত্রিক শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি এবং সুসমাচারের আশ্চর্য্য ফল সমূহ প্রেরিত পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে।

গ) আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলি প্রেরিত পুস্তকের ঐতিহাসিক সত্যতাকে সমর্থন করে। বিশেষ করে রোমীয় আধিকারিকদের নাম গুলির ঐতিহাসিক সত্যতা সম্পূর্ণ প্রমাণিত ('এক্স ট্র্যাটে জোই' ১৬:২০,২২,৩৫,৩৬,৩৮;লূক ২২:৪,৫২ প্রেরিত ৪:১;৫:২৪-২৬;'পরিটারকাস' ১৭:৬,৮ এবং' প্রোটো এ্যাক্টস্' ২৮:৭;এছাড়াও এ. এন. শেরউইন হোয়াইট রচিত 'রোমান সোসাইটি এ্যাণ্ড রোমান ল্ ইন দি নিউ টেস্টামেন্ট' দেখুন)। লূক তার রচনার প্রাচীন মণ্ডলীতে মতান্তরের বিষয়ে এমনকি পৌল এবং বার্ণবার মধ্যে যে বাদানুবাদ হয়েছিল তার বিষয়েও লিখেছেন (প্রেরিত ১৫:৩৯।) এটি প্রমাণ করে যে লূকের রচনাটি হল একটি পরিষ্কার, সমাজস্যপূর্ণ, ঐতিহাসিক এবং ঈশ্বতাত্ত্বিক গবেষণার ফল।

ঘ) প্রাচীন গ্রীক লেখায় এই পুস্তকটির নাম একটু অন্যরকম ভাবে প্রকাশিত।

১. সিনাইটিকাস পাণ্ডুলিপি, টার্টুলিয়ান, দীডিমাস্ এবং ইসুবিয়াসের লেখায় "প্রেরিত" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

২. ভ্যাটিকানাস বা 'বি' পাণ্ডুলিপি, বিজা বা 'ডি' পাণ্ডুলিপি, ইরেনিয়াস, সাইপ্রিয়ান এবং এ্যাথে নাসিয়াসের লেখায় 'প্রেরিতদের কার্য্যবিররনী' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে (KJV, RSV, NEB)।

৩. 'এ'২ পাণ্ডুলিপিতে (আলেকজান্দ্রিনাসের প্রথম সংশোধক) 'ই' পাণ্ডুলিপি, 'জি' পাণ্ডুলিপি এবং ক্রিজোসটোমের লেখায় "পবিত্র প্রেরিতগণের কার্য্যবিবরনী" কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

সম্ভবতঃ গ্রীক 'প্র্যাক্সিস' (কার্য্য, পথ, ব্যবহার) শব্দটি একটি প্রাচীন ভূমধ্যসাগরীয় লেখন শৈলীকে নির্দেশ করে যার দ্বারা কোন বিখ্যাত অথবা প্রভাবশালী ব্যক্তির (যেমন, পিতর, স্তিফান, ফিলিপ, পৌল ইত্যাদি) কথা বোঝায়। প্রাথমিক ভাবে সম্ভবতঃ পুস্তকটির কোন সুনির্দিষ্ট নাম ছিল না (যেমন লূক লিখিত সুসমাচার)।

ঙ) প্রেরিত পুস্তকটির দুটি সুনির্দিষ্ট সংস্করণ দেখা যায়। অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্তটি হল আলেকজান্দ্রিয়ান (MSS, P^{45}, N, A, B, C,)। পশ্চিমী পাণ্ডুলিপিতে বরঞ্চ (p29, p38, p48 এবং ডি) অনেক বেশী বিশদ বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়। এই বিষয়টি পরিষ্কার নয় যে এই বিবরণগুলি আসল লেখকদের দ্বারাই লিপিবদ্ধ অথবা প্রাচীন মণ্ডলীর ঐতিহ্যানুসারে ধর্মীয় অধ্যপকরা এগুলি লেখার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। অধিকাংশ পণ্ডিতেরা মনে করেন যে পশ্চিমী পাণ্ডুলিপিতে পরিবর্তীকালে অনেক নূতন তথ্য সংযোজিত হয়েছিল। এর কারণ হল ঃ- ১) কঠিন শব্দ বা ভাষার স্থানে সরল ভাষা ব্যবহার করে বিষয়বস্তুটিকে সরলীকৃত করা। ২) অধিক তথ্যাবলী সংযোজন করা ৩) বিশেষ ভাষাপ্রয়োগে যীশুকে খ্রীষ্ট বলে উচ্চীকৃত করা এবং ৪) এগুলি প্রথম তিনি শতকের লেখকরা বিশেষ উল্লেখ করেননি। (এফ. এফ. ব্রাস লিখিত 'এ্যাক্টস্ গ্রীক টেকস্ট্ ৬৯-৮০ পাতা দেখুন)। এ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা জন্য ব্রাস. এম. মেটজগার লিখিত এবং ইউনাইটেড বাইবেল সোসাইটি দ্বারা প্রকাশিত 'এ' টেক্সচুয়াল কমেন্টারী অন দি গ্রীক নিউ টেস্টামেন্ট বইটির ২৫৯-২৭২ পৃষ্ঠা দেখুন।

২. লেখক

ক) বইটির লেখক অজ্ঞাত হলেও, লেখক হিসাবে লূকের দাবী অত্যন্ত জোরালো।

১. বিভিন্ন স্থানে আশ্চর্য্যজনক ভাবে যে "আমরা" শব্দটি পাওয়া যায়। যেমন ১৬:১০-১৭ (ফিলিপীতে দ্বিতীয় প্রচার অভিযান) ২০:৫-১৫;২১:১-১৮ (তৃতীয় প্রচার অভিযানের শেষ দিকে) এবং ২৭:১-২৮:১৬ (বন্দী হিসাবে পৌলকে রোমে প্রেরণ);পদগুলি লূকের লেখকত্বের দিকে সুস্পষ্ট ভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

২. প্রেরিতের পুস্তক এবং তৃতীয় সুসমাচারটির মধ্যে সুস্পষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় যদি আমরা লূক১:১-৪ এবং প্রেরিত ১:১-২ পদগুলি মিলিয়ে দেখি।

৩. কলসীয় ৪:১০-১৪, ফিলীমন ২৪ এবং তীমথিয় ৪:১১ পদগুলিতে উল্লিখিত পরজাতীয় চিকিৎসক কথাটি সরাসরি লূকের প্রতি নির্দেশ করে কেননা গোটা সুসমাচারে লুকই একমাত্র পরজাতীয় লেখক।

৪. প্রাচীন মণ্ডলীর সার্বজনীন সাক্ষ্য

ক) ১৮০-২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রোম থেকে প্রকাশিত মুর‍্যাটোরিয়ান খণ্ডাংশে উল্লেখ করা হয়েছে "চিকিৎসক লূকের দ্বারা লিখিত"।

খ) ইরেনিয়াসের লেখায় (১৩০-২০০ খ্রীষ্টাব্দ)

গ) আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিমেন্টের লেখায় (১৫৬-২১৫ খ্রীষ্টাব্দ)

ঘ) টার্টুলিয়ানের লেখায় (১৬০-২০০ খ্রীষ্টাব্দ)

ঙ) অরিজেনের লেখায় (১৮৫-২৫৮ খ্রীষ্টাব্দ)

৫. গঠনশৈলী এবং ভাষা সংক্রান্ত (বিশেষ করে চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ক) আভ্যন্তরীন প্রামাণসমূহ লূকের লেখকত্বকে সমর্থন করে (স্যার উইলিয়াম র‍্যামসে এবং এ. হারনাকের লেখা দেখুন)।

খ) লূকের সম্বন্ধে তিনটি বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য পাওয়া যায় ঃ-

১. নূতন নিয়মে প্রাপ্ত তিনটি পদ (কল. ৪:১০, ফিলীমন ২৪;২তীমথিয় ৪:১১) এবং প্রেরিত পুস্তকটি।

২. দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত লূকের সুসমাচারের মারসিওন বিরোধী ভূমিকা (১৬০-১৮০ খ্রীষ্টাব্দ)।

৩. চতুর্থ শতাব্দীর প্রাচীন মণ্ডলীর ঐতিহাসিক লেখক ইসুবিয়াস তার রচিত 'এক্লেসিয়াসটিকালহিস্ট্রী' ৩:৪ পদে লিখেছেন। "আন্তিয়খিয়া প্রদেশের অধিবাসী লূক, পেশায় চিকিৎসক, যিনি মূলতঃ পৌলের সঙ্গে এবং অল্পবিস্তর সকল প্রেরিত শিষ্যের সঙ্গেই সংযুক্ত ছিলেন, তিনি তার সমস্ত আত্মিক শিক্ষামালা, যা তিনি প্রেরিত শিষ্যদের কাছ থেকে শিক্ষা করেছিলেন, তা সমস্তই দুটি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। একটি তার রচিত সুসমাচার অপরটি প্রেরিতদের বিবরনী।

৪. নীচে লূকের সবিশেষ পরিচয় দেওয়া হল ঃ-

ক) এক জন অ-যিহূদী (কলসীয় ৪:১২-১৪ পদে তার সহকারী হিসাবে ইপাফ্রা এবং দীমার নাম করা হয়েছে কোন যিহূদী সহকারীর নাম করা হয়নি।

খ) তার বাসস্থান ছিল হয় সিরিয়ার আন্তিয়খিয়ায় (লূকের রচনার মারসিওন বিরোধী ভূমিকা অনুযায়ী) অথবা ম্যাসিডেনিয়া অঞ্চ লে ফিলিপী (প্রেরিত ১৬:১৯ পদের উপর লিখিত, উইলিয়াম র‍্যামসের বিবরনী অনুযায়ী)।

গ) এক জন চিকিৎসক (কল. ৪:১৪ অনুযায়ী অথবা একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি)

ঘ) আন্তিয়খিয়ায় মণ্ডলী শুরু হওয়ার পর পরিণত বয়সে ইনি ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন (মারসিওন বিরোধী ভূমিকা অনুযায়ী)।

ঙ) পৌলের সহযাত্রী ছিলেন (প্রেরিত পুস্তকের "আমরা" বাক্য অনুযায়ী)

চ) অবিবাহিত

ছ) তৃতীয় সুসমাচারটি এবং প্রেরিত পুস্তকের লেখনীকার (উভয় পুস্তকেরই ভূমিকা, লেখন শৈলী এবং ভাষা এক)।

জ) ৮৪ বছর বয়সে কোয়েশিয়া নাম স্থানে তার মৃত্যু হয়।

গ) লূকের লেখকত্বের বিরূদ্ধ তা ঃ-

১. আথীনীতে প্রচারকালীন পৌল তার প্রচারের উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য গ্রীক দার্শনিক তত্ত্ব এবং উদাহরণগুলি ব্যবহার করেছেন (যেমন প্রেরিত ১৭ অধ্যায়) কিন্তু আবার রোমীয় পুস্তকের ১ এবং ২ পদে পৌল এগুলিকে (অর্থাৎ প্রকৃতি, বিবেকের সাক্ষী ইত্যাদি) অসার বলে বর্ণনা করেছেন।

২. প্রেরিতদের পুস্তকে বর্ণিত পৌলের বক্তৃতা এবং মন্তব্য অনুযায়ী তাকে এক জন যিহূদী খ্রীষ্টান বলে মনে হয় যিনি মোশির ব্যবস্থার এক জন গোঁড়া সমর্থক;আবার তার পত্রাবলীতে মোশির ব্যবস্থাকে সমস্যাজনক এবং অতীতের বিষয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩. পৌলের রচিত প্রাথমিক পুস্তকগুলিতে (যেমন ১ এবং ২ থিষলনীকীয়) যেভাবে শেষকালীন বিষয়সমূহের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। প্রেরিত পুস্তকে সেই সকল বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হয়নি।

৪. বিষয়গত প্রয়োগ গঠনশৈলী এবং প্রকাশ ভঙ্গির এই সব তারতম্য খুবই কৌতুহলদ্দীপক বটে কিন্তু এখানে থেকে কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নয়। এই একই দৃষ্টিভঙ্গী যদি সুসমাচারগুলির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তাহলে সিনপটিক্ সুসমাচারগুলিতে বর্ণিত যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে, যোহন বর্ণিত সুসমাচারে বর্ণিত যীশু খ্রীষ্টের অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবুও খুব কম সংখ্যক পণ্ডিত আছেন যারা একথা অস্বীকার করেবেন যেন উভয় ক্ষেত্রে বর্ণিত খ্রীষ্টই এক।

ঘ) প্রেরিত পুস্তকের রচয়িতা হিসাবে লূকের লেখকত্ব নিয়ে আলোচনা করার সময় আমাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে লূক কি ধরনের উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। অনেক বিশেষজ্ঞ (যেমন সি.সি.টোরী) মেনে করেন যে লূক তার সুসমাচারের প্রথম পনেরোটি অধ্যায়ের জন্য অরামীয় ভাষায় প্রকাশিত উৎসগুলি থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। এটি যদি সত্য হয় তাহলে বলতে হবে যে লূক ছিলেন এই গ্রন্থাংশের সম্পাদক মাত্র, মূল লেখক নয়। পরবর্তী সময়ে সাধু পৌলের বক্তৃতাগুলি উল্লেখ করার সময়েও লূক শুধুমাত্র সমগ্র বক্তৃতার একটি সারাংশ পেশ করেছেন, সম্পূর্ণ বিবরন নয়। লূকের ব্যবহৃত উৎস সম্বন্ধীয় আলোচনা, তার লেখকত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনার মতই গুরুত্বপূর্ণ।

৩. তারিখ

ক) প্রেরিত পুস্তক রচনার সময়কাল নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে এবং প্রচুর এবং মতান্তর আছে, কিন্তু এখানে বর্ণিত ঘটনাবলীর সময়কাল মোটামুটি ৩০-৬৩ খ্রীষ্টাব্দ (৬০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে পৌল রোমের কারাগার থেকে ছাড়া পান এবং মোটামুটি ৬৫ খ্রীষ্টাব্দ সম্রাট নীরোর আমলে তাকে পুনরায় কারাগারে বন্দী করে মৃত্যু দণ্ড দেওয়া হয়)।

খ) যদি ধরা যায় যে প্রেরিত পুস্তকটি রোমীয় সরকারের বিরূদ্ধে এক ধরনের স্বপক্ষ সমর্থনকারী লেখা তাহলে এর সময়কাল হতে হারে ঃ-

১. ৬৪ খ্রীষ্টাব্দের আগে (যে সময়ে রোমে খ্রীষ্টানদের উপর নীরো অত্যাচার শুরু করেছিলেন) অথবা

২. ৬৬-৭৩ সালের মধ্যে সংঘটিত যিহূদী বিপ্লবের সময়কাল।

গ) যদি কেউ লূক লিখিত সুসমাচারের সঙ্গে প্রেরিতদের কার্য্যবিবরনী পুস্তকটি ক্রামানুসারে মিলিয়ে দেখেন তাহলে দেখা যাবে যে সুসমাচার লিখনের সময় কাল, প্রেরিত পুস্তকের লিখনে সময় কালকে প্রভাবিত করেছে। লূকের সুসমাচারে (২১ অধ্যায়ে) ৭০ খ্রীষ্টাব্দে টাইটাসের হাতে যিরূশালেমের পতনের বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী থাকলেও তার বাস্তব বর্ণনা দেওয়া নেই। ফলে ধরা যায় যে সুসমাচারটি লিখিত হয়েছিল ৭০ খ্রীষ্টাব্দের আগে। যদি তাই হয় তাহলে ক্রামানুসারে প্রেরিত পুস্তকটি হয়ত ৮০ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময় লেখা হয়েছিল।

ঘ) যদি কেউ পুস্তকটির আচমকা শেষ হয়ে যাওয়ার (এফ. এফ. ব্রাস বলেন যে পৌল তখনও রোমের কারাগারে রয়ে গিয়েছিলেন)। ঘটনার দিকে নজর দেন তাহলে হয়ত ধরে নিতে হবে যে সম্ভব্য সময়কাল ছিল পৌলের প্রথম কারাবাসের শেষদিক কাল, অর্থাৎ ৫৮-৬৩ খ্রীষ্টাব্দ।

ঙ) প্রেরিত পুস্তকে বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক সময় কাল ঃ-

১. সম্রাট ক্লৌদিয়ের রাজত্বগকালে সংঘটিত রাজ্যব্যাপী দূর্ভিক্ষ (প্রেরিত ১১:২৮, ৪৪-৪৮ খ্রীষ্টাব্দ)

২. হেরোদের মৃত্যু (প্রেরিত ১২:২০-২৩, ৪৪ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকাল)

৩. দেশাধ্যক্ষ সের্গিয় পৌলের শাসনকাল (প্রেরিত ১৩:৭, ৫৩ খ্রীষ্টাব্দ নিযুক্ত)

৪. ক্লৌদিয়ের সময় রোম থেকে যিহূদীদের বিতাড়ন (৫ প্রেরিত ১৮:২, ৪৯ খ্রীঃ)
৫. দেশাধ্যক্ষ গাল্লিয়োর রাজত্ব (প্রেরিত ১৮:১২ ৫১ অথবা ৫২ খ্রীঃ)
৬. দেশাধ্যক্ষ ফীলিক্সের শাসনকাল (প্রেরিত ২৩:২৬;২৪:২৭, ৫২-৫৬ খ্রীঃ)
৭. পর্কিয় ফীষ্টের ফীলিক্সের পদ প্রাপ্তি (প্রেরিত ২৪:২৭, ৫৭-৬০ খ্রীঃ)
৮. যিহূদীয়ার রোমীয় অধ্যক্ষেরা
   ক) রাজ্যপাল
      - পন্তীয় পীলাত ২৬-৩৬ খ্রীঃ
      - মার্সেলাস, ৩৬-৩৭ খ্রীঃ
      - মারূলাস ৩৭-৪১ খ্রীঃ
   খ) ৪১ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ রোমের প্রচলিত সামন্তরাজ প্রথা পরিবর্ত্তিত হয়ে সরাসরি সম্রাটের শাসন চালু হয়। রোমীয় সম্রাট ক্লৌদিয় ৪১ সালে হেরোদ আগ্রিপ্পা ১ কে নিয়োগ করেন।
   গ) ৪৪ খ্রীষ্টাব্দে হেরোদের মৃত্যুর পর সামন্তরাজ প্রথা পূনঃ প্রবর্ত্তিত হয়ে ৬৬ খ্রীষ্টাব্দে অবধি চলে।
      - এ্যান্তেনিয় ফীলিক্স
      - পর্কিয় ফীষ্ট

৪. উদ্দেশ্য এবং গঠনশৈলী

ক) প্রেরিত পুস্তকের উদ্দেশ্য ছিল যে কিভাবে প্রভু যীশুর অনুসরণকারীরা যিহূদী শিকড়ের বেড়া ছাড়িয়ে পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছিল। দোতলার সেই বন্ধ ঘরটির সীমানা ছাড়িয়ে কৈসরের প্রাসাদে পৌঁছে যাচ্ছিল, তারই একটি জ্বলন্ত দলিল।

১. প্রেরিত ১:৮ পদে এই ভৌগলিক নকশাটি দেখতে পাওয়া যায় যেটিকে বলা যেতে পারে প্রেরিত পুস্তকের মহান আহ্বান (মথি ২৮:১৯-২০)।
২. এই সর্বব্যাপী বৃদ্ধিকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
   ক) বড় বড় শহর এবং দেশের সীমা ব্যবহার করে। প্রেরিত পুস্তকে ৩২ টি দেশ, ৫৪ টি শহর এবং ৯টি ভুমধ্যসাগরীয় দ্বীপের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তিনটি প্রধান উল্লিখিত শহরের নাম, যিরূশালেম, আন্তিয়খিয়া এবং রোম (প্রেরিত ৯:১৫)।
   খ) মূল ব্যক্তিদের কথা ধরলে, সেটা প্রেরিত পুস্তকটিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, পিতরের প্রচার কার্য্য এবং পৌলের প্রচার কার্য্য। প্রেরিত পুস্তকে ৯৫ জনের ও অধিক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মূখ্য ব্যক্তিগণ হলেন ঃ- পিতর, স্তিফান, ফিলিপ, বার্ণবা, যাকোব এবং পৌল।
   গ) দুই কিংবা তিন ধরনের লেখনশৈলী বার বার প্রেরিত পুস্তকে দেখতে পাওয়া যায়। যেগুলি প্রমাণ করে যে পুস্তকটির লেখক যথেষ্ট সাবধানতার সাথে লেখন শৈলী প্রয়োগ করেছেন।

১) সংক্ষিপ্ত কার	২) বৃদ্ধির হিসাব	৩) সংখ্যার ব্যবহার
১:১-৬:৭ (যিরূশালেম)	২:৪৭	২:৪১
৬:৮-৯:৩১ (প্যালেস্তাইন)	৫:১৪	৪:৪
৯:৩২-১২:২৪ (আন্তিয়খিয়ার প্রতি)	৬:৭	৫:১৪
১২:২৫-১৫:৫ (এশিয়া মাইনরের প্রতি)	৯:৩১	৬:৭
১৬:৬-১৯:২০ (গ্রীসের প্রতি)	১২:২৪	৯:৩১
১৯:২১-২৮:৩১ (রোমের প্রতি)	১৬:৫	১১:২১,২৪
	১৯:২০	১২:২৪
		১৪:১
		১৯:২০

খ) যীশুর মৃত্যুকে ঘিরে যে ভুল বোঝাবুঝির সুত্রপাত হয়েছিল, প্রেরিতের পুস্তক অবশ্যই তার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। আপাতদৃষ্টিতে লূক পরজাতীয়দের উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন (থিয়ফিল সম্ভবতঃ এক জন রোমীয় আধিকারিক ছিলেন।) লূক ব্যবহার করেছেন ঃ- (১) পিতর, স্তিফান এবং পৌলের বক্তৃতাগুলি যাতে করে যিহূদীদের ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করতে পারেন এবং (২) খ্রীষ্টানদের প্রতি রোমীয় সরকারের সদর্থক মনোভাবকে। যীশুর অনুসরণকারীদের ভয় পাওয়ার কোন কারণ রোমীদের ছিল না।

১. খ্রীষ্টিয় নেতৃবৃন্দের দেওয়া বক্তৃতা ঃ-

ক) পিতর, ২:১৪-৪০; ৯:১২-২৬; ৪:৮-১২; ১০:৩৪-৪৩।

খ) স্তিফান ৭:১-৫৩

গ) পৌল ১৩:১০-৪২; ১৭:২২-৩১; ২০:১৭-২৫; ২১:৪০-২২:২১; ২৩:১-৬; ২৪:১০-২১; ২৬:১-২৯।

২. সরকারী আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ ঃ-

ক) পন্তীয় পিলাত, লূক ২৩:১৩-২৫

খ) সের্গিয় পৌল, প্রেরিত ১৩:৭,১২

গ) ফিলিপীয় প্রধান বিচার প্রতি, প্রেরিত ১৬:৩৫-৪০

ঘ) গাল্লিয়ো, প্রেরিত ১৮:১২-২৭

ঙ) ইফিষস্থিত এশিয়ার অধ্যক্ষগণ, প্রেরিত ১৯:৩৩-৪১ (মূলতঃ ৩১ পদ)

চ) ক্লৌদিয় লুষিয়, প্রেরিত ২৩:২৭

ছ) ফীপিক্স, প্রেরিত ২৪

জ) পার্কিয় ফীষ্ট, প্রেরিত ২৫

ঝ) দ্বিতীয় আগ্রিপ, প্রেরিত ২৬ (মূলতঃ ৩২ পদ)

ঞ) পুব্লিয়, প্রেরিত ২৮:৭-১০

৩. যখন কেউ পিতরের প্রচারমূলক বক্তৃতাগুলির সঙ্গে পৌলের কথাগুলি মিলিয়ে দেখবেন, তখন স্পষ্ট বোঝা যাবে যে পৌল নূতন কোন মতের আবিষ্কারক নন, কিন্তু তিনি প্রৈরিত্রিক সুসমাচার সত্যবানীর এক জন প্রচারক। উভয় প্রেরিত শিষ্যের শিক্ষা যেন এক হয়ে মিলে গিয়েছে !

গ) লূক যে শুধুমাত্র রোমীয় সরকারের সম্মুখে খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন তাই নয় (জন. ডব্লিউ মকের লেখা 'পল অন ট্রায়াল; দি বুক অফ এ্যাস্টস্ এ্যাজ এ ডি ফেন্স অফ ক্রীশ্চানিটি' বইটি দেখুন)। কিন্তু তিনি অ-যিহূদী মণ্ডলীর সম্মুখে পৌলের ও পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। পৌল বারং বার যিহূদী মতাবলম্বী দলগুলির দ্বারা (গালাতীয় যিহূদী, শ্লাঘাকারী প্রেরিতগম, ২করিন্থীয় ১০:১৩) এবং গ্রীক মতাবলম্বী (কলসীর জ্ঞানমার্গীরা এবং ইফিষীয়েরা) দলগুলির দ্বারা নির্যাতিত হতেন। পৌলের অন্তরের কথা এবং তার ঈশ্বতাত্ত্বিক মতবাদকে সুষ্ঠ ভাবে প্রকাশের মাধ্যমে লূক পৌলের স্বাভাবিক বর্ণনা দিয়েছেন।

ঘ) যদিও প্রেরিত পুস্তকটি কোন তাত্ত্বিক পুস্তক নয়, কিন্তু তবুও এখানে প্রাচীন প্রেরিতগণের শিক্ষাগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যেগুলিকে সি. এইচ. ডড্ অভিহিত করেছেন ' কেরিজমা' নামে (প্রভু যীশু বিষয়ক মৌলিক সত্যগুলি)। এগুলি আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে সেই প্রাচীন ব্যক্তিগণের সুসমাচার বিষয়ক, বিশেষতঃ প্রভু যীশুর মৃত্যু এবং পুনরুত্থান বিষয়ক মতবাদ কি প্রকার ছিল।

বিশেষ প্রসঙ্গ ঃ- প্রাচীন মণ্ডলীতে প্রচলিত 'কোরিজমা'

ক) পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর যে সব প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেগুলি মশীহ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমনের মাধ্যমে সিদ্ধ হয়েছিল (প্রেরিত ২:৩০, ৩:১৯,১৪; ১০:৪৩; ২৬: ৬-৭,২২; রোমীয় ১:২-৪; তীম. ৩:১৬, ইব্রীয় ১:১-২; ১পিতর ১:১০-১২; ২পিতর ১:১৮-১৯)।

খ) বাপ্তিস্মের সময়ে যীশু ঈশ্বর পিতার দ্বারা মশীহ রূপে অভিষিক্ত হয়েছিলেন।

গ) বাপ্তিস্মের পর যীশু গালীলে তাঁর প্রচার কার্য্য শুরু করেন (প্রেরিত ১০:৩৭)।

ঘ) তাঁর প্রচার কার্য্যের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল উত্তম কার্য্য সকল করা এবং ঈশ্বরের শক্তির পরাক্রমে পরাক্রম কার্য্য করা। (মার্ক ১০:৪৫; প্রেরিত ২:২২; ১০:৩৮)।

ঙ) ঈশ্বরের উদ্দেশ্যানুসারে মশীহ ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন (মার্ক ১০:৪৫; যোহন ৩:১৬, প্রেরিত ২:২৩; ৩:১৩-১৫,১৮; ৪:১১; ১০:৩৯; ২৬:২৩; রোমীয় ৮:৩৪; ১করি: ১: ১৭-১৮; ১৫:৩; গালা: ১:৪; ইব্রীয় ১:৩; ১পিতর ১:২,১৯; ৩:১৮; ১যোহন ৪:১০)।

চ) যীশু ঈশ্বর কর্ত্তৃক গৌরবান্বিত হয়েছিলেন এবং তাকে নাম দেওয়া হয়েছিল "প্রভু" (প্রেরিত ২:২৫-২৯; ৩৩-৩৬; ৩:১৩; ১০:৩৬ রোমীয় ৮:৩৪; ১০:৯; ১তীম ৩:১৬, ইব্রীয় ১:৩; ১পিতর ৩:২২)

ছ) তিনি পবিত্র আত্মাকে দান করেছিলেন যে ঈশ্বরের নূতন সম্প্রদায় গড়ে তোলার জন্য (প্রেরিত ৩১:৮;২:১৪-১৮; ৩৮-৩৯; ১০:৪৪-৪৭; ১পিতর ১:১২)

জ) শেষ বিচারের জন্য এবং সমস্ত কিছু পুনর্নবীকরণের জন্য তাঁর পুনরাগমন হবে (প্রেরিত ৩:২০-২১; ১০:৪২; ১৭:৩১; ১করি: ১৫:২০-২৮, ১ থিষল: ১:১০)।

ঝ) প্রত্যেক জন যে এই বাণী শোনে তার উচিত অনুতপ্ত হয়ে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা (প্রেরিত ২'২১,৩৮; ৩:১৯; ১০:৪৩,৪৭-৪৮; ১৭:৩০; ২৬:২০; রোমীয় ১:১৭, ১০:৯; ১পিতর ৩:২১)।

এই শিক্ষাগুলি আবশ্যিক ভাবে প্রাথমিক মণ্ডলীতে প্রচার এবং ঘোষণা করা হত। যদিও নূতন নিয়মের বিভিন্ন লেখক শিক্ষাদান কালে এখান থেকে কোন কোন বিষয়ক বাদ দিয়েছেন বা কোন বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মার্কের সমগ্র সুসমাচারটিতে পিতরের শিক্ষার প্রভাব দেখা যায়। ঐতিহ্যানুসারে ধরে নেওয়া হয় যে মার্ক তার সুসমাচারে রোমে প্রচারিত পিতরের বক্তৃতাগুলিকে পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। মথি এবং লূক উভয়েই মার্কের সুসমাচারের মূল কাঠামোটিকে অনুসরণ করেছিলেন।

ঙ) ফ্র্যাঙ্ক স্ট্যাস তার টীকা ভাষ্য - 'দি বুক অফ এ্যাক্টস্ দি আর্লি স্টাগল ফল অ্যান আনহিন ডার্ড গসপেল' নামক গ্রন্থে বলেছেন যে প্রেরিত পুস্তকের মূল্য উদ্দেশ্য ছিল যীশুর সুসমাচারকে কঠোর জাতীয়তাবাদী যিহূদী ঘেরাটোপ থেকে মুক্ত করে সমগ্র বিশ্বে সকল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া।

স্ট্যাগের টীকা ভাষ্য প্রেরিত পুস্তক লিখনের পিছনে লূকের উদ্দেশ্যর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ১:১৮ পষ্ঠায় বিভিন্ন তত্ত্বের সংক্ষিপ্তসার এবং ব্যাখ্যা দেখতে পাওয়া যায়। ২৮:৩১ পদে স্ট্যাগ 'প্রতিবন্ধকতা বিহীন' কথাটির উপর বেশী জোর দিয়েছেন। কোন পুস্তকের উপসংহারে এই ভাবে শেষ করাটা একটু অস্বাবাবিক। কিন্তু এটিই আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে খ্রীষ্টান মতবাদের প্রচারের বিষয়টিকে লূক কত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছিলেন।

চ) প্রেরিত পুস্তকে যদিও পঞ্চাশ বারেও অধিক পবিত্র আত্মার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তুবও এটি কিন্তু "পবিত্র আত্মার কার্য্যবিবরনী" নয়। এগারোটি অধ্যায়ে পবিত্র আত্মার কথা উল্লেখই করা হয়নি। প্রেরিত পুস্তকের প্রথমার্দ্ধে, যেখানে লূক অন্যান্য উৎস থেকে সংগ্রীহিত তথ্য সন্নিবেশিত করেছেন (সম্ভবতঃ যেগুলি অরামীয় ভাষায় লেখা হয়েছিল)। সেই খানে পবিত্র আত্মার বিষয়ে বেশীবার উল্লেখ করা হয়েছে। সুসমাচারগুলি যে অর্থে প্রভু যীশুর সঙ্গে সম্পর্কিত, প্রেরিত পুস্তকটি সেই অর্থে পবিত্র আত্মার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়! এটি পবিত্র আত্মাকে ছোট করে দেখানোর কোন প্রচেষ্টা নয়, কিন্তু আমরা যাতে প্রেরিত পুস্তক থেকে একটি পবিত্র আত্মা কেন্দ্রিক ঈশ্বতত্ব না গড়ে তুলি, তার চেষ্টা।

ছ) তাত্ত্বিক শিক্ষা দেওয়ার উপযোগী করে প্রেরিত পুস্তকটি সংকলিত হয়নি (ফী এংব স্টুয়ার্ট রচিত - 'হাউ টু রীড দি বাইবেল ফর অল ইটস্ ওয়ার্থ' বইটির ৯৪-১১২ পৃষ্ঠা দেখুন)। এর একটি উদাহরণ হল যে যদি প্রেরিত পুস্তককে কেন্দ্র করে এক ধরনের ধর্মান্তরকরনের ঈশ্বতত্ত্ব গড়ে তোলা যায় তাহলে সেটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে বাধ্য। প্রেরিত পুস্তকে বর্ণিত ধর্মান্তরকরনগুলির প্রকৃতএবং ক্রমান্বয় আলাদা ধরনের। আমাদের যদি তাত্ত্বিক সত্য খুঁজে বার করতে হয় তাহলে প্রেরিতদের পত্রাবলীর মধ্যে অনুসন্ধান করতে হবে। এটি একটি কৌতুহলের বিষয় যে কোন কোন বিশেষজ্ঞ (যেমন হান্স কনজেল ম্যান) লজ্জ্য করে দেখেছেন যে লূক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে প্রথম শতাব্দীর প্রচলিত অন্তিমকাল বিষয়ক শিক্ষাগুলিকে নূতন আলোয় ব্যাখ্যা করে যীশুর বিলম্বিত দ্বিতীয় আগমনের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। লূকের বর্ণনানুযায়ী ঈশ্বরের রাজ্য একটি প্রকাশিত সত্য যা মানুষের জীবন পরিবর্ত্তিত করে। বর্তমান সময়ে উপস্থিত মণ্ডলীই এই প্রকাশিত ঈশ্বরাজ্যের রূপ। এটি অন্তিমকাল বিষয়ক কোন দুরগত আশা নয়।

জ) প্রেরিত পুস্তক লেখার আরেকটি উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায় রোমীয় ৯:১১ অধ্যায়গুলিতে। যিহূদীরা কেন তাদেহরই সম্প্রদায় থেকে উদ্ভুত মশীহকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল এবং কেন মণ্ডলী প্রধানাতঃ পরজাতীদের দ্বারাই গড়ে উঠে ছিল! প্রেরিত পুস্তকের বিভিন্ন জায়গায় সুসমাচারগুলির প্রকৃত উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। যীশু তাঁর শিষ্যদের পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত যেতে বলেছিলেন (প্রেরিত ১:৮)। যিহূদীরা তাঁকে প্রত্যাখান করেছিল। কিন্তু পরজাতীয়রা তাঁকে গ্রহণ করেছিল। তাঁর বার্ত্তা রোম অবধি পৌছে গিয়েছিল। সম্ভবতঃ লূকের উদ্দেশ্য ছিল প্রমাণ করা যে যিহূদী খ্রীষ্টান ধারা (পিতর) এবং পরজাতীয় খ্রীষ্টান ধারা (পৌল) এক সঙ্গে বাঁচতে পারে এবং বৃদ্ধি পেতে পারে! এই দুটি ধারার মধ্যে কোন প্রতিযোগিতা নেই কিন্তু উভয় ধারা মিলিত ভাবে সমগ্র জগতে সুসমাচার প্রচার করতে পারে।

ঝ) এফ. এফ. ব্রাসের (নিউ ইন্টারন্যাশনাল কমেন্টারী ১৮ পৃষ্ঠা) মতের সঙ্গে অনেকেই সহমত হন যে লূকলিখিত সুসমাচার এবং প্রেরিত পুস্তক দুটি যেহেতু অতীতে একটি ই পুস্তক ছিল সেহেতু উদ্দেশ্যগত দিক দিয়ে লূকের সুসমাচারের ভূমিকা (১:১-৪), প্রেরিত পুস্তকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। লূক যদিও সমস্ত ঘটনাবলীর চাক্ষুষ সাক্ষী ছিলেন না তবুও তিনি সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে সুচার রূপে গবেষণা করে এবং সেই সঙ্গে নিজস্ব ঐতিহাসিক সাহিত্যিক এবং ঈশতাত্ত্বিক পরিকাঠামোগত জ্ঞানের সংমিশ্রন ঘটিয়ে সেগুলিকে যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

লূক তার সমগ্র সুসমাচারে এবং অন্যান্য লিখিত বর্ণনার খ্রীষ্ট এবং তাঁর মণ্ডলীর ঈশ্বতাত্ত্বিক সত্যতা (লূক১:৪) প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। প্রেরিত পুস্তকের মূল বিষয়টি ছিল বাক্যের পরিপূর্ণতা। এই বিষয়টি বিভিন্ন শব্দ এবং বাক্যের মধ্যে দিয়ে পরিবেশিত হয়েছে (ওয়ালটার . এল. লিফেল্ড লিখিত-'ইনটার প্রিন্টিং দি বুক অফ এ্যাক্টস্, ২৩-২৪ পৃষ্ঠা দেখুন। সুসমাচারটি কোন দ্বিতীয় বিবরণ বা কোন নূতন বিষয় নয়। এটি ঈশ্বরের পূর্বপরিকল্পিত ইচ্ছার বহিঃ প্রকাশ (প্রেরিত ২:২৩;৩:১৮;৪:২৮;১৩:২৯)।

৫. শ্রেণী

ক) যিহোশুয়ের পুস্তক থেকে শুরু করে ২ রাজাবলী পুস্তক পর্য্যন্ত পুস্তকগুলি যেমন পুরতন নিয়মের ইতিহাস পুস্তক বলে পরিগণিত, তেমনি প্রেরিত পুস্তকটি হল নূতন নিয়মের ইতিহাস পুস্তক। বাইবেল বর্ণিত ইতিহাস যথেষ্ট ঘটনা নির্ভর কিন্তু সংখ্যানুক্রমিক বর্ণনা অথবা ঘটনাবলীর বিশদ বিবরন প্রকাশ করা এর উদ্দেশ্য নয়। এটি সেই সমস্ত ঘটনার বর্ণনার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করে যেগুলি ব্যাখ্যা করে যে ঈশ্বর কে, আমরা কারা, আমরা কি ভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে সঠিক সম্পর্কে রেখে পথ চলে পারি এবং আমাদের জীবন টাকে কেমন ভাবে দেখতে চান।

খ) বাইবেলে বর্ণিত ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে একটা মূল সমস্যা হল যে বাইবেল লেখকরা কখনও তাদের লেখায় স্পষ্ট করে বলেননি ঃ-

১. তাদের উদ্দেশ্য কি , আসল সত্যটি এবং বর্ণিত ঘটনাবলীগুলি আমরা কি ভাবে ব্যাখ্যা করব। এক জন পাঠককে সব সময় নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে ঃ-
   ১) কেন ঘটনাটি কেন বর্ণিত হয়েছে ?
   ২) এটি কি ভাবে বাইবেলে বর্ণিত পূর্বেকার ঘটনাবলীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ?
   ৩) কেন্দ্রীয় ঈশ্বতাত্ত্বিক সত্যটি কি?
   ৪) লেখাটির বিষয়বস্তুর কি কোন বিশেষ তাৎপর্য আছে ? (লেখাটির পূর্বে বা পরে কি ধরনের ঘটনা ঘটেছিল ? একই বিষয় নিয়ে কি বাইবেলের অন্য কোথাও আলোচনা করা হয়েছে) ?
   ৫) লিখিত বর্ণনাটি কত দীর্গ ? (অনেক সময় একটি কাহিনী কোন একটি বিশেষ ঈশ্বতাত্ত্বিক তত্ত্ব বা উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে)।

গ) ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলিকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে সে সম্বন্ধে সব চেয়ে ভাল বর্ণনা দেওয়া আছে (গর্ডন ফী এবং ডগলাস স্টুয়ার্ট লিখিত 'হাউ টু রীড দি বাইবেল ফর অল ইটস্ ওয়ার্থ' বইটির ৭৮-৯৩ পৃষ্ঠায় এবং ৯৪-১১২ পৃষ্ঠায়।

৬. বিভিন্ন টীকা ভাষ্য ও অন্যান্য সাহায্যকারী সুত্র

ক) জন স্টালিং রচিত 'এ্যান অ্যাটলাস অফ দি এ্যাক্টস'

খ) কার্টিস ভাগান রচিত 'এ স্টাডি গাইড কমেন্টারী, এ্যাক্টস' (সংক্ষিপ্ত কিন্তু অতি সুন্দর)।

গ) ই. এম. ব্লাইক্লক লিখিত, টিসডেল, কমেন্টারী সিরিজের অর্ন্তভুক্ত 'দি এ্যাক্ট অফ দি এ্যাপোজেলস্' (প্যালেস্তাইন ভিতরে এবং বাইরে প্রচলিত যিহূদী ধর্ম এবং গ্রীক রোমীয় পৃথিবীর ইতিহাসের একটি ভাল বই।

ঘ) এফ. এফ. ব্রাস লিখিত দি নিউ ইন্টান্যাশনাল কমেন্টারী সিরিজের অর্ন্তভুক্ত 'কমেন্টারী অন দি বুক অফ এ্যাক্টস্' (ইনি এক জন জন প্রিয় লেখক)।

ঙ) ফ্র্যাঙ্ক স্ট্যাস রচিত 'দি বুক অফ এ্যাক্টস্ দি আর্লি স্ট্রাগল ফর এ্যান আনহিন্ডারড্ গসপেল'।

চ) নিউম্যান এবং নিভা রচিত , ইউ. বি. এস্ প্রকাশনীর 'এ ট্রানস্লেটারস্ হ্যাণ্ডবুক অফ দি এ্যাক্ট অফ দি এ্যাপোজেলেস্'।

ছ) ফী এবং স্টুয়ার্ট রচিত 'হাউ টু রীড দি বাইবেল ফর অল ইটস্ ওয়ার্থ' ।

জ) কারসন্ ম্যু এবং মরিস্ রচিত 'এন ইন্ট্রোডাকশন টু দি নিউ টেস্টামেন্ট'।

৭. উপরি উক্ত টীকা ভাষ্যগুলি থেকে সংগ্রীহিত সংক্ষিপ্তসার

ক) কাটিস্ ভ্যগান রচিত টীকা ভাষ্য এবং 'দি নিউ ইন্টার ন্যাশনাল স্টাডি বাইবেলস্ আউট লাইন' গ্রন্থ দুটি প্রেরিত ১:৮ পদের উপর আধারিত।

খ) টিনভেল সিরিজের অর্ন্তগত, ই. এম. ব্লাইক্লফ লিখিত টীকা ভাষ্যটি একটি উত্তম টীকা পুস্তক।

গ) নিউ সেস্টামেন্ট কমেন্টারী সিরিজের, এফ. এফ. ব্রাসের কমেন্টারী টি প্রেরিত পুস্তকের সংক্ষিপ্তসারের উপর আধারিত।

৮. প্রাণিধান যোগ্য বিষয় এবং বাক্যাংশ গুলি

১. 'অনেক প্রমাণ দ্বারা' ১:৩
২. 'চল্লিশ দিন যাবৎ' ১:৩
৩. 'ঈশ্বরের রাজ্য' ১:৩
৪. 'মেঘ তাহাকে গ্রহণ করিল' ১:৯
৫. 'বিশ্রামবারের পথ' ১:১২
৬. 'রক্তক্ষেত্র' ১:১৯
৭. 'গুলিবাঁট ১:২৬
৮. 'পশ্চাশত্তমী' ২:১
৯. 'পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ' ২:৪
১০. 'পরভাষায় কথা বলা' ২:৪
১১. 'প্রবাসকারী" ২:১০;১৩: ৪৩
১২. 'ঈশ্বরের নিরূপিত মন্ত্রণা ও পূর্বজ্ঞান ২:২৩
১৩. 'পাতাল' ২:৩১
১৪. 'ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্ত' ২:৩৩
১৫. 'মন ফিরাও' ২:৩৮, ৩:১৯
১৬. 'রুটি ভাঙ্গা' ২:৪২
১৭. 'প্রার্থনার নির্দিষ্ট সময়ে' ৩:১
১৮. 'ভিক্ষা চাওয়া' ৩:২
১৯. 'শলোমনের নামে আখ্যাত বারান্দা' ৩:১১;৫:১২
২০. 'পবিত্র ও ধর্মময় ব্যক্তি' ৩:১৪
২১. 'তাপশান্তির সময়' ৩:১৯
২২. 'অশিক্ষিত ও সামান্য লোক' ৪:১৩
২৩. 'নিদ্রাগত হইলেন' ৭:৬০
২৪. 'পথাবলম্বী ৯:২
২৫. 'হস্তার্পন' ৯:১২ , ৮:১৭ দেখুন।
২৬. 'শতপতি' ১০:১
২৭. 'খ্রীষ্টিয়ান' ১১:২৬
২৮. 'আকাশে তুলিয়া লওয়া' ১০:১৬
২৯. 'তাহার সকল লোক' ১৬:৩৩
৩০. 'ইপিকুরেয়' ১৭:১৮
৩১. 'স্তোয়িকীয়' ১৭:১৮
৩২. 'আরেয় পাস' ১৭:২২
৩৩. 'যিহূদী ওঝা' ১৯:১৩
৩৪. 'যাদুক্রিয়ার পুস্তক' ১৯:১৯
৩৫. 'দীয়ানার রৌপ্যময় মন্দির ১৯:২৪

৯. যে সব ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানতে হবে

১. থিয়ফিল ১:১
২. স্ত্রী লোকগণ ১:১৪
৩. মত্তথিয় ১:২৩
৪. সদ্দুকীরা, ৪:১
৫. হানন, ৪:৬
৬. কায়াফা, ৪:৬
৭. লোকদের অধ্যক্ষগণ ও প্রাচীনবর্গ, ৪:৮
৮. অননিয় ৫:১
৯. সাফীরা, ৫:১
১০. গমলীয়েল, ৫:৩৪
১১. স্তিফান, ৬:৫
১২. শৌল, ৭:৫৮;৮:১;৯:১
১৩. ফিলিপ, ৮:৫
১৪. দর্কা ৯:৩৬
১৫. কর্ণীলিয় ১০:১
১৬. আগাব, ১১:২৮;২১:১০
১৭. উতুখ, ২০:৯

১০. মানচিত্রের প্রণিধান যোগ্য স্থানসমূহ

১. যিরূশালেম, ১:৮
২. যিহূদীয়া, ১:৮
৩. শমরিয়া, ১:৮
৪. পার্থীয়, ২:৯
৫. কাপ্পাদকিয়া ২:৯
৬. পন্ত, ২:৯
৭. আশিয়া, ২:৯
৮. ফরুগিয়া, ২:১০
৯. পাম্ফুলিয়া, ২:১০
১০. কুরীনী ২:১০
১১. ক্রীতীয় ২:১১
১২. নাসরতীয় ২:২২
১৩. আলেকসান্দ্রীয় ৬:৯
১৪. কিলি-কিয়া ৬:৯
১৫. দম্মেশক, ৯:২
১৬. কৈসরিয়া
১৭. যাকোব, ৯:৩৬
১৮. ফৈনীকিয়া ১১:১৯
১৯. কুপ্রীয় ১১:২০
২০. তার্ষ, ১১:২৫
২১. সীদোন ১২:২০
২২. ফিলিপী, ১৬:১২
২৩. বিরয়া, ১৭:১০
২৪. আথীনী, ১৭:১৬
২৫. করিন্থ, ১৮:১

১১. আলোচনা সাপেক্ষ প্রশ্নবলী

১) ১:৬ পদে কিভবে প্রেরিত শিষ্যদের বোঝার ভুলের বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে?

২) ১:৮ পদ কিভাবে মথি, ২৮:১৯-২০ পদগুলির সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত ?

৩) এক জন প্রেরিতের আবশ্যিক গুণাবলীগুলি কি কি ?

৪) পবিত্র আত্মার সহিত "বায়ু" এবং "অগ্নি" ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যুক্ত কেন (২:২-৩) ?

৫) ২:৮ পদে বর্ণিত অলৌকিক বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন !

৬) পিতর বলেছেন যে যোয়েল ভাববাদী কত্তৃক কথিত ভাববাদী সকল পূর্ণ হয়েছে। তাহলে ২:১৭ পদ এবং ১৯-২০ পদ আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন ?

৭) যীশুকে "প্রভু" এবং "খ্রীষ্ট" বলে অভিহিত করার ঈশ্বতাত্ত্বিক তাৎপর্য্যটি কি?

৮) ২:৪৪ পদ কি সাধারণ তন্ত্রের পক্ষে বাইবেলীয় আহ্বান ? (৪:৩৪-৩৫ দেখুন)

৯) ৩:১৮ পদের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করুন ?

১০) ৪:১১ পদে উল্লিখিত পুরতন নিয়মের বাণীটি কি ভাবে যীশুর প্রতি প্রযোজ্য ?

১১) প্রেরিত পুস্তকে যে কোন সাক্ষ্য প্রদানের সঙ্গে কি আত্মায় পূর্ণ হওয়ার বিষয়টি জড়িত ?

১২) প্রেরিত ৬ অধ্যায়ে বর্ণিত "সাত জনের" আবশ্যিক গুণগুলির বিষয় আলোচনা করুন। এরা কি সহকারী পালক ছিলেন ?

১৩) শৌল খ্রীষ্টানদের প্রতি এত অধিক বিরূপ ছিলেন কেন ?

১৪) ৮:১৫-১৬ পদগুলি কি আধুনিক বিশ্বাসীদের কাছে পরিত্রাণের ঘটনাগুলি একটি ক্রমিক তালিকা উপস্থিত করে ?

১৫) ১০:৪৪-৪৮ পদে পর ভাষার তাৎপর্য্য কি ?

১৬) পৌল কেন প্রাথমিক ভাবে স্থানীয় সমাজগৃহে প্রচার করেছিলেন ?

১৭) লুস্ত্রায় কি ধরনের ঘটনা ঘটেছিল যার পরিপ্রেক্ষিতে পৌল এবং বার্ণবা তাদের বস্ত্র ছিঁড়ে ফেলেছিলেন ? (১৪:৮-১৮)

১৮) প্রেরিত ১৫ অধ্যায়ে বর্ণিত যিরূশালেমে অনুষ্ঠিত মাণ্ডলীক সভা কেন সংঘটিত হয়েছিল?

১৯) পৌল এবং বার্ণবার মধ্যে মতান্তর হয়েছিল কেন ? (১৫:৩৬-৪১)

২০) পবিত্র আত্মা কেন পৌলকে এশিয়ার যেতে বাধা দিয়েছিলেন ? (১৬:৬)

২১) ১৬:৩৫-৪০ পদে শহরের অধ্য৭রা কেন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন ?

২২) প্রিষ্কিলা এবং আক্কিলা কি ভাবে আপল্লো কে সাহায্য করেছিলেন ? (১৮:২৪-২৮)

২৩) ২০:২১ পদ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ কেন?

২৪) ২১:৯ পদের গুরত্ব কিরূপ ?

২৫) প্রেরিত ২১ অধ্যায়ে যিরূশালেমে পৌলকে কারাগার বন্দী করা হয়েছিল কেন ?

২৬) ২৩:৬-৭ পদগুলি নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন ।

Mediterranean World
Scale of Miles
0 50 100 200 300

রোমীয়দের পুস্তকের উপক্রমনিকা

১. প্রারম্ভিক বক্তব্য

ক) রোমীয় পুস্তকটি হল সাধু পৌল লিখিত সর্বোচ্চ তাত্ত্বিক এবং যুক্তিবাদী পুস্তক। এই পুস্তকে বর্ণিত বিষয় সমূহ সমস্তই রোমের প্রেক্ষাপটে লিখিত, ফলে এটি একটি "ঘটনা ভিত্তিক" লেখন। কোন একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাধু পৌল এই পুস্তকটি লিখেছিলেন। এটি পৌলের লিখিত একটি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ পুস্তক যেখানে পৌল একটি সমস্যার (সম্ভবতঃ বিশ্বাসী যিহূদী এবং পরজাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যেকার ইর্ষাগত সমস্যা) সমাধান কল্পে পরিষ্কার করে সুসমাচার এবং দৈনন্দিন জীবনে তার প্রভাব বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন।

খ) রোমীয় পুস্তকে লিপিবদ্ধ সুসমাচার বিষয়ক পৌলের ব্যাখ্যা সর্ব যুগে মণ্ডলীর জীবনকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে

-

১. রোমীয় ১৩:১৩-১৪ পদ পাঠ করে সাধু অগাস্তিন ৩৮৬ সনে মন পরিবর্তন করে প্রভুকে গ্রহণ করেছিলেন।
২. ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে গীতসংহিতা ৩১:১ পদের সঙ্গে রোমীয় ১:১৭ পদের এবং হবককূক ২:৪) তুলনামূলক পাঠ করে পরিত্রাণের বিষয়ে মার্টিন লুথারের চিন্তা ভাবনার আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল।
৩. ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে রোমীয় পুস্তকের ভূমিকা বিষয়ক মার্টিন লুথারের বক্তৃতা শুনে জন ওয়েসলীর মন পরিবর্তন হয়েছিল।

গ) রোমীয় পুস্তকটি কে ভাল করে জানার অর্থ হল খ্রীষ্টান জীবনকে ভাল করে জানা! এই পত্রটি প্রভু যীশুর জীবন এবং শিক্ষাকে সকল যুগের সকল মণ্ডলীর জন্য দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

২. লেখক

ক) নিঃসন্দেহ এই পত্রের লেখক সাধু পৌল ১:১ পদে পৌলের নিজস্ব ভঙ্গিমায় প্রকাশিত শুভেচ্ছা দেখা যায়। এটি মোটামুটি ভাবে স্বীকৃত যে পৌলের "মাংসের কন্টক" ছিল দৃষ্টির ক্ষীণতা, সুতরাং পৌল সম্ভবতঃ নিজে এই পত্রটি লেখেননি কিন্তু 'তর্তিয়' নামক এক জন অধ্যপক দিয়ে লিখেছিলেন (১৬:২২)।

৩. তারিখ

ক) এই পত্রটি লেখার সম্ভবতঃ তারিখ হল ৫৬-৫৮ খ্রীষ্টাব্দ। এটি নূতন নিয়মের অর্ন্তভুক্ত এমন একটি পুস্তক যার লেখন কাল মোটামুটি সঠিক ভাবে নির্নয় করা যায়। এটি করা সম্ভব হয় প্রেরিত ২০:২ পদের সঙ্গে রোমীয় ১৫:১৭ পদ মিলিয়ে দেখলে। সম্ভবতঃ পৌল তার তৃতীয় প্রচার যাত্রার শেষের দিকে যিরূশালেমের যাবার ঠিক পূর্বে করিন্থে বাসকালীন এই পত্রটি রচনা করেছিলেন।

৪. গ্রহীতা

পত্রে লিখিত তথ্য অনুযায়ী এটি রোমের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছিল। আমরা জানি না যে রোমের মণ্ডলী কে স্থাপন করেছিল ?

ক) হতে পারে যে কিছু ব্যক্তি যারা পঞ্চাশত্তমীর দিনে যিরূশালেমে গিয়েছিলেন তার হয়ত পরিবর্তিত হওয়ার পর নিজেদের গৃহে ফিরে একটি মণ্ডলী স্থাপন করেছিলেন (প্রেরিত ২:১০)।

খ) এমনকি এটি সেই সব শিষ্যের দ্বারাও গঠিত হতে পারে যারা স্তিফানের মৃত্যুর পর নির্যাতন এড়াতে যিরূশালেম থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন (প্রেরিত ৮:৪)।

গ) এটি সেই সব ব্যক্তির দ্বারা গঠিত হতে পারে যারা পৌলের প্রচার মূলক অভিযান চলাকালীন পরিবর্তিত হয়ে রোমে চলে গিয়েছিলেন। পৌল এই মণ্ডলী দর্শন করার জন্য প্রচুর আগ্রহী হলেও বাস্তবে কখনও তা করতে পারেননি (প্রেরিত ১৯:২১)। সেখানে তার অনেক বন্ধু ছিল (রোমীয় ১৬)।

প্রাথমিক ভাবে মনে হয় যে পৌল সেই "সহভাগিতা সূচক" চাঁদা যিরূশালেম মণ্ডলীতে পৌঁছে দেওয়ার পর স্পেন দেশে যাওয়ার পথে (রোমীয় ১৫:২৮) রোমে যেতে চেয়েছিলেন। পৌল অনুভব করেছিলেন যে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে তার প্রচার কার্য্যের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। তিনি নূতন প্রচার ক্ষেত্রের খোঁজ করতে শুরু করেছিলেন (১৬:২০-২৩)। গ্রীসে বসবাসকারী পৌলের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে রোমে গিয়েছিলেন সম্ভবতঃ ফৈবী নামের এক জন পরিচারিকা (রোমীয় ১৬:১)। করিন্থ শহরের প্রান্তভাগের এক গলিতে বসে লেখা এক জন তাঁবু প্রস্তুতকারকের চিঠি তাহলে এত মূল্যবান হয়ে উঠল কি করে ? মার্টিন লুথার বলেছিলেন যে এই লিপিটি "নূতন নিয়মের প্রধান পুস্তক এবং সব চেয়ে খাঁটি সুসমাচার"। এই পুস্তকটি এই কারণেই মূল্যবান যে এটি তার্ষ নিবাসী পৌল নামক অধ্যাপক যিনি পরে পবিবর্তিত হয়ে পরজাতীয়দের জন্য প্রেরিত বলে মনোনীত হয়েছিলেন। তার লেখা সুসমাচার ব্যাখ্যা । পৌল অধিকাংশ পত্রই বিভিন্ন স্থানের ঘটনাবলী দ্বারা প্রভাবিত । কিন্তু রোমীদের প্রতি লিখিত পত্রটি সে রকম নয়। এটি এক জন প্রেরিত শিষ্যের জীবনব্যাপী বিশ্বাসের সুসংবদ্ধ প্রকাশ।

আজকের যুগেও "বিশ্বাস" বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করার জন্য যে সব শব্দ ব্যবহার করা হয় (ধার্ম্মিকগণনা, ধার্ম্মিকতা গণনা, দত্তক পুত্রতা, শুচিকরণ) সেগুলি সবই প্রায় রোমীয় পুস্তক থেকে নেওয়া। আমাদের প্রার্থনা করতে হবে যে এই পত্রটি পড়ার সময় ঈশ্বর যেন আমাদের চোখ খুলে দেন এবং আমাদের জীবনের জন্য তাঁর ইচ্ছা কি তা প্রকাশ করেন ।

৫. উদ্দেশ্য

ক) স্পেন তার প্রচার অভিযানের জন্য সাহায্য সংগ্রহ। পৌল বুঝতে পেরেছিলেন যে পূর্ব -ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে তার প্রচার কার্য্য সমাপ্ত হয়েছে (১৬:২০-২৩)।

খ) রোমীয় মণ্ডলীর অর্ন্তগত যিহূদী এবং পরজাতীয় বিশ্বাসীদের মধ্যে উদ্ভুত সমস্যার বিষয়টিকে নিয়ে আলোচনা করা। হয়ত এটির কারণ ছিল রোম থেকে যিহূদীদের বিতাড়ন এবং তাদের পূণঃ প্রবেশ সংক্রান্ত। ইতি মধ্যে মণ্ডলীর যিহূদী নেতৃবৃন্দের স্থানে পরজাতীয় নেতৃবৃন্দ কার্য্য ভার গ্রহণ করেছিল।

গ) রোমীয় মণ্ডলীর কাছে আত্ম পরিচয় দেওয়ার জন্য। পৌলের প্রচারকার্য্যে তিন ধরনের মানুষ যথেষ্টবাধার সৃষ্টি করত। যিরূশালেম নিবাসী গোঁড়া যিহূদী বিশ্বাসীরা (প্রেরিত ১৫ অধ্যায়ে বর্ণিত যিরূশালেমের সভা) অবিশ্বস্ত যিহূদীদের দল গালাতীয় এবং করিন্থীয় ৩:১০-১৩ এবং পরজাতীয়রা (কলসীয়, ইফিষীয়) যারা সুসমাচারের শিক্ষাকে নিজেদের ভ্রান্ত দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলত।

ঘ) পৌলকে এই বলে অভিযুক্ত করা হয়েছিল যে তিনি বিপদ জনক ভাবে খ্রীষ্টের শিক্ষার সঙ্গে নিজস্ব মৌলিক শিক্ষগুলি জুড়ে দিয়েছিলেন। রোমীদের প্রতি পত্রে সাধু পৌল সুসংহত ভাবে নিজের পক্ষ সমর্থন করে এবং পুরাতন নিয়ম যীশুর সুসমাচারকে ব্যাখ্যা করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে তার প্রচারিত সুসমাচার কতটা সঠিক ছিল।

৬. সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ঃ-

ক) ভূমিকা
- ১. প্রীতি সম্ভাষণ (১:১-১৭)
  - ক) লেখক (১:৫)
  - খ) লক্ষ্য (৬-৭ক)
  - গ) অভিনন্দন (৭ক)
- ২. ঘটনা কাল (১:৮-১৫)
- ৩. বিষয়বস্তু (১:১৬-১৭)

খ) ঐশ্বরিক ধার্মিকতার প্রয়োজনীয়তা (১:১৮-৩:২০)
- ১. পরজাতীয় সমাজের পতন (১:১৮:৩২)
- ২. যিহূদী এবং পরজাতীয় নীতিবাসীশ লোকদের ভণ্ডামি (২:১-১৬)
- ৩. যিহূদের বিচার দণ্ড (২:১৭-৩:৮)
- ৪. বিশ্বজনীন দণ্ড (৩:৯-২০)

গ) ঐশ্বরিক ধার্মিকতা কি (৩:২১-৮:৩৯)

১. ধার্মিকতা একমাত্র বিশ্বাস দ্বারা প্রাপ্ত হয় (৩:২১-৩১)
২. ধার্মিকতা ভিত্তি হল ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা (৪:১-২৫)
   ক) অব্রাহামের সঠিক ধার্মিকতার দৃষ্টান্ত (৪:১-৫)
   খ) দায়ূদ (৪:৬-৮)
   গ) ত্বকচ্ছেদের নিয়মের সাথে অব্রাহামের সম্পর্ক (৪:৯-১২)
   ঘ) অব্রাহামের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা (৪:১৩-২৫)
৩. ধার্মিকতা অর্জন (৫:১-২১)
   ক) অযোগ্যতা সত্ত্বেও প্রেম দান, অতুলনীয় আনন্দ (৫:১-৫)
   খ) ঈশ্বরের অত্যাশ্চর্য্য প্রেম (৫:৬-১১)
   গ) আদমের অপরাধ, ঈশ্বরের বন্দোবস্ত (৫:১২-২১)
৪. শুচিকরণের ব্যবহারিক দিকগুলি (৬:১-৭:২৫)
   ক) পাপ থেকে মুক্ত (৬:১-১৪)
      ১) পূর্বানুমিত বাধা (৬:১-২)
      ২) বাপ্তিস্মের প্রকৃত অর্থ (৬:৩-১৪)
   খ) আমরা শতানের দাস হব না ঈশ্বরের দাস হব, সেটা আমাদের ইচ্ছাধীন (৬:১৫-২৩)
   গ) ব্যবস্থার সঙ্গে মানুষের সুগভীর সম্পর্ক (৭:১-৬)
   ঘ) ব্যবস্থার উত্তম, কিন্তু পাপ উত্তমতাকে প্রতি হত করে (৭:৭-১৪)
   ঙ) এক জন বিশ্বাসীর অন্তরে সদা সংঘটিত শুভ অশুভের চিরন্তর সংগ্রাম (৭:১৫-২৫)
৫. ধার্মিকতার পরিনাম (৮:১-৩৯)
   ক) আত্মাতে জীবন (৮:১-১৭)
   খ) সমগ্র সৃষ্টির মুক্তি বা পরিত্রাণ (৮:১৮-২৫)
   গ) আত্মার অবিশ্রান্ত সাহায্য (৮:২৬-৩০)
   ঘ) সত্যের গৌরব জয় (৮:৩১-৩৯)

ঘ) ঈশ্বরের ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য (৯:১-১১:৩২)

১. ইস্রায়েলকে ঈশ্বরের মনোনয়ন (৯:১-৩৩)
   ক) বিশ্বাসের প্রকৃত উত্তরাধিকারী (৯:১-১৩)
   খ) ঈশ্বরের সার্বভৌমতা (৯:১৪-২৬)
   গ) পরজাতীয়রাও ঈশ্বরের সার্বভৌম পরিকল্পনার অর্ন্তগত (৯:২৭-৩৩)
২. ইস্রায়েলের পরিত্রাণ (১০:১-২১)
   ক) ঈশ্বরের ধার্মিকতা বনাম মানুষের ধার্মিকতা (১০:১-১৩)
   খ) ঈশ্বরের করুণার বশবর্তী হয়ে দূত পাঠিয়েছিলেন, বিশ্ববাপী সুসমাচার প্রচারের আহ্বান (১০:১৪-১৮)
   গ) ইস্রায়েলের ধারাবাহিক খ্রীষ্টে অবিশ্বাস (১০:১৯-২১)
৩. ইস্রায়েলের ব্যর্থতা (১১:১-৩৬)
   ক) যিহূদী অবশিষ্টাংশ (১১:১-১০)
   খ) যিহূদীদের অর্ন্তজ্বালা (১১:১১-২৪)
   গ) ইস্রায়েলের সাময়িক অন্ধত্ব (১১:২৫-৩২)

ঙ) ধার্ম্মিকতার ব্যবহারিক প্রয়োগ (১২:১-১৫:১৩)

১. পবিত্রকৃত হওয়ার আহ্বান (১২:১-২)
২. অনুগ্রহ দানগুলি সঠিক ব্যবহার (১২:৩-৮)
৩. বিশ্বাসীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক (১২:৯-২১)
৪. রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক (১৩:১-৭)
৫. প্রতিবাসীর সঙ্গে সম্পর্ক (১৩:৮-১০)
৬. সদাপ্রভুর সঙ্গে সম্পর্ক ১৩:১১-১৪)
৭. মণ্ডলীর অপরাপর সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্ক (১৪:১-১২)

৮. অপরের জীবনে আমাদের প্রভাব (১২:১৩-২৩)
৯. খ্রীষ্ট যীশুর অনুরূপে পরস্পারিক সম্পর্ক (১৫:১-১৩)

চ) উপসংহার (১৫:১৪-৩৩)
১. পৌলের ব্যক্তিগত পরিকল্পনা (১৫:১৪-২৯)
২. প্রার্থনার জন্য অনুরোধ (১৫:৩০-৩৩)

জ) পুনশ্চ (১৬:১-২৭)
১. অভিবাদন (১৬:১-২৮)
২. আশীর্বাদ জ্ঞাপন (১৬:২৫-২৭)

৭. প্রনিধান যোগ্য শব্দ এবং বাক্যাংশগুলি

১. প্রেরিত ১:১
২. "মাংসের সম্বন্ধে দায়ুদের বংশজাত" ১:৩
৩. আহুত পবিত্র, ১:১৭
৪. ধার্মিকতা ১:১৭
৫. ঈশ্বরের ক্রোধ, ১:১৮
৬. মনপরিবর্তন, ২:৪
৭. "ঈশ্বরের কাছে মুখাপেক্ষা নাই" ২:১১
৮. ত্বকচ্ছে, ২:২৫
৯. ঈশ্বরের বচন কলাপ, ৩:২
১০. প্রতিপন্ন ৩:৪
১১. প্রায়শ্চিত বলিরূপ ৩:২৫
১২. " ক্লেশেও শ্লাঘা করিতেছি" ৫:৩
১৩. "রক্ত দ্বারা ধার্ম্মিক গণিত হইয়াছি" ৫:৯
১৪. ধার্ম্মিকতা দান, ৫:১৭
১৫. যে মরিয়াছে, সে পাপ হইতে ধার্ম্মিক গণিত হইয়াছে, ৬:৭
১৬. শুচিকরন, ৬:১৯
১৭. ঈশ্বরের আত্মা তোমাদিগেতে বাস করেন ৮:৯
১৮. আববা, ৮:১৫
১৯. দীর্ঘসহিষ্ণুতা, ৯:২৫
২০. পূর্ব নিরূপিত ৮:২৯
২১. পূর্বে জানিলে, ৮:২৯
২২. প্রতাপান্বিত, ৮:৩০
২৩. ঈশ্বরের দক্ষিণে, ৮:৩৪
২৪. অধিপত্য, পরাক্রম, ৮:৩৮
২৫. দত্তকপুত্রতা, ৯:৪
২৬. প্রতিজ্ঞাসমূহ, ৯:৪
২৭. ব্যাঘাতজনক প্রস্তর, ৯:৩৩
২৮. স্বীকার, ১০:৯
২৯. বিশ্বাস, ১০:৪,১১
৩০. প্রকৃত শাখাগুলি ১১:২১
৩১. নিগূঢ় তত্ত্ব, ১১:২৫
৩২. আমেন, ১১:৩৬
৩৩. অতিথি সেবা, ১২:১৩
৩৪. অভিশাপ, ১২:১৪
৩৫. কতৃপক্ষের বশীভূত হওয়া, ১৩:১

৩৬. ত্যাগ করি ..... পরিধান করি, (১৩:১২)

৩৭. বিশ্বাসে দূর্বল, ১৪:১

৩৮. বলবান যে আমরা, ১৫:১

৮. উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণ যাদের বিষয় জানতে হবে

১. অব্রাহাম, ৪:১

২. পিতৃপুরুষেরা, ৯:৫

৩. এষৌ, ৯:১৩

৪. বাল, ১১:৪

৫. ফৈবী, ১৬:১

৭. প্রিষ্কা, আক্কিলা, ১৬:৩

৮. তার্ত্তিয়, ১৬:২২

৯. ম্যাপে যে সব স্থান চিনতে হবে

১. রোম, ১:৭ ২) কিংক্রয়া, ১৬:১

১০. আলোচনা নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

১. ১:১৬ পদ কেন এত পৌলের বৈশিষ্ট্যবাহী ?

২. কোন দুটি পথের মাধ্যমে সকল মানুষ ঈশ্বরকে জানতে পারে (১-২ অধ্যায়)

৩. ১:২৬-২৭ অধুনিক সমকামিতাজনক সমস্যাকে কিরূপে নির্দেশ করে ?

৪. ২:৬ পদ কি ভাবে গালাতীয় ৬:৭ পদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ?

৫. ৩ অধ্যায়ের ৯:১৮ পদে পুরতন নিয়ম থেকে অনেক উপমা দেওয়া হয়েছে। এগুলি কোন ঈশ্বতাত্ত্বিক সত্যের প্রতি নির্দেশ করে ?

৬. ৪:৬ পদ এত গুরুত্বপূর্ণ কেন ?

৭. ৪:১৫ পদ আপনার নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন।

৮. ৫:৮ পদে ঈশ্বরের বিষয়ে কি বলা হয়েছে ?

৯. ৫:১৮ পদ এবং ১৯ পদ কি ভাবে তুলনীয় ?

১০. ৬:১১ পদের ব্যবহারিক প্রয়োগ কি ?

১১. রোমীয় ৬:২৩ পদকে বলা হয় সুসমাচারের সংক্ষিপ্ততম রূপ কেন ?

১২. "আত্মার নূতনতায়" আর "অক্ষরের প্রাচীনতার" মধ্যে তফাৎ কি তা বর্ণনা করুন (৭:৬)

১৩. ৭ অধ্যায়ে কার বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে ?

১৪. ৭:৭-১২ পদগুলিতে পুরাতন নিয়মের ব্যবস্থার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কি বলা হয়েছে ?

১৫. ৭:১৯ পদ আপনার জীবনের ক্ষেত্রে কি ভাবে প্রযোজ্য ?

১৬. ৪:২২ পদ আপনার নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন ?

১৭. ৮:২৬ পদগুলি কি পরভাষায় কথা বলার বিষয় ব্যক্ত করে ?

১৮. ৮:২৮ পদ এবং ৮:২৯ পদ কি ভাবে সম্পর্কযুক্ত ?

১৯. ৯-১১ অধ্যায়গুলি মূখ্য বিষয়টি কি ?

২০. ১০:৪ পদ আপনার নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন ?

২১. ১১:৭ পদ আপনার নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন ?

২২. ১১:২৬ পদ আপনার নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন ?

২৩. ১২ অধ্যায়ে বর্ণিত আত্মিক দানগুলি কি আজও কার্য্যকারী আছে ?

২৪. ১২:২০ পদ আপনার নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন ?

২৫. ১৪:১৪ পদ আপনার নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন ?

২৬. ১৪:২৩ পদ আপনার নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন ?

Mediterranean World
Scale of Miles
0 50 100 200 300

১করিন্থীয় পুস্তকের উপক্রমিকা

(একটি সমস্যাজড়িত মণ্ডলীকে দেওয়া বাস্তব মূখী উপদেশাবলী)

১. করিন্থীয় পত্রটির অনুপম বৈশষ্ট্য

ক) এটি পৌল লিখিত অন্য যে কোন পত্রের আগে এবং বার বার উল্লেখ করা হয়েছে যেটি এর উপযোগিতা এবং তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করে।

খ) ম্যারাটোরিয়ান খণ্ডাংশে যেখানে রোম থেকে প্রকাশিত এবং মণ্ডলীতে গৃহীত পুস্তকগুলির একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে (১৮০-২০০ খ্রীষ্টাব্দ)।
সেখানে এই পুস্তকটিকে পৌল লিখিত প্রথম পত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখান থেকে এর তাৎপর্য্য বোঝা যায়।

গ) এই বাস্তব ভিত্তিক পত্রটিতে পৌল, ঈশ্বরের আদেশ এবং নিজের ব্যক্তিগত মতামতের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট সীমারেখা টেনে দিয়েছেন। এই সকল বিষয়ে তার জ্ঞানের উৎস ছিল কোন একটি বিষয়ের উপর প্রদত্ত যীশুর শিক্ষা। তিনি বিশ্বাস করতেন যে তার সকল মতামত ছিল অনুপ্রাণিত এবং ক্ষমতাযুক্ত (৭:২৫)।

ঘ) পৌলের নীতি ছিল যে বিশ্বাসীদের স্বাধীনতা এবং দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভাবে প্রেমের উপর নির্ভরশীল, ব্যবস্থার উপর নয়।

ঙ) নূতন নিয়মের যুগের মণ্ডলী এবং তার গঠন, পদ্ধতি এবং শিক্ষা সম্বন্ধে এই পত্রটি থেকে (এবং ২ করিন্থীয় পত্রটি থেকেও) আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। কিন্তু এটিও মনে রাখতে হবে যে এটি একটি সমস্যাজড়িত অন্য ধরনের মণ্ডলী ছিল।

২. করিন্থ শহর

ক) গ্রীসের দক্ষিণ প্রান্তের জাহাজ চলাচলের খাঁড়ি পথগুলি (যেমন কোপ মালা) শীত কালে খুবই বিপদ জনক হয়ে উঠত। সেই জন্য স্থলপথে সংক্ষিপ্ত রাস্তা খুঁজে বার বার খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। করিন্থীয় উপসাগর (আদ্রিয়াটিক সমুদ্র) এবং সারোনিয় উপসাগর (আজিয়ান সাগর) মধ্যবর্ত্তী চার কিলোমিটার স্থান অবধি বিস্তৃত করিন্থ শহরটি তার ভৌগলিক অবস্থানের কারণে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বানিজ্যিক (বাসনপত্র এবং পিতলের জিনিসের কেনাবেচা এবং জল পথে পরিবহনের কাজ) এবং সামরিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। পৌলের সমসাময়িক সময়ে এটি পূর্বপশ্চিমের সংস্কৃতির মিলনস্থল হয়ে উঠেছিল।

খ) করিন্থ শহরটি ছিল গ্রীক রোমীয় সংস্কৃতিরও কেন্দ্রবিন্দু। কেননা এখানে ৫১৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকে দ্বি-বার্ষিক ইশথমিয়ান ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হত (পোসিদনের মন্দিরে)। একমাত্র আথীনিতে চার বছর একবার অনুষ্ঠিত অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাই এর থেকে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ বলে পরিগণিত হত (থুসিডাইডস্, হিষ্ট্রী ১.১৩.৫)।

গ) ১৪৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে করিন্থ রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে (দি আকিয়ান লীগ) এবং রোমার সেনাপতি লুসিয়াস মান্মিয়াস একে ধবংস করে শহরের আধিবাসীদের ছত্রভঙ্গ করে দেন। কিন্তু এর অর্থনৈতিক এবং সামরিক গুরূত্বের কারণে জুলিয়াস সীজার ৪৬ অথবা ৪৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে এটিকে পূর্ণ গঠন করেন।
এটি একটি রোমীয় উপনিবেশে পরিণত হয় যেখানে রোমীয় সৈন্যদল বিশ্রাম নিত। ২৭ খ্রীষ্টাব্দে এটি স্থাপত্যে এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে রোমের বিকল্পে পরিণত হয় এবং রোমের আখায়া নামক রাজ্যের একটি প্রশাসনিক কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়। ১৫ খ্রীষ্টাব্দে এটি একটি রাজকীয় কেন্দ্রে পরিণত হয়।

ঘ) সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ১৮৮০ ফিটের উর্দ্ধে অবস্থিত পুরাতন করিন্থের উচ্চস্থলীতে, আফ্রোদিতির মন্দির অবস্থিত ছিল। এই মন্দিরের সঙ্গে ১০০০ জন গণিকা সংযুক্ত ছিল (স্ট্র্যাবো লিখিত ভূগোল, ৮.৬.২০-২২)। "করিন্থের আধিবাসী" কথাটি ছিল এক জন উচ্ছৃংখল জীবন যাপন কারীর সমার্থক। পৌল এই শহরের পদার্পণ করার ১৫০ বছর আগে এবং আবারও ৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিকম্পের ফরে এই শহরের বহু অংশ এবং মন্দির ধবংস হয়ে যায়। এটা বলা শক্ত যে পৌলের সময়েও উর্বরতার দেবীর পূজা চালু ছিল কিনা। ১৪৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে রোমীয়রা এই শহরটিকে দখল করে

ধবংস করে দিয়েছিল এবংএখানকার বহু অধিবাসীকে দাসদাসীতে পরিণত করেছিল বলে শহরটি তার গ্রীক প্রভাব হারিয়ে একটি রোমীয় উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল (পৌসানিয়াস ২.৩.৭)।

৩. লেখক

ক) প্রেরিত ১৮:১-১১ পদগুলিতে বর্ণিত তথ্যনুযায়ী প্রেরিত পৌলের তার দ্বিতীয় প্রচার অভিযানের সময়ে এই শহরে এসেছিলেন। প্রভু যীশু পৌলকে এক দর্শনের মাধ্যমে জানিয়েছিলেন যে এই শহরে অনেকেই বিশ্বাসের সঙ্গে বাক্যকে গ্রহণ করবে এবং তাকে বিশেষ কোন বাধার সম্মুখীন হতে হবে না।

খ) পৌলের প্রচার ভিত্তিক নীতিটি ছিল যে তিনি সেই সময়কার মূখ্য নগর গুলিতে এক একটি মণ্ডলী স্থাপন করবেন এবং সেখানকার পরিবর্তিত অধিবাসী বৃন্দ, ব্যবসায়ী এবং নাবিকরা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণ করার সময়ে সুসমাচারে বানীও সর্বত্র বহন করে নিয়ে যাবে। প্রতিটি স্থানীয় মণ্ডলীর উপর প্রচার এবং স্থানীয় মানুষজনকে শিষ্যত্বে বরণ করার দায়িত্ব থাকবে।

গ) করিন্থ নগরে পৌল আক্কিলা, প্রিষ্কা এবং অন্য অনেক বিশ্বাসী তাঁবু প্রস্তুত কারক এবং চর্মকারের সন্ধান পেয়েছিলেন। ৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বলবৎ হওয়া ক্লৌদিয়ের সমন অনুসারে (আরোসিয়াস, হিস্ট্রী ৭:৬:১৫-১৬) অনেক মানুষ রোম থেকে বিতাড়িত হয়েছিল এবং যিহূদী ধর্ম এবং ব্যবস্থা পালন নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছিল (প্রেরিত ১৮:২)। পৌল একলা করিন্থে এসেছিলেন। সীল এবং তীমথিয় কার্য্যেপলক্ষে মাকিদনিয়াতে ছিলেন (প্রেরিত ১৮:৫)। পৌল খুবই হতোদ্যম হয়ে পড়েছিলেন (প্রেরিত১৮:৯-১৯);(১ করিন্থীয় ২:৩)। কিন্তু তবুও তিনি অনেক ধৈয্য সহযোগে আঠারো মাস করিন্থে বসবাস করেছিলেন (প্রেরিত ১৮:১১)।

ঘ) ৯৫/৯৬ খ্রীষ্টাব্দে করিন্থের প্রতি লিখিত একটি পত্রে রোমের ক্লিমেন্ট পৌলের লেখকত্বের দাবী সমর্থন (১ক্লিমেন্ট ৩৭:৫;৪৭:১-৩;৪৯:৫)। আধুনিক পণ্ডিত সমাজও পৌলের লেখকত্বের দাবীকে কোন দিন প্রশ্ন করেনি।

৪. তারিখ

ক) ডেলফি নামক স্থানে প্রাপ্ত সম্রাট ক্লৌদিয়ের একটি লেখা থেকে জানা যায় যে গাল্লিয়োর রাজত্বকাল বিস্তৃত ছিল ৪৯-৫২ খ্রীষ্টাব্দ অবধি (প্রেরিত ১৮:১২-১৭)। এখান থেকে বোঝা যায় যে পৌলের করিন্থে ভ্রমণের সময় কাল ছিল ৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দ।

খ) পৌলের পত্রের তারিখ ছিল সম্ভবতঃ ৫০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি। তিনি ইফিষ নামক স্থান থেকে, যেখানে তিনি দুই থেকে (প্রেরিত ১৯:১০) তিন বছর (প্রেরিত ২০:৩৪) বাস করেছিলেন, এই পত্রটি লিখেছিলেন।

গ) এফ. এফ. ব্রাস এবং মারে হ্যারিস রচিত পৌলের রচনাবলীর তালিকা সামান্য পরিবর্তন সহ নীচে দেওয়া হল ঃ-

	পুস্তক	**তারিখ**	**লেখার স্থান**	**প্রেরিতপুস্তকের সঙ্গে সম্পর্ক**
১.	গালাতীয়	৪৮ সাল	সিরিয়া আন্তিয়খিয়া	১৪:২৮;১৫:২
২.	১থিষলনীকীয়	৫০ সাল	করিন্থ	১৮:৫
৩.	২থিষলনীকীয়	৫০ সাল	করিন্থ	
৪.	১করিন্থীয়	৫৫ সাল	ইফিষ	১৯:২০
৫.	২করিন্থীয়	৫৬/৫৭ সাল	মাকিদনিয়া	২০:২
৬.	রোমীয়	৫৭ সাল	করিন্থ	২০:৩
৭-১০ কারাগারে লেখা পত্র				
	কলসীয়	৬০ সালের গোড়ায়	রোম	
	ইফিষীয়	৬০ সালের গোড়ায়	রোম	

ফিলীমন	৬০ সালের গোড়ায়	রোম	
ফিলিপীয়	৬২-৬৩ সালের গোড়ায়	রোম	২৮:৩০-৩১
১১-১৩ চতুর্থ প্রচার যাত্রা			
১তীমথিয়	৬৩ সাল পেরও	মাকিদনিয়া	
তীত	৬৩ হতে পারে	ইফিষ (?)	
২তীমথিয়	৬৪ কিন্তু ৬৮ সালের আগে	রোম	

৫. পত্রটির গ্রহীতা

ক) এই পত্রটির গ্রহীতা ছিল পরজাতীয় মণ্ডলী। করিন্থের জনসংখ্যা ছিল জাতপাত এবং সংস্কৃতিগত ভাবে মিশ্রিত জন গোষ্ঠী। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ এবং শাস্ত্র থেকে (প্রেরিত ১৮:৪-৮) জানা যায় যে করিন্থে ইহুদীদের একটি সমাজগৃহ ছিল।

খ) কুড়ি বছর সৈন্যদলে কাজ করার পর রোমীয় সৈনিকেরা এখানে বসবাস শুরু করত। করিন্থ ছিল একটি মুক্ত শহর। রোমীয় উপনিবেশ এবং আখায় নামক রাজ্যের রাজধানী।

গ) এই পত্রে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর খোঁজ পাওয়া যায় ঃ- (১) জ্ঞানমার্গী, গ্রীকেরা যারা নিজেদের দার্শনিক ঐতিহ্যের বিষয়ে যথেষ্ট গর্বিত ছিল এবং খ্রীষ্টিয় নীতিগুলিকে সেই সব দর্শনের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত। (২) রোমীয় আধিকারিক এবং সমাজের উচ্চপদস্থগন। (৩) বিশ্বাসী যিহূদী গোষ্ঠী যাদের অধিকাংশই ছিল "ঈশ্বর ভয়ে ভীত" পরজাতীয়, যারা সমাজগৃহে উপসনায় যোগ দিত;এবং (৪) বহুসংখ্যক পরিবর্তিত দাসদাসী।

৬. পত্রটির উদ্দেশ্য

ক) করিন্থে যে সব সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল সেগুলির বিষয়ে পৌল মোট চারটি উৎস থেকে জানতে পেরেছিলেন।

১. ক্লোয়ীর পরিজনদের কাছে, ১:১১
২. মণ্ডলীর থেকে প্রাপ্ত একটি চিঠিতে উদ্ভুত প্রশ্নাবলী (৭:১,২৫;৮:১;১২:১;১৬:১,১২)
৩. মণ্ডলীর অন্যান্যদের থেকে প্রাপ্ত খবরা খবর।
৪. সরাসরি স্তিফান, ফর্তুনাত ও আখায়িকের কাছে থেকে (১৬:১৭)

এটি খুবই কৌতুহলদ্দীপক যে এম. জে. হ্যারিস, ১করিন্থীয় পুস্তকের রূপরেখা রচনা করেছিলেন মণ্ডলী থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে।

১. ক্লোয়ীর পরিজনদের কাছে প্রাপ্ত মৌখিক তথ্যানুসারে পৌল ১-৪ অধ্যায়গুলি লিখেছিলেন।
২. মণ্ডলী থেকে আগত ব্যক্তিদের (স্তিফান, ফর্তুনাত ও আখায়িক থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে ৫-৬ অধ্যায় লেখা হয়েছিল।
৩. মণ্ডলীর অন্যান্যদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে ৭-১৬ অধ্যায়গুলি লেখা হয়েছিল।

খ) মণ্ডলী অনেক দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল এবং প্রত্যেক দলের এক জন করে নেতা ছিল। যেমন পৌল, আপল্লো, পিতর এবং সম্ভবতঃ মণ্ডলীর একটি নিজস্ব দল (১:১২)। সমগ্র মণ্ডলী যে শুধুমাত্র নেতা কেন্দ্রিক ভাবে ভাগ হয়ে গিয়েছিল তাই নয় তাদের মধ্যে নানাধরণের নীতিগত এবং আত্মিক দান বিষয়ক বিষয় নিয়েও ভেদাভেদের সৃষ্টি হয়েছিল। বিতর্কের সব চেয়ে বড় বিষয় ছিল পৌলের অধিকার জনিত।

৭. করিন্থীয় মণ্ডলীর সঙ্গে পৌলের যোগাযোগ ঃ- একটি উপস্থাপনা সম্ভাবনাময়

ক) পৌল করিন্থীয় মণ্ডলীর প্রতি কয়টি পত্র লিখেছিলেন ?

১. দুটি, প্রথম এবং দ্বিতীয় করিন্থীয়।

২. তিনটি, যার মধ্যে একটি হারিয়ে গিয়েছিল।

৩. চারটি, যার মধ্যে দুটি হারিয়ে গিয়েছিল।

৪. অনেক বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ২করিন্থীয় পত্রে বাকী দুটি হারিয়ে যাওয়া পত্রের আংশিক খোঁজ পেয়েছেন।

ক) পূর্বতন পত্র (১করিন্থীয় ৫:৯) যা পাওয়া যায় ২করিন্থীয় ৬:১৪-১৭:১পদে।

খ) কড়া ভাষায় লেখা পত্র (২করি: ২:৩-৪;৯;৭:৮-১২) যা পাওয়া যায় ২করিন্থীয় ১০-১৩ অধ্যায়ে।

৫. পাঁচটি, যার মধ্যে ২করি: ১০-১৩ পঞ্চ ম পত্রটি, যেটি তীতের মুখ থেকে দুঃসংবাদ শোনার পর পাঠানো হয়েছিল।

খ) তৃতীয় তথ্যটি সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত

১. পূর্বতম পত্র, হারিয়ে যাওয়া (১করিন্থীয় ৫:৯)

২. ১ করিন্থীয়

৩. কড়া চিঠি, হারিয়ে গিয়েছিল (সম্ভবতঃ যা আংশিক ভাবে ২ করি: ২:১-১১;৭:৮-১২ পদগুলিতে খুঁজে পাওয়া যায়।

৪. ২ করিন্থীয়।

গ) একটি প্রস্তাবিত পূর্ণগঠন

তারিখ	যাত্রা	লিপি
৫০-৫২ খ্রী: পৌলের দ্বিতীয় প্রচার অভিযান	ক) দ্বিতীয় প্রচার যাত্রাকালে পৌল ১৮ মাস করিন্থে ছিলেন	
৫২ খ্রী: ৫২ খ্রীষ্টাব্দে থেকে গাল্লিয়ো শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন (প্রেরিত ১৮:১২-১৭)		ক) ১করি: ৫:৯-১১ পদে সম্ভবতঃ মণ্ডলীতে উদ্ভুত একটি নৈতিকতা বিহীন পরিস্থিতির উল্লেখ করা হয়েছে। এই পত্রটি আজানাই থাকে যদি না ঃ- (১) মনে করা হয় যে ২ করি: ৬:১৪-৭:১ কে এই পত্রের অংশ বলে ধরা হয় অথবা (২) যদি ধরা হয় যে ২করি: ২:৩,৪,৯ প্রেরিতদের বিবরন এবং তা ২করি: পত্রটির প্রতি নির্দেশ করে।
৫৬ খৃ: (বসন্তকাল)	খ) ইফিষে থাকাকালীন পৌল দুটি উৎস থেকে মণ্ডলীর সমস্যা সংক্রান্ত তথ্য পান ঃ- (১) ক্লোয়ীর পরিজন, ১করি: ১:১১ এবং (২) স্তিফান, ফর্তুনাত ও আখায়িক, ১করি: ১৬:১৭ সম্ভবতঃ তারা বিভিন্ন প্রশ্ন সম্বলিত একটি পত্র করিন্থীয় মণ্ডলীর কাছে থেকে নিয়ে এসেছিল।	
৫৬ খ্রী: (শীতকাল) অথবা ৫৭ খ্রী: (শীতকাল)		খ) ১করিন্থীয় পত্র লেখার মাধ্যমে পৌল এ সব প্রশ্নের জবাব দেন (১করি: ৭:১,২৫; ৮:১;১২:১;১৬:১,২)। তিমথীয় এই উত্তর লিপি বহন করে ইফিষ থেকে করিন্থে নিয়ে যান। তিমথীয় নিজে মণ্ডলীর এই সব সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হননি।

	গ) পৌল দুঃখময় হৃদয় নিয়ে অতিদ্রুত একবার করিন্থ শহরে গিয়েছিলেন (প্রেরিত পুস্তকে লেখা নেই, ২করি: ২:১ দেখুন)। এই যাত্রা সফল হয়নি কিন্তু তিনি আবার সেখানে ফিরে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।	গ) পৌল কড়া ভাষায় একটি চিঠি লেখেন (২করি:২:৩-৪:৯; ৭:৮-১২) এবং সম্ভবতঃ তীত সেটিকে করিন্থীয় মণ্ডলীর কাছে নিয়ে যান (২করি: ২:১১; ৭:১৩-১৫)। এই পত্রটি অজানা, একমাত্র কেউ কেউ মনে করেন যে এর অংশবিশেষ ২করি: ১০-১৩ অধ্যায়ে খুঁজে পাওয়া যায়।
	ঘ) পৌল পরিকল্পনা করেছিলেন যে তিনি ত্রোয়া নামক স্থানে তীতের সঙ্গে মিলিত হবেন; কিন্তু তীত না আসার ফলে তিনি মাকিদনিয়া ২করি: ২:১৩; ৭:৫,১৩) অথবা ফিলীপিতে (এম.স.স. বি.কে.এল.পি. চলে যান)।	ঘ) তিনি পরে তীতের মুখে শোনেন যে মণ্ডলী তার নেতৃত্বে মেনে নিয়েছে। তাই তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে ধন্যবাদ সহকারে ২ করিন্থীয় পত্রটি লেখেন (৭:১১-১৬) এবং তীত সেটিকে পৌঁছে দেন।
৫৭-৫৮ খ্রী: (শীতকাল)	ঙ) করিন্থে পৌলের শেষ যাত্রার বিষয়ে সম্ভবতঃ (প্রেরিত ২০:২-৩ অধ্যায়ে লেখা আছে। যদিও এখানে করিন্থের নাম করা হয়নি। তবুও এটি আনুমান করা হয়। তিনি শীতকালিন সময়ে কয়েক মাসের জন্য সেখানে ছিলেন।	ঙ) এফ. এফ. ব্রাসের মতে ১-৯ অধ্যায় এবং ১০-১৩ অধ্যায়ের মধ্যে যে ভিন্ন মানসিকতার প্রতি ফলন দেখা যায় তার কারণ হতে পারে যে পৌলের পুরানো প্রতিপক্ষ সৃষ্টি হয়েছিল। যার বিষয়ে ১-৯ অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

৮. উপসংহার

ক) ১করিন্থীয় পত্রে আমরা পৌলকে এক জন পালকরূপে দেখতে পাই যিনি এক সমস্যা জড়িত মণ্ডলীর মোকাবিলা করছেন। এই পত্রটিতে এবং গালাতীয়দের প্রতি পত্রে আমরা দেখতে পাই যে তিনি বিশ্বজনীন সত্যকে বিভিন্ন ভাবে এবং বিভিন্ন মণ্ডলীর ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনানুসারে প্রয়োগ করেছেন। গালাতীয় মণ্ডলীর কাছে তিনি মুক্তি ঘোষণা করেছেন আর করিন্থীয় মণ্ডলীর কাছে প্রচার করেছেন সীমাবদ্ধ তার কথা।

খ) এই পুস্তকটি হয় এক ধরনের "সাংস্কতিক ডাইনোসার" অথবা বিশিষ্ট ঐতিহাসিক - সাংস্কৃতিক বাতাবরনের উপযুক্ত একটি মূল্যবান মৌলিক সত্য। এই বিষয়ে গভীর তাত্ত্বিক আলোচনার জন্য গর্ডন. ডি. ফী. এবং ডসলাস স্টুয়ার্ট রচিত - 'হাউ টু রীড্ দি বাইবেল ফর অল ইটস্ ওয়ার্থ' বইয়ের ৬৫-৭৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

গ) এই পুস্তকটি আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে নিজের আত্মিক ক্ষমতার চরম সীমায় উপনীত হয়ে বাইবেলকে ব্যাখ্যা করার জন্য। এটি আপনাকে ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়ে নূতন করে চিন্তাভাবনা করতে চাপ দেবে। সঠিক ভাবে বলতে গেলে এটি বাইবেলের অন্যতম একটি পুস্তক যা আমাদের সামনে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানার জন্য নূতন নূতন জানলা খুলে দেবে।

৯. ১করিন্থীয় পুস্তকের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ঃ-

ক) ভূমিকা ১:১-৯
   ১. অভিবাদন, ১:১-৩
   ২. ধন্যবাদজ্ঞাপন ১:৪-৯

খ) করিন্থীয় মণ্ডলীর সমস্যা বিষয়ক তথ্য, ১:১০ - ৬:২০
   ১. (নেতৃত্ব বিষয়ক ভুল বোঝাবুঝির ফলে উদ্ভুত সমস্যা ও বিভেদ (পৌল, আপল্লো, পিতর), উদ্দেশ্য এবং ব্যক্তি, ১:১০-৪:১২।
   ২. মারাত্বক নীতিহীনতা ৫:১-১৩
   ৩. খ্রীষ্টানদের মধ্যে মামলা মোকদ্দমা, ৬:১-১১
   ৪. খ্রীষ্টানদের স্বাধীনতা সীমিত ও দায়িত্বপূর্ণ, ৬:১২-২০

গ) ন্যাক্কারজনক প্রশ্ন সম্বলিত করিন্থীয় মণ্ডলীর পত্র, ৭:১-১ - ১৬:৪
   ১. মানুষের স্বাভাবিক যৌনতা, ৭:১-৪০
   ২. খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতা এবং নীতিহীন সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক, ৮:১ - ১১:১
   ৩. খ্রীষ্টিয় উপসনা এবং আধ্যাত্মিকতা, ১১:২ - ১৪:৪০
   ৪. শেষকালীন বিষয় সমূহ সম্বন্ধে অর্ন্তদৃষ্টি, বিশেষ করে পুনরুত্থান সম্পর্কে ১৫:১-৫৮
   ৫. যিরূশালেম স্থিত মূল মণ্ডলীর জন্য দান সংগ্রহ ১৬:১-৪

ঘ) সমাপ্তিসূকক মন্তব্য
   ১. পৌলের (এবং তার সহযোগী প্রচারকদের) প্রচার অভিযান পরিকল্পনা, ১৬:৫-১২
   ২. সমাপ্তিসূচক অভিবাদন ১৬:১৩-২৪

১০. যে সব ব্যক্তি এবং বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানতে হবে ঃ-

১. শুচিকৃত, ১:২
২. যুগপর্যায়, ২:৭,৮
৩. ঈশ্বরের গভীর বিষয়, ২:১০
৪. ঈশ্বরের গাঁথনি, ৩:৯
৫. তোমরা ঈশ্বরের মন্দির, ৩:১৬,১৭
৬. ঈশ্বরের নিগূঢ় তত্ত্ব , ৪:১
৭. তাদৃশ ব্যক্তিকে শয়তানের হাতে সমর্পণ করিতে হইবে, ৫:৫
৮. আমরা দূতগণের বিচার করিব, ৬:৩
৯. তোমরা কেহ কেহ সেই প্রচার লোক ছিলে, ৬:১১
১০. কুমারীদের বিষয়ে, ৭:২৫
১১. আমি আপনি কোন ক্রমে অগ্রাহ্য হইয়া পড়ি, ৯:২৭
১২. ভূতগণের উদ্দেশ্যে বলিদান, ১০:২০
১৩. প্রভুর মেজ হইতে পান, ১০:২১
১৪. দূতগণের জন্য ১১:১০
১৫. শুনিতে পাইতেছি তোমাদের মধ্যে দলাদলি হইয়া থাকে, ১১:১৮
১৬. যীশু শাপগ্রস্থ, ১২:৩
১৭. আত্মাদিগকে চিনিয়া লইবার শক্তি, ১২:১০
১৮. ঝমঝমকারী করতাল, ১৩:১
১৯. যাহা পূর্ণ তাহা আসিলে, ১৩:১০
২০. দর্পনে অস্পষ্ট দেখিতেছি, ১৩:১২
২১. ভাববাণী, ১৪:৩৯
২২. লোপ, ১৫:২৪
২৩. পবিত্রগণের নিমিত্ত চাঁদা, ১৬:১

১১. যে সব ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানতে হবে ঃ-

১. সোস্থিনি, ১:১
২. ক্লোয়ীর পরিজন, ১:১১
৩. আপল্লো, ১:১২
৪. কৈফা, ১:১২
৫. ক্রীষ্প ও গায়ঃ, ১:১৪
৬. এ যুগের শাসন কর্তারা, ২:৬,৮
৭. প্রাণিক মনুষ্য, ২:১৪
৮. আত্মিক মনুষ্য, ৩:১
৯. খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় শিশুগণ, ৩:১
১০. কৈফা, ১৫:৫
১১. বারো জন, ১৫:৫
১২. যাকোব, ১৫:৭

১২. ম্যাপে যে সব স্থান চিহ্নিত করতে হবে ঃ-

১. করিন্থ, ১:২
২. গালাতীয় দেশস্থ মণ্ডলী, ১৬:১
৩. যিরূশালেম, ১৬:৩
৪. মাকিদনিয়া, ১৬:৫
৫. ইফিষ, ১৬:৮
৬. আখায়া, ১৬:১৫
৭. এশিয়া, ১৬:১৯

১৩. আলোচ্য প্রশ্নাবলী ঃ-

১. যিহূদীরা মশীহ হিসাবে যীশুকে প্রত্যাখান করেছিল কেন ?
২. গ্রীকেরা যীশুকে প্রত্যাখান করেছিল কেন ?
৩. ১:১৮-২৫ এবং ২:১-৫ পদ সমূহে সাধু পৌল দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে নঙর্থক উক্তি করেছেন কেন ?
৪. ১:২৬-৩১ পদগুলির গুরুত্ব বর্ননা করুন ?
৫. ৩:১০-১৫ পদগুলিতে কাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে ?
৬. ৫:১-৮ পদে পৌল মণ্ডলীকে তিরষ্কার করেছেন কেন ?
৭. ৬:১-১১ পদগুলি অনুসারে আজকের দিনেও কি খ্রীষ্টানদের মামলা মোকদ্দমা থেকে দুরে সরে থাকা উচিত?
৮. ৭ অধ্যায়ে কি পৌল একথা বলতে চেয়েছেন যে, মানুষের অবিবাহিত থাকাই ঈশ্বরের ইচ্ছা ?
৯. ৭:১২-১৩ পদগুলিতে কি একথা বলা হয়েছে যে বিশ্বাসীরা অবিশ্বসীদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে ?
১০. ৮ অধ্যায়ে সঙ্গে রোমীয় ১৪ অধ্যায়ের কি রকম মিল আছে ?
১১. পৌল করিন্থীয় মণ্ডলীর কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করতে অসম্মত হয়েছিলেন কেন (৯:৩-১৮) ?
১২. ৯:১৯-২৩ পদগুলির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করুন ?
১৩. ১০:১-১৩ পদগুলির আপনার নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন ?
১৪. ১০:১৩ পদ বিশ্বসীদের জন্য একটি অপূর্ব পদ কেন ?
১৫. ১০:২৩ পদের আত্মিক নীতিটি নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন ?
১৬. ১১:৫ পদের সঙ্গে ১৪:৩৪ পদের বৈপরীত্য কোথায় ?
১৭. ১১:৩০ পদ পাঠ করে কি এ-রকম মনে হয় যে প্রভু ভোজ গ্রহণ করে কোন কোন বিশ্বাসীর মৃত্যু হয়েছিল?
১৮. ১১:৩৪ পদে পৌল যে বিবৃতি দিয়েছেন তার প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করুন ?
১৯. ১১:৭ পদে বর্ণিত আত্মিক নীতিটির তাৎপর্য্য কি ?
২০. স্বাভাবিক প্রতিভার সঙ্গে আত্মিক দানগুলির কি সম্পর্ক আছে ?
২১. "সকল বিশ্বাসীর কি পরভাষায় কথা বলা উচিত ?" এই প্রশ্নটির উত্তর ১২:২৯-৩০ পদে কি ভাবে পাওয়া যায় ?
২২. ১৩:৮ পদ অনুসারে কি লোপ পাবে এবং কি রয়ে যাবে ?
২৩. ১৪ অধ্যায়ে কি ভাবে সাধারণ উপসনায় পরভাষায় ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে ?
২৪. ১৪ অধ্যায়ে পৌল কোন তিনটি গোষ্ঠীর মানুষজনকে মণ্ডলীতে উপাসনা করার ক্ষেত্রে সীমা বেঁধে দিয়েছেন?
২৫. ১৫:১-৪ পদে বর্ণিত সুসমাচারের বিষয়গুলি উল্লেখ করুন ?
২৬. ১৫:৬ পদে বর্ণিত বিষয়টি কখন যীশুর জীবনে ঘটেছিল ?
২৭. ১৫:২২ পদ কি ভাবে রোমীয় ৫:১২-২১ পদগুলির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ?

Mediterranean World
Scale of Miles
0 50 100 200 300

২ করিন্থীয় পত্রের উপক্রমনিকা

১. প্রারম্ভিক বক্তব্য ঃ-

ক) সাধু পৌলের লিখিত যে কোন পত্রের তুলনায় এই পত্রটি পরজাতীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের মন ও হৃদয়কে অধিকতর ভাবে প্রতিফলিত করে। এটিকে তার স্বহস্তে লেখা জীবন কাহিনী বলা যেতে পারে।

খ) পৌলের নিজের চরিত্রের মতই, তার লেখা এই পত্রটিতেও বিভিন্ন বিষয়ের অদ্ভুত মিশ্রন দেখা যায়, কখনও তার অগ্নিকর্ত উর্দ্ধগামী কখনও নিম্নগামী, কখনও তিনি আবেগ তাড়িত, কখনও ক্রুদ্ধ, কখনও বা অতিশয় আনন্দিত।

গ) এই পুস্তকটি একটি সত্যিকারের পত্র এবং পত্র হিসাবে এটি একটি কথোপকথনের অর্ধাংশ মাত্র। এই পত্রটি একটি উত্তম উদাহরন যে নতুন নিয়মের পত্রগুলি বিভিন্ন প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা হয়েছিল, কোন ঈশ্বতাত্ত্বিক আলোচনার জন্য নয়।

ঘ) এই পুস্তকটি পণ্ডিত এবং প্রচারকদের দ্বারা অনাদৃত। এটি একটি দুঃখের বিষয়, কেননা এই পুস্তকটির ভিতর পৌলের নিজস্ব ভঙ্গিমার কিছু অপূর্ব বাক্ ভঙ্গিমার উদহরন দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়াও খ্রীষ্টানদের দুঃখভোগের বিষয়ে পৌলের এই পুস্তকে গভীর ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ঙ) স্থানীয় মণ্ডলীর বিভিন্ন সমস্যার সমাধান কি ভাবে করতে হবে সে বিষয়ে পালকদের জন্য অনেক সুন্দর শিক্ষা আছে এই পত্রটিতে। পৌল এই পত্রে আমাদের সকলকে শিক্ষা দিয়েছেন যে ব্যক্তিগত আক্রমন এবং ভুল বোঝাবুঝির মাঝেও কি ভাবে আমাদের বিশ্বাসকে অটুট রেখে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে চলতে হবে।

২. ঐতিহাসিক গঠন ঃ-

ক) লেখক

১. আধুনিক পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে বাইবেলের অনেক পুস্তকের লেখকত্ব নিয়ে বির্তক হলেও এই পত্রটির লেখক হিসাবে পৌলের নামকে নিয়ে কোন বিতর্ক হয়নি।

২. এই পত্রটি এতই আত্মজীবনিমূলক এবং এখানে ব্যবহৃত কিছু কিছু শব্দ এবং ভাষা এতই জটিল যে এরকম কোন সম্ভাবনাই থাকতে পারে না যে অন্য কেউ পৌলকে নকল করে এটি লিখেছিলেন। এই পুস্তকের গভীর জটিলতাই এর নির্ভেজাল পরিচয়।

৩. ১:১ পদে এবং ১০:১ পদে পৌল স্বয়ং তার লেখকত্বের বিষয়ে বলেছেন, মনে হয় এরপর আর এই পত্রের লেখক সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

খ) তারিখ

১. ২করিন্থীয় পত্রটি লেখার সময়কাল ১করিন্থীয় এবং প্রেরিত পুস্তকের লেখার কালের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

২. প্রেরিত ১৮:১-১৮ এবং ২০:২-৩ পদগুলিতে পৌলের করিন্থ যাত্রার বিষয় বলা হয়েছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও অন্ততঃ একটি যাত্রার বিষয় অবশ্যই অলিখিত রয়ে গেছে (২করিন্থীয় ২:১ পদ, এবং ১২:১৪ আর ১৩:১-২ পদে তৃতীয়বার যাত্রার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. মূখ্য প্রশ্নটি থেকে যায় পৌলের প্রচার যাত্রার সময়কাল এবং করিন্থীয়দের প্রতি লিখিত তার পত্রের সময়কালের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে।

৪. করিন্থীয় পত্রগুলির সঠিক সয়মকাল নির্নয়ের ক্ষেত্রে আসল সমস্যা হল যে একমাত্র প্রেরিত ১৮:১-১৮ এবং প্রেরিত ২০:২-৩ পদগুলি ছাড়া এ বিষয়ে আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, এবং এছাড়া অন্য প্রমাণগুলি সবই করিন্থীয় পত্রবলীর অর্ন্তভুক্ত আভন্তরীন প্রমাণ মাত্র।

৫. করিন্থীয় মণ্ডলীর সঙ্গে পৌলের যোগাযোগের একটি আনুমানিক রূপরেখা ঃ-

তারিখ	যাত্রা	পত্র
৫২ খ্রীঃ (প্রেরিত ১৮:১২ পদ অনুসারে গাল্লিয়ো ৫২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ শাসক ছিলেন।	ক) প্রেরিত ১৮:১-১৮ পদ অনুসারে পৌল তার দ্বিতীয় প্রচার অভিযান কালে ১৮ মাস করিন্থে ছিলেন।	
		ক) ১করিন্থীয় ৫:৯-১১ পদগুলি মণ্ডলীতে উদ্ভুত একটি অনৈতিক পরিস্থিতির বিষয়ে ইঙ্গিত দেয়। এই পত্রটি অজ্ঞাত, যদি না কোন কোন প্রচালিত মতানুসারে ধরা হয় যে ২করিন্থীয় ৬: ১৪-৭:১ এই পত্রে একটি অংশ।
	ক) ইফিষে থাকাকালীন দুটি সুত্র থেকে পৌল করিন্থীয় মণ্ডলীর সমস্যার বিষয়ে জানতে পেরেছিলেন। ১) ক্লোয়ীর পরিজন, ১করিঃ ১:১১। ২) স্তিফান, ফর্তুনাত এবং আখায়িকের কাছে, ১করি ১৬:১৭। সম্ভবতঃ তারা করিন্থ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন সম্বলিত একটি চিঠি নিয়ে এসেছিল।	
		খ) পৌল এই প্রশ্নগুলি উত্তরে ১করিন্থীয় পত্রটি লেখেন (১করিঃ ৭:১,২৫;৮:১;১২:১;১৬:১,১২)। তীমথিয় (১করিঃ ৪:১৭) এই পত্রটি ইফিষ থেকে করিন্থে নিয়ে যান। তীমথি নিজে এই সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ হননি।
৫৬ খ্রীষ্টাব্দ (বসন্তকাল)		
	গ) পৌল দ্রুত করিন্থে যাত্রা করেন যা প্রেরিত পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়নি (২করিঃ ২:১) এটি সফল হয়নি কিন্তু তিনি আবার ফিরে যাবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।	
		গ) পৌল করিন্থীয় মণ্ডলীর প্রতি একটি কড়া চিঠি লেখেন (২করিঃ ২:৩-৪,৯; ৭:৮-১২) এবং তীত এটি নিয়ে যান (২করিঃ ২:১১, ৭:১৩-১৫) এই পত্রটি অজ্ঞাত যদি না ধরা যে এটি ২ করিঃ ১০:১৩ পদে খুঁজে পাওয়া যায়।
	ঘ) পৌল পরিকল্পনা করেন যে তিনি ত্রোয়াতে গিয়ে তীতের সঙ্গে মিলিত হবেন কিন্তু তীত না আমার কারনে পৌল মাকিদনিয়া হয়ে (২করিঃ ২:১৩, ৭:৫,১৩) হয়ে ফিলীপিতে চলে যান (Mss, B, K, L, P—¼	
৫৬ খ্রীঃ (শীতকাল) অথবা ৫৭ খ্রীঃ (শীতকাল)		ঘ) পৌল তীতকে খুঁজে পান ও জানতে পারেন যে তার নেতৃত্ব পদ গ্রাহ্য হয়েছে এবং তিনি ধন্যবাদ সহাযোগে ২ করিঃ পত্রটি লেখেন (৭:১১-১৬), তীত এটি করিন্থে নিয়ে যান।
৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দ (শীতকাল)		ঙ) ১-৯ অধ্যায় এবং ১০-১৩ অধ্যায়ে মধ্যে যে ভিন্নতর সুর পাওয়া যায় তার কারণ হল যে ১-৯ অধ্যায় লিখিত হওয়ার পর আরও অনেক খারাপ খবর এসেছিল (এফ.এফ. ব্রাস)
	ঙ) প্রেরিত ২০:২-৩ পদগুলিতে সম্ভবতঃ করিন্থে পৌলের শেষ ভ্রমণের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। যদিও করিন্থের নাম করা হয়নি তবুও এটা ধরে নেওয়া হয়, শীতকালের দিনগুলিতে পৌল সেখানে বাস করেছিলেন।	
৬২-৬৮ খ্রীষ্টাব্দ		চ) আরও এক বা একাধিক যাত্রার সম্ভাবনাও আছে যদি ধরে নেওয়া হয় যে পালকীয় পত্রগুলি পৌলের চতুর্থ প্রচার যাত্রার উদাহরন।

গ) পৌল করিন্থীয়দের প্রতি কয়টি পত্র লিখেছিলেন ?

১. মাত্র দুটি, ১ এবং ২ করিন্থীয়।

২. ৩টি যার মধ্যে একটি হারিয়ে গেছে ।
৩. ৪টি যার মধ্যে দুটি হারিয়ে গেছে।
৪. অনেক আধুনিক পণ্ডিত ২করিন্থীয় পত্রের মধ্যে ২ টি হারানো পত্রের খোঁজ পায়।
   ক) আগে লেখা চিঠি (১করিন্থীয় ৫:৯) যা ২করিন্থীয় ৬:১৪ - ৭:১ পদে পাওয়া যায়।
   খ) কড়া চিঠি (২করিন্থীয় ২:১-৪,৯;৭:৮-১২) যা ২করিন্থীয় ১০-১৩ অধ্যায়ে পাওয়া যায়।
৫. পাঁচটি যার মধ্যে পঞ্চ ম চিঠিটি ২ করিন্থীয় ১০-১৩ অধ্যায়ে খুঁজে পাওয়া যায় যেটি পৌল খারাপ খবর শোনার পর তীতের হাত দিয়ে পাঠিয়েছিলেন।
৬. সচরাচর ৩ নং তথ্যটি সঠিক বলে ধরা হয়
   ক) আগে লেখা চিঠি - হারিয়ে গেছে (১করিন্থীয় ৫:৯)।
   খ) ১করিন্থীয়
   গ) কড়া চিঠি - হারিয়ে গেছে (২করিন্থীয় ২:১-১১;৭:৮-১২)।
   ঘ) ২ করিন্থীয়

ঘ) পৌলের করিন্থীয় শত্রুগণ
১. প্রাথমিক ভাবে করিন্থের আদি বাসিন্দাদের সঙ্গে সমস্যা শুরু হয়েছিল। সমস্যা উৎস ছিল তাদের গ্রীক - দার্শনিক পশ্চাৎপট (২করিন্থীয় ২:১-১১;৬:১৪-৭:১)।
২. প্যালেস্তাইন থেকে আগত দুষ্ট যিহূদীরা ছিল পৌলের আরেক দল শত্রু। এক গালাতীয় যিহূদী এবং কলসীয় যিহূদী। গ্রীকদের থেকে আলাদা ছিল (২করিন্থীয় ১০-১৩)।

ঙ) ২ করিন্থীয় পত্রের প্রেক্ষাপট এবং উদ্দেশ্য
১. তিনটি মূল উদ্দেশ্য ছিল
   ক) পৌলের নেতৃত্বের প্রতি আস্থাজ্ঞাপনের প্রত্যুত্তরে ধন্যবাদ জানানো। (৭:১১-১৬)
   খ) পৌলের তৃতীয় যাত্রার জন্য মণ্ডলীকে প্রস্তুত করা (১০:১-১১)
   গ) সেই সব ভ্রাম্যমান যিহূদী ভ্রান্ত শিক্ষকদের চুপ করাতে যারা পৌলের বাণীকে অগ্রাহ্য করেছিল ঃ-
      (১) ব্যক্তিপরিচয়
      (২) উদ্দেশ্য
      (৩) কতৃত্ব
      (৪) সুসমাচার

চ) সংক্ষিপ্ত রূপরেখা
১. এই পুস্তকটির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা বর্ণনা করা কঠিন, কেননা ঃ-
   ক) পরিবর্ত্তনীয় মনোভাব
   খ) বিষয়বস্তুর বাহুল্য
   গ) বিস্তারিত বন্ধনীযুক্ত বাক্যের ব্যবহার (২:১৪-৭:১ অথবা ৭:৪)।
   ঘ) স্থানীয় পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমাদের সীমিত জ্ঞান।
২. যাই হোক এখানে তিনটি পরিষ্কার ভাগ দেখা যায় ।
   ক) তীতের দেওয়া খবর অনুযায়ী ১-৭ অধ্যায়ের মধ্যে পৌল তার যাত্রার পরিকল্পনা পেশ করেন।
   খ) যিরূশালেম মণ্ডলীর জন্য চাঁদা সংগ্রহের কাজ শেষ হওয়ার জন্য পৌলের ধন্যবাদ জ্ঞাপন, ৮-৯অধ্যায়
৩. ২ করিন্থীয় পত্রে একটি একতার ভাব দেখা যায়
   ক) গ্রীক ভাষায় রচিত কোন পাণ্ডুলিপিতেই কোন প্রকার বিভেদের চিত্র পাওয়া যায় না।
   খ) লিখিত বিষয় বস্তুর মধ্যে কোন রকম পরিবর্তনের রেশ দেখা যায় না।
   গ) কোন মেসোরিটিক পাণ্ডুলিপি খুঁজে পাওয়া যায় না যেখানে ১৩ টি অধ্যায়ই বর্ণিত হয়নি।
৪. যদিও ৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রোমের ক্লিমেন্টর কাছে এটি অজানা ছিল তবুও ১০৫ খ্রীষ্টাব্দে পলিকার্প এটির উল্লেখ করেছেন।
৫. সমগ্র পুস্তকটিকে একক বলে মনে হয়। কতকগুলি বিষয় এই একতা প্রদর্শন করে, যেমন "দুঃখভোগের" বিষয়।

৬. ২করিন্থীয় পত্রকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখানোর স্বপক্ষে খুব কমই আভ্যন্তরীন প্রমাণ পাওয়া যায়।

৩. যে সব শব্দ এবং বাক্যংশকে সংক্ষেপে আলোচনা করতে হবে ঃ-

১. অনুগ্রহ ও শান্তি, ১:২
২. আমাদের প্রভু যীশুর দিনে, ১:১৪
৩. মুদ্রাঙ্কিত, ১:২২
৪. বিজয় যাত্রা করেন, ২:১৪
৫. সুগন্ধ, ২:১৪
৬. ঈশ্বরের বাক্যে ভাঁজ দেওয়া, ২:১৭
৭. সুখ্যাতি পত্র ৩:১
৮. প্রভু হইতে, আত্মা হইতে, ৩:১৮
৯. বাহ্য মনুষ্য, ৪:১৬
১০. আন্তরিক মনুষ্য, ৪:১৬
১১. তাম্বুরূপ পার্থিব বাটী, ৫:১
১২. আত্মা বায়না দেওয়া, ৫:৫
১৩. নূতন সৃষ্টি, ৫:১৭
১৪. সম্মিলন, ৫:১৮
১৫. আমাদের যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র মাংসিক নহে, ১০:৪
১৬. দীপ্তিময় দূত, ১১:১৪
১৭. তৃতীয় স্বর্গ ১২:২
১৮. পরমদেশ, ১২:৪
১৯. পবিত্র চুম্বন, ১৩:১২

৪. যে সব ব্যক্তি বিষয়ে সংক্ষেপে জানতে হবে ঃ-

১. এই যুগের দেব, ৪:৪
২. বলীয়ান, ৬:১৫
৩. তীত, ৭:৬

৫. মানচিত্রে যে সব স্থান চিহ্নিত করতে হবে ঃ-

১. আখায়া, ১:১
২. এশিয়া, ১:৮
৩. মাকিদনিয়া, ১:১৬
৪. যিহূদিয়া, ১:১৬
৫. করিন্থ, ১:২৩
৬. ত্রোয়া, ২:১২
৭. দম্মেশক, ১১:৩২

৬. আলোচনা সাপেক্ষ প্রশ্নাবলী ঃ-

১. ১:২০ পদের ঈশ্বতাত্ত্বিক তাৎপর্য কি ?
২. ৩:৬ পদটি আপনার নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন ।
৩. ৩ অধ্যায়ে "আবরণ" কথাটি দুটি অর্থে, কি ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে ?
৪. ৪:৭-১১;৬:৪-১০ এবং ১১:২৩-২৮ পদে বর্ণিত পৌলের দুঃখভোগের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন ।
৫. বিশ্বাসীরা কি খ্রীষ্টের বিচারাসনের সামনে উপস্থিত হবে ? যদি হয় তবে কেন ?
৬. ৫:১৪-১৫ পদগুলিতে বর্ণিত আত্মিক নীতিটি নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন ।
৭. ৫:২১ পদে কি প্রকার তত্ত্ব পরিবেশিত হয়েছে ?
৮. ৮-৯ অধ্যায়ে বর্ণিত দান সম্ভ্রান্ত নীতিগুলি বর্ণনা করুন ।
৯. ১০:১০ পদে পৌলের শত্রুরা কি ভাবে তাকে বর্ণনা করেছে ?
১০. ১১:৪ পদে পৌল কার বিষয়ে বলতে চেয়েছেন ?
১১. ১১:২১-৩০ পদে পৌল নিজেকে অন্যদের সঙ্গে কি ভাবে তুলনা করেছেন ।
১২. পৌলের জীবনে মাংসের কন্টকটি কি ছিল (১২:৭)।

Mediterranean World
Scale of Miles
0 50 100 200 300

গালাতীয় পুস্তকের উপক্রমনিকা

১. প্রারম্ভিক বক্তব্য ঃ-

ক) গালাতীয় পুস্তকটি হল এক নূতন এবং মুক্ত বিশ্বাসের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি - একমাত্র বিশ্বাস এবং অনুগ্রহের মাধ্যমেই পরিত্রাণ সম্ভব। এটিকে অনেক সময় বলা হয় "খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতার বৃহত্তম সনদ"।

খ) এই লিপিটি প্রটেস্টান্ট আন্দোলনের আগুনকে জ্বালিয়ে তুলেছিল ।

১. মার্টিন লুথার বলেছিলেন "গালাতীয় পুস্তকটি আমার চিঠি;আমি নিজে পরিপূর্ণ ভাবে এই পত্রটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছি, এই পত্রটি ঠিক যেন আমার স্ত্রী"।

২. গালাতীয় পুস্তকের উপর আধারিত একটি প্রচারমূলক বক্তৃতা শুনে জন ওয়েসলী পরম শান্তি পেয়েছিলেন।

৩. কার্টিস ভ্যগান তার লেখা 'স্টাডি গাইড কমেন্টারী' বইয়ের ১১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন - "খুবই কমই এরকম বই আছে যা মানুষের মনকে এত বেশী প্রভাবিত করেছে। মানব ইতিহাসকে এত গুরুত্বপূর্ণ ভাবে গঠন করতে সাহায্য করেছে অথবা আধুনিক জীবনের গভীরতম প্রয়োজনগুলির বিষয়ে এত ঘনিষ্ঠ ভাবে আলোকপাত করতে সমর্থ হয়েছে।"

গ) এই আত্বিকতা সমৃদ্ধ পত্রটি, সেটি সম্ভবতঃ পৌলের লেখা প্রথম পত্র। রোমীয় পুস্তকের পূর্বে লেখা হয়েছিল এবং এই পত্রটিতে যিহূদী নিয়মব্যবস্থা অনুসরণ করা ছাড়াও বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিত্রাণ প্রাপ্তির তত্ত্বটি পরিবেশন করা হয়েছিল। ঃ-

১. পরিত্রাণ ব্যবস্থাপালন ও অনগ্রহ উভয়ের মাধ্যমে পাওয়া যায় না।

২. পরিত্রাণ হয় ব্যবস্থাপালন, অথবা অনুগ্রহের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়।

৩. সত্যকারের পরিবর্ত্তনের পরবর্ত্তী কল হবে খ্রীষ্টের অনুরূপ হওয়ার চেষ্টা ।

৪. খ্রীষ্টিয় নিয়ম ব্যবস্থাগুলি সম্বন্ধে সাবধানে থাকতে হবে।

ঘ) বর্তমান যুগের আত্মকেন্দ্রিক, কর্মকেন্দ্রিক ধর্মচেতনার টানাপোড়েনের মাঝে এই একমাত্র অনুগ্রহ এবং বিশ্বাসের মাধ্যমে প্রাপ্তব্য বিনামূল্যে পরিত্রাণের কালজয়ী তত্ত্বটি অসম্ভব প্রয়োজনীয়। যুগে যুগে বারবার;ঈশ্বরের নিজস্ব দান, তাঁর নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া, শর্তবিহীন অপার সরল প্রেমের তত্ত্বটিকে কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে!ভ্রান্ত শিক্ষকেরা পরিত্রাণের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে প্রভু যীশুকে স্বীকার করে নেননি তা নয়, কিন্তু তারা এই সঙ্গে অনেক কিছু যুক্ত করে দিয়েছিলেন। আমরা যুক্ত করি এটা বড় কথা নয়, বড় বিষয় হল যে আমরা কি যুক্ত করি !

২. লেখক

এই পত্রটির লেখক হিসাবে পৌলের দাবীকে কোন দিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়নি কেননা এটি পৌলের পত্রবলীর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। গালাতীয় পুস্তকটি প্রচুর পরিমানে আত্মজীবনী মূলক এবং ব্যক্তিগত। এটি খুবই আবেগ মথিত অথচ যথেষ্ট যুক্তি নির্ভর।

৩. তারিখ এবং গ্রহীতা

ক) এই পুস্তকটির প্রেক্ষাপট বিচারের সময়ে দুটি ভিন্ন আঙ্গিকের বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে, কেননা এই পুস্তকের গ্রহীতাদের পরিচয় বিষয়ক দুটি পরিস্পরবিরোধী তত্ত্ব পাওয়া যায়;এবং এই তত্ত্বগুলির উপর এই পুস্তকটির সময়কাল নির্ধারণের বিষয়টি নির্ভর করে। উভয় তত্ত্বেরই, স্বপক্ষে তাদের নিজস্ব যুক্তি নির্ভর মূল্য এবং অল্পবিস্তার বাইবেল ভিত্তিক প্রমাণ পাওয়া যায়।

খ) এই দুটি তত্ত্ব হল ঃ-

১. অষ্টাদশ শতাব্দী অবধি প্রচলিত প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী তত্ত্ব

ক) এটিকে বলা হয় "উত্তরাঞ্চ লীয় গালাতীয় তত্ত্ব"।

খ) এই তত্ত্বানুসারে অনুমান করা হয় যে "গালাতীয়" বলতে তুর্কীর উত্তর-মধ্যাঞ্চ লের সমতলভূমিকে বোঝান হয় (১পিতর ১:১)।

এই আদি গালাতীয়রা ছিল সেল্টিক অঞ্চলের মানুষ (গ্রীক - কেলটোই, লাতিন - গাল্ল) যারা খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ তৃতীয় শতকে এই অঞ্চল জয় করেছিল। পশ্চিম ইউরোপীয়দের থেকে আলাদা করে দেখার জন্য এদের "গাল্লো গ্রীসিয়" বলা হত। ১৩০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে এরা পর্গামের রাজা প্রথম আত্তালুসের হাতে পরাজিত হয়। এদের অধিকারের সীমা ছিল মধ্য এশিয়ার উত্তরাংশ বা আধুনিক তুর্কীস্তান অঞ্চল।

গ) যদি এই ধরনের মানুষদের গ্রহীতা বলে ধরা হয় তাহলে এই পত্রটির লেখনকাল ধরতে হবে পৌলের দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় প্রচারাভিযানের কাল বা ৫০ খ্রীষ্টাব্দ। পৌলের প্রচার সহযোগী ছিলেন সম্ভবতঃ সীল এবং তীমথিয়।

ঘ) গালাতীয় ৪:১৩ পদে বর্ণিত পৌলের মাংসের কণ্টককে অনেকে ম্যালেরিয়া রোগ বলে অনুমান করেন। এরা মনে করেন যে পৌল সমুদ্রপারের ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত নীচু জলাভূমি অঞ্চল এড়ানোর জন্য আরও বেশী উত্তরদিকে সরে গিয়েছিলেন।

২. দ্বিতীয় তত্ত্বটি পাওয়া যায় স্যার উইলিয়াম. এম. র‍্যামেসে লিখিত 'সেন্ট পল দি ট্রাভেলার এ্যাণ্ড রোমান সিটিজেন' বইটিতে পাওয়া যায় যেটি নিউ ইয়র্কের প্রকাশক, জি.পি. পুটনামস্ সমস্ দ্বারা ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত।

ক) প্রাচীন মতানুসারে "গালাতীয়া" কে বলা হত আদিম, আর এই তত্ত্ব অনুসারে একে বলা হত প্রশাসনিক। পৌল অনেকবার রোমীয় অধিকার ভুক্ত স্থান সমূহের কথা উল্লেখ করেছেন, (১করিন্থীয় ১৬:১৯, ২করিন্থীয় ১:১;৮:১ ইত্যাদি)। আদিম গালাতীয় তুলনায় রোমীয় আধিকার ভুক্ত গালাতীয়রা আয়তনে অনেক বড় ছিল। এই আদি সেল্টিক গোষ্ঠীগুলি প্রথম থেকেই রোমকে সমর্থন করত এবং এর পরিবর্তে পুরস্কার হিসাবে তারা স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন এবং রাজ্য বিস্তারের অধিকার লাভ করেছিল। যদিও এই বৃহৎ অঞ্চলকে "গালাতীয়া" বলে ধরা যায় তাহলে বলতে হয় যে পৌলের প্রথম প্রচার যাত্রাকালে আন্তিয়খিয়ার দক্ষিণাংশের যে সব শহরের নাম প্রেরিত ১৩-১৪ অধ্যায়ে করা হয়েছে, যেমন পিষিদিয়া, লুস্ত্রা, দর্বী ইকনিয়া ইত্যাদি, সেই সব অঞ্চলেই প্রাথমিক মণ্ডলীগুলি গড়ে উঠেছিল।

খ) যদি এই "দক্ষিণাঞ্চলের তত্ত্ব " মেনে নেওয়া হয় তাহলে এই পুস্তকটির লেখন কাল অনেক এগিয়ে প্রায় প্রেরিত ১৫ অধ্যায়ে বর্ণিত যিরূশালেমের মহাসভার সমসাময়িক বলে ধরতে হবে কেননা এই মহাসভায় গালাতীয় পুস্তকে বর্ণিত বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। এই মহাসভাটি সম্ভবতঃ ৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ সংঘটিত হয়েছিল এবং পত্রটিও সেই সময়েই লিখিত হয়েছিল। যদি এটি সত্য হয় তাহলে গালাতীয়দের প্রতি পত্রটিই সাধু পৌল লিখিত নূতন নিয়মের প্রথম পত্র।

গ) দক্ষিণাঞ্চলীয় গালাতীয় তত্ত্বের স্বপক্ষে কিছু প্রমাণ ঃ-

১. পৌলের সহযাত্রীদের নাম উল্লেখ করা হয়নি কিন্তু তিনবার বার্ণবার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে (২:১,৯,১৩)। এই তথ্যটি পৌলের প্রথম প্রচারভিযানের সঙ্গে মানামসই।

২. এই কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে যে তীতের ত্বকচ্ছেদ্ হয়নি (২:১-৫)। এটি প্রেরিত ১৫ অধ্যায়ে বর্ণিত যিরূশালেমের মহাসভার ঘটনা ঘটার আগের সময় কালের দিকে ইঙ্গিত করে।

৩. পিতরের নামের উল্লেখ (২:১১-১৪) এবং পরজাতীয়দের সঙ্গে সহভাগিতার সমস্যার বিষয়টি যিরূশালেমের মহাসভা হওয়ার পূর্বের পূর্বের সময় কালের দিকে ইঙ্গিত করে।

৪. যখন বিভিন্ন স্থান থেকে যিরূশালেম মণ্ডলীর জন্য অর্থসংগ্রহ করা হয়েছিল তখন তালিকায় পৌলের বিভিন্ন সহযোগীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে (প্রেরিত ২০:৪)। কিন্তু যদিও একথা জানা আছে যে আদি গালাতীয় মণ্ডলীও এই কার্য্যে অংশগ্রহণ করেছিল, কিন্তু তাদের কারোর নাম তালিকায় দেওয়া নেই (১করিন্থীয় ১৬:১)।

৩. এই তত্ত্বগুলি সংক্রান্ত বিশদ পর্যালোচনার জন্য কোন টীকা ভাষ্য সম্বলিত পুস্তক দেখতে হবে। প্রত্যেকটি বিষয়েই প্রচুর যুক্তি তর্ক প্রয়োগ করা হয়েছে যেখান থেকে কোন ঐক্যমতে পৌছানো সম্ভব নয়, কিন্তু "দক্ষিণাঞ্চলের তত্ত্বটি" সর্বাধিক গ্রাহ্যনীয় বলে মনে হয়।

গ) প্রেরিত পুস্তকের সঙ্গে গালাতীয় পুস্তকের সম্পর্ক ঃ-

১. প্রেরিত পুস্তকে লূক উল্লেখ করেছেন যে পৌল পাঁচবার যিরূশালেমে গিয়েছিলেন ঃ-

ক) ৯:২৬-৩০, তার মন পরিবর্তনের পরেই।

খ) ১১:৩০;১২:২৫, পরজাতীয় মণ্ডলী থেকে সংগ্রীহিত দান যা দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করার জন্য সংগ্রহ করা হয়েছিল।

গ) ১৫:১-৩০, যিরূশালেমের মহাসভা

ঘ) ২১:১৫, পরজাতীয়দের কাজকর্ম সম্পর্কে আরেকটি ব্যাখ্যা।

২. গালাতীয় পুস্তকে দুইবার যিরূশালেম যাত্রার উল্লেখ আছে ঃ-

ক) ১:১৮, তিন বছর পরে।

খ) ২:১, চোদ্দ বছর পরে।

৩. উজ্জ্বলতম সম্ভাবনা হল যে প্রেরিত ৯:২৬ পদটি গালাতীয় ১:১৮ পদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। প্রেরিত ১১:৩০ এবং ১৫:১ পদগুলি কয়েকটি অলিখিত সভার বর্ণনা যেগুলি গালাতীয় ২:১ পদে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. প্রেরিত ১৫ অধ্যায়ে লিখিত বিবরণী এবং গালাতীয় ২ অধ্যায়ে বর্ণিত বিবরণীর তফাৎ আছে যেগুলি সম্ভবতঃ হল এই কারণে যে ঃ-

ক) উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা

খ) লূক এবং পৌলের ভিন্নতর উদ্দেশ্য

গ) এই কারণের জন্য গালাতীয় ২ অধ্যায়, প্রেরিত ১৫ অধ্যায়ে বর্ণিত সভার পরে লেখা হলেও সেই সভার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল।

৪. পত্রটির উদ্দেশ্য

ক) ভাক্ত শিক্ষকদের শিক্ষার বিষয়ে পৌল তিনটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করেছেন। এই ভ্রান্ত শিক্ষকদের বলা হয় "যিহূদীপন্থী"। কেননা তারা বিশ্বাস করত যে খ্রীষ্টান হতে গেলে আগে যিহূদী হওয়া আবশ্যক (৬:১২)। পৌলের দেওয়া ব্যাখ্যাসকল এই সব যিহূদীপন্থীদের উল্লিখিত বিভিন্ন অভিযোগকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। ঃ-

১. পৌল, সঠিক অর্থে সেই বারোজন প্রেরিত শিষ্যের এক জন ছিলেন না (প্রেরিত ১:২১-২২)। তাই জন্য তাকে যিরূশালেম স্থিত মূল মণ্ডলীর প্রদত্ত অধিকারের উপর নির্ভর করতে হত।

২. পৌলের প্রচারবার্ত্তা তাদের থেকে আলাদা ছিল, এবং সেই জন্য ভুল বলে অভিযুক্ত হয়েছিল। মনে হয় এটি সরাসরি "ব্যবস্থা ভিন্ন শুধুমাত্র বিশ্বাসে পরিত্রাণ" মতবাদটির সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। যিরূশালেম স্থিত প্রেরিত শিষ্যেরা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে সম্পূর্ণ যিহূদী মনোভাবাসম্পন্ন ছিলেন।

৩. এই ধরনের মণ্ডলীগুলির সঙ্গে স্বাধীন মুক্ত মণ্ডলী জাতীয় একটি ভাবধারা জড়িত ছিল (৫:১৮ - ৬:৮)। এটিকে কি ভাবে সঠিক ব্যাখ্যা করতে হবে সেটি তর্ক সাপেক্ষ। অনেকে পৌলের পত্রে দুটি ভিন্ন গোষ্ঠীকে দেখতে পান যাদের উদ্দেশ্যে এগুলি লেখা হয়েছিল, যিহূদীপন্থী এবং জ্ঞানমার্গী (৪:৮-১১)। যাই হোক সম্ভবতঃ সবচেয়ে সঠিক হবে যদি এই পদগুলিকে পরজাতীয়দের কার্য্যবলীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে ধরা হয়। পরজাতীয়দের জীবনযাত্রার মান সম্বন্ধে যিহূদীরা খুবই চিন্তিত ছিলেন। পৌলের চমৎকারী, বিনামূল্যে প্রাপ্ত অনুগ্রহ কি ভাবে পরজাতীয়দের পৌত্তলিক ধর্মচরণের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে ?

খ) আত্বিক দিক থেকে পৌলের এই পত্রটি অনেকাংশে রোমীয়দের প্রতি লিখিত তার পত্রের অনুরূপ। এই দুটি পুস্তকে পৌলের মূল তত্ত্বগুলি বারবার বিভিন্ন পরিসরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৫. সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ঃ-

ক) উপক্রমনিকা, ১:১-১০

১. পুস্তকটির সাধারণ ভূমিকা

২. পুস্তকটির লেখার প্রেক্ষাপট

খ) পৌল তার প্রেরিতত্ত্বের স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। (১:১১ - ২:১৪)

গ) পৌল তার প্রচারিত সুসমাচার তত্ত্বের স্বপক্ষে যুক্তি প্রয়োগ করেছেন। (২:১৫ - ৪:২০)

ঘ) পৌল তার প্রচারিত সুসমাচার তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগের স্বপক্ষে যুক্তি প্রয়োগ করেছেন। (৫৬:১ - ৬:১০)

ঙ) নিজস্ব সংক্ষিপ্তসার এবং সমাপ্তি। (৬:১১-১৮)

৬. যে সব বিষয় এবং অংশ সংক্ষেপে বুঝতে হবে ঃ-

১. উপস্থিত মন্দ যুগ, ১:৪
২. অন্যবিধ সুসমাচার, ১:৬
৩. যিহূদী ধর্ম, ১:১৩
৪. পৈতৃক রীতিনীতি, ১:১৪
৫. তাহা দূরে থাকুক, ২:১৭
৬. হে অবোধ গালাতীয়রা, ৩:১,৩
৭. মুগ্ধ, ৩:১
৮. যদি বাস্তবিক বৃথা হইয়া থাকে, ৩:৪, ৪:১১
৯. শাপের অধীন ৩:১০
১০. তাহার বংশ ৩:১৬
১১. দুতগণ দ্বারা, এক জন মধ্যস্থের হস্তে বিধিবদ্ধ হইল, ৩:১৯
১২. আমরা ব্যবস্থার অধীনে রক্ষিত হইতেছিলাম, ৩:২৩
১৩. জগতের অক্ষরমালা, ৪:৩,৯
১৪. আববা, ৪:৬
১৫. মাংসের দুর্বলতা, ৪:১৩
১৬. দাসীর পুত্র - স্বাধীনার পুত্র, ৪:২৩
১৭. রূপক অর্থ, ৪:২৪
১৮. আত্মার বশে চল, ৫:১৬
১৯. আত্মার ফল, ৫:২২
২০. কত বড় অক্ষরে , ৬:১১
২১. যীশুর দাহ-চিহ্ন, ৬:১৭

৭. যে সব ব্যক্তিদের বিষয়ে সংক্ষেপে জানতে হবে ঃ-

১. স্বর্গ হইতে আগত কোন দূত, ১:৮
২. কৈফা, ১:১৮
৩. বার্ণবা, ২:১
৪. তীত, ২:২
৫. যাহারা গন্যমান্য, ২:২,৬
৬. ভাক্ত ভ্রাতারা, ২:৪
৭. যাঁহারা স্তম্ভরূপে মান্য, ২:৯
৮. ছিন্নত্বকের দল, ২:১২
৯. পালক ও ধনাধ্যক্ষ, ৪:২
১০. হাগার, ৪:২৫

৮. মানচিত্রে যে সব চিহ্নিত করতে হবে ঃ-

১. গালাতীয়ার মণ্ডলীগণ, ১:২
২. আরব, ১:১৭
৩. দম্মেশক, ১:১৭
৪. সুরিয়া, ১:২১
৫. কিলিকিয়া, ১:২১
৬. আন্তিয়খিয়া, ২:১১

৯. আলোচনা সাপেক্ষ প্রশ্নাবলী ঃ-

১. ১:১১-১২ পদগুলিতে নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন ।
২. পৌল কখন ঈশ্বরের মণ্ডলীকে তাড়না করেছিলেন, ১:১৩
৩. কখন কোন কোন ব্যক্তি তীতের ত্বকছেদ্ করতে চেয়েছিলেন ?
৪. ২:৬ পদ আপনার নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন ।
৫. গালাতীয়া ২:১৬ পদ সমগ্র পুস্তকটির মূল বিষয়বস্তু বলে পরিগণিত হতে পারে, কেন ?
৬. ২:২০ পদ আপনার নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন ।
৭. ৩:৩ পদে পৌল যে প্রশ্ন করেছেন আপনি কি ভবে তার উত্তর দেবেন ?
৮. গালাতীয় ৩:৬-৮ পদে পৌল আদিপুস্তক ১৫:৬,৮ থেকে যে উক্তি করেছেন তার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করুন ।
৯. যীশু কি ভাবে শাপগ্রস্ত হয়েছিলেন? (৩:১৩)
১০. ৩:১৯ পদ অনুসারে পুরাতন নিয়মের উদ্দেশ্য কি ?
১১. ৩:২২ পদ কেন একটি সুন্দর সংক্ষিপ্তসার বলে পরিগণিত হয় ?
১২. ৩:২৮ পদ এত গুরুত্বপূর্ণ একটি সত্য কেন ?
১৩. ৪:১৩ পদে পৌলের কি ধরনের দৈহিক অসুস্থাতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে ?
১৪. ৪:১৯ পদে বর্ণিত খ্রীষ্টিয় জীবনের লক্ষ্য কি ?
১৫. ৫:৩ পদে বর্ণিত পৌলের তাত্ত্বিক সুত্রটি কি ?
১৬. ৫:৯ পদে বর্ণিত হিতোপদেশটির ব্যাখ্যা করুন ।
১৭. ৫:৪ পদে বর্ণিত "তোমরা অনুগ্রহ হইতে পতিত হইয়াছ" কথাটির অর্থ কি ?
১৮. ৫:১৩ পদের সঙ্গে রোমীয় ১৪:১ - ১৫:১৩ পদগুলির সম্পর্ক কি ?
১৯. ৫:২৩ পদ আপনার নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন ।
২০. বিশ্বাসীদের কি ভাবে পাপকার্য্যকারী বিশ্বাসীদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে ? (৬:১-৫)
২১. ৬:৭ পদে কি ধরনের আত্মিক নীতি উপস্থাপিত হয়েছে ?
২২. বিশ্বাসীবর্গের সমাজের বাইরে অবস্থিত ব্যক্তিদের সঙ্গে ৬:১০ পদটি কিরূপে সম্পর্কিত ?

Mediterranean World
Scale of Miles
0 50 100 200 300

ইফিষীয় পত্রের উপক্রমনিকা

১. প্রারম্ভিক বক্তব্য ঃ-

ক) এই পুস্তকে প্রকাশিত জীবন্ত সত্যগুলি অনেক সাধু ব্যক্তির জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছে।
১. স্যামুয়েল কোলরিজ্ এই পুস্তক সম্বন্ধে বলতেন "মানুষের সৃষ্ট স্বর্গীয় পুস্তক"।
২. জন কালভিন এই পুস্তকটিকে বাইবেলের মধ্যে আর প্রিয়তম পুস্তক বলে গন্য করতেন।
৩. জন নক্স বলেছিলেন যেন কালভিন রচিত ইফিষীয় পুস্তক সম্বন্ধিত প্রচার বক্তৃতাগুলি যেন তার মৃত্যুশয়্যায় পাঠ করা হয়।

খ) এই পুস্তকটিকে বলা হয় পৌলের ধর্মতত্ত্বের "মুকুট মণি" বা শিরোমণি। পৌলের সকল শিক্ষার সংক্ষিপ্তসার এই বইটিতে অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

গ) ঈশ্বর যেমন রোমীয় পুস্তককে ব্যবহার করেছিলেন নবজাগরণ আন্দোলন প্রতিষ্ঠার কাজে তেমনি তিনি ইফিষীয় পুস্তককে ব্যবহার করবেন টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া খ্রীষ্টিয় জগৎকে পুনরায় একত্রীভুত করার কাজে।

২. লেখক

ক) পৌল
১. ১:১ পদ এবং ৩:১ পদে পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
২. ৩:১, ৪:১;৬:২০ পদগুলিতে পৌলের কারগার বরনের বিষয় বর্ণিত হয়েছে (সম্ভবতঃ রোমে)।
৩. প্রাচীন মণ্ডলীর প্রায় সকল বর্ণনাতেই এটি উল্লিখিত হয়েছে।
ক) ৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রোমের ক্লিমেন্ট করিন্থীয় মণ্ডলীর প্রতি লিখিত একটি পত্রে এই পুস্তকের ৪:৪-৬ পদগুলি উল্লেখ করেছিলন।
খ) ইগ্নেশিয়াস (৩০-১০৭ খ্রীষ্টাব্দ) ১:৯;২:১৯;৩:৪-৯ পদগুলি উল্লেখ করেছিলেন।
গ) যোহনের শিষ্য পলিকার্প (৬৫-১৫৫ খ্রীঃ) এবং স্মূর্ণার বিশপ পৌলের লেখকত্ব মেনে নিয়েছিলেন
ঘ) ইরেনিয়াস (১৩০-২০০ খ্রীঃ) পৌলের লেখকত্ব সমর্থন করেছিলেন।
৪. নিম্নলিখিত লেখাগুলিতে এই বিষয়টি পাওয়া গেছে ঃ-
ক) মার্সিওনের গৃহীত পুস্তকসমূহের সুচীতে (ইনি ১৪০ খ্রীঃ নাগাদ রোমে গিয়েছিলেন।
খ) রোম থেকে প্রকাশিত ম্যুরাটোরিয়ান খণ্ডাংশে (১৮০-২০০ খ্রীঃ)।
৫. কলসীয় এবং ইফিষীয় উভয় পুস্তকে ২৯ টি এমন শব্দ পাওয়া যায় যেগুলি গ্রীক অনুবাদ অনুযায়ী হু-ব-হু এক (কলসীয় পুস্তকে দুটি অতিরিক্ত শব্দ পাওয়া যায়)।

খ) অন্য এক জন লেখক
১. ইরাসমাস ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে পৌলের লেখকত্ব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন ঃ-
ক) রচনাশৈলী - দীর্ঘ বাক্যসমূহের ব্যবহার যেগুলি পৌলের অন্যান্য পত্রে দেখা যায় না।
খ) কোন ব্যক্তিগত সাদর সম্ভষণ দেখতে পাওয়া যায় না।
গ) অতুলনীয় শব্দ ভাণ্ডার।
২. ১৮ শতকে উদ্ভুত সমালোচনামূলক বিদ্যাবত্তা অনুযায়ী পৌলের লেখকত্ব অস্বীকার করা শুরু হয়।
ক) অনেকগুলি পদ দেখে মনে হয় সেগুলি যেন দ্বিতীয় প্রজন্মের কোন বিশ্বাসীর লেখা (২:২০;৩:৫)।
খ) বিভিন্ন ধর্মতাত্ত্বিক শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে (উদাহরন "নিগূঢ়তত্ত্ব")।
গ) একটি বৃত্তাকারে বিন্যাস্ত অথবা বিজ্ঞপ্তিমূলক প্রকরণগত শৈলী যা সত্যিই অনুপম।

গ) ইরাসমাসের যুক্তির উপর ঃ-

১. এই ইফিষীয় পত্রটির রচনাশৈলী ভিন্ন, কেননা পৌল কারাগার বাসকালীন এই পত্রটি লিখেছিলেন বলে এটি নিয়ে অনেক ভাবনা চিন্তা করার সময় পেয়েছিলেন।

২. কোন প্রকার ব্যক্তিগত অভিবাদন অনুপস্থিত থাকার কারণ হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে ইফিষীয় পত্রটি একটি বৃত্তাকারে বিন্যস্ত বিজ্ঞপ্তি ছিল যেটিকে সেই সময় অনেকগুলি মণ্ডলীতে পাঠানো হয়েছিল। প্রকাশিত বাক্য ২-৩ অধ্যায়ে যে বর্ণনা আছে সেখান থেকে বোঝা যায় যে রোমানদের ডাক বিলি করার সরকারী পথটি ইফিষ ছুঁয়ে লাইকাস নদীর উপত্যকা দিয়ে চলে যেত। পৌল ইফিষীয় পত্রটির মতই হু-ব-হু এক আর একটি পত্র লিখেছিলেন, কলসীয় যা তিনটি মণ্ডলীর কাছে একত্রে পাঠানো হয়েছিল এবং পত্রটিতে প্রচুর ব্যক্তিগত অভিবাদন উল্লিখিত ছিল।

৩. ইফিষীয় পত্রে উল্লিখিত অদ্বিতীয় শব্দগুলি (হাপাক্স লেগোমেনা) রোমান পত্রে উল্লিখিত অদ্বিতীয় শব্দ সমূহের সমান। এক উদ্দেশ্য, বিষয় বস্তু গ্রহীতা এবং প্রেক্ষাপট দেখে বোঝা যায় যে এতে নূতন নূতন শব্দ কেন ব্যবহৃত হয়েছিল।

৪. ১করিন্থীয় ১২:২৮ পদে পৌল "প্রেরিতগণ ও ভাববাদীগণের" কথা উল্লেখ করেছেন, যেটি ২:২০ এবং ৩:৫ পদেও উল্লেখ করা হয়েছে। পৌলই যে ১করিন্থীয় পত্রের লেখক এ নিয়ে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে না।

৩. কলসীয় এবং ইফিষীয় পত্রের মধ্যে লেখনগত সাদৃশ্য

ক) কলসীয় এবং ইফিষীয় পত্রের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক ঃ-

১. ইপাফ্রা (কলঃ ১:৭;৪:১২ ফিলীমন ২৩) পৌলের ইফিষীয় প্রচার যাত্রা কালে মনপরিবর্তন করেছিলেন (প্রেরিত ১৯)।

ক) তিনি তার নূতন প্রাপ্ত বিশ্বাসের বাণী বহন করে তার নিজের দেশে অর্থাৎ লাইকাস নদীর অববাহিকা অঞ্চ লে নিয়ে গিয়েছিলেন।

খ) তিনি তিনটি নূতন মণ্ডলী শুরুকরেছিলেন - হিয়েরাপালিসে, লাওদিসিয়াতে এবং কলসীতে।

গ) ইপাফ্রা পৌলের কাছে উপদেশ চেয়েছিলেন যে কিভাবে তিনি ভ্রান্ত শিক্ষকদের বিপক্ষে লড়াই করতে পারেন যারা সুসমাচার শিক্ষার সঙ্গে জাগতিক শিক্ষাকে মিলিয়ে দেয়। পৌল সে সময় রোমের কারাগারে বন্দী ছিলেন (৬০ খ্রীঃ প্রথম দিকে)।

২. ভাক্ত শিক্ষকরা এসে সুসমাচারের শিক্ষার সঙ্গে গ্রীক সত্তাতত্ত্ব মিশিয়ে ফেলছিল।

ক) আত্মা এবং বস্তু সমভাবে চিরস্থায়ী

খ) আত্মা (ঈশ্বর) উত্তম

গ) বস্তু (সৃষ্টি) মন্দ

ঘ) সর্বোচ্চ উত্তম ঈশ্বর এবং অপেক্ষাকৃত নিম্ন বস্তু সৃষ্টিকারী ঈশ্বরের মধ্যে অনেকগুলি অপরিমেয় কালের পার্থক্যমূলক ধাপ আছে (দূতগণের স্তর)।

খ) পৌলের দুটি পত্রের মধ্যে সাহিত্যগত সম্পর্ক

১. পৌল এই সমস্ত মণ্ডলীগুলিতে, যেখানে তিনি নিজে স্বয়ং যাননি, প্রচলিত ভ্রান্ত শিক্ষাগুলির বিষয় শুনতে পেয়েছিলেন।

২. পৌল, কঠিন এবং আবেগময় ভাষায় এই সব ভাক্ত শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে,কড়া চিঠি লিখেছিলেন। পত্রের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু ছিল প্রভু যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গীয় প্রভুত্ব। এটিকে কলসীয়দের প্রতি সাধু পৌলের পত্র বলা হয়।

৩. সম্ভবতঃ কলসীয় পত্র লেখার অব্যবহিত পরেই, কারাগারে বাসকালীন হাতে সময় থাকার ফলে তিনি এই সময় তত্ত্বগুলিকে নিয়ে পুনরায় চর্চা করতে শুরু করেছিলেন। ইফিষীয় পত্রের বৈশীষ্ট্য হল দীর্ঘ বাক্যসমূহের ব্যবহার (১:৩-১৪, ১৫:২৩;২:১-১০,১৪-১৮,১৯-২২;৩:১-১২,১৪-১৯;৪:১১-১৬,৬:১৩-২০)।

কলসীয় পত্রকে প্রারম্ভিবিন্দু বলে ধরে নিয়ে সেখানে থেকে ঈশতাত্ত্বিক সত্যগুলিকে বার করে আনা হয়েছে। এই পত্রের কেন্দ্রীয় তত্ত্বটি হল প্রভু যীশু খ্রীষ্টে সমস্ত কিছুর মিলন, যেটি প্রাথমিক স্তরের জ্ঞানমার্গী তত্ত্বের বিপরীত ছিল।

গ) সাহিত্যগত এবং ঈশ্বতাত্বিক গঠনগত সম্পর্ক

১. মূল গঠনের মধ্যে সাদৃশ্য

ক) তাদের প্রারম্ভিক বিষয় প্রায় এক রকম

খ) তাদের তাত্ত্বিক আলোচনার অংশগুলিতে মূলতঃ খ্রীষ্টকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

গ) বাস্তবভিত্তিক আলোচনার অংশগুলিতে খ্রীষ্টিয় জীবন যাত্রা নিয়ে আলোচনা করার সময় একই ধরণের শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে।

ঘ) সমাপ্ত মূলক পদগুলিতে হু-ব-হু একই গ্রীক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। শুধু মাত্র কলসীয় পত্রে দুটি মাত্র ভিন্ন শব্দ ব্যবহার হয়েছে।

২. এক রকম শব্দ এবং মিলসূচক ছোট ছোট বাক্যাংশ

ইফিষীয় ১:১ এবং কলসীয় ১:২	"বিশ্বাসী"
ইফি: ১:৪ এবং কল: ১:২	"পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক"
ইফি: ১:৭ এবং কল: ১:১৪	"মুক্তি ..... অপরাধ সকলের মোচন"
ইফি: ১:১০ এবং কল: ১:২০	"স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ সমস্তই"
ইফি: ১:১৫ এবং কল: ১:৩-৪	"শুনিয়া ..... পবিত্র লোকদের প্রতি প্রেম"
ইফি: ১:১৮ এবং কল: ১:২৭	"দায়াধিকারের প্রতাপধন
ইফি: ২:১ এবং কল: ১:১৩	"মৃত ছিলে"
ইফি: ২:১৬ এবং কল: ১:২০	"সন্ধি ..... ক্রুশ"
ইফি: ৩: ২ এবং কল: ১:২৫	"ন্যস্ত বা দত্ত ভার"
ইফি: ৩:৩ এবং কল: ১:১৬,২৭	"নিগূঢ় তত্ত্ব"
ইফি: ৪:৩ এবং কল: ৩:১৪	"ঐক্য"
ইফি: ৪:১৫ এবং কল: ২:১৯	"মস্তক" এবং "বৃদ্ধি"
ইফি: ৪:২৪ এবং কল: ৩:১০,১২,১৪	"পরিধান কর"
ইফি: ৪:৩১ এবং কল: ৩:৮	"ক্রোধ" "রাগ" "হিংসা" "নিন্দা"
ইফি: ৫:৩ এবং কল: ৩:৫	"বেশ্যাগমন" "অশুচিতা" "মোহ"
ইফি: ৫:৫ এবং কল: ৩:৫	"প্রতিমা পূজা"
ইফি: ৫:৬ এবং কল: ৩:৬	"ঈশ্বরের ক্রোধ"
ইফি: ৫:১৬ এবং কল: ৪:৫	"সুযোগ কিনিয়া লও"

৩. হু -ব-হু এক রকম বাক্যাংশ এবং বাক্য

ইফি: ১:১ক এবং কল: ১:১ক
ইফি: ১:১খ এবং কল: ১:২ক
ইফি: ১:২ক এবং কল: ১:২খ
ইফি: ১:১৩ এবং কল: ১:৫
ইফি: ২:১ এবং কল: ২:১৩
ইফি: ২:৫খ এবং কল: ২:১৩গ
ইফি: ৪:১খ এবং কল: ১:১০ক
ইফি: ৬:২১-২২ এবং কল: ৪:৭-৮ (২৯ টি এক শব্দ, একমাত্র কলসীয় পত্রে ব্যবহৃত "কাই সিনডৌলস" শব্দটি ছাড়া)

৪. মিলযুক্ত বাক্যাংশ ও বাক্য

ইফি: ১:২১ এবং কল: ১:১৬
ইফি: ২:১ এবং কল: ১:১৩
ইফি: ২:১৬ এবং কল: ১:২০
ইফি: ৩:৭ক এবং কল: ১:২৩খ, ২৫ক
ইফি: ৩:৮ এবং কল: ১:২৭
ইফি: ৪:২ এবং কল: ৩:১২
ইফি: ৪:২৯ এবং কল: ৩:৮; ৪:৬
ইফি: ৪:৩২খ এবং কল: ৩:১৩খ
ইফি: ৫:১৫ এবং কল: ৪:৫
ইফি: ৫:১৯-২০ এবং কল: ৩:১৬

৫. ঈশতাত্ত্বিক ভাবে সমার্থক ধারনা সমূহ ঃ-

ইফি: ১:৩ এবং কল: ১:৩	ধন্যবাদের প্রার্থনা
ইফি: ২:১,১২ এবং কল: ১:২১	ঈশ্বরের থেকে বিচ্ছিন্নতা
ইফি: ২:১৫ এবং কল: ২:১৪	নিয়ম ব্যবস্থার বৈরিতা
ইফি: ৪:১ এবং কল: ১:১০	যোগ্যরূপে চলা
ইফি: ৪:১৫ এবং কল: ২:১৯	খ্রীষ্টের দেহ মস্তক থেকে বৃদ্ধি পায়।

ইফি: ৪:১৯ এবং কল: ৩:৫	স্বৈরিতা
ইফি: ৪:২২,৩১ এবং কল: ৩:৮	পাপ পরিত্যাগ করা
ইফি: ৪:৩২ এবং কল: ৩:১২-১৩	খ্রীষ্টানদের পরস্পরের প্রতি দয়ালু হওয়া
ইফি: ৫:৪ এবং কল: ৩:৮	খ্রীষ্টানদের ভাষা
ইফি: ৫:১৮ এবং কল: ৩:১৬	আত্মাতে পরিপূর্ণ হওয়া - খ্রীষ্টের বাক্য
ইফি: ৫:২০ এবং কল: ৩:১৭	সব কিছুর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া
ইফি: ৫:২২ এবং কল: ৩:১৮	স্ত্রীরা স্বামীদের বশীভূত হোক
ইফি: ৫:২৫ এবং কল: ৩:১৯	স্বামীরা স্ত্রীদের প্রেম করুক
ইফি: ৬:১ এবং কল: ৩:২০	সন্তানরা পিতামাতাকে মান্য করুক
ইফি: ৬:৪ এবং কল: ৩:২১	পিতারা সন্তানদের ক্রুদ্ধ না করুক
ইফি: ৬:৫ এবং কল: ৩:২২	দাসগণ প্রভুকে মান্য কর
ইফি: ৬:৯ এবং কল: ৪:১	দাসেরা এবং কর্তারা
ইফি: ১:১৮ এবং কল: ৪:২-৪	প্রার্থনার জন্য পৌলের অনুরোধ

৬. কলসীয় এবং ইফিষীয় পত্রে ব্যবহৃত শব্দ যা পৌলের অন্য কোন পত্রে পাওয়া যায় না।

ক) "পূর্ণতা"

ইফিষীয় ১:২৩	"তাঁহারই পূর্ণতাস্বরূপ, যিনি সর্ব্ববিষয়ে সমস্তই পূর্ণ করেন"
ইফিষীয় ৩:১৯	"ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতার উদ্দেশ্যে পূর্ণ হও"
ইফিষীয় ৪:১৩	"খ্রীষ্টের পূর্ণতার আকারের পরিমান"
ইফিষীয় ১:১৯	"যেন সমস্ত পূর্ণতা তাহাতেই বাস করে"
কলসীয় ২:৯	"তাঁহাতেই ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দৈহিকরূপে বাস করে"

খ) মণ্ডলীর "মস্তকস্বরূপ" খ্রীষ্ট
ইফি: ৪:১৫;৫:২৩;এবং কল: ১:১৮,২:১৯

গ) "বিচ্ছিন্ন"
ইফি: ২:১২;৪:১৮ এবং কল: ১:২১

ঘ) "সুযোগ কিনিয়া লওয়া"
ইফি: ৫:১৬ এবং কল: ৪:৫

ঙ) "বদ্ধমূল"
ইফি: ৩:১৭ এবং কল: ২:৭

চ) "সত্যের বাক্য, পরিত্রাণের সুসমাচার"
ইফি: ১:১৩ এবং কল ১:৫

ছ) "দীর্ঘ সহিষ্ণুতা"
ইফি: ৪:২ এবং কল ৩:১৩

জ) অপ্রচলিত শব্দ এবং বাক্য ("সংযুক্ত", "সংসক্ত")
ইফি: ৪:১৬ এবং কল: ২:১৯

ঘ) সংক্ষিপ্ত সার

১. কলসীয় পত্রে ব্যবহৃত শব্দগুলি এক তৃতীয়াংশের অধিক ইফিষীয় পত্রে দেখতে পাওয়া যায়। অনুমান করা হয় যে ইফিষীয় পত্রে উল্লিখিত ১৫৫ টি পদের মধ্যে ৭৫ টি কলসীয় পত্রে দেখতে পাওয়া যায়। দুটি ক্ষেত্রেই পৌল কারাগারে বন্দী থাকাকালীন পত্রগুলি রচনা করেছিলেন।
২. দুটি ক্ষেত্রেই পত্রবাহক ছিলেন পৌলের বন্ধু তুখিক।
৩. দুটি পত্রই একই জায়গায় পাঠানো হয়েছিল (এশিয়া মাইনর)।
৪. দুটি পত্রেই একই খ্রীষ্টিয় তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
৫. দুটি পত্রেই মণ্ডলীর মস্তকরূপে খ্রীষ্টকে উচ্চীকৃত করা হয়েছে।
৬. দুটি পত্রই যথাযথ খ্রীষ্টিয় জীবনযাপনের বিষয়টিকে উৎসাহদান করে।

ঙ) প্রধান অমিলগুলি

১. কলসীয় পত্রে উল্লিখিত মণ্ডলী সব সময়ই স্থানীয় কিন্তু ইফিষীয় পত্রে উল্লিখিত মণ্ডলীটি বিশ্বজনীন অর্থে ব্যবহৃত। এটি হয়ত ইফিষীয় পত্রটির আবর্তিত প্রকৃতির কারণে হয়েছে।

২. কলসীয় পত্রের অর্ন্তভুক্ত একটি প্রধান বিষয় ছিল ভ্রান্ত শিক্ষা কিন্তু সেটি ইফিষীয় পত্রে সরাসরি কোথাও প্রকাশ করা হয়নি। কিন্তু দুটি পত্রই বিশেষ ধরনের জ্ঞানমার্গী শব্দ ব্যবহার করেছে (প্রজ্ঞা, জ্ঞান, পূর্ণতা, নিগূঢ়তত্ত্ব, কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা, দায়িত্বভার)

৩. খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের বিষয়টি কলসীয় পত্রে তরান্বিত কিন্তু ইফিষীয় পত্রে বিলম্বিত। এই পতিত জগতে মণ্ডলীকে সেবা করতে আহ্বান করা হয়েছে। (২:৭;৩:২১;৪:১৩)

৪. পৌলের কয়েকটি পরিচিত বাকভঙ্গি এখানে ভিন্নরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। একটি উদাহরন হল "নিগূঢ়তত্ত্ব" শব্দটি। কলসীয় পত্রে এই নিগূঢ় তত্ত্ব হলে স্বয়ং খ্রীষ্ট (কল: ১:২৬-২৭;২:২;৪:৩)। কিন্তু ইফিষীয় পত্রে (১:৯;৫:৩২) এটি হল পরজাতীয় এবং যিহূদীদের মিলনের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা যা পূর্বে লুক্কায়িত ছিল কিন্তু এখন প্রকাশিত হয়েছে।

৫. ইফিষীয় পত্রে পুরাতন নিয়ম থেকে অনেক উদাহরন ব্যবহার করা হয়েছে (১:২২- গীত: ৮; ২:১৭- যিশা:, ৫৭:১৯) (২:২০- গীত: ১১৮: ২২) (৪:৮- গীত: ৬৮:১৮) (৪:২৬- গীত: ৪:৪) (৫:১৫ - যিশা: ২৬:১৯, ৫১:১৭, ৫২:১, ৬০:১) (৫:৩ - আদি: ৩:২৪) (৬:২-৩, যাত্রা: ২০:১২) (৬:১৪ - যিশা: ১১:৫, ৫৯:১৭) (৬:১৫ - যিশা: ৫২:৭)। কিন্তু কলসীয় পত্রে মাত্র একটি বা দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে (২:৩ - যিশা ১১:২) অথবা (২:২২ যিশা: ২৯:১৩)।

চ) শব্দগত, বাক্যগত এবং রূপরেখাগত মিল ছাড়াও পত্রগুলির মধ্যে অদ্বিতীয় কয়েকটি সত্য প্রকাশিত হয়েছে ।

১. ত্রিত্ব ঈশ্বরের নামে প্রদত্ত অনুগ্রহের আশীর্বাদ (ইফি: ১:৩-১৪)

২. অনুগ্রহ সংক্রান্ত অধ্যায় (ইফি: ২:১-১০)

৩. পরজাতীয় এবং যিহূদীদের এক নূতন ঐক্য (ইফি: ২:১১ - ৩:১৩)

৪. খ্রীষ্টের দেহে অনুপম ঐক্য এবং পুরস্কার (ইফি: ৪:১-১৬)

৫. "খ্রীষ্ট এবং মণ্ডলী" "স্বামী এবং স্ত্রীর" মতই একাত্ম - (ইফি: ৫:২২-২৩)

৬. আত্মিক যুদ্ধ সংক্রান্ত অধ্যায়টি -(ইফি: ৬:১০-১৮)

৭. খ্রীষ্ট সংক্রান্ত অধ্যায়টি -(কল: ১:১৩-১৮)

৮. মনুষ্য সৃষ্ট ধর্ম নিয়ম এবং ধর্মানুষ্ঠান -(কল:২:১৬-২৩)

৯. কলসীয় পত্রে প্রকাশিত খ্রীষ্টের সার্বিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইফিষীয় পুস্তকে বর্ণিত খ্রীষ্টের দেহে সামগ্রিক ঐক্যের তত্ত্বগুলি।

জ) উপসংহারে বলা যায় যে এক্ষেত্রে এ. টি. রবার্টসন এবং এফ. এফ. ব্রাসের অনুসরনে এটাই মেনে নেওয়া উচিত যে পৌল লিখিত এই দুটি পত্র একে অন্যের খুবই ঘনিষ্ঠ এবং কলসীয় পত্রে প্রকাশিত সত্যটিকেই এখানে মূল বলে ধরা হয়েছে।

৪. তারিখ

ক) এই পত্রটি লেখার তারিখের সঙ্গে ইফিষ, ফিলিপিয়া, কৈসরিয়া অথবা রোমে পৌলের কারাগার বাসের একটা সম্পর্ক আছে। প্রেরিত পুস্তকে বর্ণিত ঘটনাবলীর সঙ্গে রোমের কারাগার বাসের ঘটনাটি সব চেয়ে সামঞ্জস্য পূর্ণ।

খ) যদি ধরে নেওয়া হয় যে কারাবাসের স্থানটি ছিল রোমে, তাহলে প্রশ্ন ওঠে কোন সময়ে ? পৌল ৬০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাবে কারাগারে গিয়েছিলেন যে বিষয়ে প্রেরিত পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তিনি ছাড়া পেয়েছিলেন এবং ১ এবং ২ তীমথিয় এবং তীত পত্র দুটি লিখেছিলেন। পরে তাকে আবার গ্রেফতার করা হয় এবং ৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ ই জুনের আগে কোন সময় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। যেটি ছিল নীরোর আত্মহত্যার দিন।

গ) সবচেয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ সমাধান হল যে ইফিষীয় পত্রটি পৌল ৬০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ রোমে কারাগার বাসকালীন রচনা করেছিলেন।

ঘ) তুখিক এবং ওনীষিম সম্ভবতঃ কলসীয়, ইফিষীয় এবং ফিলীমন পত্রগুলি এশিয়া মাইনরে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

ঙ) এফ. এফ. ব্রাস এবং মারে হ্যারিস রচিত পৌলের রচনাবলীর সংখ্যানুক্রমিক তালিকা সামান্য পরিবর্ত্তিত করে নীচে দেওয়া হল ঃ-

পুস্তক	তারিখ	লেখার স্থান	প্রেরিত পুস্তকের সঙ্গে সম্পর্ক
গালাতীয়া	৪৮ খ্রীঃ (দক্ষিণাঞ্চ লীয় তত্ত্ব)	সিরিয়া আন্তিয়াখিয়া	১৪:২৮, ১৫:২
১থিষলনীকীয়	৫০ খ্রীঃ	করিন্থ	১৮:৫
২থিষলনীকীয়	৫০ খ্রীঃ	করিন্থ	
১করিন্থীয়	৫৫ খ্রীঃ	ইফিষ	১৯:২০
২ করিন্থীয়	৫৬ খ্রীঃ	মাকিদনিয়া	২০:২
রোমীয়	৫৭ খ্রীঃ	করিন্থ	২০:৩
কলসীয়	৬০ খ্রীঃ গোড়ায় (কারাগারে)	রোম	
ইফিষীয়	৬০ খ্রীঃ গোড়ায় (কারাগারে)	রোম	২৮:৩০-৩১
ফিলীমন	৬০ খ্রীঃ গোড়ায় (কারাগারে)	রোম	
ফিলিপীয়	৬১-৬২ খ্রীঃ শেষে (কারাগারে)	রোম	
১তীমথিয়	৬৩ খ্রীঃ আথবা পরে	মাকিদনিয়া	
তীত	৬৩ খ্রীঃ কিন্তু ৬৮ খ্রীঃ	ইফিষ ?	
২তীমথিয়	৬৪ খ্রীঃ আগে	রোম	

৫. গ্রহীতা

ক) অনেক পাণ্ডুলিপিতে (যেমন চেষ্টার বেটি প্যাপিরাই পি ৪৬, সিনাইটিকাস, ভ্যাটিকানাস;আরিগেনের গ্রীক লেখা এবং টার্টুলিয়ানের গ্রীক লেখায়) ১:১ পদে "ইফিষে" শব্দটি বাদ দেওয়া হয়েছে। আর. এস. ভি এবং উইলিয়ামসের অনুবাসে বাক্যাংশটিকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

খ) গ্রীক ব্যকরনে একটি স্থানের নামকে কর্মকারক হিসাবে ব্যবহার করা যায়। একটি বিজ্ঞপ্তি মূলক চিঠি হিসাবে হয়ত মণ্ডলীর নামটি উহ্য রাখা হয়েছিল যাতে কোন জায়গায় পাঠ করার সময় সেই জায়গায় নামটি বসিয়ে নেওয়া যায়। এখান থেকে হয়ত কলসীয় ৪:১৫-১৬ পদগুলি ব্যাখ্যা করা যায়। যেখানে লেখা আছে "লায়দিকেয়া হইতে পত্র", যেটি সম্ভবতঃ ইফিষীয় পত্রটি (মারসিওনের ব্যাখ্যানুযায়ী ইফিষীয়া পুস্তকটি হল "লায়দিকেয়া নিবাসীদের প্রতি পত্র")

গ) ইফিষীয় পত্রটি প্রাথমিক ভাবে পরজাতীয়দের প্রতি লেখা হয়েছিল (২:১, ৪:১৭) যাদের সঙ্গে পৌল কখনও ব্যক্তিগত ভাবে দেখা করেননি (১:১৫, ৩:২)। লাইকাস নদীর অববাহিকায় অবস্থিত মণ্ডলীগুলি লোয়দিকেয়া, হিয়েরা পোলিস্ এবং কলসী) পৌল নয় কিন্তু ইপাফ্রা স্থাপন করেছিলেন (কল: ১:৭;৪:১২;ফিলীমন ২৩)।

৬. উদ্দেশ্য

ক) এই পুস্তকের মূল বিষয়বস্তু ১:১০ পদ এবং ৪:১-১০ পদগুলিতে খুঁজে পাওয়া যায় যেখানে খ্রীষ্টে সমস্ত কিছুর ঐক্যবদ্ধতার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। খ্রীষ্টই সমগ্র বিশ্বে এবং মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে প্রকাশ করেন ।

খ) কারাগার বাসকালীন লেখা পৌলের পত্রগুলির মধ্যে ইফিষীয় পত্রটি অন্যতম। ইফিষীয় এবং কলসীয় পত্রদুটির রূপরেখা অনেকাংশে এক। লাইকাস নদীর অববাহিকা অঞ্চ লে গড়ে ওঠা এশিয়া মাইনরের মণ্ডলীগুলির মধ্যে যে ভ্রান্ত, জ্ঞানমার্গী শিক্ষা প্রচারিত হচ্ছিল তারই বিরূদ্ধে কলসীয় পত্রটি রচিত হয়েছিল। ইফিষীয় পত্রটি একটি বিজ্ঞপ্তির আকারে ঐ অঞ্চলেরই অন্যান্য মণ্ডলীর কাছে পাঠানো হয়েছিল যাতে তারা অনাগত ভ্রান্ত শিক্ষার বিরূদ্ধে প্রস্তুত হতে পারে। কলসীয় পত্রটি ছিল একটি কঠিন ভাষায় লেখা সংক্ষিপ্ত পত্র আর ইফিষীয় পত্রটি ছিল সেই একই সত্যকে দীর্ঘ বাক্য নিবন্ধ ব্যবহার করে বিশদ ভাবে এবং যুক্তিগ্রাহ্য ভাবে লেখা (১:৩-১৪, ১৫:২৩;২:১-৯;৩:১-৭ ইত্যাদি)

৭. সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

ক) এই পুস্তকটিকে স্বাভাবিক ভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায় (পৌলের লিখিত অনন্যান্য রচনার মত)।
   ১. খ্রীষ্টে ঐক্য, ১-৩ অধ্যায় (ধর্মতত্ত্ব)
   ২. মণ্ডলীতে ঐক্য, ৪-৬ অধ্যায় (প্রয়োগ)

খ) প্রস্তাবিত বিষয় ভিত্তিক রূপরেখা
   ১. পৌলের ঐতিহ্যবাহী মুখবন্ধ, ১:১-২
   ২. খ্রীষ্টে সমস্ত কিছুরই ঐক্য বিষয়ে পিতার পরিকল্পনা, ১:৩-৩:২১
      ক) পিতার প্রতি পৌলের প্রশংসা, ১:৩-১৪
         ১. সময়ের পূর্বে পিতার প্রেম।
         ২. সঠিক সময়ে পুত্রের মাধ্যমে পিতার প্রেম।
         ৩. সময়ের সাথে সাথে পবিত্র আত্মার মাধ্যমে অনন্তর প্রবাহিত পিতার প্রেম।
      খ) মণ্ডলীর জন্য পিতার কাছে পৌলের প্রার্থনা, ১:১৫-২৩
         ১. যেন পুত্রের মাধ্যমে পিতার প্রকাশকে বুঝতে পারা যায়।
         ২. বিশ্বাসীদের মধ্যে শক্তিশালী ভাবে কাজ করার জন্য পিতার শক্তি যেন কাজ করে।
      গ) সমগ্র মানবজাতির জন্য পিতার পরিকল্পনার বিষয়ে পৌলের ধারনা, ২:১-৩:১৩
         ১. পাপে নিমজ্জিত মানবজাতির প্রয়োজন।
         ২. পিতার অনুগ্রহ পূর্ণ ও তত্ত্বাবধান।
         ৩. মানবজাতির পক্ষে পিতার ডাকে সাড়া দেওয়ার নিয়মবদ্ধ তা।
         ৪. পিতার পরিকল্পনা পূর্ণরূপে প্রকাশিত।
      ঘ) বিশ্বসীদের জন্য পিতার কাছে পৌলের প্রার্থনা, ৩:১৪-২১
         ১. আভ্যন্তরীন শক্তি প্রাপ্তির জন্য (আত্মার মাধ্যমে)
         ২. সুসমাচারকে সম্পূর্ণরূপে (শুধুমাত্র প্রস্তাবিত সত্যগুলি নয়) অভিজ্ঞতায় এবং প্রেমে বোঝার জন্য।
         ৩. ঈশ্বরের পূর্ণতায় (যা হলেন খ্রীষ্ট) পূর্ণ হওয়ার জন্য।
         ৪. এই সমস্ত কিছুই সেই সমর্থ ঈশ্বরের কাছে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য।
   ৩. তাঁর সন্তানদের ঐক্যের নিমিত্ত পিতার ইচ্ছা, ৪:১-৬:২০
      ক) সন্তানদের ঐক্যের মধ্যে দিয়ে ত্রিত্ব ঈশ্বরের ঐক্য প্রতিফালিত হয় ৪:১-১৬
         ১. ঐক্য অর্থ শুধু সামজস্য নয়, কিন্তু জীবনযাত্রায় প্রকাশিত প্রেম।
         ২. ঈশ্বর একটি ত্রিত্বমূলক ঐক্য।
         ৩. আত্মিক বরদানগুলি সকলের মঙ্গলের জন্য। ব্যক্তিগত খ্যাতির জন্য নয়।
         ৪. ঐক্য, সেবাকার্য্য দাবী করে।
         ৫. ঐক্য নানাবিধ ভাবে আক্রান্ত।
         ৬. ঐক্য একমাত্র খ্রীষ্ট।
      খ) পরজাতীয়দের আত্মকেন্দ্রিকতার সঙ্গে খ্রীষ্টিয় ঐক্যের তুল না, ৪:১৭-৫:১৪
         ১. পুরাতন জীবনের কর্ম সকল পরিত্যাগ করা।
         ২. খ্রীষ্টের স্বরূপ পরিধান করা।
      গ) ঐক্য ভাবে অর্জন করা এবং রক্ষা করা, ৫:১৫-৬:৯
         ১. সর্বদা আত্মায় পূর্ণ হওয়া
         ২. আত্মায় পূর্ণ জীবনের বিষয়ে বর্ণনা।
            ক) পাঁচটি ক্রিয়া বিশেষণ, ১৯-২১
            খ) তিনটি ঘরোয়া উদাহরন
               ১. স্বামী - স্ত্রী
               ২. পিতামাতা - সন্তান
               ৩. প্রভু - দাস

ঘ) খ্রীষ্টের অনুরূপ হওয়ার সংগ্রাম ৬:১০-২০

১. আত্মিক যুদ্ধ

২. ঈশ্বরের যুদ্ধাস্ত্র

৩. প্রার্থনার শক্তি

৪. উপসংহারমূলক উক্তি, ৬:২১-২৪

৮. ভ্রান্ত শিক্ষকদের ঈশ্বতাত্ত্বিক এবং দার্শনিক পেক্ষাপট (জ্ঞানমার্গ)

ক) প্রথম এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর জ্ঞানমার্গী বিশ্বাস সমূহ :-

১. আত্মা (ঈশ্বর) এবং বস্তুর (জড়পদার্থ) মধ্যে প্রচালিত এক ধরনের সত্তাতাত্ত্বিক (অভ্যন্তরীন) দ্বৈত্যবাদ।

২. আত্মা উত্তম কিন্তু বস্তু মন্দ।

৩. সর্বোচ্চ পবিত্র ঈশ্বর এবং মন্দ বস্তু সৃষ্টিকারী অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরীয় ঈশ্বরের মধ্যে অনেকগুলি অপরিমেয় কালের ব্যবধান বর্তমান।

৪. পরিত্রাণের পথ

ক) গোপনীয় মন্ত্র জানার মাধ্যমেই একমাত্র পৃথিবী থেকে স্বর্গ অবধি বিস্তৃত অপরিমেয় কাল পথগুলি অতিক্রম করা সম্ভব।

খ) প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরের মধ্যে একটি স্বর্গীয় দীপ্তি প্রচ্ছন্ন থাকে কিন্তু সকলে সেই ত্রাণকারী জ্ঞান প্রাপ্ত হতে বা বুঝতে পারে না।

গ) একমাত্র বিশেষ এক দল সম্ভ্রান্ত মানুষের কাছে বিশেষ দর্শনের মাধ্যমে জ্ঞান প্রকাশিত হয়।

৫. নীতিশাস্ত্র

ক) আত্মিক জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন (যুক্তিকামী, বিধিমুক্ত)

খ) পরিত্রাণের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যিক (নীতিবাদী)।

খ) ঐতিহাসিক, বাইবেল ভিত্তিক খ্রীষ্টিয় মতবাদের সঙ্গে বৈপরীত্য ঃ-

১. খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব এবং মানবত্বের মধ্যে পার্থক্যকারী (জ্ঞানমার্গীদের মতে খ্রীষ্ট পূর্ণ ঈশ্বর বা পূর্ণ মানব হতে পারে না)।

২. পরিত্রাণের একমাত্র পথ হল সকলের পাপের বিকল্প হিসাবে খ্রীষ্টের মৃত্যুবরণ অস্বীকার করা।

৩. বিনামূল্যে পরিত্রাণদায়ী অনুগ্রহের বদলি হিসাবে মানবিক জ্ঞানকে স্থান দেওয়া।

৯. যে সব শব্দ বা বাক্যাংশ সম্বন্ধে জানতে হবে

১. পবিত্র, ১:১

২. প্রভু, ১:২

৩. স্বর্গীয় স্থানে, ১: ৩

৪. জগৎপত্তনের পূর্বে, ১:৪

৫. নিষ্কলঙ্ক, ১:৪

৬. পূর্বর হইতে নিরূপিত, ১:৫

৭. মুক্তি, ১:৭

৮. নিগূঢ়তত্ত্ব, ১:৯

৯. কালের পূর্ণতা, ১:১০

১০. মুদ্রাঙ্কিত, ১:১৩

১১. দায়াধিকারের বায় না, ১:১৪

১২. প্রতাপ, ১:১৭

১৩. নিজ দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইয়াছেন, ১:২০

১৪. তাঁহারই পূর্ণতাস্বরূপ, যিনি সর্ব বিষয়ে সমস্তই পূর্ণ করেন, ১:২৩

১৫. জগতের যুগ অনুসারে, ২:২

১৬. ঈশ্বরের দান, ২:৮

১৭. সহপ্রজা, ২:১৯

১৮. কোনস্থ প্রস্তর, ২:২০
১৯. সাহস এবং দৃঢ় প্রত্যয়পূর্বক উপস্থিত হইবার ক্ষমতা, ৩:১২
২০. মনুষ্যদের ঠকামিতে, ৪:১৪
২১. ভ্রান্তির চাতুরীক্রমে তরঙ্গাহত, ৪:১৪
২২. প্রেমে চল, ৫:২
২৩. সৌরভের নিমিত্ত, ৫:২
২৪. খ্রীষ্ট ও ঈশ্বরের রাজ্য, ৫:৫
২৫. এক জন অন্য জনের বশীভূত হও, ৫:২১
২৬. ঈশ্বরের সমগ্র যুদ্ধসজ্জা, ৬:১১
২৭. বদ্ধকটি হইয়া, ৬:১৪
২৮. আত্মার খড়্গ, ৬:১৭

১০. যে সব ব্যক্তিদের বিষয়ে সংক্ষেপে জানতে হবে

১. জ্ঞানমার্গী
২. আকাশের কতৃত্বধিপতি, ২:২
৩. পরজাতীয়
৪. প্রেরিত, ৪:১১
৫. ভাববাদী, ৪:১১
৬. সুসমাচার প্রচারক, ৪:১১
৭. মস্তক, ৪:১৫
৮. দিয়াবল, ৪:২৭
৯. অবাধ্যতার সন্তানগণ, ৫:৬
১০. দীপ্তির সন্তানগণ, ৫:৮
১১. দুষ্টতার অত্মাগণ, ৬:১২
১২. তুখিক, ৬:২১

১১. মানচিত্র চিহ্নিতকরণ - কিছু নেই

১২. আলোচনাযোগ্য প্রশ্নাবলী ঃ-

১. ১:৩-১৪ পদগুলির মূল বিষয়বস্তুটি কি ?
২. "তাঁহার প্রতাপের প্রশংসার নিমিত্ত" বাক্যাংশটি ১:৩-১৪ পদগুলিতে তিন বার ব্যবহৃত হয়েছে কেন ?
৩. এই পুস্তকটিতে পৌল বারবার "প্রজ্ঞা এবং অর্ন্তদৃষ্টি" অথবা "জ্ঞানের" বিষয়ে বলেছেন কেন ?
৪. ১:১৯ পদটিতে কার কথা বলা হয়েছে ?
৫. দুই যুগ বিষয়ক যিহূদী ধারনাটি ব্যাখ্যা করুন। (১:২)
৬. ২:১-৩ পদগুলির সংক্ষিপ্তসার লিখুন।
৭. ২:৪-৬ পদগুলির সংক্ষিপ্তসার লিখুন।
৮. ২:১৪ পদের ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করুন।
৯. ৩:৩ পদে পৌল কি ধরনের দর্শনের কথা বলছেন ?
১০. পৌল নিজেকে "পবিত্রগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম" বলেছেন কেন ?
১১. ৪:৪-৬ পদগুলিতে "এক" কথাটি এতবার ব্যবহার করা হয়েছে কেন ?
১২. ৪:৭ পদে খ্রীষ্টের দানটি কি ?
১৩. ৪:৮ পদে পুরাতন নিয়ম থেকে যে উদ্ধৃতিটি দেওয়া হয়েছে সেটি কোথায় পাওয়া যায়? পুরাতন নিয়মের তুলনায় পৌলের উক্তিটি একটু ভিন্ন কেন ?
১৪. ৪:১২ পদ এত গুরুত্বপূর্ণ কেন ?
১৫. ৫:৫ পদে কি পরিত্রাণ প্রাপ্তদের সংখ্যাকে সীমিত করে দেওয়া হয়েছে ?
১৬. ৫:১৮ পদানুসারে আত্মায় পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে দ্রাক্ষারসে মত্ত হওয়ার কি সম্পর্ক আছে ?
১৭. মণ্ডলীর জন্য খ্রীষ্টের প্রেম ও আত্মত্যাগকে খ্রীষ্টিয় গৃহের সঙ্গে তুলনা কার হয়েছে কেন ? (৫:২৫-৩৩)
১৮. "শ্রদ্ধা করা" এবং "মান্য করা" কি ভাবে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ?
১৯. ৬:১৮ পদ কি ভাবে আজকের যুগের পক্ষে প্রয়োজনীয় ?

ফিলিপীয় পুস্তকের উপক্রমনিকা

১. প্রারম্ভিক মন্তব্য

ক) এটি পৌল লিখিত অন্যতম সাধারণ ব্যক্তিগত স্তরের পত্র। তিনি কখনও নিজের প্রেরিতত্ত্বের ক্ষমতা এই মণ্ডলীটের উপর প্রয়োগ করার প্রয়োজন অনুভব করেননি। এই মণ্ডলীটির প্রতি তাঁর অঢ়েল ভালবাসার কথা সর্বজন বিদিত। ইনি, এমনকি এই মণ্ডলীকে অনুমতি দিয়েছিলেন তাকে টাকাপয়সা পাঠাতে (১:৫,৭; ৪:১৫), যেটি তার পক্ষে ঠিক স্বাভাবিক ছিল না।

খ) পৌল সে সময় কারাগার বন্দী ছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি আনন্দ শব্দটিক (বিশেষ্য এবং ক্রিয়াপদ হিসাবে) ১৬ বারেরও অধিক ব্যবহার করেছেন। পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর উপর তার শান্তি এবং প্রত্যাশা নির্ভরশীল ছিল না।

গ) এই মণ্ডলীটিতে ভ্রান্ত শিক্ষার প্রচালিন ছিল (৩:২,১৮-১৯)। এখানকার ভাক্ত শিক্ষকেরা গালাতীয় মণ্ডলীর যিহূদীদের অনুরূপ ছিল। তারা জোরের সঙ্গে প্রচার করার চেষ্টা করত যে কাউকে খ্রীষ্টান হতে গেলে আগে তাকে যিহূদী হতে হবে।

ঘ) এই পত্রটিতে একটি সুপ্রাচীন খ্রীষ্টিয় ভক্তি সঙ্গীত, বিশ্বাসসূত্র অথবা উপসনামূলক কবিতা খুঁজে পাওয়া যায় (২:৬-১১)। এটি সমগ্র নূতন নিয়মের মধ্যে একটি অন্যতম উৎকৃষ্ট খ্রীষ্ট বিষয়ক রচনা (যোহন ১:১-১৪; কলসীয় ১:১৩-২০; ইব্রীয় ১:২-৩)। পৌল এই অধ্যয়টিকে তাত্ত্বিক অর্থে নয় কিন্তু খ্রীষ্টের নম্রতা একটি উদাহরন হিসাবে ব্যবহার করেছেন এবং সকল বিশ্বাসীর পক্ষে অনুসরণীয়।

ঙ) ১০৪ টি পদ সম্বলিত পুস্তকটিতে, প্রভু যীশুর নাম অথবা উপাধি ৫১ বার ব্যবহার করা হয়েছে। এখান থেকে সুস্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় যে পৌলের হৃদয়, মন এবং তার সমগ্র ধর্মতত্ত্ব জুড়ে কে বিরাজ করছেন।

২. ফিলিপী এবং মাকিদনিয়া

ক) ফিলিপী নগরটি ঃ-

১. ৩৬৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে একটি মহামতি অলেকজাণ্ডারের পিতা, মাকিদনিয়ার রাজ দ্বিতীয় ফিলিপ দ্বারা বিজিত হয়। পূর্বকালে এই গ্রামটির আসল নাম ছিল ক্রেনাইডস্ (বসন্ত)। এই শহরটি খুবই প্রসিদ্ধ ছিল কারণ এখানে আকরিক সোনা পাওয়া যেত বলে।

২. ১৬৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পিদ্নার যুদ্ধে এটি রোমীয়দের হস্তগত হয় এবং পরবর্ত্তীকালে মাকিদনিয়ার চারটি রোমান উপনিবেশের একটিতে পরিণত হয়।

৩. ৪২ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে রোমীয় সরকারের শাসনের বিরূদ্ধে লড়াইয়ে ব্রুটাস এবং ক্যাসিয়াস (প্রজাতন্ত্রী), অ্যান্টনি এবং অক্টাভিয়ানের (সম্রাটপন্থী) সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এই যুদ্ধ জয়ের পর অ্যান্টনি তার দলের কিছু কিছু জয়ী নেতাকে এখানে শাসনকার্য্যে নিযুক্ত করেন।

৪. ৩১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এ্যাকটিয়ামের যুদ্ধে অক্টাভিয়ান আন্টনিকে পরাজিত করার পর, অ্যান্টনির সমর্থকরা রোম থেকে বিতাড়িত হয়ে এই স্থানে নির্বাসিত হন।

৫. ৩১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ফিলিপী একটি রোমান উপনিবেশে পরিণত হয় (প্রেরিত ১৬:১২) এই নগরীর অধিবাসীদের রোমীয় নাগরিক বলে ঘোষণা করা হয়। ল্যাটিন এখানকার কথ্য ভাষায় পরিণত হয় এবং নগরটি একটি ক্ষুদ্র রোমে পরিণত হয়। এই নগরটি পূর্ব-পশ্চিম রোমীয় রাজপথের উপর ইগনিসীয় অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। রোমীয় নাগরিক হিসাবে এখানকার অধিবাসীবৃন্দ যে সব সুযোগ সুবিধা ভোগ করত সেগুলি হল ঃ-

ক) তাদের ভূমিকর এবং সেতুর জন্য কর দিতে হত না ।

খ) তাদের সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়ের অধিকার ছিল।

গ) রোমীয় আইনের অধিকার এবং সুরক্ষাগুলি তারা ভোগ করত ।

ঘ) তাদের নিজস্ব স্থানীয় নেতা থাকতেন (প্রেটরস এবং লিকটরস্)।

খ) ফিলিপীতে সুসমাচার প্রচারিত হয় ঃ-

১. পৌলের দ্বিতীয় প্রচার অভিযান কালে তিনি উত্তর থেকে ঘুরে গিয়ে উত্তর-মধ্য এশিয়ার (আধুনিক তুর্কী, বাইবেল অনুসারে বিথনিয়া) প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি দর্শন পান যে এক জন ব্যক্তি (সম্ভবতঃ লূক) মাকিদনিয়া অঞ্চ ল থেকে (আধুনিক গ্রীস) তাকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করছে (প্রেরিত ১৬:৬-১০)। এই দর্শনের মাধ্যমে পবিত্র আত্মা পৌলকে ইউরোপের অভিমূখে চালিত করেন।

২. কয়েকজন সহকারী পৌলের সঙ্গে ছিলেন ঃ-

ক) সীল (সীলভানাস্)

১. সীল ছিলেন যিরূশালেম মণ্ডলীর এক জন নেতা এবং ভাববাদী(প্রেরিত ১৫:১৫, ২২, ৩২;৩৬:৪১)

২. সীল এবং পৌল উভয়েই ফিলিপীতে কারাগার বরণ করেন (প্রেরিত ১৬৩১৬-২৬)।

৩. পৌল তাকে সবসময় সীল নামে অভিহিত করেছেন (২করিন্থীয় ১:১৯, ১থিষ: ১:১, ২থিষ:১:১)

৪. সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে সীল, যোহন মার্কের মতই পিতরের এক জন সহচরে পরিণত হন (১:৫:১২)

খ) তীমথিয়

১. ইনি পৌলের প্রথম প্রচার যাত্রাকালে ধর্মান্তরিত হন (প্রেরিত১৬:১-২, ২তীম:১:৫, ৩:১৫)

২. তার মা এবং দিদিমা ছিলেন যিহূদী, কিন্তু বাবা ছিলেন গ্রীক (প্রেরিত ১৬:১, ২তীম: ১:৫)

৩. যেহেতু মণ্ডলীর ভ্রাতারা তার সম্বন্ধে ভাল ধারনা পোষন করত এবং পৌল তার মধ্যে এক জন উত্তম প্রচারক হওয়ার গুণাবলী দেখতে পয়েছিলেন, তাই যোহন মার্কের বদলে তাকে এক জন সহকারীরূপে মনোনীত করা হয় (প্রেরিত ১৩:১৩)।

৪. পৌল তীমথিয়ের ত্বকচ্ছেদ করান যাতে যিহূদীরা তাকে গ্রহণ করেন (প্রেরিত ১৬:৩)।

৫. তীমথিয় পৌলের বিশ্বাসভাজন প্রৈরিতিক মুখপাত্রে পরিণত হন (ফিলি: ২:১৯, ১করি: ৪:১৭;৩:২,৬, ২করি: ১:১,১৯)।

গ) লূক

১. ইনি অজ্ঞাত, কিন্তু লূকের সুসমাচার এবং প্রেরিত পুস্তকের সম্ভাব্যতম লেখক।

২. আপাতদৃষ্টিতে ইনি ছিলেন এক জন পরজাতীয় চিকিৎসক (কল: ৪:১৪)। অনেকে মনে করেন যে "চিকিৎসক" কথাটির প্রকৃত অর্থ "উচ্চশিক্ষিত"। এটা সুনিশ্চিত যে ইনি চিকিৎসাবিদ্যা ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে, যেমন সমুদ্র যাত্রা সংক্রান্ত বিদ্যায়, পারদর্শী ছিলেন। যাই হোক প্রভু যীশু এই একই গ্রীক শব্দকে চিকিৎসক অর্থে ব্যবহার করেছিলেন (মথি ৯:১২, মার্ক ২:১৭, ৫:২৬; লূক ৪:২৩; ৫:৩১)।

৩. ইনি ছিলেন পৌলের সহযাত্রী (প্রেরিত ১৬:১০-১৭; ২০:৫-১৫; ২১:১-১৮, ২৭:১-২৮:১৬; কল: ৪:১৪, তীম ৪:১১; ফিলীমন ২৪)।

৪. এটি যথেষ্ট কৌতুহলদ্দীপক যে প্রেরিত পুস্তকে "আমরা" অংশটি ফিলিপীতে শুরু হয়ে সেখানেই শেষ হয়ে যায়। এফ. এফ. ব্রুস্ তার লিখিত 'পেল, এ্যাপোসেল অফ দি হার্ট সেট ফ্রি' (২১৯ পৃঃ) বইতে লিখেছেন যে লূক নূতন বিশ্বসীদের সাহায্য করণার্থে এবং যিরূশালেম মণ্ডলীর জন্য পরজাতীয়দের কাছ থেকে দান সংগ্রহের নিমিত্ত ফিলিপীতে রয়ে গিয়েছিলেন।

৫. হয়ত এক অর্থে লূক পৌলের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন। পৌল অনেক প্রকার শারীরিক অসুস্থতার ভুগতেন (প্রেরিত ৯:৩,৯) তার পরিচর্য্যা কার্য্যেও অনেক সমস্যা ছিল (২ করি: ৪:৭-১২; ৬:৪-১০; ১১:২৩-২৯) এবং সেই সঙ্গে ছিল তার নিজস্ব বিশেষ দূর্বলতা (২করি:১২:১-১০)।

৩. পৌল তার তৃতীয় প্রচার যাত্রায় ফিলিপীতে ফিরে এসেছিলেন (প্রেরিত ২০:১-৩,৬)। তিনি আগে সীল এবং তীমথিয়কে পাঠিয়েছিলেন (প্রেরিত ১৯:১৯-২৪; ফিলি: ২:১৯-২৪)।

গ) একটি রোমীয় উপনিবেশ হিসাবে ফিলিপী (প্রেরিত ১৬:১২)

১. পৌল এই নগরটির রোমীয় উপনিবেশ হওয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন।

ক) স্কন্ধাবার, ১:১৩

খ) নাগরিকত্ব, ৩:২০ (প্রেরিত ১৬:২২-৩৪, ৩৫-৪০)

গ) কৈসরের বাটীর লোকস ৪:২২

২. এই নগরীর মূল বসবাসকারীরা ছিলেন অবসর প্রাপ্ত এবং নির্বাসিত রোমীয় সৈনিকেরা। অনেক দিক থেকেই এটি ছিল রোমের একটি ক্ষুদ্র সংস্করন। রোমের যাবতীয় চালচলনের উদাহরন ফিলিপীয় পথে ঘাটে দেখা যেত (প্রেরিত ২৬:২১)।

৩. পৌল (প্রেরিত ২২:২৫;২৬:৩২) এবং সীল (প্রেরিত ১৬:৩৭) ছিলেন রোমীয় নাগরিক, যার ফলে তাদের সে ধরনের আইনী অধিকার এবং সামাজির স্থান ছিল।

ঘ) মাকিদনিয়া প্রদেশ ঃ-

১. সমগ্র রোমার সাম্রাজ্যে একমাত্র মাকিদনিয়া প্রদেশেই নারীদের সর্বাধিক স্বাধীনতা এবং আর্থিক সুযোগসুবিধা প্রচলিত ছিল।

২. এই তথ্যগুলি বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়েছে ঃ-

ক) ফিলিপী নগরীর বাইরে নদীর ধারে উপসনারত অনেক মহিলার উপস্থিতি (প্রেরিত ১৬:১৩)।

খ) লুদিয়া নাম্নী নারী ব্যবসায়ী (প্রেরিত ১৬:১৪)।

গ) সুসমাচারে বর্ণিত নারী প্রচার সহযোগীনিরা (৪:২-৩)

ঘ) থিষলনীকীয় পত্রে উল্লিখিত অনেক অগ্রগন্য নারীর নাম মাকিদনিয়াতেও, যেমন (প্রেরিত ১৭:৪)।

৩. লেখক

ক) এই ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত পত্রটির লেখকত্বের সম্মান সর্বদা পৌলকে দেওয়া হয়েছে। প্রথম পুরুষে "আমি" কথাটি "আমার" কথাটি ৫১ বার ব্যবহার করা হয়েছে।

খ) প্রাচীন লেখকরা বার বার এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন (সমগ্র তালিকার জন্য, ক্রেগেল প্রকাশিত, এইচ. সি. জি. মৌল লিখিত 'স্টাডিস্ এই ফিলিপীয়ান' গ্রন্থের ২০-২১ পৃষ্ঠা দেখুন) ঃ-

১. ৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রোমের ক্লিমেন্ট করিন্থীয় মণ্ডলীর কাছে এ বিষয়ে লিখেছিলেন।

২. ১১০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ইগ্নেসিয়াস তার রচিত ' লেটারস্ অফ ইগ্নেসিয়াসে' এ কথা উল্লেখ করেছিলেন।

৩. ১১০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ, সাধু যোহনের শিষ্য পলিকার্প ফিলিপীয়দের প্রতি লিখিত তার পত্রে একথা লিখেছিলেন।

৪. ১৭০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ, ভ্রান্ত শিক্ষক মারসিওনের অনুগামীরা পৌলের পত্রবলীর ভূমিকা রচনাকালীন এ বিষয়ে উল্লেখ করেছিলেন।

৫. ১৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইরেনিয়াস।

৬. ১৯০ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিমেন্ট।

৭. ২১০ খ্রীষ্টাব্দে কার্থেজ থেকে টার্টুলিয়ন এ বিষয়ে লিখিলিছেন।

গ) যদিও ১:১ পদে তীমথিয়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তবুও তিনি ছিলেন এক জন সহকারী মাত্র, সহলেখক নন (যদিও তিনি হয়ত সময়ে সময়ে পৌলের লেখনীকার রূপে কাজ করেছিলেন)।

৪. তারিখ

ক) এই পুস্তকটির তারিখ নির্ভরশীল এই বিষয়টির উপরে যে পৌল কোথায় কোথায় কারাগার বদ্ধ হয়েছিলেন (২করি: ১১:২৩)।

১. ফিলিপী, প্রেরিত ১৬:২৩-৪০

২. ইফিষ, ১করি: ১৫:৩২, ২করি: ১:৮

৩. যিরূশালেম/ কৈসরিয়া, প্রেরিত ২১:৩২-৩৩:৩০

৪. রোম, প্রেরিত ২৮:৩০ (ফিলিপীয় পুস্তকের মারসিওন মুখবন্ধে উল্লিখিত)।

খ) অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন যে পৌলের জীবন এবং প্রেরিত পুস্তকের ঘটনাবলী সঙ্গে সব চেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ হল রোমে পৌলের কারাবাস। যদিও তাই হয় তাহলে ৬০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধ হল সব চেয়ে সমুচিত তারিখ।

গ) এই পুস্তকটি পৌলের "কারাবাসকালীন লিখিত পত্রাবলীর" অর্ন্তভুক্ত (কলসীয়, ইফিষীয়, ফিলীমন এবং ফিলিপীয়), আভ্যন্তরীণ প্রমাণ সমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, কলসীয়, ইফিষীয় এবং ফিলীমনের প্রতি লিখিত পত্রগুলি রোমে পৌলের কারাবাস কালীন লিখিত এবং তুখিক এগুলিকে এশিয়া মাইনর প্রদেশে বহন করে নিয়ে যান (কলসীয় ৪:৭, ইফি: ৬:২১)। ফিলিপীয় পত্রটির সুরটি ভিন্ন, এখানে পৌল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছেন যে তিনি অবশ্যই কারাগার থেকে মুক্তি পাবেন (১:১৭-২৬) এবং অন্যদের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন (২:২৪)।
এই কাঠামো থেকে সময়কাল সম্বন্ধে আরও কিছু জানা যায় ঃ- (১) পৌলের প্রভাব সে সময়কার রাজ সৈন্যদের (১:১৩;প্রেরিত ২৮:১৬) এবং রাজ কর্মচারীদের (১:৩-১১;২:১৯-৩০;৪:১০-২০) উপরে পড়েছিল এবং (২) ফিলিপীয় মণ্ডলী এবং পৌলের মধ্যে অনেকবার বার্তাবাহকগণ যাতায়াত করেছিলেন।

৫. পত্রটির উদ্দেশ্য

ক) এই সুন্দর মণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানাতে যারা অনেকবার পৌলকে আর্থিক অনুদান পাঠিয়েছিল এবং ইপাফ্রদীত নামক (১:৩-১১;২:১৯-৩০;৪:১০-২০) এক জন সহকারীকেও প্রেরণ করেছিল। হয়ত এই পত্রটি ইপাফ্রদীতের দ্রুত প্রতিগমনের বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্যও লেখা হয়েছিল। কেননা বন্দী ছিলেন কিন্তু সুসমাচার ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত।

খ) ফিলিপীয়দের তার (পৌলের) জীবনে প্রবহমান ঘটনাবলীর সম্বন্ধে উৎসাহিত করতে, কারাগারেই সুসমাচার প্রচারের কাজ এগিয়ে যাচ্ছিল। পৌল বন্দী ছিলেন কিন্তু সুসমাচার ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত।

গ) ফিলিপীয়দের সেই সব ভ্রান্ত শিক্ষকদের শিক্ষার মাঝেও স্থির থাকার অনুপ্রেরণা দিতে। যে সব ভ্রান্ত শিক্ষা ছিল গালাতীয়ার যিহূদীপন্থীদের অনুরূপ। এই ভ্রান্ত শিক্ষকেরা দাবী করত যে খ্রীষ্টান হতে হলে কাউকে আগে যিহূদী হতে হবে (প্রেরিত ১৫)। কিন্তু ৩:১৯ পদে বর্ণিত পাপ সমূহের তালিকা যেহেতু যিহূদীদের তুলনায় গ্রীক ভ্রান্ত শিক্ষকদের (জ্ঞানমার্গী) শিক্ষার অধিক অনুরূপ, সেহেতু এই ভ্রান্ত প্রচারকদের সঠিক পরিচয় বোঝা যায় না। সম্ভবতঃ কোন কোন বিশ্বাসী খ্রীষ্ট বিশ্বাস পরিত্যাগ করে পূর্ববর্ত্তী পরজাতীয় জীবনযাত্রা পূর্ণগ্রহণ করেছিল।

ঘ) আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক অত্যাচারের মাঝেও আনন্দ উপভোগ করতে ফিলিপীয় মণ্ডলীকে উৎসাহদান করার জন্য। পৌলের জীবনে আনন্দ কখনও পরিপার্শ্বিকতা ভিত্তিক ছিল না কিন্তু খ্রীষ্ট ভিত্তিক ছিল। দুঃখের মাঝেও আনন্দের এই মনোভাবটি কিন্তু স্তোরীকদের পলায়ন কর মনোবৃত্তির সমার্থক ছিল না। কিন্তু সেটি ছিল খ্রীষ্টানদের বিশ্বদর্শন এবং তাদের প্রতিনিয়ত চলা জীবন সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি। পৌল বাস্তব জীবনের বিভিন্ন প্রতীক এবং উদাহরণ ব্যবহার করে খ্রীষ্টিয় জীবনের এই উদ্বেগময় জীবনযাত্রার ছবি এঁকেছিলেন।

১. দৌড়বীর, (৩:১২,১৪;৪:৩)
২. সৈন্যদল, (১:৭,১২,১৫,১৬,১৭,২২,২৮,৩০)
৩. বানিজ্যিক (৩:৭,৮;৪:১৫,১৭,১৮)

৬. বিষয়ভিত্তিক রূপরেখা

ক) ফিলিপীয়দের প্রতি লিখিত পত্রটির রূপরেখা প্রস্তুত করা খুবই কঠিন কারণ এটি একান্ত ব্যক্তিগত পত্র। পৌল তার বন্ধুদের সঙ্গে এবং খ্রীষ্টিয় সহকর্মীদের সাথে খোলাখুলি কথা বলার উদ্দেশ্যে এই পত্রটি রচনা করেছিলেন। তার নিজের চিন্তাধারাগুলিকে সুসন্নিবেশিত করার আগেই তার হৃদয়ের আবেগ সবকিছু ছাপিয়ে উঠত। এই পুস্তকটি অতীব স্বচ্ছ ভাবে এই মহৎ প্রেরিত শিষ্যের হৃদয়ের চিন্তা সকল পরজাতীয়দের কাছে প্রকাশিত করে। পৌল খ্রীষ্টে "আনন্দ" উপভোগ করতেন এবং সর্ব্বাবস্থায় সুসমাচারের সেবা করে আাদিত হতেন!

খ) গদ্যরূপ

১. পৌলের একান্ত নিজস্ব মুখবন্ধ ১:১-২
   ক) শুভেচ্ছা জ্ঞাপন
      ১. পৌলের পক্ষ থেকে এবং (তীমথিয়ের) ১:১
      ২. ফিলিপীর পবিত্রগণের প্রতি (অধ্যক্ষ এবং পরিচারকদেরও প্রতি) ১:১
      ৩. পৌলের নিজস্ব ভঙ্গিমার প্রার্থনা, ১:২

খ) প্রার্থনা ১:৩-১১
১. প্রথম থেকে সুসমাচারের পক্ষে সহযোগীদের জন্য ১:৫
২. পৌলের সেবাকার্য্যের সহভোগীদের জন্য, ১:৭
৩. পৌলের অনুরোধ ঃ-
ক) উপচে পড়া প্রেম, ১:৯
খ) উপচে পড়া তত্ত্বজ্ঞান, ১:৯
গ) উপচে পড়া সূক্ষ্মচৈতন্য, ১:৯
ঘ) উপচে পড়া পবিত্রতা, ১:১০

২. কারাগার নিবাসী পৌলের বিষয়ে অন্যান্যদের দুশ্চিন্তার অধিক তাদের বিষয়ে পৌলের দুশ্চিন্তা,(১:১২-২৬)
ক) পৌলের কারাবাসের দিনগুলিকের ব্যবহার করে ঈশ্বর সুসমাচার প্রচার সম্প্রসারিত করেছিলেন।
১. রাজ সৈন্যদের কাছে, ১:১৩
২. কৈসরের বাটীর অন্যান্যদের কাছে, ১:১৩;৪:২২
৩. সাহসী প্রচারকদের কাছে, ১:১৪-১৮
খ) পৌল, মুক্ত হওয়ার বিষয়ে আশাবাদী ছিলেন কেননা ঃ-
১. তাদের প্রার্থনার জন্য, ১:১৯
২. পবিত্র আত্মার জন্য, ১:১৯
গ) পৌলের দৃঢ় প্রত্যয় - হয় মুক্তি অথবা মৃত্যুর মাধ্যমে বন্ধন মোচন, ১:২০-২৬

৩. পৌলের উৎসাহ প্রদান, ১:২৭-২:১৮
ক) শত নিপীড়নের মাঝেও খ্রীষ্টের সমরূপ ঐক্য রক্ষায় ১:২৭-৩০
খ) খ্রীষ্টের মত আত্মত্যাগমূলক জীবনযাপন, ২:১-৪
গ) খ্রীষ্টই আমাদের শ্রেষ্ঠ, উদাহরণ, ২:৫-১১
ঘ) খ্রীষ্টের উদাহরন অনুসরন করে আমাদের শান্তি ও ঐক্যে বাস করতে হবে, ২:১২-১৮

৪. ফিলিপীয় বিষয়ে পৌলের পরিকল্পনা, ২:১৯-৩০
ক) তীমথিয়কে পাঠানো, ২:১৯-২৪
খ) ইপাফ্রদীতকে ফেরত পাঠানো, ২:২৫-৩০

৫. ভ্রান্ত শিক্ষকদের বিরূদ্ধে দৃঢ় ভাবে রূখে দাঁড়ানো, ১:২৭;৪:১
ক) কুকুর, দুষ্ট কার্য্যকারী, ছিন্ন লোক (প্রেরিত ১৫, গালাতীয়) ৩:১-৪
খ) পৌলের যিহূদী ঐতিহ্য ঃ
১. ভ্রান্ত শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, ৩:৫-৬
২. খ্রীষ্টের আলোকে ৩:৭-১৬
গ) তাদের জন্য পৌলের দুঃখ প্রকাশ, ৩:১৭-২১

৬. পৌল আবার উৎসাহ প্রদান করেন ঃ-
ক) ঐক্য ৪:১-৩
খ) খ্রীষ্ট স্বরূপ গুণাবলী, ৪:৪-৯

৭. ফিলিপীয়দের নিকট থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের জন্য পৌলের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ
ক) তাদের দেওয়া সাম্প্রতিক উপহার, ৪:১০-১৪
খ) পূর্বে তাদের দেওয়া উপহার, ৪:১৫-২০ (১:৫)

৮. পৌলের নিজস্ব ভঙ্গিমার উপসংহার, ৪:২১-২৩

৭. যে সব বিষয় ও বাক্যাংশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানতে হবে ঃ-

১. "আমার বন্ধন সম্বন্ধে" ১:৭,১৩
২. "যীশুর স্নেহ" ১:৮
৩. "খ্রীষ্টের দিন" ১:১০
৪. "ধার্ম্মিকতার ফল" ১:১১
৫. "স্কন্ধাবার রক্ষক" ১:১৩
৬. "তাঁহার নিমিত্ত দুঃখভোগ" ১:২৯
৭. "আপনাকে শূন্য করিলেন" ২:৭
৮. "মনুষ্যদের সাদৃশ্য" ২:৭
৯. "স্বীকার" ২:১১

১০. "আমি বৃথা দৌড়ি নাই, বৃথা পরিশ্রমও করি নাই" ২:১৬
১১. "আমি পেয় নৈবেদ্যরূপে সেচিত হই" ২:১৭
১২. "কুকুরদের হইতে সাবাধান" ৩:২
১৩. "ইব্রিকুল জাত ইব্রীয়" ৩:৫
১৪. "তাহারা খ্রীষ্টের ক্রুশের শত্রু" ৩:১৮
১৫. "আমরা স্বর্গপূরীর প্রজা" ৩:২০
১৬. "তাহাদের নাম জীবন পুস্তকে লেখা আছে" ৪:৩

৮. যে সব ব্যক্তিদের সম্পর্কে সংক্ষেপে জানতে হবে ঃ-

১. অধ্যক্ষগণ ১:১
২. পরিচারকগণ ১:১
৩. তীমথিয় ২:১০
৪. ইপাফ্রদীত ২:২৫
৫. নকল ত্বকচ্ছেদ, ৩:২
৬. সুন্তখী, ৪:২

৯. মানচিত্রে যে সমস্ত স্থান চিহ্নিত করতে হবে ঃ-

১. ফিলিপী, ১:১
২. মাকিদনিয়া, ৪:১৫
৩. থিষলনীকীয়, ৪:১৬

১০. আলোচনাযোগ্য প্রশ্নাবলী ঃ-

১. ১:৬ পদে কি তত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে ?
২. ১:১৬ পদে পৌল কি বোঝাতে চেয়েছেন ব্যাখ্যা করুন ।
৩. "যীশু খ্রীষ্টের আত্মা" বলতে কি বোঝায় ?
৪. ১:২১ পদ আপনার নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন ।
৫. ২:৬ পদ কি ভাবে যীশুর চিরকালীন ঈশ্বরত্ব এবং দেবত্বের সঙ্গে সম্পর্কিক ?
৬. যীশু কেন ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। (২:৮)
৭. "যাহারা স্বর্গে আছেন, যারা পথিবীতে এবং যারা পাতালে" বলতে কি বোঝায় ?
৮. "সভয়ে এবং সকম্পে আপন আপন পরিত্রাণ সম্পন্ন কর" (২:১২) বলে কি বোঝায় ?
৯. ২:৪-৬ পদগুলিতে বর্ণিত পৌলের যিহূদী গুণাবলীর বর্ণনা করুন ।
১০. ৩:৯ পদের তাৎপর্য্য কি ?
১১. ফিলিপীয় ৪:৪ পদে বলা হয়েছে "প্রভু নিকটবর্ত্তী" যদি তাই হয় তাহলে এখনও তাঁর পুনরাগমন হয়নি কেন ?

Mediterranean World
Scale of Miles
0 50 100 200 300

কলসীয় পুস্তকের উপক্রমনিকা

১. প্রারম্ভিক বক্তব্য

ক) আমরা কলসী নগরী নিবাসী ভ্রান্ত শিক্ষকদের ধন্যবাদ দিই, কেননা তাদের জন্যই পৌল এই চিঠিটি লিখেছিলেন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই পুস্তকের মর্ম বোঝার জন্য এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বোঝা অতীব প্রয়োজন। পৌলের পত্রবলীকে "সময়োচিত তথ্য" বলা হয় কেননা তিনি সর্বদা তার সমসাময়িক কালে মণ্ডলীগুলিতে যেসব সমস্যা উদ্ভুত হয়েছিল সেগুলিকে লক্ষ্য করে শাশত্ব সুসমাচারের বাণী প্রচার করতে চেষ্টা করেছিলেন। কলসীতে প্রচারিত ভ্রান্ত শিক্ষাটি ছিল গ্রীক দর্শন (জ্ঞানবাদ) এবং যিহূদী মত বাদের এক অদ্ভুত মিশ্রন।

খ) প্রভু যীশুর বিশ্বজনীন প্রভুত্ব হল এই পত্রটির কেন্দ্রীয় বিষয় (১:১৫-১৭)। এই পুস্তকে বর্ণিত খ্রীষ্টতত্ত্বের কোন তুল না হয় না। কলসীয় পত্রটি ইফিষীয় পত্রের রূপরেখাটির আভাস দেয়। পৌল জানতেন যে এই ভ্রান্ত শিক্ষা একদিন সমগ্র এশিয়া মাইনরে ছড়িয়ে পড়বে। কলসীয় পত্রটিতে সরাসরি ভ্রান্ত শিক্ষাকে আক্রমন করা হয়েছে আর ইফিষীয় পত্রে অন্যান্য মণ্ডলীতে আগত প্রায় ভ্রান্ত শিক্ষার বিরূদ্ধে এক ধরনের কেন্দ্রীয় মতবাদ গড়ে তোলা হয়েছে। কলসীয় পুস্তকের কেন্দ্রবিন্দু হল খ্রীষ্টতত্ত্ব আর ইফষীয় পত্রের বিষয়বস্তু হল যে সমগ্র বিশ্বের প্রভু। প্রভু যীশু খ্রীষ্টেই সমস্ত কিছু ঐক্যবদ্ধ হয়।

গ) এখানে পৌল অত্যন্ত কঠিন ভাষায় (২:৬-২৩) যিহূদী এবং গ্রীক নিয়ম ব্যবস্থাকে সমালোচনা করেছেন।

২. নগরটি

ক) আদিতে কলসী নগরটি ফ্রিজিয়ার অর্ন্তভুক্ত, পর্গামম রাজ্যের অংশ ছিল। ১৩৩ খ্রীষ্ট পূর্বব্দে এটি রোম সাম্রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত হয়।

খ) পৌলের সময়ের আগেও কলসী নগরটি একটি সুবৃহৎ বানিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে সুপরিচিত ছিল (হোরেডেটাস লিখিত 'হিস্ট্রিস্' বইয়ের ৮:৩০ এবং জেনোফোন লিখিত 'অ্যানাবিস' বইয়ের ১:২:৬ দেখুন)।

১. কলসী নগরটি যে উপত্যকায় অবস্থিত ছিল সেটি ছিল প্রাচীন ভুমধ্যসাগরীয় অঞ্চ লের সর্ব বৃহৎ পশম উৎপাদন কেন্দ্র। এখানে উৎকৃষ্ট কালো পশম, রঙিন পশম, বেগুনিয়া এবং গাঢ় লাল রঙের পশম উৎপাদিত হত। এখানকার লাভামিশ্রিত মাটি ছিল পশুপালনের উপযুক্ত চারণ ক্ষেত্রে আচ্ছাদিত। আর এখানকার খড়িমাটিযুক্ত জল ছিল পশম রং করার কার্য্যের জন্য খুবই উপযোগী (স্ট্রাবো লিখিত পুস্তকের ১৩:৪:১৪ দেখুন)।

২. আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের কারণে এই নগরটি বহুবার ধবংস হয়ে গিয়েছিল। যার মধ্যে সব চেয়ে সাম্প্রতিক ঘটনাটি হয় ৬০ খ্রীষ্টাব্দে (ট্যাকিটাসের কালে) অথবা ৬৪ খ্রীষ্টাব্দে (ইসুবিয়াসের সময়ে) ঘটেছিল।

গ) কলসী নগরটি মিয়ান্দার নদীর শাখা নদী, লাইকাস নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। এই শাখা নদীটি ইফিষের পাশ দিয়ে প্রায় ১০০ মাইল উজানে বয়ে যেত। এই উপত্যকা ক্ষেত্রেই হিয়েরোপলিস (৬ মাইল দূরে) এবং লাওদিকিয়া (১০ মাইল দূরে) অবস্থিত ছিল (১:২, ২:১, ৪:১৩, ১৫:১৬)।

ঘ) রোমীয়রা ইগ্নাশিয়া নগর ছুঁয়ে কলসীর পাশ চলে যাওয়া বিখ্যাত পূর্ব-পশ্চিম রাজপথ নির্মাণ করার পর এই নগরটির গুরুত্ব হ্রাস পায়। প্যালেস্তাইনের যর্দ্দন উপত্যকা অঞ্চ লে অবস্থিত পেত্রা নগরটির এই দশা হয়েছিল।

ঙ) নগরটির অধিকাংশ বাসিন্দাই ছিল পরজাতীয় (ফ্রিজীয় এবং গ্রীক অধিবাসী)। কিন্তু সেখানে অসংখ্য যিহূদী বাস করত। যোসেফাসের রচান থেকে জানা যায় যে, তৃতীয় এ্যান্টিওফাস্ ব্যাবিলন থেকে প্রায় ২০০০ যিহূদীকে কলসী নগরটিতে স্থানান্তরিত করেছিলেন। প্রাচীন নথি থেকে জানা যায় যে ৭৬ খ্রীষ্টাব্দে নাগাদ প্রায় ১১০০০ যিহূদী পুরুষ কলসী নগরীভুক্ত জেলায় বাস করত।

৩. লেখক

ক) এই পত্রের প্রেরক দুজন, পৌল এবং তীমথিয় (কলসীয় ১:১)। কিন্তু প্রাধান লেখক হলে পৌল;তীমথিয় সম্ভবতঃ পৌলের সহকারী এবং লেখনীকার হিসাবে নিজের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছিলেন।

খ) প্রাচীন রচনাসমূহের দ্বিধাহীন ভাবে পৌলকে লেখক বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

১. পুরাতন নিয়মের বিরোধী ভ্রান্ত শিক্ষক মারসিওন (যিনি ১৪০ খ্রীষ্টাব্দে রোমে গিয়েছিলেন) এই পত্রটিকে পৌলের পত্রাবলীর অর্ন্তভুক্ত বলে বর্ণনা করেছেন।

২. ম্যুরা টোরিয়ান তালিকাতে (২০০ খ্রীষ্টাব্দে রোম থেকে প্রকাশিত মণ্ডলীতে গৃহীত পুস্তকের তালিকা) এটিকে পৌল রচিত বলা হয়েছে।

৩. অনেক প্রাচীন মণ্ডলাধ্যক্ষ এই পত্রটিকে থেকে বিভিন্ন উদাহরন দিয়েছেন এবং এটিকে পৌল লিখিত বলে বর্ণনা করেছেন ঃ-

ক) ইরেনিয়াস (১৭৭-১৯০) খ্রীষ্টাব্দে লাগাদ লিখেছিলেন

খ) আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিমেন্ট (১৬০-২১৬ খ্রীঃ সময়কাল)

৪. কলসীয় এবং ইফিষীয় পত্রদুটির মধ্যে সাহিত্যগত সম্পর্ক

ক) কারাগারে বাসকালীন লেখা এই দুটি পত্রেই নিম্নলিখিত সাহিত্যিক রূপরেখা দেখা যায়।

১. ইপাফ্রা (কলঃ ১:৭;৪:১২;ফিলীমন ২৩) পৌলের ইফিষ যাত্রাকালীন (প্রেরিত ১৯) পরিবর্তিত হয়েছিলেন।

ক) ইপাফ্রা তার নূতন ধর্ম বিশ্বাসের সুসমাচারকে তার নিজের দেশে অর্থাৎ লায়কীয় নদীর অববাহিকা অঞ্চ লে (৪:১২) বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

খ) ইপাফ্রা তিনটি মণ্ডলী শুরু করেছিলেন ঃ- হিয়েরা পোলিস্, লাওদিকিয়া (৪:১৩) এবং কলসী।

গ) ইপাফ্রা পৌলের কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে ভ্রান্ত শিক্ষকরা, খ্রীষ্টিয় মতবাস, যিহূদী ধর্মতত্ত্ব এবং গ্রীক দর্শন মিলিয়ে মিশিয়ে যে অদ্ভুত মতবাদ প্রচার করছিল, তার প্রতিকার কিভাবে করা যায়। সেই সময় (৬০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে) পৌল রোমের কারাগারে বন্দী ছিলেন (৪:৩,১৮)।

২. ভ্রান্ত শিক্ষকেরা গ্রীক অধিবিদ্যার স্বপক্ষে সওয়াল করত

ক) আত্মা এবং বস্তু সমভাবে চির-অনন্ত।

খ) আত্মা (ঈশ্বর) উত্তম।

গ) বস্তু (সৃষ্ট জগৎ) মন্দ।

ঘ) সর্বোচ্চ, সর্বোত্তম ঈশ্বর এবং অপেক্ষাকৃত নিম্ন সৃষ্টিকারী ঈশ্বরের মধ্যে অনেকগুলি অতিপ্রাকৃত স্তর বা লোক বর্তমান।

ঙ) পরিত্রাণ প্রাপ্তি কিছু গুপ্ত জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার উপর নির্ভর করে সেগুলি মানুষকে এই অতি প্রাকৃত স্তরগুলি অতিক্রম করে সর্বোচ্চ ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করে।

খ) পৌল রচিত দুটি পত্রের মধ্যে সাহিত্যগত সম্পর্ক

১. এই সমস্ত মণ্ডলীতে (যেগুলিতে পৌল ব্যক্তিগত ভাবে কখনও যাননি)। প্রচালিত ভ্রান্ত শিক্ষার বিষয়ে পৌল জানতে পেরেছিলেন।

২. পৌল এই সমস্ত ভ্রান্ত শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে আবেগপূর্ণ ভাষায় একটি সংক্ষিপ্ত এবং কড়া চিঠি লিখেছিলেন। পত্রটির কেন্দ্রীয় বিষয় বস্তু ছিল প্রভু যীশুর বিশ্বব্যাপী প্রভুত্ব। এটিকেই কলসীয়দের প্রতি লিখিত সাধু পৌলের পত্র বলা হয়।

৩. সম্ভবতঃ কলসীয়দের প্রতি পত্রটি লেখার পরে কারাগারে বন্দী থাকাকালীন হাতে অনেক সময় থাকার দরুন পৌল ইফিষীয় পত্রটি লেখা শুরু করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে গ্রীক মানসিকতার "উপযোগী" করে তোলার জন্য সুসমাচারকে গ্রীক পৌত্তলিক দর্শনের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার এই প্রচেষ্টা ধীরে ধীরে এশিয়া মাইনরের সমস্ত মণ্ডলীতে ছড়িয়ে পড়বে। ইফিষীয় পত্রটির বৈশিষ্ট্য হল দীর্ঘ বাক্যবন্ধ এবং উন্নত ঈশতাত্ত্বিক সুত্রাবলীর ব্যবহার (১:৩-১৪, ১৫-২৩;২:১-১০,১৪-১৮,১৯-২২;৩:১-১২,১৪-১৯;৪:১১-১৬;৬:১৩-২০)। কলসীয় পত্রকে আলোচনার শুরু বলে ধরে নিয়ে এখানে অনেক ঈশ্বতাত্ত্বিক মতবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। এই পত্রের মূল বা কেন্দ্রীয় বিষয়টি হল খ্রীষ্টে সকলের ঐক্য, যেটি ভ্রান্ত মতবাদীদের অলৌকিক শিক্ষার বিরোধী।

গ) সম্পর্কযুক্ত সাহিত্যগত এবং ঈশ্বতত্ত্বগত

১. মূল গঠন

ক) উভয় পত্রের শুরুর দিকটি সাদৃশ্যযুক্ত

খ) উভয় ক্ষেত্রেই আলাদা করে খ্রীষ্ট বিষয়ক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

গ) উভয় পত্রেই একটি বিশেষ অংশে খ্রীষ্টান জীবন ধারার ব্যবহারিক দিকগুলি আলোচনা করার সময় একই ধরনের শব্দ ও বাক্যংশ ব্যবহার করা হয়েছে।

ঘ) পত্র দুটির উপসংহারমূলক পদগুলি প্রায় এক রকম। গ্রীক ভাষায় ২৯ টি পদ পরপর ব্যবহৃত হয়েছে। কলসীয় পত্রে খালি দুটি আলাদা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ("সহদাস")। ইফিষীয় ৬:২১-২২ পদুলির সঙ্গে কলসীয় ৪:৭-৯ পদগুলির তুলনা করুন।

২. হুবুহু এক শব্দ অথবা বাক্যংশ

ইফিষীয় ১:১গ এবং কলসীয় ১:২ক	"বিশ্বস্ত"
ইফিষীয় ১:৪ এবং কলসীয় ১:২২	"পবিত্র এবং নিষ্কলঙ্ক"
ইফিষীয় ১:৭ এবং কলসীয় ১:১৪	"মুক্তি .... পাপের মোচন
ইফিষীয় ১:১০ এবং সলসীয় ১:২০	"স্বর্গস্থিত .... কি মর্ত্যস্থিত সকলই
ইফিষীয় ১:১৫ এবং কলসীয় ১:৩-৪	"শুনিয়াছি .... সমস্ত পবিত্র লোকের প্রতি যে প্রেম।
ইফিষীয় ১:১৮ এবং কলসীয় ১:২৭	"দায়াধিকারের প্রতাপধন"
ইফিষীয় ১:২৭ এবং কলসীয় ১:১৮	"মণ্ডলীর মস্তক"
ইফিষীয় ২:১ এবং কলসীয় ১:১৩	"মৃত ছিলে"
ইফিষীয় ২:১৬ এবং কলসীয় ১:২০	"সন্ধি করেন .... ক্রুশে"
ইফিষীয় ৩:২ এবং কলসীয় ১:২৫	" দেওয়ানী কার্য্য"
ইফিষীয় ৩:৩ এবং কলসীয় ১:২৬-২৭	"নিগূঢ়তত্ত্ব"
ইফিষীয় ৪:৩ এবং কলসীয় ৩:১৪	"ঐক্য"
ইফিষীয় ৪:১৫ এবং কলসীয় ২:১৯	"মস্তক এবং বৃদ্ধি"
ইফিষীয় ৪:২৪ এবং কলসীয় ৩:১০,১২,১৪	"পরিধান"
ইফিষীয় ৪:৩১ এবং কলসীয় ৩:৮	"ক্রোধ, হিংসা, নিন্দা ও কুৎসিত আলাপ"
ইফিষীয় ৫:৩ এবং কলসীয় ৩:৫	" বেশ্যাগমন, অশুদ্ধ তা, লোভ"
ইফিষীয় ৫:৫ এবং কলসীয় ৩:৫	"প্রতিমা পূজা (লোভ)"
ইফিষীয় ৫:৬ এবং কলসীয় ৩:৫	"ঈশ্বরের ক্রোধ"
ইফিষীয় ৫:১৬ এবং কলসীয় ৪:৫	"সুযোগ কিনিয়া লও"

৩. একই রকম বাক্যাংশ অথবা বাক্য ঃ

ইফিষীয় ১:১ক এবং কলসীয় ১:১ক
ইফিষীয় ১:১খ এবং কলসীয় ১:২ক
ইফিষীয় ১:২ক এবং কলসীয় ১:২খ
ইফিষীয় ১:১৩ এবং কলসীয় ১:৫
ইফিষীয় ২:১ এবং কলসীয় ২:১৩
ইফিষীয় ২:৫ এবং কলসীয় ২:১৩
ইফিষীয় ৪:১খ এবং কলসীয় ১:১০ক
ইফিষীয় ৬:২১,২২ এবং কলসীয় ৪:৭-৯ (২৯ টি এক রকম শব্দ পরপর শুধু "কাই সিনডউলোস" শব্দটি ব্যাতীত)

৪. একই ধরনের বাক্যাংশ অথবা বাক্য

ইফিষীয় ১:২১ এবং কলসীয় ১:১৬
ইফিষীয় ২:১ এবং কলসীয় ১:১৩
ইফিষীয় ২:১৬ এবং কলসীয় ১:২০
ইফিষীয় ৩:৭ক এবং কলসীয় ১:২৩ঘ, ২৫ক
ইফিষীয় ৪:২ এবং কলসীয় ৩:১২
ইফিষীয় ৪:২৯ এবং কলসীয় ৩:৮;৪:৬
ইফিষীয় ৫:১৫ এবং কলসীয় ৪:৫
ইফিষীয় ৫:১৯,২০ এবং কলসীয় ৩:১৬

৫. ঈশ্বতাত্ত্বিক ভাবে সমার্থক ধারনাসমূহ

ইফিষীয় ১:৩ এবং কলসীয় ১:৩	ধন্যবাদের প্রার্থনা।
ইফিষীয় ২:১.১২ এবং কলসীয় ১:২১	ঈশ্বরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া।
ইফিষীয় ২:১৫ এবং কলসীয় ২:১৪	ব্যবস্থার দৌরাত্ম্য।
ইফিষীয় ৪:১ এবং কলসীয় ১:১০	যোগ্যরূপে চলা।
ইফিষীয় ৪:১৫ এবং কলসীয় ২:২৯	খ্রীষ্টের দেহ তাঁর মস্তক থেকে বৃদ্ধি পাওয়া।
ইফিষীয় ৪:১৯ এবং কলসীয় ৩:৫	যৌন অশুচিতা।
ইফিষীয় ৪:২২,৩১ এবং কলসীয় ৩:৮	পাপ পরিত্যাগ করা।
ইফিষীয় ৪:৩২ এবং কলসীয় ৩:১২-১৩	খ্রীষ্টানদের পরস্পরের প্রতি দয়াপূর্বক আচরণ।
ইফিষীয় ৫:৪ এবং কলসীয় ৩:৮	খ্রীষ্টিয় কথাবার্ত্তা বা আলাপ।
ইফিষীয় ৫:১৮ এবং কলসীয় ৩:১৬	আত্মায় পূর্ণ, খ্রীষ্টের বাক্য
ইফিষীয় ৫:২০ এবং ৩:১৭	সর্ববিষয়ে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করা।
ইফিষীয় ৫:২২ এবং কলসীয় ৩:১৮	স্ত্রীগণের স্বামীদের বশীভূত হওয়া উচিত।
ইফিষীয় ৫:২৫ এবং কলসীয় ৩:১৯	স্বামীদের উচিত স্ত্রীদের প্রেম করা।
ইফিষীয় ৬:১ এবং কলসীয় ৩:২০	সন্তানগণের উচিত পিতামাতাকে মান্য করা।
ইফিষীয় ৬:৪ এবং কলসীয় ৩:২১	পিতামাতার উচিৎ নয় সন্তানদের ক্রুদ্ধ করা।
ইফিষীয় ৬:৫ এবং কলসীয় ৩:২২	দাসগণের উচিত প্রভুকে মান্য করা।
ইফিষীয় ৬:৯ এবং কলসীয় ৪:১	দাস এবং প্রভু
ইফিষীয় ৬:১৮ এবং কলসীয় ৪:২-৪	প্রার্থনা করার জন্য পৌলের অনুরোধ।

৬. কলসীয় এবং ইফিষীয় পত্র দুটিতে ব্যবহৃত শব্দাবলী এবং বাক্যাংশ যা পৌলের অন্যান্য পত্রে দেখা যায় না।

ক) "পূর্ণতা" (পরজাতীয়দের দ্বারা ব্যবহৃত পারলৌকিক স্তর বিষয়ক শব্দ)

ইফিষীয় ১:২৩	তাঁহারই পূর্ণতাস্বরূপ, যিনি সর্ববিষয়ে সমস্তই পূরণ করেন,
ইফিষীয় ৩:১৯	ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতার উদ্দেশ্যে পূর্ণ হওয়া।
ইফিষীয় ৪:১৩	খ্রীষ্টের পূর্ণতার আকারের পরিমান পর্যন্ত্য।
ইফিষীয় ১:১৯	সমস্ত পূর্ণতা তাহাতেই বাস করে।
ইফিষীয় ২:৯	তাঁহাতেই ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতা দৈহিকরূপে বাস করে।

খ) খ্রীষ্ট মণ্ডলীর "মস্তকস্বরূপ"
ইফিষীয় ৪:১৫;৫:২৩ এবং কলসীয় ১:১৮, ২:১৯

গ) বিচ্ছিন্ন / বহিঃস্থ
ইফিষীয় ২:১২;৪:১৮ এবং কলসীয় ১:২৯

ঘ) সুযোগ কিনিয়া লও
ইফিষীয় ৫:১৬ এবং কলসীয় ৪:৫

ঙ) বদ্ধমূল
ইফিষীয় ৩:১৭ এবং কলসীয় ১:৫

চ) সত্যের বাক্য, পরিত্রাণের সুসমাচার
ইফিষীয় ১:১৩ এবং কলসীয় ১:৫

ছ) দীর্ঘ সহিষ্ণুতা / সহনশীলতা
ইফিষীয় ৪:২ এবং কলসীয় ৩:১৩

জ) স্বল্প পরিচিত শব্দ এবং বাক্যাংশ ("সংযুক্ত", পোষিত)
ইফিষীয় ৪:১৬ এবং কলসীয় ২:১৯

ঘ) সংক্ষিপ্তসার

১. কলসীয় পত্রে ব্যবহৃত শব্দবলীর এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক ইফিষীয় পত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। মনে করা হয় যে ইফিষীয় পত্রে উল্লিখিত ১৫৫ টি পদের মধ্যে প্রায় ৭৫ টি পদ কলসীয় পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই প্রমাণিত যে এগুলি পৌলের কারাগার বাসকালে লেখা।

২. দুটি পত্রই পৌলের বন্ধু তুখিক্ বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

৩. দুটি পত্রই একই স্থানে (এশিয়া মাইনরে) প্রেরিত হয়েছিল।

৪. দুটি পত্রেই একই প্রকারের খ্রীষ্টতত্ত্বের অবতারনা করা হয়েছে।
৫. উভয় পত্রেই খ্রীষ্টকে মণ্ডলীর মস্তক বলে বর্ণনা করা হয়েছে।
৬. দুটি ক্ষেত্রেই প্রকৃত খ্রীষ্টিয় জীবন যাপন করার বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

ঙ) প্রধান অমিল গুলি
১. কলসীয় পত্রে উল্লিখিত মণ্ডলী সর্বদাই বিশ্বজনীন অর্থে ব্যবহৃত কিন্তু ইফিষীয় পত্রে সেটি ব্যবহৃত স্থানীয় অর্থে। সম্ভবতঃ এর কারণ হল যে ইফিষীয় পত্রটি একটি বিজ্ঞপ্তি মূলক পত্র ছিল।
২. কলসীয় পত্রের অন্যতম একটি মূল বিষয় ভ্রান্ত শিক্ষা সংক্রান্ত হলেও ইফিষীয় পত্রে তার কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু উভয় পত্রেই কিছু বিশেষ ধরনের জ্ঞানমার্গ মূলক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। (প্রজ্ঞা, জ্ঞান, পূর্ণতা, নিগূঢ়তত্ত্ব, কতৃত্ব, শক্তি এবং দায়াধিকার)।
৩. কলসীয় পত্রে প্রভুর দ্বিতীয় আগমনের সময়টিকে খুব শ্রীঘ্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু ইফিষীয় পত্রে সেটিকে সুদুর আগামী দিনের ঘটনা বলা হয়েছে। এই পতিত জগতে মণ্ডলীকে কাজ করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে (২:৭;৩:২১;৪:১৩)।
৪. পৌলের নিজস্ব ঘরানার অনেকগুলি শব্দ বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। একটি উদাহরন হল "নিগূঢ়তত্ত্ব শব্দটি। কলসীয় পত্রে এই নিগূঢ়তত্ত্ব হলেন স্বয়ং খ্রীষ্ট (কলসীয় ১:২৬-২৭;২:২;৪:৩) কিন্তু ইফিষীয় পত্রে এটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে পরজাতীয় ও যিহূদীদের মিলনের নিমিত্ত ঈশ্বরের পরিকল্পনারূপে যা পূর্বে অপ্রকাশিত ছিল কিন্তু এখন যা প্রকাশিত (১:৯;৫:৩২)।
৫. ইফিষীয় পত্রে পুরাতন নিয়ম থেকে বহু উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, (১:২২ গীত ৮;২:১৭ - যিশী. ৫৭:১৯) (২:২০ গীত. ১১৮:২২) (৪:৮-গীত. ৬৮:১৮) (৪:২৬-গীত.৪:৪) (৫:১৫- যিশা, ২৬:১৯;৫১:১৭, ৬০:১) (৫:৩-আদি ৩:২৪) (৬:২-৩-যাত্রা ২০:১২) (৬:১৪-যিশা. ১১:৫, ৫৯:১৭) (৬:১৫ যিশা. ৫২:৭) কিন্তু কলসীয় পত্রে এ ধরনের উদ্ধৃতি মাত্র দুটি দেখেতে পাওয়া যায় (২:৩-যিশা. ১১:২) অথবা (২:২২-যিশা. ২৯:১৯)।

চ) যদিও দুটি পত্রে প্রায় সমার্থক শব্দ, বাক্যাংশ এবং অনেক সময় রূপরেখা ব্যবহৃত হয়েছে, তবুও পত্র দুটিতে কিছু অনন্য সাধারন বৈশিষ্ট্যমূলক ধারনার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়।
১. ত্রিত্ব তত্ত্বমূলক অনুগ্রহের আশীবর্বাদ, ইফিষীয় ১:৩-১৪
২. অনুগ্রহ সংক্রান্ত অধ্যায় ইফি: ২:১-১০
৩. পরজাতীয় এবং যিহূদীদের এক নূতন ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ করা, ইফি: ২:১১-৩:১৩
৪. খ্রীষ্টের দেহের অনুপম ঐক্য এবং পুরস্কার ইফি: ৪:১-১৬
৫. "খ্রীষ্ট এবং তাঁর মণ্ডলী" এবং "স্বামী ও স্ত্রীর" সম্পর্কে তুলনা ইফি: ৫:২২-২৩
৬. আত্মিক যুদ্ধ সংক্রান্ত অধ্যায়টি, ইফি: ৬:১০-১৮
৭. খ্রীষ্টতত্ত্ব সংক্রান্ত অধ্যায়টি, কল: ১:১৩-১৮
৮. মানুষের পালকীয় ধর্মীয় আচার এবং নিয়মব্যবস্থা, কল: ২:১৬-২৩
৯. কলসীয় পত্রে বর্ণিত খ্রীষ্টের বিশ্বজনীন প্রতাপ এবং ইফিষীয় পত্রে বর্ণিত খ্রীষ্টে সমস্ত কিছুর ঐক্যসাধন।

ছ) পরিশেষে এটি রবার্টসন এবং এফ. এফ. ব্রুসের অনুসরনে এই কথা বলাই শ্রেয় যে পৌল রচিত এই উভয় পত্রই একে অপরের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং তিনি কলসীয় পত্রে বর্ণিত তত্ত্বগুলি ইফিষীয় পুস্তকে সম্পুর্ণভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

৫. তারিখ

ক) কলসীয় পত্রটি পৌলের কারাবাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত (ইফিষ, ফিলিপী, কৈসরিয়া অথবা রোমে)। প্রেরিত পুস্তকে বর্ণিত ঘটনাবলীর সঙ্গে রোমে কারাবাসকালীন তথ্যগুলি সঠিক ভাবে খাপ খায়)।

খ) যদি ধরে নেওয়া হয় যে পৌল রোমে কারাবাস করেছিলেন তাহলে প্রশ্ন উঠবে - কোন সময় ? প্রেরিত পুস্তকে বর্ণনা করা হয়েছে যে পৌল ৬০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে কারাবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পরে মুক্তি পেয়ে যাজকীয় পত্র, ১এবং ২ তীমথিয় এবং তীত পত্র দুটি রচনা করেছিলেন। এরপর তাকে আবার বন্দী করা হয় এবং ৯ ই জুন ৬৮ খ্রীষ্টাব্দে পূর্বে কোন সময় হত্যা করা হয়। (নীরো এই সময় আত্মহত্যা করেন)। সম্ভবতঃ সময়টি ছিল ৬৭ খ্রীষ্টাব্দ।

গ) কলসীয় পত্রের (ইফিষীয় এবং ফিলীমন) লেখার সময়কালের বিষয়ে সর্বোত্তম সম্ভাব্য সময়টি হল ৬০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে পৌলের প্রথম কারাবাসের সময়টি (কারাগার বাসকালীন লিখিত শেষ পত্রটি হল ফিলিপীয়, যেটি সম্ভবতঃ ৬০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি নাগাদ লেখা)।

ঘ) তুখিক এবং সম্ভবতঃ তার সঙ্গী হিসাবে ওনীষিম, কলসীয়, ইফিষীয় এবং ফিলীমন পত্রগুলি এশিয়া মাইনরে বহন করে নিয়ে যান। পরে, সম্ভবতঃ অনেক পরে, অসুস্থ অবস্থা থেকে সুস্থ হয়ে ইপাফ্রদীত ফিলিপীয় পত্রটিকে তার নিজের মণ্ডলীর কাছে বহন করে নিয়ে যান।

ঙ)

	বই	তারিখ	লেখার জায়গা	প্রেরিতের সঙ্গে সম্পর্ক
১.	গালাতীয়	৪৮	সিরিয়ন আন্তিয়খিয়া	১৪:১৮; ১৫:২
২.	১থিষলনীকীয়	৫০	করিন্থ	১৮:৫
৩.	২থিষলনীকীয়	৫০	করিন্থ	
৪.	১করিন্থীয়	৫৫	ইফিষ	১৯:২০
৫.	২করিন্থীয়	৫৬	মাকিদনিয়া	২০:২
৬.	রোমীয়	৫৭	করিন্থ	২০:৩ ৭-১০ ,
	কারাগার থেকে লেখা পত্র			
	কলসীয়	৬০ খ্রীঃ	রোম	
	ইফিষীয়	৬০ খ্রীঃ	রোম	
	ফিলীমন	৬০ খ্রীঃ	রোম	
	ফিলীপিয়	৬২-৬৩ খ্রীঃ	রোম	২৮:৩০-৩১
১১-১৩, চতুর্থ যাত্রা				
	১তীমথিয়	৬৩ খ্রীঃ	মাকিদনিয়া	
	তীত	৬৩ ইফিষীয় পুস্ত লেখা আগে		
	১১তীমথিয়	৬৪ -৬৮ খ্রী	রোম	

৬. গ্রহীতা এবং প্রেক্ষাপট

ক) আপাত দৃষ্টিতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী মনে হয় ঐ পাফ্রা (১:৭,৮;২:১;৪:১২-১৩), যিনি ইফিষে পৌলের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন (কল: ১:৭-৮ এবং ২:১ তুলনা করুন) এই মণ্ডলীটি স্থাপন করেছিলেন। এখানকার অধিকাংশ সদস্য ছিলেন পরজাতীয় (১:২১;৩:৭)। ইপাফ্রা কারাবন্দী পৌলের কাছে অভিযোগ জানাতে এসেছিলেন যে তার মণ্ডলীতে ভ্রান্ত শিক্ষকরা খ্রীষ্টিয় মতবাদের সঙ্গে গ্রীক দর্শনবাদ বা জ্ঞানমার্গী শিক্ষা, এবং যিহূদী ব্যবস্থাবাদ (যিহূদী বিষয়সকল; যেমন ২:১১, ১৬, ১৭;৩:১১; দেবদূতগণের উপাসনা, ১:১৬;২:১৫, ১৮ এবং আত্মনিগ্রহ ২:২০-২৩) মিলিয়ে মিশিয়ে ভুল শিক্ষা প্রচার করছিল। কলসীতে বসবাসকারী একটি সুবৃহৎ যিহূদী গোষ্ঠী গ্রীক ভাবধারায় প্রচণ্ড প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল। মূল সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল খ্রীষ্টের প্রকৃতি এবং তাঁর কার্য্যকে কেন্দ্র করে। জ্ঞানমার্গীরা খ্রীষ্টকে সম্পূর্ণ মানব বলে স্বীকার না করলেও নিজেদের বহু প্রচলিত দ্বৈতবাদ অনুসারে তাঁকে পূর্ণ ঈশ্বর বলে মেনে নিয়েছিল, কেননা তাদের মতে আত্মা ও বস্তুর মধ্যে চিরদ্বন্দ বর্ত্তমান। তারা খ্রীষ্টের মধ্যস্ততামূলক ভুমিকাকে অস্বীকার করে। তাদের মতে সর্বোচ্চ পরমেশ্বর এবং মানুষের মধ্যে অনেকগুলি পরলৌকিক স্তর বর্ত্তমান। যীশু অনেক উচ্চস্তরে অবস্থিত হলেও, তিনি শুধুই এক জন দেবতা। এছাড়া এরা বৌদ্ধিক দিক থেকে আলাদা থাকার চেষ্টা করেন (উদাহরন ৩:১১,১৪,১৬,১৭) এবং প্রভু যীশুর মহান ক্রুশীয় মৃত্যু স্বরূপ বলিদান ও মানবজাতির মনস্তাপমূলক বিশ্বাসকে পাপ ক্ষমার পথ বলে স্বীকার না করে, বিশেষ গুপ্ত জ্ঞানমার্গের পথকেই (২:১৫,১৮,১৯) একমাত্র পথ বলে অনুমোদন করেন।

খ) এই ধরনের ঈশ্বতাত্ত্বিক, দার্শনিক পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কলসীয় পত্রটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর জোর দেয়।

১. খ্রীষ্টের অনুপম সত্ত্বা এবং তাঁর দ্বারা সাধিত পরিত্রাণ কার্য্যের সম্পূর্ণতা

২. নাসরতীয় প্রভু যীশুর বিশ্বপ্রভুত্ব - তাঁর জন্ম, শিক্ষা, জীবন, মৃত্যু পুনরুস্থান এবং স্বর্গরোহন ! তিনিই সকলের প্রভু।

৭. উদ্দেশ্যে

পৌলের উদ্দেশ্যে ছিল কলসীতে উদ্ভুত ভ্রান্ত শিক্ষার মোকাবিলা করা। এই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে নিয়ে তিনি খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি (১:৫), সৃষ্টিকর্তা (১:১৬), অনন্তকালীন পালনকর্ত্তা যিনি সকলের অগ্রে অবস্থিত (১:১৭, মণ্ডলীর মস্তক ১:১৮), মৃতগণের মধ্যে হইতে প্রথমজাত (১:১৮), ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতা দৈহিকরূপে ধারনকারী (১:১৯, ২:৯), সন্ধিকারী (১:২০-২২) বলে ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ পৌলের মনে খ্রীষ্ট স্বয়ং সম্পূর্ণ। খ্রীষ্টে "সমস্ত বিশ্বাসীর পূর্ণীকৃত হয়" (২:১০)। আত্মিক পরিত্রাণের পক্ষে কলসীয় ভ্রান্ত শিক্ষাগুলি ছিল সম্পূর্ণ অহিতকর ও শূন্য। এটি ছিল এক ধরনের অসার ও প্রতারনাপূর্ণ শিক্ষা (২:৮) যা মানুষের পূর্বতন পাপপুর্ণ প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তিত করতে সম্পূর্ণ অক্ষম (২:২৩)।

৮. রূপরেখা

ক) পৌলের নিজস্ব ঐতিহ্যময় ভূমিকা
- ১. পত্র প্রাপকের কাছে পত্র বাহকের পরিচয় দান (১:১)।
- ২. পত্র প্রাপকদের কাছে পরিচয় দান (১:২ক)
- ৩. শুভেচ্ছা (১:২ খ)

খ) খ্রীষ্টের অনুপম শ্রেষ্ঠত্ব
- ১. খ্রীষ্টে বিশ্বাস, ১:৩-৮
- ২. খ্রীষ্টে সন্ধি, ১:১৯-২৩
- ৩. সৃষ্টির পূর্বে খ্রীষ্টের মহত্ত্ব (১:৯-১৮)
- ৪. খ্রীষ্টের নিমিত্ত আত্মবলিদানমূলক সেবাকার্য্য (১:২৪-২৯)
- ৫. দর্শন বিদ্যা নয়, কিন্তু খ্রীষ্টই সব (১:১-১০)
- ৬. নিয়মব্যবস্থা পালন নয়, কিন্তু খ্রীষ্টই সব (৩:১-১১)
- ৭. দেহসবর্স্বতা নয়, কিন্তু খ্রীষ্টই সব (২:১১-২৩)
- ৮. খ্রীষ্টকে পরিধান করা, ৩:১২-১৭
- ৯. খ্রীষ্টকে আপনার পরিবারকে প্রভাবিত করতে দিন, ৩:১৯-৪:১
- ১০. খ্রীষ্টকে আপনার দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করতে দিন, ৪:২-৬

গ) পৌলের বার্তাবাহকগন, ৪:৭-৯

ঘ) পৌলের বন্ধুগণ তাকে শুভেচ্ছা প্রেরণ করেন, ৪:১০-১৪

ঙ) পৌল তার শুভেচ্ছা প্রেরণ করেন, ৪:১৫-১৭

চ) পৌল স্বহস্তে তার পত্রের উপসংহার লেখেন, ৪:১৮

৯. জ্ঞানমার্গ

ক) এই ভ্রান্ত শিক্ষার বিষয়ে আমাদের যাবতীয় জ্ঞানের উৎস হল দ্বিতীয় শতাব্দীর লিখিত জ্ঞানমার্গিক রচনা সমূহ। কিন্তু এই ধরনের ভ্রান্ত শিক্ষার চল প্রথম শতাব্দীতেও ছিল (মৃত লাসার পুঁথি)।

খ) কলসীতে প্রচলিত শিক্ষাটি ছিল খ্রীষ্টিয় ভাবধারা, জ্ঞানমার্গিক দর্শন এবং যিহূদী নিয়ম শিক্ষা সমূহের এক অদ্ভুত মিশ্রন।

গ) অনেকে এর মধ্যে দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রচলিত ভ্যালেন্টাইনের শিক্ষা এবং সেরিন্থীয়ের জ্ঞানমার্গী শিক্ষার অল্পবিস্তর প্রভাব দেখতে পান।
- ১. বস্তু এবং আত্মা অনন্তকালের জন্য সহবাসী (বিশিষ্ট দ্বৈতবাদ)। বস্তু নিকৃষ্ট কিন্তু আত্মা উত্তম।

ঈশ্বর যিনি স্বয়ং আত্মা। তিনি কখনও নিকৃষ্ট বস্তু সৃষ্টির সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে পারেন না।

২. বস্তুজগত এবং ঈশ্বরের মধ্যে অনেকগুলি পারলৌকিক স্তর বর্তমান। শেষ অবস্থিত স্তরটি হলেন পুরাতন নিয়মে বর্ণিত (ইয়াওয়ে) যিনি এই বস্তুজগত সৃষ্টি করেছিলেন।

৩ যীশুও পুরাতন নিয়মের ইয়াওয়ের মতই একটি পারলৌকিক স্তরে অবস্থিত, তবে তাঁর অবস্থান উচ্চতর এবং সত্য ঈশ্বরের অনেক কাছাকাছি। অনেকে তাঁকে সর্বোচ্চ বলে গন্য করে কিন্তু তবুও তিনি আসল ঈশ্বরের তুলনায় নিম্নতর এবং অন্ততকালীন অস্তিত্বধারী যুগাবতার নন (যোহন ১:১৪)। বস্তু যেহেতু নিকৃষ্ট এবং মন্দ তাই প্রভু যীশু একই সঙ্গে মানবদেহধারী দেবতা হতে পারেন না। তাকে আপাত দৃষ্টিতে মানবরূপধারী বলে মনে হলেও আসলে তিনি এক দেহহীন আত্মা (১যোহন ১:১-৩;৪:১-৬)।

৪. পরিত্রাণ প্রাপ্তি সম্ভব একমাত্র যীশুর প্রতি বিশ্বাসে এবং বিশেষ জ্ঞানের সহায়তায়। যে জ্ঞান বিশেষ মানুষেরই আছে। স্বর্গীয় স্তরগুলির মধ্যে দিয়ে পার হতে গেলে জ্ঞান (গুপ্ত মন্ত্র) প্রয়োজন। যিহূদী ধর্মে নিয়মব্যবস্থা ঈশ্বরের কাছে পৌছানোর জন্য প্রয়োজন।

ঘ) জ্ঞানমার্গী ভ্রান্ত শিক্ষকেরা পরস্পর বিরোধী দুটি তত্ত্বের স্বপক্ষে জিজ্ঞাসা করতেন।

১. কারো কারোর মতে জীবনযাপনের ধরন পরিত্রাণের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্ক বিহীন। তাদের মতে পরিত্রাণ এবং আত্মিকতা বিভিন্ন পারলৌকিক স্তরের মধ্যে সুপ্ত জ্ঞানের আকারে নিহিত আছে।

২. অন্য দলের মতে জীবনযাপন শৈলী পরিত্রাণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে যে কি ভাবে ভ্রান্ত শিক্ষকেরা প্রকৃত আত্মিকতার প্রমাণস্বরূপ ত্যাগী, সন্ন্যাসীজীবন যাপনে উপরে জেরা দিতেন (২:১৬-২৩)।

ঙ) এ বিষয়ে একটি ভাল গ্রন্থ হল হানস্ জোনস রচিত এবং বেকন প্রেস দ্বারা প্রকাশিত "দি গ্নসটিক রিলিজিয়ন"।

১০. যে সব বিষয় এবং বাক্যংশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানতে হবে

১. "প্রত্যাশিত বিষয়, যাহা তোমাদের নিমিত্ত স্বর্গে রাখা হইয়াছে" ১:৫
২. সুসমাচার ১:৫
৩. "অন্ধকারের কত্তৃত্ব" ১:১৩
৪. মুক্তি ১:১৪
৫. অদৃশ্য ঈশ্বর, ১:১৫
৬. "সমস্ত পূর্ণতা তাঁহাতেই বাস করে" ১:১৯
৭. "তাঁহার ক্রুশের রক্ত দ্বারা সন্ধি করিয়া" ১:২০
৮. "খ্রীষ্টের ক্লেশভোগের যে অংশ অপূর্ণ রয়িাছে তাহা পূর্ণ করিতেছি", ১:২৪
৯. "মনুষ্যদের পরম্পরাগত শিক্ষা", ২:৮
১০. "জগতের অক্ষরমালা", ২:৮,২০
১১. "বাপ্তিস্মে তাঁহার সহিত সমাধিপ্রাপ্ত" ২:১২
১২. "তোমরা অপরাধে ও মাংসে অত্বকছেদে মৃত ছিলে", ২:১৩
১৩. "প্রতিকূল বিধিবদ্ধ হস্তলেখা মুছিয়া ফেলিয়াছেন" ২:১৪
১৪. "তোমাদের জীবন খ্রীষ্টের সহিত ঈশ্বরে সুপ্ত রহিয়াছে" ৩:৩
১৫. ববর্বর, ৩:১১
১৬. "লায়কেদিয়া হইতে যে পত্র পাইবে" ৪:১৬

১১. যে সব ব্যক্তি দের সম্পর্কে সংক্ষেপে জানতে হবে

১. ইপাফ্রা, ১:৭, ৪:১২
২. "সমুদয় সৃষ্টির প্রথমজাত", ১:১৫
৩. "সিংহাসন হউক, কি কত্তৃত্ব হউক, কি প্রভুত্ব হউক, কি অধিপত্য হউক", ১:১৬

৪. "মৃতগণের মধ্যে হইতে প্রথমজাত", ১:১৮
৫. স্কুথীয়, ৩:১১
৬. তখিক, ৪:৭
৭. ওনীষিম, ৪:৯
৮. মার্ক, ৪:১০
৯. লূক, ৪:১৪
১০. দীমা, ৪:১৪

১২. মানচিত্রে যে সব স্থান চিহ্নিত করতে হবে

১. কলসী, ১:২
২. লাককেদিয়া, ২:১
৩. হিয়রাপলি, ৪:১৩

১৩. আলোচনা সাপেক্ষ প্রশ্নবলী

১. পৌল জ্ঞান এবং প্রজ্ঞালাভের বিষয় এত জোর দিয়ে কেন বলেছেন ? (১:১৯)
২. ১:২৩ পদে যে সাবধানবাণীটি আছে তার তাৎপর্য কি?
৩. যুগযুগানুক্রমে ও পুরুষানুক্রমে গুপ্ত ঈশ্বরের নিগূঢ়ত্ত্বটি কি ? (১:২৭)
৪. পৌল কি এই মণ্ডলীর মানুষদের বিষয়ে জানতেন না ? ২:১
৫. দর্শনবিদ্যা দ্বারা কেউ তাহাদেরকে কি ভাবে বন্দী করে ফেলতে পারত ? (২:৮)
৬. ২:৯ পদে বর্ণিত তত্ত্বের বিশেষত্ব কি ?
৭. ২:১৫ পদের রোমীয় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করুন।
৮. ২:১৬-১৭ পদগুলিতে কাদের বিষয়ে বলা হয়েছে ?
৯. ২:১৪-২৩ পদুগুলিতে নিয়মব্যবস্থার বিষয়ে কিভাবে বলা হয়েছে?
১০. ৩:৫ পদে বর্ণিত পাপগুলিকে কিভাবে প্রতিমাপূজার সমকক্ষ বলা যায়?
১১. কল: ৩:১১ পদ কিভাবে গালা. ৩:২৮ পদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ?
১২. ৩:১৬ পদ কিভাবে ইফি. ৫:১৮ পদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ?
১৩. ৩:২৩ পদে বর্ণিত আত্মিক নীতিটি কি ?
১৪. ৪:৬ পদে বর্ণিত প্রবাদ বাক্যটিকে নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন।
১৫. পৌল কেন তার সমস্ত পত্রের উপসংহার লিখেছেন ? (৪:১৮)

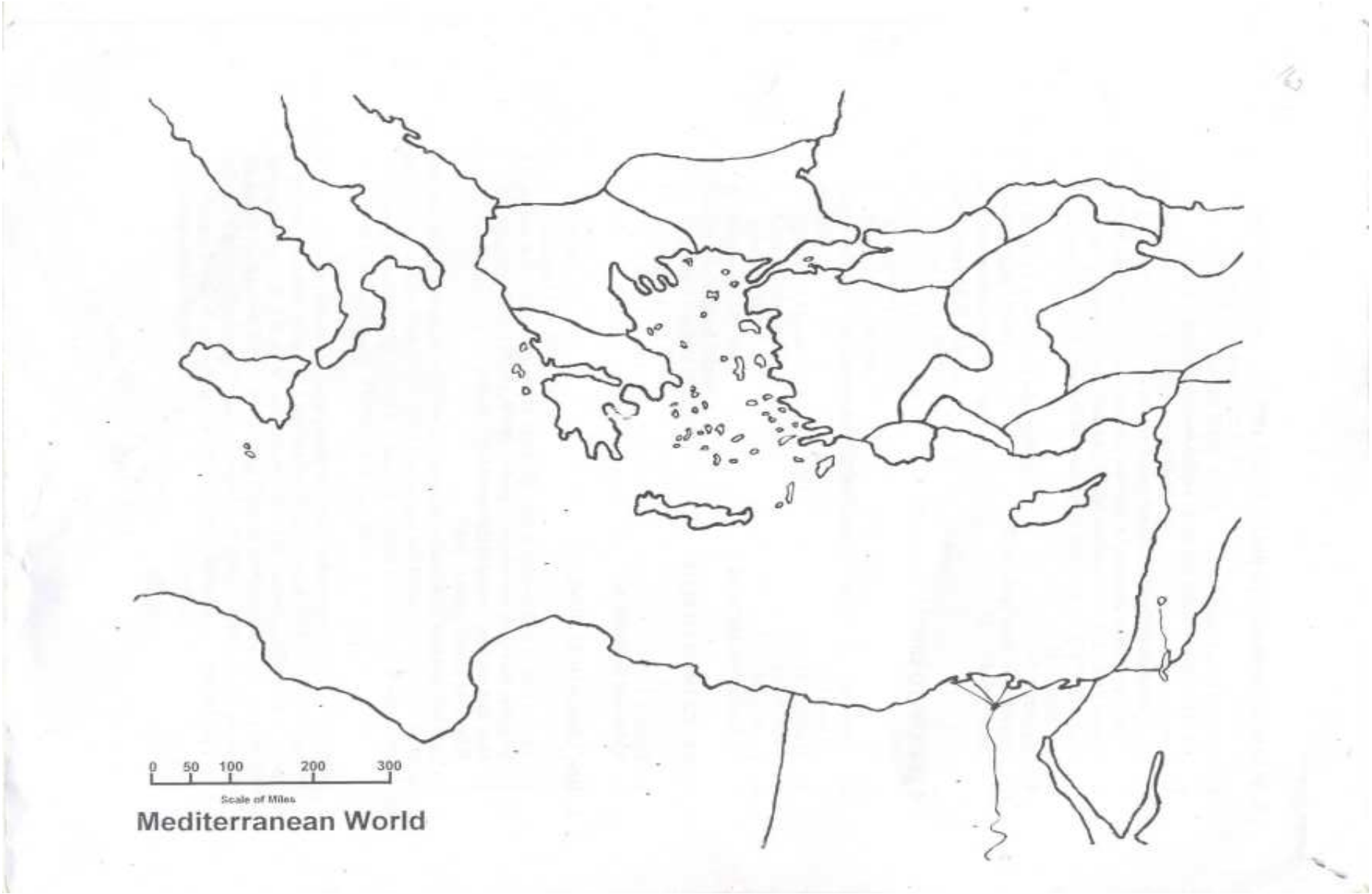
0 50 100 200 300
Scale of Miles
Mediterranean World

থিষলনীকীয় পত্রাবলীর উপক্রমনিকা

১. প্রারম্ভিক বক্তব্য

ক) সংক্ষিপ্ত সার

১. থিষলনীকীয় পত্রগুলি পাঠ করলে আমরা সাধু পৌলের প্রচার কার্য্য এবং পালকীয় কার্য্যবলীর সম্বন্ধে প্রভূত অর্ন্তদৃষ্টি লাভ করি। এখানে আমরা দেখতে পাই যে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে একটি মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করার পর তিনি কিভাবে একাগ্রতার সঙ্গে সেই মণ্ডলীর বৃদ্ধি,উন্নতি এবং প্রচার কার্য্যসমূহের বিষয়ে ক্রমাগত প্রার্থনা করে গিয়েছেন।

২. এখানে আমরা দেখতে পাই যে সাধু পৌল বিশ্বস্ত ভাবে সুসমাচার প্রচার করছেন;নূতন বিশ্বাসীদের বিষয়ে একাগ্র ভাবে চিন্তা ভাবনা করছেন;প্রয়োজনমত তাদের তিরস্কারও করছেন আবার প্রশংসাও করছেন, তাদের পথ দেখাচ্ছেন, শিক্ষা দিচ্ছেন, ভালবাসছেন, এমনকি নিজেকে তাদের জন্য সম্পূর্ণ বিলিয়ে পর্য্যন্ত দিচ্ছেন। তিনি সেই সময় অবধি তাদের অগ্রগতি দেখে সন্তুষ্ট ছিলেন কিন্তু তাদের আত্মিক পরিপক্কতার পরিমানের বিষয়ে অসুন্তুষ্ট ছিলেন।

৩. এই পত্রদুটিতে আমাদের সাক্ষাৎ হয় খ্রীষ্টের এক অত্যুসাহী, প্রেমময় দাসের সঙ্গে এবং একটি ক্রমবর্দ্ধমান বিশ্বাসী মণ্ডলীর সাথে। সেই দাস এবং সেই মণ্ডলী উভয়কেই ঈশ্বর ব্যবাহর করেছিলেন এবং তারা উভয়েই একে অপরকে খ্রীষ্ট সুলভ পদ্ধতিতে সেবা করেছিল যেটি বিশ্বাসীদের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়।

খ) থিষলনীকীয় নগর

১. থিষলনীকীয় নগরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ক) থিষলনীকীয় নগরটি ছিল মাকিদনিয়া নামক রোমীয় প্রেদেশের রাজধানী। একটি বিখ্যাত বন্দর ও পোতাশ্রয় এবং পূর্ব দিকগামী রোমীয় রাজপথের ধারে অবস্থিত। এই নগরের সন্নিহিত সমভূমি অঞ্চল ছিল যথেষ্ট সমৃদ্ধ । এই সমস্ত সুবিধাযুক্ত হওয়ার ফলে থিষলনীকীয় নগরটি মাকিদনিয়া প্রদেশের প্রধান বানিজ্যিক এবং রাজনৈতিক কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

খ) থিষলনীকীয় নগরটির প্রাচীন নাম ছিল থার্মা। কেননা এই অঞ্চ লে বেশ কয়েকটি উষ্ণপ্রসবন অবস্থিত ছিল। এক জন প্রাচীন ঐতিহাসিক বৃদ্ধ প্লিনি,থার্মা এবং থিষলনীকীয়কে এক সঙ্গে অবস্থিত বলে বর্ণনা করেছেন। যদি এটি সত্য হয় তাহলে হবে পরিবর্তীকালে থিষলনীকীয় নগরটি থার্মা নগরটিকে ধীরে ধীরে বেষ্টন করে তারপর অধিকার করে নিয়েছিল। (লিণ্ডন ম্যেরিস রচিত এবং ডব্লিউ. এম. বি. আর্ডম্যানস পাবলিশিং কোং কত্তৃক ১৯৯১ সালে প্রকাশিত 'দি ফার্ষ্ট এ্যাণ্ড সেকেন্ড এপিসেলস্ টু দি থিষালোনীয়ানস্' পুস্তকের ১১ পৃষ্ঠা দেখুন)। কিন্তু আধিকাংশ ঐতিহাসিক বিশ্বাস করেন যে মহান আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি, ক্যাসাণ্ডার আলেকজাণ্ডারের সৎ বোন এবং ম্যাসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপের কন্যা থিষলনীকার নামে ৩১৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে থার্মা নগরটিকে নাম রাখেন (স্ট্র্যাবো ৭, খণ্ডাংশ ২১)। খ্রীষ্টিয় তত্ত্ব প্রচারের প্রথমদিকে থিষলনীকীয় নগরটির নামকরণ করা হয়েছিল "গোঁড়া নগর" বলে। (ডীন ফারার 'দি লাইফ এণ্ড ওয়ার্ক অফ সেন্ট পল, নিউ ইয়র্ক;ক্যাসেল এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড, ১৯০৪, ৩৬৪ পৃষ্ঠা)। বর্তমানে থিষলনীকীয় শহরটির নাম হল সালোনিকা এবং এটি গ্রীসের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর।

গ) করিন্থের মতই থিষলনীকীর নগরটিও ছিল একটি বহুজাতিক মহানগরী যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষজন বাস করত।

১. উত্তর দিক থেকে আগত ববর্বর জার্মান জাতি এখানে বাস করত। এরা নিজেদের দেশে থেকে বিভিন্ন পরজাতীয় ধর্ম এবং ঐতিহ্য বহন করে নিয়ে এসেছিল।

২. দক্ষিণ প্রান্তের আখায়া এবং আজিয়ান সাগর সংলগ্ন দ্বীপপুঞ্জ থেকে আগত গ্রীকেরা এখানে বাস করত এবং তারা বহন করে এনেছিল তাদের সূক্ষ ঐতিহ্য ও দর্শন।

৩. পশ্চিম দিক থেকে রোমীয়রা এখানে এসে বসতি গড়েছিল। এরা ছিল মূলতঃ অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক এবং তারা তাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিল ধন, সম্পদ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা।

৪. শেষে বলতে হয় পূর্ব দিক থেকে আগত বৃহৎ সংখ্যক যিহূদীদের কথা। নগরটির মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়ংশই ছিল যিহূদী। এরা নিজেরা দেশে থেকে বহন করে নিয়ে এসেছিল নিজেদের জাতীয় গোঁড়ামীর এবং যুক্তিসম্মত একেশ্বর বাদ।

ঘ) প্রায় দুই লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত থিষলনীকীয় শহরটি ছিল একটি যথার্থ বহুজাতিক নগরী। এখানে অবস্থিত উষ্ণ প্রসবনগুলির টানে এটি একটি ভ্রমণের স্থান এবং স্বাস্থ্যনিবাস হিসাবে প্রসিদ্ধ হয়ে

উঠেছিল। রাজপথের কাছাকাছি অবস্থিত হওয়ার কারণে। উর্বর জমির কারণে এবং এখানে সামুদ্রিক বন্দর থাকার দরুন এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বানিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

ঙ) রাজধানী এবং বৃহত্তম নগর হিসাবে থিষলনীকীয় শহরটি ছিল মাকিদনিয়া প্রদেশের রাজনৈতীক প্রাণকেন্দ্র। রোমীয়দের সামরিক রাজধানী এবং অনেক অবসরপ্রাপ্ত রোমীয় সৈনিকের আবাসস্থল হিসাবে নগরটি একটি মুক্তাঞ্চ ল বলে পরিচিত ছিল। থিষলনীকীয় নগরকে কোন রাজ কর দিতে হত না এবং এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী রোমীয় নাগরিক হওয়ার দরুন এটি রোমীয় শাসনের অধীন ছিল। সেই জন্য থিষলনীকীয় নগরের শাসকদের বলা হত "সামন্ত শাসক"। এই উপাধিটির বিষয়ে কোন সাহিত্যগত প্রমান না পাওয়া গেলেও এই কথাটি থিষলনীকীয় শহরের ভরদার নামক প্রবেশদ্বারের থিলানে উৎর্কীন আছে (ফারার, ৩৭১ পৃষ্ঠা)।

২. যে সব কারণের জন্য পৌল থিষলনীকীয় নগরে এসেছিলেন

ক) অনেক কারণেই পৌল থিষলনীকীয় নগরে গিয়েছিলেন, কিন্তু সমস্ত আপাতদৃষ্টি ঘটনার পিছনে চিল ঈশ্বরের সুনির্দিষ্ট আহ্বান। প্রাথমিক ভাবে পৌল ইউরোপীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করার পরিকল্পনা করেনি। তার দ্বিতীয় প্রচার যাত্রার সময়ে তার পরিকল্পনা ছিল এশিয়া মাইনরে অবস্থিত তার প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীগুলিকে (প্রথম প্রচার যাত্রা কালে স্থাপিত) দর্শন করার পর পূর্বে দিকে চলে যাওয়া। কিন্তু ঠিক যখন উত্তরপূর্ব দিকে তার অভিযানের সময় হল তখনই ঈশ্বর সমস্ত সুযোগের দরজা বন্ধ করে দিতে লাগলেন। এর ফলস্বরূপ পৌল দর্শন পেয়ে মাকিদনিয়ার দিকে যাত্রা করেছিলেন (প্রেরিত ১৬:৬-১০)। এর ফলে দুটি ঘটনা ঘটল;প্রথমতঃ ইউরোপীয় দেশগুলিতে সুসমাচার প্রচারিত হল এবং দ্বিতীয়তঃ মাকিদনিয়ার ঘটা ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে পৌল তার পত্রাবলী রচনা করতে শুরু করেন (থমাস কার্টার রচিত 'লাইফ এণ্ড লেটারস অফ পল, ন্যাশভিল, কোকসবেরী প্রেস ১৯২১, ২১ পৃষ্ঠা দেখুন)

খ) ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত এই দিকনির্দেশের বিষয়টি মাথায় রেখে বলা যায় যে পৌল নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য থিষলনীকীয় অভিযানে গিয়েছিলেন ঃ-

১. পৌল ফিলিপীতে গিয়েছিলেন, যেটি একটি ছোট শহর ছিল এবং সেখানে কোন যিহূদী উপাসনালয় ছিল না। সেখানে আত্মার বশে ভাববাণী প্রচার করতেন এমন এক দাসীর মালিক দ্বারা এবং সেখানকার নাগরিক সংঘের দ্বারা তার প্রচারমূলক কার্য্য বানচাল হয়ে পড়েছিল।পৌলকে এখানে প্রচুর ভাবে অপমানিত ও অত্যাচারিত হতে হয়েছিল কিন্তু সকল সমস্যার মাঝেও এখানে একটি মণ্ডলী গড়ে উঠেছিল। সম্ভবতঃ শারীরিক শাস্তির প্রচণ্ডতার কারণে পৌলকে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই এই স্থান থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল।

২. এখান থেকে তিনি কোথায় যেতে পারেন। তিনি আম্ফি পোলিস এবং আপল্লোনিয়া প্রদেশ দিয়ে ভ্রমণ করেছিলেন কিন্তু সেখানেও কোন যিহূদী উপসনালয় ছিল না।

৩. তিনি শেষে সেই অঞ্চ লের সর্ববৃহৎ নগরটি থিষলনীকীয়তে এসেছিলেন যেখানে একটি যিহূদী উপাসনালয় ছিল। পৌল কোন জায়গায় গেলে সর্বদা আঞ্চ লিক যিহূদীদের কাছে যেতেন। তিনি এরকম করতেন কেননা ঃ

ক) পুরতন নিয়ম বিষয়ে তাদের জ্ঞানের জন্য।

খ) উপাসনালয়ে উপস্থিত মানুষদের কাছে প্রচার করতে।

গ) তারা ঈশ্বরের মনোনীত, ঈশ্বরীয় চুক্তির অধীনস্থ জাতি ছিল বলে (মথি ১০:৬;১৫:২৪; রোমীয় ১:১৬-১৭;৯:১১)

ঘ) যীশু যেহেতু আগে যিহূদীদের কাছে এবং তারপর বাকী সমগ্র জগতের কাছে গিয়েছিলেন, তাই পৌলও তাঁকে অনুসরণ করে একই রকম কার্য্য করতেন।

৩. পৌলের সঙ্গীগণ

ক) থিষলনীকীয়তে পৌলের সঙ্গী ছিলেন সীল এবং তীমথিয়। লূক পৌলের সাথে ফিলিপীতে গিয়ে সেখানেই থেকে যান। এগুলি আমরা প্রেরিত ১৬ এবং ১৭ অধ্যায়ের "আমরা" এবং "তারা" কথাগুলি থেকে বুঝতে পারি। লূক ফিলিপী অভিযানের ক্ষেত্রে "আমরা" কিন্তু থিষলনীকীয় অভিযানের ক্ষেত্রে "তারা" শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

খ) সীল অথবা সীলভিয় কে পৌল তার দ্বিতীয় প্রচার যাত্রা কালে সঙ্গী হিসাবে নিয়ে গিয়েছিলেন যেহেতু বার্ণবা এবং যোহন মার্ক কুপ্রীয় দেশে ফিরে গিয়েছিলেন।

১. তার কথা প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে (প্রেরিত ১৫:২২ পদে সেখানে তাকে যিরূশালেম মণ্ডলীর এক জন প্রধান হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

২. তিনি এক জন ভাববাদীও ছিলেন (প্রেরিত ১৫:৩২)

৩. পৌলের মত তিনিও ছিলেন এক জন রোমীয় নাগরিক (প্রেরিত ১৬:৩৭)

৪. তাকে এবং যিহূদা বার্শববাকে যিরূশালেম মণ্ডলীর পক্ষ থেকে আন্তিয়খিয়াতে পরিস্থিতি তদন্ত করার জন্য পাঠানো হয়েছিল (প্রেরিত ১৫:২২, ৩০-৩৫)।

৫. পৌল ২করি. ১:১৯ পদে তার প্রশংসা করেছেন এবং পত্রবলীর অন্যান্য অনেক স্থানে তার বিষয়ে উল্লেখ করেছেন।

৬. পরবর্তীকালে তাকে পিতরের সঙ্গে পিতরের প্রথম পত্রলিখনে সহায়তা করতে দেখা যায় (১পিতর ৫:১২)।

৭. পৌল এবং পিতর তাকে সীলভিয় নামে উল্লেখ করলেও লুক তাকে অভিহিত করেছেন সীল নামে।

গ) তীমথিয়ও ছিলেন পৌলের এক জন সহকারী এবং সহকর্মী ঃ

১. প্রথম প্রচারভিযান কালে পৌল লুস্ত্রায় তার দেখা পান ও তাকে দীক্ষাদান করেন।

২. তীমথিয় ছিলেন অর্ধেক গ্রীক (বাবার তরফে) এবং অর্ধেক যিহূদী (মায়ের তরফে)। পৌল তাকে পরজাতীয়দের মধ্যে সুসমাচার প্রচারের কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

৩. পৌল তার ত্বকচ্ছেদ করান যাতে সে যিহূদীদের সঙ্গে কাজ করতে পারে।

৪. তীমথিয়ের বিষয়ে ২করিন্থীয়, কলসীয়, ১ এবং ২থিষলনীকীয় এবং ফিলীমন পত্রের উপসংহারে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. পৌল তার বিষয়ে বলেছেন "বিশ্বাসের সম্বন্ধে আমার যথার্থ বৎস " (১তীমথিয়১:২; ২তীমথিয় ১:২, তীত ১:৪)

৬. পৌলের সমস্ত পত্রাবলী থেকে তীমথিয়ের যে ছবি পাওয়া যায় তার থেকে বোঝা যায় যে তিনি ছিলেন বয়সে তরুন এবং নম্র। কিন্তু তবুও তার উপরে পৌলের প্রচুর বিশ্বাস ও দৃঢ়প্রত্যয় ছিল (প্রেরিত ১৯:২৭; ১করি. ৪:১৭; ফিলি. ২:১৯)

ঘ) এই স্থলে অর্থাৎ যেখানে পৌলের সহযোগী এবং সহকর্মীদের বিষয়ে উল্লেখ করা হচ্ছে সেখানে সেই সব ব্যক্তির উল্লেখ থাকা উচিত যারা থিষলনীকীয় নগরে এসেছিল এবং পরবর্তীকালে পৌলের সহযোগী হয়েছিল। তারা হলেন আরিষ্টার্থ (প্রেরিত ১৯:২৯; ২০:৪; ২৭:২) এবং সিকুন্দ (প্রেরিত ২০:৪)। এছাড়াও দীমাও (ফিলীমন ২৪; ২তীমথিয় ৪:১০) সম্ভবতঃ থিষলনীকীয় থেকে এসেছিলেন।

৪. নগরটিতে পৌলের প্রচারভিয়ান

ক) পৌল তার নিজস্ব ভঙ্গিমার অনুকরণে এই নগরে প্রথমে যিহূদীদের কাছে এবং তার পরে পরজাতীয়দের কাছে গেয়েছিলেন। পৌল মোট তিনবার বিশ্রামবারে উপসনাগৃহে প্রচার করেছিলেন। তার প্রচারের মূলমন্ত্র ছিল যে "যীশুই সেই মশীহ"। পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রাংশ উল্লেখ করে তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে যীশু কোন ক্ষণস্থায়ী রাজনৈতীক মশীহ নন, কিন্তু এক জন দুঃখভোগকারী মশীহ (আদি ৩:১৫; যিশা.৫৩) এছাড়াও পৌল পুনরুত্থানের বিষয়ে বিশেষ জোর দিয়ে আপামর সকলের পরিত্রাণের বিষয়ে প্রচার করেছিলেন। তার প্রচারের মাধ্যমে পরিষ্কার করে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে যীশুই সেই আদি মশীহ যিনি জগতের সকলকে পরিত্রাণ করতে পারে।

খ) এই ধরণের প্রচারের ফলস্বরূপ কিছু কিছু যিহূদী মানুষ, অনেক পরজাতীয় এবং বেশ কিছু বিশিষ্ট মহিলা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে তাদের ত্রাণকর্ত্তা প্রভু বলে গ্রহণ করেছিল। এই বিভিন্ন ধরনের মানুষ যারা পৌলের প্রচারের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, তাদের বিষয়ে সম্যক ভাবে পর্যালোচনা করলে এই সমস্ত মণ্ডলীর কাছে পরবর্ত্তীকালে লিখিত পৌলের পত্রাবলীর অর্থ ভাল করে বোঝা যায়।

গ) এই দুটি পত্রেই পুরাতন নিয়ম থেকে উদ্ধৃত শব্দবলীর অপ্রতুলতা দেখে বোঝা যায় যে এই মণ্ডলীগুলির অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন পরজাতীয়। অনেকগুলি কারণের জন্য পরজাতীয়রা সহজেই প্রভু যীশুকে ত্রাণকর্তা এবং প্রভু বলে গ্রহণ করেছিল।

১. তাদের নিজস্ব প্রাচীন ধর্ম ছিল শক্তিহীন কুসংস্কার মাত্র। থিষলনীকীয় শহরটি ছিল অলিম্পাস পর্বতের পাদদেশে এবং সকলেই জানত যে এর বিশাল উচ্চতা ছিল নিতান্তই অসার।

২. সুসমাচার ছিল সকলের জন্য বিনামূল্যে প্রদত্ত।

৩. খ্রীষ্টিয় মতবাদের মধ্যে গোঁড়া যিহূদী জাতীয়তাবোদের কোন স্থান ছিল না। যিহূদী ধর্ম তাদের কঠোর একেশ্বর বাদের কারণে এবং অতি উচ্চস্তরীয় আদর্শগুলির জন্য অনেককে আকর্ষিত করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু অনেকে আবার এর অতি কঠোর নিয়মব্যবস্থার কারণে (যেমন ত্বকছেদ) এবং এর অন্তর্গত গোষ্ঠীভেদ প্রথা ও জাতীয় গোঁড়ামির জন্য এই ধর্মের প্রতি বিকর্ষণ বোধ করত।

ঘ) অনেক "প্রধান স্ত্রীলোক" নিজেদের ধর্মপথ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতার কারণে খ্রীষ্ট বিশ্বাস গ্রহণ করতে পেরেছিল। গ্রীক রোমীয় পৃথিবীর অন্য যে কোন স্থানের তুলনায় মাকিদনিয়া এবং এশিয়া মাইনরের মহিলারা অনেক বেশী স্বাধীন ছিলেন (স্যার ডব্লিউ. এম. র‍্যামসে লিখিত ' সেন্ট পল দি ট্রাভেলার এণ্ড রোমান সিটিজেন' প্রকাশক জি.পি. পুটনামস্ সন্স, ১৮৯৬, পৃষ্ঠা ২২৭ দেখুন)। কিন্তু অপেক্ষাকৃত গরীব শ্রেনীর মহিলারা কিছুটা স্বাধীন হলেও তবুও কুসংস্কার এবং বহু বিবাহ প্রথার ঘৃণ্য সামাজিক বন্ধনের নাগপাশে আবদ্ধ থাকতেন (র‍্যামসের বইয়ের ২২৯ পৃষ্ঠা দেখুন)।

ঙ) পৌল ঠিক কতদিন থিষলনীকীয় নগরে কাটিয়েছিলেন তা নিয়ে অনেক মতভেদ আছে ঃ

১. প্রেরিত ১৭:২ পদে বলা হয়েচে যে পৌল অন্ততঃ তিনটি বিশ্রামবারে উপাসনাস্থলে প্রচার করেছিলেন।

২. ১থিষলনীকীয় ২:৭-১১ পদগুলিতে বলা হয়েছে যে পৌল স্বহস্তে পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এই তার পেশা ছিল তবুও সেলাই, অথবা কারো কারো মতে চামড়া দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা।

৩. ফিলিপীয় ৪:১৬ পদ অনুযায়ী পৌল বেশ কিছুকাল থিষলনীকীয়তে ছিলেন কারণ সেখানে থাকাকালীন তিনি ফিলিপীয় মণ্ডলীর থেকে অন্ততঃ দুই দফা দান সংগ্রহ করেছিলেন। দুটি নগরের মধ্যেকার দুরত্ব ছিল প্রায় ১০০ মাইল। অনেকে বলেন যে পৌল সেখানে দুই থেকে তিন মাস মত বাস করেছিলেন এবং যে তিনটি বিশ্রামবারের কথা বলা হয়েছে সেই দিনগুলিতে তিনি শুধু যিহূদীদের কাছে প্রচার করেছিলেন (শেপার্ড - ১৬৫ পৃষ্ঠা)।

৪. প্রেরিত ১৭:৪ এবং ১থিষলনীকীয় ১:৯, ২:৪ পদগুলির বর্ণনার মধ্যে যে ভিন্নতা দেখা যায় সেটি এই তত্ত্বকে সমর্থন করে। মূল বিষয়টি হল পরজাতীয়দের দ্বারা তাদের প্রতিমার মূর্ত্তি বর্জন। প্রেরিত পুস্তকে বর্ণিত পরজাতীয়রা ছিলেন যিহূদী ধর্ম গ্রহণ কারী, ফলে তারা আগেই পৌত্তলিকতা বর্জন করেছিলেন। সম্ভবতঃ যিহূদী ধর্মাবলম্বী পরজাতীয়দের তুলনায় অন্যান্য পৌত্তলিক ধর্মীয় গোষ্ঠীর থেকে আগত পরজাতীয়দের মধ্যে পৌলের প্রচারকার্য্য অনেক বেশী ছড়িয়ে পড়েছিল।

৫. পরজাতীয়দের মণ্ডলী ঠিক কখন বৃদ্ধি পেয়েছিল তা বলা কঠিন কেননা পৌল সর্বদাই আগে যিহূদীদের কাছে এবং পরে পরজাতীয়দের কাছে যেতেন। যদি যিহূদীরা তার প্রচারকে প্রত্যাখ্যান করত তবেই তিনি পরজাতীয়দের কাছে যেতেন। যখন অনেক সংখ্যক পরজাতীয় সুসমাচারের বাণীকে গ্রহণ করতে শুরু করেছিল তখন ঈর্ষাপরায়ন যিহূদী নগরের দুবৃত্তদের সঙ্গে মিলে দাঙ্গা বাধিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

চ) দাঙ্গা বেধে যাওয়ার পরই পৌল যাসোনের বাড়ি ছেড়ে তীমথি ও সীলের সঙ্গে পালিয়ে অত্মগোপন করেন। তাই যখন তাদের খোঁজে উন্মত্ত জনতা যাসোনের বাড়ি আক্রমন করেছিল তখন তাদের খুঁজে পায়নি। নগরাধ্যক্ষরা শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে যাসোনকে দিয়ে তকলিত নামা সই করিয়ে তবে তাকে জামিনে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এর ফলে পৌলকে রাতারাতি এই নগর ছেড়ে বিরয়াতে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। কিন্তু অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও সেখানকার খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর তাদের সেবা ও সাক্ষ্যের কার্য্য চালিয়ে গিয়েছিল।

২. লেখক

ক) <u>১থিষলনীকীয়</u> একমাত্র অত্যাধুনিক কিছু সমালোচকই পৌলের লেখকত্ব নিয়ে এবং ১ থিষলনীকীয় পত্রটির যথার্থতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তাদের মতামত পণ্ডিতদের খুব একটা প্রভাবিত করতে পারেনি। মারসিওনের তালিকায় ১৪০ খ্রীষ্টাব্দে এবং ম্যুরাটোরিয়ান খণ্ডাংশে ২০০ খ্রীষ্টাব্দে ১থিষলনীকীয় পত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উভয় পুস্তক তালিকাই রোমে বিতরণ করা হয়েছিল। ১৮০ খ্রীষ্টাব্দে নাগাদ ইরেনিয়াস ১থিষলনীকীয় পত্রের নতুন নিয়ম বিষয়ক কথা উল্লেখ করেছিলেন।

খ) <u>২থিষলনীকীয়</u>

১. ২থিষলনীকীয় পত্রটিকে সব সময় পৌলের লেখা বলে ধরা হয়নি এবং বিভিন্ন কারণে বারবার পৌলের লেখকত্বের বিরূদ্ধাচারণ করা হয়েছে ঃ-

ক) প্রথম সমস্যাটি হল ভাষায় ব্যবাহার সংক্রান্ত। এই পত্রে এমন অনেক শব্দাবলী পাওয়া যায় যা পৌলের অন্যান্য পত্রে ব্যবহার করা হয়নি।

খ) " লেখার ভঙ্গিমা এক ঘেয়ে এবং সময়ে সময়ে অত্যন্ত ব্যবহারিক প্রকৃতির" (হার্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা)।

গ) দুটি পত্রে মধ্যে উল্লিখিত শেষ সময় কালের তত্ত্বের মধ্যে একই সুর লক্ষ্য করা যায় না।

ঘ) ২থিষলনীকীয় পত্রে খ্রীষ্টারির বিষয়ে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা বহুলাংশে নূতন নিয়মের অনুরূপ। সেই জন্য অনেকে মনে করেন যে পৌল এই পত্রটির লেখক হতে পারেন না।

২. ২থিষলনীকীয় পত্রের গ্রহণ যোগ্যতা অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ঃ

ক) পপিকার্প ইগনেশিয়াস এবং জাস্টিন এটিকে স্বীকার করেছিলেন।

খ) মারসিও নাইট তালিকায় এটিকে অর্ন্তভুক্ত কার হয়েছিল।

গ) ম্যুরাটোরিয়ান খন্ডাংশে এটির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘ) ইরেনিয়াস নাম উল্লেখ করে এই পত্রটির বিষয়ে বলেছিলেন।

ঙ) এখানে ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছ লেখার ধরণ এবং ঈশ্বতত্ত্ব, ১থিষলনীকীয় পত্রের মতই পৌলের নিজস্ব লেখনী বৈশীষ্টেপূর্ণ।

গ) দুটি পত্রের মধ্যে তুলনা ঃ

১) দুটি পত্রের মধ্যে প্রচুর মিল আছে এবং সেটা শুধু ভাবগত দিক থেকে নয় কিন্তু শব্দগত ব্যবহার দিক থেকেও। যদি প্রারম্ভিক এবং উপসংহারগত ভাষাবৈশিষ্ট্যগুলিকে নাও ধরা হয় তাহলেও দুটি পত্রের প্রায় এক তৃতীয়াংশ একই রকম।

২) ২থিষলনীকীয় পত্রের সুরটি অন্য পত্রের তুলনায় আলাদা, অনেকাংশে হিমশীতল এবং ব্যবহারিক। কিন্তু এই বিষয়টিকে সহজেই বোঝা যেতে পারে যদি আমার প্রথম পত্রের আবেগমথিত প্রেক্ষাপটের সঙ্গে দ্বিতীয় পত্রের সমসাময়িক সমস্যা সংকূল পরিস্থিতির তুল্য মূল্য বিচার করি।

ঘ) পত্রগুলির ক্রমান্বয়

১. এফ. ডব্লিউ. ম্যানসন, যোহনের উইসের লিখিত তথ্য ব্যবহার করে আর একটি চমৎকার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এদের মতে এই দুটি পুস্তকের ক্রমান্বয় পরস্পরের বিপরীত। এর কারণ হল ঃ-

ক) ১থিষলনীকীয় পত্রে ক্ষেত্রে পরীক্ষা ও অত্যাচারের বিষয়বস্তুগুলি অতীতেত বিষয় বলে পরিগণিত হলেও ২থিষলনীকীয় পত্রের সময়ে এটি চরমে উঠেছিল।

খ) ২থিষলনীকীয় পত্রের ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীন সমস্যাগুলি সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে লেখক সদ্য সদ্য সেগুলি সম্বন্ধে জানতে পেরেছিলেন, কিন্তু ১থিষলনীকীয় পত্রের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে সমসাময়িক সময়ের সবাই এই সমস্যাগুলি সম্বন্ধে অবগত ছিলেন।

গ) ১থিষলনীকীয় ৫:১ পদে উল্লিখিত কথাটি - বিশেষ বিশেষ কালের এবং সময়ের বিষয়ে তোমাদিগকে কিছু লেখা অনাবশ্যক যদি ২থিষলনীকীয় ২ অধ্যায়ে সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায় তাহলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মিল খুঁজে পাওয়া যাবে।

ঘ) ১থিষলনীকীয় ৪: ৯,১৩;৫:১ পদগুলিতে - 'আর ..... সম্বন্ধে 'জাতীয় যে কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে সেটির সঙ্গে ১করিন্থীয় ৭:১,২৫;৮:১;১২:১;১৬:১,১২ ইত্যাদি পদগুলির অনেক মিল পাওয়া যায়। যেখানে পৌল তার কাচে প্রেরিত একটি পত্রের পুংখানুপুঙ্খ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ম্যানসন মত প্রকাশ করেছেন যে সম্ভবতঃ দ্বিতীয় থিষলনীকীয় পত্রে বর্ণিত কোন কোন বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে উত্থাপিত প্রশ্নাবলীর জবাব পৌলকে দিতে হয়েছিল।

২. এই যুক্তির বিপক্ষে বিবিধ যুক্তি দেখানো যায় :

ক) ১থিষলনীকীয়ের তুলনায় ২থিষ: পত্রে পৌলের মনোযোগ আকর্ষণকারী সমস্যাগুলি অনেক বেশী তীব্র এবং গভীররূপে দেখা গিয়েছে।

খ) ২থিষলনীকীয় পত্রের কয়েকটি স্থানে (২:২,১৫;৩:১৭) পৌল লিখিত আরেকটি পত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যদি সেটিকে ১থিষলনীকীয় পত্র বলে না ধরা হয় তাহলে আর একটি হারিয়ে যাওয়া পত্রের বিষয়ে আমাদের চিন্তাভাবনা করতে হবে।

গ) ১থিষলনীকীয় পত্রে যে ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণের উজ্জ্বল উদাহরণ দেখা যায় সেটি দ্বিতীয় পত্রে অনুপস্থিত। এর স্বাভাবিক ব্যাখ্যা হল যে দ্বিতীয় পত্রটি প্রথম পত্রেরই ধারাবাহিক অংশ।

ঘ) যদি এই ক্রমানুসারটিকে উল্টো করে ধরা হয় তাহলে দুটি পত্রেরই মূল সুরের পরিপ্রেক্ষিতে এই তত্ত্ব একদমই অস্বাভাবিক বলে মনে হবে।

৩. পত্রগুলির তারিখ

ক) পৌল লিখিত সকল পত্রের মধ্যে থিষলনীকীয় পত্রদুটির তারিখ সম্বন্ধেই সবচেয়ে সুনিশ্চিত ভাবে বলতে পারা যায়। আমরা এই তত্ত্বটি পাই যে পৌল যখন করিন্থে ছিলেন তখন তাকে গ্রেপ্তার করে আখায়ার নগরধ্যক্ষ গাল্লিয়ের সম্মুখে পেশ করা হয়। দেলফিতে প্রাপ্ত একটি প্রস্তরলিখন থেকে সম্রাট ক্লদিয়াসের বিষয়ে গাল্লিয়োরর লেখা কিছু বিষয় জানা যায়। এটি লেখা হয়েছিল সম্রাটের শাসনকালে ১২ তম বছরে (তার ২৬ তম শাসনকালে হিসাবে)। হিসাব করলে দেখা যায় এই ১২ তম বছরের সময়কাল ছিল ২৫ শে জানুয়ারী ৫২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ২৪ শে জানুয়ারী ৫৩ খ্রীষ্টাব্দ অবধি। এই সম্রাটের ২৬ তম আদেশনামার তারিখ সঠিক ভাবে জানা না গেলেও তার ২৭ তম আদেশনামাটি প্রচারিত হয়েছিল ১লা আগস্ট ৫২ খ্রীষ্টাব্দে আগে। গাল্লিয়োর প্রতি সম্রাটের আদেশনামা প্রচারিত হয়েছিল সম্ভবতঃ ৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমার্ধে। সচরাচর নগরাধ্যক্ষদের গ্রীষ্মকালে তাদের পদে বহার করা হত এবং তাদের কার্য্যকাল হত সম্পূর্ণ এক বছরের। এখান থেকে মনে হয় যে গাল্লিয়ো সম্ভবতঃ ৫১ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালের প্রথমার্ধে শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন (মরিস,১৫পৃ:)।

খ) নগরাধ্যক্ষের কার্য্যকালের তারিখটি সঠিক ভাবে নির্নয় করতে পারলেই কিন্তু থিষলনীকীয় পত্রের তারিখে সমস্যা দূরীভুত হয় না। পৌল মোট ১৮ মাস করিন্থে ছিলেন (প্রেরিত ১৮:১১)। এই সময়ের মধ্যে ঠিক কখন তিনি গাল্লিয়োর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন তা জানা যায় না। অধিকাংশ টীকাকার ১ এবং ২ থিষলনীকীয় পত্রের লেখার তারিখ নির্নয় করেন ৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি কোন সময়।

৪. থিষলনীকীয় পত্রের সঙ্গে জড়িত আনুসঙ্গিক ঘটনাবলী

ক) যে সমস্ত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে পৌলকে থিষলনীকীয় পত্রবলী লিখতে হয়েছিল, সেই ঘটনাবলী সমূহ যথেষ্ট জটিল এবং পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। এই পত্রদুটির কিছু কিছু সাধারণ এবং আবেগজনিত প্রেক্ষাপটের বিশেষত্ব নিয়ে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন আছে। পৌলকে বাধ্য হয়ে থিষলনীকীয় মণ্ডলীর সদ্য বিশ্বাসীদের পরিত্যাগ করে চলে যেতে হয়েছিল কেননা যিহূদী শহরের দুষ্ট পৌত্তলিক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনতাকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে তাদেরকে পৌলের অনুসন্ধান করার জন্য যাসোনের বাড়ী আক্রমন করতে প্ররোচিত করেছিল। নগরাধ্যক্ষের সম্মুখে বিচার নিষ্পন্ন হওয়ার পরে যাসোন এবং অন্যান্য খ্রীষ্টিয় নেতৃবৃন্দকে ওফলিত নামা লিখে দিতে হয়েছিল যে তারা শান্তি ফিরিয়ে আনবেন। একথা শোনারপর পৌল বুঝতে পেরেছিলেন যে তাকে এই সদ্যজাত অপরিপক্ক মণ্ডলী পরিত্যাগ করে চলে যেতেই হবে। সেই জন তিনি তীমথিয় ও সীলের সঙ্গে বিরয়াতে চলে যায়।
সম্ভবত তীমথিয় কিছুকাল পৌলের সঙ্গে থাকার পর (প্রেরিত ১৭:১০) সীলের সঙ্গে আথিনীতে চলে যান (প্রেরিত ১৭:১৫)। প্রাথমিক ভাবে বিরয়ার যিহূদীরা সুন্দর ভাবে পৌলকে গ্রহণ করে তার জীবনে এক প্রকার আশীর্বাদ এনে দিয়েছিল কেননা ঠিক তার আগেই পৌল যিহূদীদের নিদারুন শত্রুতা ভোগ করে এসেছিলেন। কিন্তু এই সুখ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, থিষলনীকীয় নগরীর অধিবাসী যিহূদীরা বিরয়া নগরীতেও হানা দিয়েছিল এবং সমস্যা তৈরী করতে শুরু করেছিল। ফলে পৌলকে আবার সেই জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল।

খ) এই বারে পৌল আথিনীতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তাকে সম্পূর্ণ শীতল এবং অনিচ্ছুক ভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। তিনি শিক্ষাবিদ এবং দার্শনিকদের মধ্যে এক জন অগ্রগন্য ব্যক্তি বলে পরিচিত হয়েছিলেন। মাকিদনিয়াতে তাকে সম্মুখীন হতে হয়েছিল তীব্র নিপীড়ন এবং মারধোরের। তাকে উলঙ্গ করে মারধোর করা হয়েছিল এবং রাত্রিকালে নগরের মধ্যে বাইরে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। পণ্ডিতরা তাকে উপহাস করতেন আর তার নিজের দেশের লোকেরা তাকে ঘৃণা করত (২করি: ৪:৭-১১; ৬:৪-১০; ১১:২৩-২৯)।

গ) পৌলকে একটি গুরত্বপূর্ণ ক্ষণে থিষলনীকীয় মণ্ডলীর মত একটি সম্ভাবনাপূর্ণ মণ্ডলীকে পরিত্যাগ করে চলে যেতে হয়েছিল। এই মণ্ডলী তখনও যথেষ্ট অপরিপক্ক ছিল এবং বহুপ্রকারের নিপীড়ন ও দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। পৌল নিজের মানসিক যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছিলেন না। নূতন বিশ্বাসীদের বিষয়ে দুর্ভাবনায় অস্থির হয়ে পৌল বিরয়া ও আথিনীর মাঝামাঝি কোন একটা স্থানে থেকে তীমথিয় ও সীলকে আবার মাকিদনিয়া স্থিত নূতন মণ্ডলীর কাছে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। তীমথিয় থিষলনীকীয়তে ফেরত গিয়েছিলেন। অনেকে মনে করেন তিনি ছয় মাস থেকে এক বছর পর্য্যন্ত সময় সেখানে পরিচর্য্যা কাজ করেছিলেন। এই সময়ে মণ্ডলী হন্যে হয়ে এমন এক জনের খোঁজ করছিল যিনি তাদেরকে শিক্ষা, সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিতে সমর্থ হবেন। তীমথিয় নিজেই ছিলেন এক জন নুতন বিশ্বাসী। পৌলের প্রথম প্রচার যাত্রাকালে বাপ্তাইজিত হলেও তিনি পৌলের সঙ্গে সহকারী হিসাবে বাস করতে শুরু করেন তার দ্বিতীয় প্রচারা ভিযান কালে লুস্ত্রা নামক স্থানে যাত্রার সময়। তিনি প্রচার কার্য্যে নবাগত হলেও তার উপর পৌলের প্রচুর আস্থা ছিল। পৌলর বার্তাবাহক হিসাবে এটিই ছিল তীমথিয়ের প্রথম অভিযান।

ঘ) পৌল একলাই আথিনীতে প্রচার করতে শুরু করেন এবং দিন দিন মাকিদনিয়ার লোকাদের সুসমাচারের প্রতি নিস্পৃহতাকে স্মরণ করে এবং সেখানকার নূতন বিশ্বাসী খ্রীষ্ট ভক্তদের বিষয়ে দুঃশ্চিন্তা করার কারণে তিনি অত্যন্ত হতোদ্যম এবং হতাশ হয়ে পড়েন। তিনি বিশেষরূপে চিহ্নিত ছিলেন থিষলনীকীয় মণ্ডলীর বিষয়ে। এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কোন মণ্ডলী কি এত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গিয়েও টিকে থাকতে পারে (কার্টার, ১১৫ পৃঃ)। এর উপরে আবার পৌল দীর্ঘকাল তীমথিয় ও সীলের কাছ থেকে কোন সংবাদ পাননি (কেউ কেউ বলে ছয় মাস থেকে এক বছর যাবৎ আবার অনেকে বলেন দুই কি তিন মাস মাত্র) (ফারার, ৩৬৯ পৃঃ)। পৌল যখন করিন্থে এসে পৌঁছেছিলেন তখন তার মানসিক অবস্থা ঠিক এই রকম সংকটপূর্ণ অবস্থানে ছিল।

ঙ) করিন্থে এসে পৌঁছানোর পর দুটি ঘটনা ঘটে যার ফলে পৌল আবার উৎসাহিত হয়ে উঠেন ঃ-

১. ঈশ্বর পৌলকে দর্শন দিয়ে জানান যে করিন্থ নগরীতে এমন অনেক মানুষ আছে যারা সুসমাচারের শিক্ষায় সাড়া দেবে (প্রেরিত ১৮:৯-১০)।

২. তীমথিয় এবং সীল ফিরে এসে তাকে সুসংবাদ দেন (প্রেরিত ১৮:৫)। থিষলনীকীয় নগরী থেকে তীমথিয়ের বহন করে আনা সংবাদের প্রত্যুত্তরেই পৌল করিন্থে বসে একটি পত্র লিখেছিলেন। এই পত্রে পৌল মণ্ডলীর পক্ষ থেকে উদ্ভুত বিভিন্ন তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন।

চ) ২থিষলনীকীয় প্রত্রটির লেখার সময় ১থিষলনীকীয় পত্রের অল্পকাল পরে বলে ধরা হয়। কেননা এই পত্রটি লিখে যতটা কাজ হবে বলে পৌল ভেবেছিলেন ততটা কাজ হয়নি। এছাড়াও তিনি অন্যান্য নানা সমস্যার বিষয়ে অবগত হয়েছিলেন। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে ১থিষলনীকীয় পত্রটি লেখার ছয় মাস পরে ২থিষলনীকীয় পত্রটি লেখা হয়।

৫. পত্রটির উদ্দেশ্যে

ক) থিষলনীকীয় পত্রদুটির মোট তিনটি উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয় :

১. শত নিপীড়নের মাঝেও থিষলনীকীয় মণ্ডলীর সভ্যরা যে বিশ্বাস ও খ্রীষ্টিয় স্বভাবকে ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছিল এই জন্যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পৌলের ধন্যবাদজ্ঞাপন প্রকাশ করা।

২. পৌলের চরিত্র এবং উদ্দেশ্যের বিরূদ্ধে কুৎসা রটনা করে যে সব অপপ্রচার করা হয়েছিল তার উপযুক্ত জবাব দেওয়া।

৩. প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন নিয়ে আলোচনা করা। শেষকালীন সময়ের বিষয়ে পৌলের এসব আলোচনা থিষলনীকীয় মণ্ডলীর মানুষজনের মনে দুটি প্রধান প্রশ্নের জন্ম দিয়েছিল।

ক) যে সব বিশ্বাসীরা প্রভুর দ্বিতীয় আগমনের আগেই মারা যাবে তাদের কি হবে ?

খ) মণ্ডলীর সেই সব বিশ্বাসীদের কি হবে যারা প্রভুর দ্বিতীয় আগমনের প্রতীক্ষায় সমস্ত কাজকর্ম ছেড়ে চুপচাপ বসে ছিল (বার্কলে ২১-২২ পৃষ্ঠা)।

খ) উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে অনেকগুলিকেই এই আলোকে বিচার করা সম্ভব যে এই মণ্ডলীটি একটি নুতন এবং নব্য উৎসাহে ভরপুর মণ্ডলী ছিল। কিন্তু পরিবেশন ও পরিস্থিতিগত কারণের জন্য তাদের ত্রুটিপূর্ণভাবে প্রশিক্ষিত এবং নিয়মাধীন করা হয়েছিল। এই সমস্যাগুলিকে অবলম্বন করলে আমরা একটি নবগঠিত মণ্ডলীর সমস্যাগুলিকে বুঝতে পারি, সেগুলি হল নূতন বিশ্বাসী, দূর্বল, দূর্বল হৃদয়ের অধিকারী, কুঁড়ে, দুরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ এবং হস্তবিহ্বল মানুষজন।

গ) ২থিষলনীকীয় পত্রটি লেখার কারণ ছিল এটাই যে প্রথম পত্রটি লেখার পরেও মণ্ডলীর সমস্যাজনিত রোগের সবটা আরোগ্য হয়নি (ওয়াকার, ২৯৬৮ পৃষ্ঠা)।

৬. গ্রন্থ তালিকা বা উৎস গ্রন্থসমূহের নাম

বার্কলে, উইলিয়াম, 'দি লেটারস এণ্ড দি রেভেলেশন, দি নিউ টেস্টামেন্ট' ২য় খণ্ড, নিউইয়র্ক : কলিনস্, ১৯৬৯।
কার্টার, থমাস, 'লাইফ এণ্ড লেটারস অফ পল', ন্যাশভিল : কোকস্‌বেরী প্রেস, ১৯২১।
ফাবার ডীন, দিলাইফ এণ্ড ওয়ার্ক অফ সেন্ট পল, নিউইর্য়ক ক্যাসেল এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড, ১৯০৪।
হার্ড রিচার্ড, 'এ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু দি নিউ টেস্টামেন্ট' নিইইয়র্ক : হাপরি এণ্ড রো পাবলিশারস্, ১৯৫০।
মেটসগার, ব্রুস ম্যানিং 'দি নিউ টেস্টামেন্ট' ইটস্ ব্যাকগ্রাউণ্ড, গ্রোথ এণ্ড কনটেন্ট, ন্যাসাভিল : এ্যাবিংডন প্রেম, ১৯৬৫।
ম্যানসন, টি. ডব্লিউ, 'স্টাডিস ইন দি গসপেলস্ এণ্ড এপিসেলস্, ফিলাডেলফিয়া : ওয়েস্ট মিন্সটার, ১৯৬২।
মরিস, লিওন, 'দি ফার্স্ট এণ্ড সেকেন্ড এপিসেলস টু দি থিসালোনিয়ানস্, গ্র্যাণ্ড ব্যাপিডস : এরডম্যানস, ১৯৯১।
র‍্যামসে, ডব্লিউ. এম. 'সেন্ট পল দি ট্রাভেলার এণ্ড রোমান সিটিজেন, নিউইয়র্ক : জি. পি. পুটনামস্ সন্স ১৮৯৬।
শেপার্ড, যে ডব্লিউ 'দি লাইফ এণ্ড লেটারস অফ পল, গ্র্যাণ্ড র‍্যাপিডস্ ডব্লিউ. এম. বি. এরডম্যানস্ পাবলিশিং কোম্পানী, ১৯৫০।
ওয়াকার, আর. এইচ. 'দি ইনটারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড বাইবেল এনসাই ক্লোপিডিয়া, ভি.এন.ডি খণ্ডাবলী।

৭. বিষয়গত রূপরেখা

ক) শুভেচ্ছা, ১:১

খ) ধন্যবাদের প্রার্থনা, ১:২

গ) স্মৃতিচারণা, ১:৫-২:১৬

১. প্রাথমিক প্রচারের নিরীখে থিষলনীকীয় নিবাসীদের প্রতিক্রিয়া, ১:৫-১০।

২. থিষলনীকীয় নগরীতে সুসমাচার প্রচার, ২:১-১৬।

ক) প্রচারকারী দলের উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধ তা, ২:১-৬ ক।

খ) প্রচারকারী দল কোন প্রকার বেতন বা খরচ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, ২:৬খ-৯।

গ) প্রচারকারী দরে প্রত্যেকে নির্দ্দোষচারী ছিলেন, ২:১০-১২।

ঘ) প্রচারকারী দল ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করত, ২:১৩

ঙ) নিপীড়ন, ২:১৪-১৬

ঘ) থিষলনীকীয় নিবাসীদের সঙ্গে পৌলের সম্পর্ক, ২:১৭-৩:১৩।

১. তার ফিরে আসার বাসনা, ২:১৭,১৮

২. থিষলনীকীয় নিবাসীদের জন্য পৌলের আনন্দ, ২:১৯-২০

৩. তীমথিয়দের প্রচার কার্য্য, ৩:১-৫

৪. তীমথিয়ের প্রদত্ত বিবরণ, ৩:৬-৮
৫. পৌলের সন্তুষ্টি, ৩:৯,১০
৬. পৌলের প্রার্থনা, ৩:১১-১৩

ঙ) খ্রীষ্টিয় ধর্মাচরণ করতে বিনতি, ৪:১-১২
১. সাধারণ, ৪:১,২
২. শুদ্ধ যৌন জীবন, ৪:৩-৮
৩. ভ্রাতৃপ্রেম, ৪:৯,১০
৪. জীবিকা অর্জন, ৪:১১,১২

চ) খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন সম্বন্ধীয় সমস্যা, ৪:১৩-৫:১১
১. খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন এবং বিশ্বাসীদের রূপান্তরকরণের আগেই যে সব বিশ্বাসী মারা যাবে তাদের বিষয়ে, ৪:১৩-১৮
২. রূপান্তরকরণের প্রকৃত সময় ৫:১-৩
৩. দীপ্তির সন্তান বা দিবসের সন্তান, ৫:৪-১১

ছ) সাধারণ ধর্মীয় সম্ভাষণ, ৫:১১-২২

জ) উপসংহার, ৫:২৩-১৮

পৌল রচিত অন্যান্য পত্রাবলীর মত এই পত্রটির রূপরেখার মধ্যে সুন্দর ভাবে আলাদা করা তাত্ত্বিক অংশ এবং ব্যবহারিক অংশ দেখতে পাওয়া যায় না। যদি সাধারণ ভাবে লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, ৪:১৭-১৮ পদে পৌল খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন নিয়ে যে আলোচনা করেছেন সেটি যতটা ব্যবহারিক ততটা তাত্ত্বিক নয়! খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন শুধুমাত্র তত্ত্বালোচনা মূলক কোন বিষয় নয় কিন্তু এমন এক ধরনের জীবনযাপনের জন্য আহ্বান যেখানে সেই জীবনযাপনকারী সর্বদা খ্রীষ্টের আগমন প্রত্যাশায় জীবনযাপন করে।

৮. যে সব বিষয় বা বাক্যাংশ সংক্ষেপে বুঝতে হবে

১. "আমাদের এবং প্রভুরও অনুকারী হইয়াছে, ১:৬
২. "জীবন্ত , সত্য ঈশ্বর" ১:৯
৩. "আগামী ক্রোধ" ১:১০
৪. "স্তন্যদাত্রী" ২:২৭
৫. "মনুষ্যর বিপরীত" ২:১৫
৬. "শয়তান আমদের বাধা দিল" ২:১৮
৭. " যেন তোমাদের বিশ্বাসের ত্রুটি সকল পূর্ণ করিতে পারি" ৩:১০
৮. পবিত্রতা, ৪:৩
৯. "নিদ্রগত" ৪:১৩
১০. "আমার কোন ক্রমে সেই নিদ্রাগত লোকদের অগ্রগামী হইবে না" ৪:১৫
১১. "ঈশ্বরের তুরীবাদ্য" ৪:১৬
১২. " মেঘ" ৪:১৭
১৩. "সতত প্রভুর সঙ্গে থাকিব" ৪:১৭
১৪. "নিদ্রা" ৫:৬-৭
১৫. "মিতাচারী" ৫:৮

১৬. "বিশ্বাস ও প্রেমরূপ বুকপাটা" ৫:৮
১৭. "পরিত্রাণের আশারূপ শিরস্ত্রাণ" ৫:৮
১৮. "পবিত্র চুম্বন" ৫:২৬
১৯. " ধৈয্য ও বিশ্বাস" ২থিষলনীকীয় ১:৪
২০. "অনন্ত বিনাশ", ২থিষলনীকীয় ১:৯
২১. "ধর্ম ভ্রষ্টতা" ২থিষলনীকীয় ২:৩
২২. "প্রভু যীশু আপন মুখের নিঃশ্বাস দ্বারা সংহার করিবেন" ২থিষলনীকীয় ২:৮

৯. যে সব ব্যক্তিদের সম্বন্ধে জানতে হবে

১. সীল, ২থিষলনীকীয় ১:১
২. প্রধান দূত, ১থিষ: ৪:১৬
৩. লোকে যখন বলে, ১থিষ: ৫:৩
৪. পাপ পুরুষ, ২থিষ: ২:৩
৫. যে বাধা দিয়া রাখিতেছে, ২: থিষ: ২:৭
৬. যে কোন ভ্রাতা অনিয়মিতরূপে চলে, ২থিষ: ৩:৬

১০. মানচিত্রে যে সব স্থান চিহ্নিতকরণ করতে হবে

১. থিষলনীকীয়, ১:১
২. মাকিদনিয়া, ১:৮
৩. আখায়া, ১:৮
৪. ফিলিপী, ২:২
৫. যিহূদিয়া, ২:১৪
৬. আথীনী, ৩:১

১১. আলোচনা সাপেক্ষ প্রশ্নাবলী

১. ২:৩ এবং ৫ পদে পৌল তার প্রচারকার্য্যের পাঁচটি বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বলেছেন। সেগুলি উল্লেখ করুন।
২. যে সব মণ্ডলীতে পৌল প্রচার করতে যেতেন সেখান থেকে কোন প্রকার অর্থ গ্রহণ করতেন না কেন?(২:৯)
৩. যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের পরিপ্রেক্ষিতে পৌল এই পত্রটি রচনা করেছিলেন তার সঙ্গে ৪:১১ পদটি কি ভাবে সম্পর্কযুক্ত? (এবং ২থিষ: ৩:৬-১২)।
৪. রূপান্তকরণ বিষয়টির সঙ্গে ৪:১৭ পদটি কি ভাবে জড়িত ?
৫. ৫:১ পদে কি বিষয়ের অবতারনা করা হয়েছে ?
৬. পৌল বিশ্বাসীদের সৈনিক বলে অভিহিত করেছেন কেন ? (৫:৮)
৭. ৫:১২-১৩ পদগুলি কি ভবে আজকের দিনের পালকদের প্রতি প্রযোজ্য ?
৮. ৫:১৪-২২ পদে বিশ্বাসীদের যে সমস্ত কার্য্য করতে আহ্বান জানানো হয়েছে সেগুলিকে বর্ণনা করুন।
৯. ৫:২৩ পদ অনুসারে মানব সত্ত্বা কি তিন ভাবে বিভাজিত ?
১০. ২ থিষলনীকীয় ১ অধ্যায়ে কেন্দ্রীয় ভাবটি কি ?
১১. ২থিষলনীকীয় ২:৪ পদের বর্ণনা অনুযায়ী কি যিহূদীদের মন্দির পূণগঠনের বিষয়ে দাবী করা হয়েছে ?
১২. মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা এবং দায়িত্বজনিত বিষয়গুলির সঙ্গে ২থিষলনীকীয় ২:১১ পদ কি ভাবে সম্পর্কযুক্ত ?
১৩. ২থিষলনীকীয় ২:১৩-১৫ পদগুলিতে কিভাবে পূর্ব নিরূপিত ভাগ্য এবং স্বাধীন ইচ্ছার মধ্যে সমাজস্য রক্ষা করা হয়েছে ?

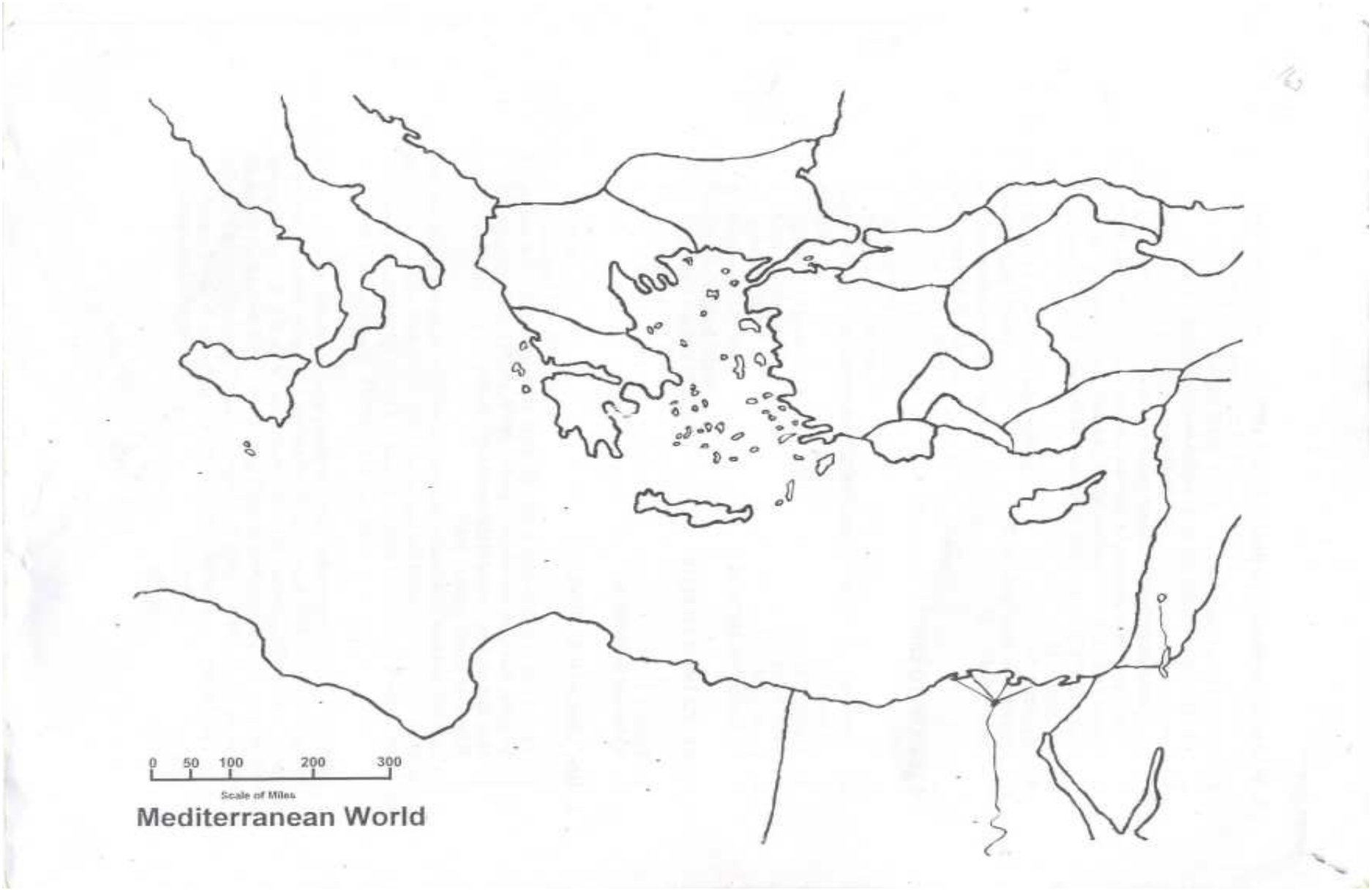
0 50 100 200 300
Scale of Miles
Mediterranean World

পালকীয় পত্রবালীর উপক্রমনিকা
১ এবং ২ তীমথিয় এবং তীত

১. প্রারম্ভিক বক্তব্য

ক) ১তীমথিয়, তীত এবং ২তীমথিয় পত্রে যে সব স্থানের ভৌগলিক বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে তার সঙ্গে প্রেরিতদের কার্য্যবিবরনী কিম্বা পৌল রচিত অন্যান্য পত্রবলীতে বর্ণিত ক্রমান্বয়ের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

১. ইফিষে যাত্রা (১তীম: ১:৩)
২. ত্রোয়া নামক স্থানে যাত্রা (২তীম: ৪:১৩)
৩. মিলিতা দ্বীপে যাত্রা, (২তীম: ৪:২০)
৪. ক্রীত নামক স্থানে প্রচার কার্য্য (তীত ১:৫)
৫. স্পেনে প্রচার অভিযান (রোমের ক্লিমেন্ট, ৯৫ খ্রীষ্টাব্দ এবং ১৮০-২০০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত ম্যুরাটোরিয়ান খণ্ডাংশে পাওয়া যায়।

তাই মনে হয় পৌল কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন (সম্ভবতঃ ৬০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম থেকে মাঝামাঝি সময়ে, যার বিষয়ে ৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্লিমেন্ট কর্তৃক লিখিত বিবরণের ৫ অধ্যায়ে পাওয়া যায়) এবং চতুর্থ প্রচারাভিযান শুরু করে আবার কারারুদ্ধ হয়ে ৬৮ খ্রীষ্টাব্দের আগে কোন এক সময় মৃত্যুবরণ করেছিলেন (এই সময় নীরোর মৃত্যু হয়)।

খ) এই পত্রগুলির প্রাথমিক উদ্দেশ্য মণ্ডলী পরিচালনা কার্য্যসংক্রান্ত প্রশাসনিক উপদেশ দান। কিন্তু জর্ডন ফী তার লিখিত ১ এবং ২ তীমথিয় এবং তীত পত্রের টীকাভাষ্য 'নিউ ইন্টারন্যাশনাল বিব্লিকাল কমেন্টারী' নামক গ্রন্থে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে ইফিষে এবং ক্রীত দীপপুঞ্জে উদ্ভুত ভ্রান্ত শিক্ষার বিরূদ্ধে এই পত্রগুলি লেখা হয়েছিল।

গ) কোন কোন ক্ষেত্রে এই পালকীয় পত্রবলীগুলি অনেকটা এসেনীয়দের আইনশৃংখলার নির্দেশগ্রন্থের মতই নানা রকম প্রশাসনিক নির্দেশে পরিপূর্ণ। এই যুগের নব্য মণ্ডলী যে ভাবে প্রৈরিতিক শিক্ষা এবং নির্দেশাবলী থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরণের নির্দেশমূলক প্রয়োজনীয়তা ছিল খুব বেশী।

ঘ) লূক রচিত সুসমাচার প্রেরিতদের কার্য্যবিবরণী এবং পৌলের রচিত, পালকীয় পত্রবলীর মধ্যে ভাষাগত মিল দেখা যায়। কেননা পৌল সম্ভবতঃ লূককে লেখনীকার হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন (সি.এফ.সি. ম্যালে রচিত 'দি প্রবলেম অফ দি পাসটোরাল এপিসেল : এ. রি এ্যাপ্রেইসাল')। এস. জি. উইলসন তার রচিত লূক এ্যাণ্ড দি পাসটোরাল এপিসেলস্ নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে এই তিনটি পালকীয় পত্রাবলী লেখনে সাহায্যের মাধ্যমে লূক সম্ভবতঃ তার লিখিত একটি তৃতীয় গ্রন্থাবলীকে সসুমাচার প্রচারকার্য্যে রোমের বাইরে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

ঙ) এই তিনটি পত্রকে এই ভাবে এক সঙ্গে যুক্তভাবে দেখানো হয়েছে কেন ? এটি কি সম্ভব যে এগুলি আলাদা আলাদা সময় স্থান এবং ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত! ঠিক ভাবে দেখতে গেলে একমাত্র ১তীমথিয় এবং তীত এই দুটি পত্রেই মণ্ডলী পরিচালনা বিষয়ে বলা হয়েছে। এই পত্রগুলির মধ্যে মিলযুক্ত বৈশিষ্ট্য হল (১) এদের ভাষা, (২) এখানে বর্ণিত ভাক্ত শিক্ষকদের ভ্রান্ত শিক্ষা এবং (৩) এই পত্রগুলি কোনটির সঙ্গেই প্রেরিত পুস্তকের ক্রমান্বয়গুলি মেলে না (যদি এদের একত্রে ধরা হয়)।

২. লেখক

ক) এই পত্রগুলির মধ্যেই বর্ণনা করা হয়েছে যে এগুলি প্রেরিত পৌলের দ্বারা (১তীম: ১:১;২তীম: ১:১ এবং তীত ১:১) তার দুই শিষ্য তীমথিয় এবং তীতের উদ্দেশ্যে লেখা।

খ) এই পত্রগুলির লেখকের পরিচয় নিয়ে বিতর্ক শুরু হয় উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে। পৌলের লেখকত্ব অস্বীকার করার কারণগুলি হল ঃ-

১. একটি পরিণত মণ্ডলী (অধ্যক্ষদের গুণাবলী)
২. একটি পরিণত জ্ঞানপন্থী মত (দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রচলিত)
৩. একটি পরিণত ঈশ্বতত্ত্ব (বিশ্বাসসূত্র), বিভিন্ন ধরণের ভাষা এবং লেখনশৈলী (প্রায় এক তৃতীয়াংশ শব্দাবলী যা পৌলের লেখায় আর কোথাও ব্যবহৃত হয়নি)।

গ) এই ধরনের তফাৎগুলিতে সহজেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব :
১. যেহেতু এগুলি পৌলের শেষ সময়কার লেখা যেখানে তিনি লূককে লেখনীকার হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন।
২. ভাষা বেং লেখনশৈলী প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভরশীল ছিল।
৩. প্রথম শতাব্দীর যিহূদী দর্শন থেকে জ্ঞানমার্গের উদ্ভব হয়েছিল (মৃত সাগর পুঁথি)
৪. পৌল এক জন অত্যন্ত প্রতিভাবান ঈশ্বতাত্ত্বিক ছিলেন এবং তার শব্দভাণ্ডার ও জ্ঞান ছিল বিশাল।

ঘ) পৌলে লেখার ঐতিহাসিক পূর্বঘটনাগুলি নিয়ে অনেক নতুন ভাবনা চন্তা করা হয়েছে :
১. পৌল এক জন পেশাদার লেখনীকারকে ব্যবহার করেছিলেন (এক্ষেত্রে লূক)।
২. পৌল অন্যান্য সহ লেখককে ব্যবহার করেছিলেন (তার অন্যান্য প্রচার সহকারী, যেমন ১তীম: ১:৫ পদে বর্ণিত হয়েছে)।
৩. পৌল উপাসনা এবং উপাসনামূলক গান সংক্রান্ত অনেক বিষয়ে তার লেখায় ব্যবহার করেছিলেন (এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর সারমর্ম দেখতে পাওয়া যায় হ্যাথোর্ন এবং মার্টিন রচিত 'ডিকশনারী অফ পল এ্যাণ্ড হিজ লেটারস', আই.ভি.পি প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ৬৬৪)।
অনেকে মনে করেন যে পালকীয় পত্রাবলীতে পৌল তার অন্যান্য লেখার উৎস থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। এটিকে সঠিক বলে ধরে নিলে ব্যাখ্যা করতে সুবিধা হয় যে কেন পৌলের লেখায় শুধু একবার ব্যবহৃত শব্দ (হ্যাপাক্স লেগোমেনা), পৌলের নিজস্ব বৈচিত্রপূর্ণ শব্দবলী এবং অন্যান্য কিছু কিছু শব্দ দেখতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে যে সকল মতামত পাওয়া যায় সেগুলি হল ঃ-
ক) প্রশংসাগীত (১তীম: ১:১৭;৬:১৫-১৭)
খ) বিভিন্ন পাপকর্মের তালিকা (১তীম: ১:৯-১০)
গ) স্ত্রীগণের উপযুক্ত আচার ব্যবহার (১তীম: ২:৯-৩:১ ক)
ঘ) অধ্যক্ষগণের উপযোগী গুণাবলী (১তীম: ৩:১খ-১৩)।
ঙ) আরাধনা সঙ্গীতের আকারে বিশ্বাস স্বীকার (১তীম: ২:৫-৬;৩:১৬;২তীম ১:৯-১০,তীত ৩:৩
৪. আরাধনা সঙ্গীত (১তীম: ৬:১১-১২, ১৫-১৬;২তীম: ২:১১-১৩;তীত ২:১১-১৪)
ক) পুরাতন নিয়ম থেকে গৃহীত উদ্ধৃতি (১তীম: ১:৯-১০;২:৯-৩:১ক;৫:১৭-১৮;২তীম: ২:১৯-২১;তীত ৩:৩-৭)
খ) সুত্র
১. "এই কথা বিশ্বসনীয়" (১তীম: ১:১৫;২:৯ - ৩:১ক;২তীম: ২:১১-১৩;তীত ৩:৩-৮)
২. "ইহা জানিয়া" (১তীম: ১:৯-১০;২তীম: ৩:১-১-৫)
৩. "এই সকল বিষয়" (১তীম ৪:৬,১১;২তীম ২:২৪;তীত ১:১৫-১৬;২:১)।
৫. এক জন গ্রীক কবির লেখা থেকে দেওয়া উদ্ধৃতি (তীত ১:১২ এপিমেনিডস এবং ইউরিপিডস)

ঙ) এটি ভাবা খুবই আশ্চর্য্যজনক হবে যে দ্বিতীয় শতাব্দীর এক জন "পৌলপন্থী" এত সুনির্দিষ্ট ভাবে বিভিন্ন ব্যক্তিদের নাম (হুমিনায়, ১তীম: ১:২০;২তীম ২:১৭;আলেকসান্দার, ১তীম ১:২০;সীনা, তীত ৩:১৩ এবং ঘটনাবলী মিলীতে এফিমের পীড়িত হওয়া ২তীম: ৪:২০;বিধবার ভূমিকা, ১তীম: ৫:৯ সম্বন্ধে অবলীলাক্রমে বর্ণনা দিতে পারবেন যেগুলির বিষয়ে পৌলের লেখার অন্য কোথাও কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। এখনা থেকে কি অন্য কোন ছায়া লেখকের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় ?
নূতন নিয়মের পত্রবলীর সম্ভাব্য ছায়া লেখকদের সম্বন্ধে জানতে, কারসন এবং মরিস লিখিত 'এ্যান ইন্ট্রোডাকশান টু দি নিউ টেস্টামেন্ট ৩৬৭-৩৭১ পৃষ্ঠা দেখুন।

৩. তারিখ

ক) এটা যদি সত্য হয় যে পৌল কারাগার থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন প্রেরিত পুস্তক যেখানে শেষ হয়েছে, অর্থাৎ৫৯-৬১ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ), তাহলে তার কারাগার পরবর্তী জীবনের কার্য্যবলী সম্বন্ধে কি কোন লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় (যেমন স্পেনে প্রচার অভিযান, রোমীয় ১৫:২৪,২৮)।

১. পালকীয় পত্রবলী (২তীম: ৪:১০)

২. ১ ক্লিমেন্ট ৫

ক) পৌল পূর্ব এবং পশ্চিম গোলার্ধে প্রচার করেছিলেন (যেমন স্পেনে)

খ) "দেশাধ্যক্ষদের" আমলে মৃত্যুবরণ করেছিলেন (টাইসেলিনাস এবং স্যাবিনাসের আমলে, যারা সম্রাট নীরোর রাজত্বের শেষদিকে, অর্থাৎ ৬৮ খ্রীষ্টাব্দে নাগাদ কার্য্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন)।

৩. ম্যুরাটোরিয়ান খণ্ডাংশের মুখ বন্ধ (রোম থেকে ১৮০-২০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ প্রকাশিত পুস্তক তালিকা)

৪. ইসুবিয়স তার রচিত 'হিস্টোরিকাল এক্লেসিয়াস্টি সিজম' গ্রন্থের ২:২২:১-৮ পদগুলিতে উল্লেখ করেছেন যে পৌল রোমীয় কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন।

৫. ঘটনাক্রম / উদ্দেশ্য

ক) পুরাতন নিয়মে বিশ্বসীবর্গের মণ্ডলী বা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট নির্দেশাবলী দেওয়া আছে। নূতন নিয়মে মণ্ডলীর রীতিনীতি সংক্রান্ত কোন সুনির্দিষ্ট নির্দেশাবলী দেওয়া নেই। পালকীয় পত্রবলীগুলিকে (১তীমথিয়, ২তীমথিয় এবং তীত) এই ধরনের নির্দেশাবলীর সংক্ষিপ্তরূপ বলে গন্য করা যায়।

খ) মণ্ডলী গঠন সংক্রান্ত উদ্দেশ্য ছাড়াও আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল সেযুগের ক্রমবর্ধমান ভ্রান্ত শিক্ষার বিরূদ্ধে লড়াই করা (১তীম ১:৩)। মূল ভ্রান্ত শিক্ষাগুলি ছিল যিহূদী দর্শন ও জ্ঞানমার্গী দর্শনের মিলিত ফল (অনেকটা ইফিষ এবং কলসীতে প্রচলিত শিক্ষার মত)। সম্ভবতঃ এই ধরণের দুটি মতবাদে বিশ্বাসী দলের অস্তিত্ব ছিল।

গ) ১তীমথিয় লেখা হয়েছিল

১. তীমথিয়কে ইফিষে থেকে যেতে অনুরোধ করার জন্য (১তীম ১:৩)।

২. ভ্রান্ত শিক্ষকদের মোকাবিলা করার জন্য।

৩. উপযুক্ত নেতৃত্ব সংগঠিত করার জন্য (১তীম: ৩)

ঘ) তীতের উপর একই রকম কার্য্যভার ক্রীতি নামক স্থানের মণ্ডলীর ক্ষেত্রে সংগঠিত করার দয়িত্ব হয়েছিল (১:৫)।

ঙ) ২তীমথিয় পত্রে দেখানো হয়েছে যে পৌল কারাগারে আবদ্ধ এবং তার ছাড়া পাওয়ার আশা অতীব ক্ষীণ (৪:৬-৮, ১৬-১৮)।

চ) এই সব পদগুলির মধ্যে "উত্তম শিক্ষা" (সঠিক তত্ত্ব) (১তীম: ১:১০;৪:৬;৬:৩;২তীম: ১:১৩;৪:৩;তীত ১:৯; ২:১) অথবা "দৃঢ় এবং সত্য বিশ্বাস" (তীত ১:১৩;২:২) জাতীয় বিষয়গুলির একটি স্পষ্টরূপ দেখতে পাওয়া যায়। ঈশ্বর এই "উত্তম শিক্ষার" কার্য্যভার পৌলের হাতে সমর্পণ করেছিলেন (১তীম ১:১১)। পৌল আবার এই কার্য্যভার তীমথিয়ের হাতে সঁপে দিয়েছিলেন (১তীম ৬:২০)। আবার তীমথিয়ের দায়িত্ব ছিল এই কার্য্যভার অন্যান্য বিশ্বস্ত মানুষদের হাতে সঁপে দেওয়া (২তীম ২:২)।

এই তথ্যগুলি থেকে তৎকালীন যুগের প্রাচীন মণ্ডলীতে বিভিন্ন ধরনের মানুষের উপস্থিতি এবং ক্ষতিকর ভ্রান্ত শিক্ষার বৃদ্ধির বিষয়ে জানা যায়।

৬. ভ্রান্ত শিক্ষকবৃন্দ

ক) প্রথম শতাব্দীর ঘটনাক্রমের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য না থাকার জন্য সে যুগের ভ্রান্ত শিক্ষকদের বিষয়ে বেশী কিছু বলা কঠিন। যারা এই ভ্রান্ত শিক্ষকদের সঙ্গে সরাসরি পরিচিত ছিলেন পৌল তাদের কাছে পত্র লিখেছিলেন। সেজন্য তিনি তাদের ভ্রান্ত ঈশ্বতত্ত্ব নিয়ে বেশী কিছু লেখেননি, কিন্তু তাদের জীবনযাত্রার ধরণ এবং উদ্দেশ্য নিয়ে কড়া সমালোচনা করেছেন (যিহূদাতেও একই রকম বিষয় লিখিত আছে)।

খ) প্রধান যে বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল যে তারা :

১. যিহূদী কিনা
২. গ্রীক কিনা
৩. মিশ্র যিহূদী এবং গ্রীক কিনা।

গ) ভ্রান্ত শিক্ষকদের চিন্তাধারাগুলি ছিল যিহূদী এবং জ্ঞানমার্গী দর্শনের মিশ্রণ। কিন্তু পরস্পর বিপরীতমূখী এই দুটি ধর্মীয় চিন্তাধারা কিভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল ?

১. যিহূদী ধর্মের ভিতর অল্পবিস্তর দ্বৈতবাদের অস্তিত্ব ছিল (মৃত সাগর পূঁথি)।
২. দ্বিতীয় শতাব্দীর জ্ঞানমার্গীরা নিকট প্রাচ্যের বহুল প্রচলিত দার্শনিক/ ঈশ্বতাত্ত্বিক তত্ত্বগুলিকে কিছুটা পরিমার্জিত করে গ্রহণ করেছিল।
৩. ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া যিহূদী গোষ্ঠীগুলি সম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতরা যতটা ভাবেন তার থেকে বাস্তবে তারা অনেক বেশী ধর্মনিষ্ঠ ছিল।
৪. কলসীয় পুস্তকে প্রথম শতাব্দীতে প্রচলিত যিহূদী-জ্ঞানমার্গী ভ্রান্ত শিক্ষার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘ) পৌল যে সব দিকগুলির বিষয়ে উল্লেখ করেছেন সেগুলি হল :-

১. যিহূদী দিক
   ক) ভ্রান্ত শিক্ষক
      ১. নিয়মব্যবস্থা শিক্ষক (১তীম: ১:৭)
      ২. ত্বকচ্ছেদ সমর্থনকারী দল (তীত ১:১০)
   খ) ভ্রান্ত শিক্ষকদের প্রচলিত যিহূদী কুসংস্কারগুলির বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে (১তীম: ৩:৯, তীত ১:১৪)
   গ) একদল ভ্রান্ত শিক্ষক খাদ্যবিষক আইনকানুন নিয়ে অত্যধিক চিহ্নিত ছিলেন (১তীম: ৪:১-৫)।
   ঘ) অনেক ভ্রান্ত শিক্ষক বংশতালিকা নিয়ে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন (১তীম: ১:৪;৪:৭;২তীম ৪:৪; তীত ১:১৪-১৫;৩:৯)
২. জ্ঞানমার্গী দিক
   ক) কৃচ্ছ সাধন
      ১. বিবাহ করা নিষিদ্ধ (১তীম ২:১৫;৪:৩)
      ২. খাদ্য সম্বন্ধীয় বাদ বিচার ও নিষেধজ্ঞা (১তীম ৪:৪)
   খ) যৌন শোষন প্রক্রিয়া (১তীম ৪:৩;২তীম: ৩:৬-৭;তীত ১:১০,১৫)।
   গ) জ্ঞান চর্চার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ (১তীম: ৪:১-৩;৬:২০)।

৭. গৃহীত পুস্তকসমূহের তালিকা

ক) পৌল সব কটি পত্র একত্রিত করে এক সঙ্গে "পত্রাবলী" নামে অভিহিত করা হত এবং সেটিকে সমগ্র মণ্ডলীগুলিতে প্রচার করা হয়েছিল। একমাত্র ২০০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত পৌলের পত্রবলীর একটি গ্রীক পাণ্ডুলিপিতে ১ এবং ২ তীমথিয় এবং তীত পত্রগুলি (এছাড়াও ২ থিষলনীকীয় এবং ফিলীমন) পাওয়া যায় না। এটিকে বলা হয় পি ৪৬ প্যাপিরাস পাণ্ডুলিপি (চেষ্টার বেটি প্যাপিরাস)। এক্ষেত্রেও একটি সমস্যা আছে কেননা এই সংস্করণের অনেকগুলি পৃষ্ঠা হারিয়ে গিয়েছে। অন্যান্য সমস্ত গ্রীক পাণ্ডুলিপিতে সবকটি "পালকীয় পত্রবলী" পাওয়া যায়।

খ) নাচে কতকগুলি প্রাচীন উৎসের কথা উল্লেখ করা হল যেখানে পালকীয় পত্রগুলি সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে অথবা বর্ণনা করা হয়েছে।

১. প্রাচীন মণ্ডলীর অধ্যক্ষগণ
   - ক) দ্বিতীয় বার্ণবা (৭০-১৩০ খ্রীষ্টাব্দে) ২তীম: এবং তীত, পত্রের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন।
   - খ) রোমারে ক্লিমেন্ট (৯৫-৯৭ খ্রীষ্টাব্দে) ১ এবং ২তীমথিয় পত্রের বিষয় উল্লেখ করেছেন এবং তীত ৩:১ পদ উদ্ধৃত করেছেন।
   - গ) পলিকার্প (১১০-১৫০ খ্রীষ্টাব্দে) ১তীম: , ২তীম: এবং তীত পত্রের বিষয় উল্লেখ করেছেন।
   - ঘ) হার্মাস (১১৫-১৪০ খ্রীষ্টাব্দে) ১ এবং ২ তীমথিয়ের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন।
   - ঙ) ইরেনিয়াস (১৩০-২০২ খ্রীষ্টাব্দে) অনেকবার ১তীম:, ২তীম এবং তীত থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করেছেন।
   - চ) ডায়োজেনেটাস (১৫০ খ্রীষ্টাব্দে) তীতের বিষয় উল্লেখ করেছেন।
   - ছ) টার্টুলিয়ান (১৫০-২২০ খ্রীষ্টাব্দে), ১এবং ২ তীমথিয় এবং তীতের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন।
   - জ) অরিগেন (১৮৫-২৫৪ খ্রীষ্টাব্দে) ১ এবং ২ তীমথিয় এবং তীতের বিষয়ে বলেছেন।

২. যে সমস্ত গ্রন্থপঞ্জীতে পালকীয় পত্রাবলীর বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে :-
   - ক) ম্যুরাটারিয়ান খণ্ডাংশ (রোম থেকে ২০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত)
   - খ) বারোকোসিও (২০৬ খ্রীষ্টাব্দ)
   - গ) প্রৈরিতিক তালিকা (৩০০ খ্রীষ্টাব্দ)
   - ঘ) চেল্টেনহ্যাম তালিকা (৩৬০ খ্রীষ্টাব্দ)
   - ঙ) এ্যাথেনেসিয়াসের চিঠি (৩৬৭ খ্রীষ্টাব্দ)

৩. যে সব প্রাচীন সংস্করণে পালকীয় পত্রাবলী পাওয়া যায় :-
   - ক) প্রাচীন ল্যাটিন সংস্করণ (১৫০-১৭০ খ্রীষ্টাব্দ)
   - খ) প্রাচীন সিরীয় সংস্করণ (২০০ খ্রীষ্টাব্দ)
   - গ) প্রাচীন মণ্ডলীর বিভিন্ন সভা যেখানে এই পালকীয় পত্রবলী সম্বন্ধে উৎসাহে উল্লেখ করা হয়েছে।
   - ঘ) নিসীয় সভা (৩২৫-৩৪০ খ্রীষ্টাব্দ)
   - ঙ) হিপো (৩৯৩ খ্রীষ্টাব্দ)
   - চ) কার্থেজ (৩৯৭ এবং ৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ)

গ) প্রাচীন খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীগুলির মধ্যে আলোচনাসাপেক্ষে যে মতৈক্য সৃষ্টি হয়েছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত করা হয়েছিল। এই মতৈক্যের পিছনে প্রধান চালিকাশক্তি ছিল অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সামাজিক চাপ, কোন পুস্তককে গ্রন্থপঞ্জীর অর্ন্তভূক্ত করা হবে সেটি চিক করার পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ :-

১. পুস্তকটি কোন প্রেরিত শিষ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কি না।
২. পুস্তকটির বক্তব্য অন্যান্য প্রৈরিতিক লেখলেন সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না।
৩. যারা পুস্তকটির সংস্পর্শে এসেছে তাদের জীবনে কোন পরিবর্তন এসেছে কি না।
৪. বিভিন্ন খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী গ্রন্থপঞ্জীর অর্ন্তভুক্ত পুস্তকগুলির গ্রহণ যোগ্যতার বিষয়ে সহমত কি না।

ঘ) গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা গিয়েছিল কেননা :-

১. খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণে।
২. মণ্ডলীগুলি এবং প্রেরিত শিষ্যদের মধ্যে ভৌগলিক দূরত্বের কারণে।
৩. প্রেরিত শিষ্যগণের এক এক করে মৃত্যু হওয়ার কারণে।
৪. বিভিন্ন সূত্র থেকে ভ্রান্ত শিক্ষকদের উদ্ভব হওয়ার কারণে, যেমন :-
   - ক) যিহূদী ধর্ম
   - খ) গ্রীক দার্শনিক মতবাদ
   - গ) অন্যান্য গ্রীক - রোমীয় রহস্যময় ধর্ম যেমন সুসমাচারের বাণী বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ছিল, তেমন এই সব সম্যা উদ্ভব হতে শুরু করেছিল।

ঙ) কোন পুস্তকের গ্রন্থপঞ্জীমূলক যোগ্যতা নির্ভরশীল ছিল পুস্তকটির লেখকের উপরে। পালকীয় পত্রগুলি পৌলের দ্বারা লিখিত বলে গৃহিত হয়েছিল। অনেকে মনে করেন যে কোন পুস্তকের গ্রন্থপঞ্জীতে অর্ন্তভুক্ত সংগ্রীহিত এবং সংরক্ষণের বিষটি সেটি লেখার বিষয়ের মতই পবিত্র আত্মার প্রভাবের উপর নির্ভরশীল ছিল।

৮. ১তীমথিয় - প্রণিধানযোগ্য বিষয় এবং বাক্যাংশগুলি

১. "বিশ্বাস সম্বন্ধে আমার যর্থার্থ বৎস" ১:২
২. "ধর্ম নিন্দুক" ১:১৩
৩. "আমেন" ১: ১৭
৪. "মধ্যস্থ" ২:৫
৫. "মুক্তির মূল্য" ২:৬
৬. "শুচি হস্ত তুলিয়া" ২:৮
৭. "অনিন্দনীয়" ৩:২
৮. "বহু মদ্য পানে আসক্ত" ৩:৮
৯. "বিশ্বাসের নিগূঢ়তত্ত্ব" ৩:৯
১০. "ভূতগণের শিক্ষামালা" ৪:১
১১. "যাহাদের নিজ সংবেদ তপ্ত লৌহের দাগের মত" ৪:২
১২. "জরাতুর স্ত্রীলোকদের যোগ্য গল্প" ৪:৭
১৩. "হস্তার্পণ" ৪:১৪, ৫:২২
১৪. "প্রাচীনবর্গ" ৪:১৪
১৫. "যারা প্রকৃত বিধবা তাহাদের সমাদর কর" ৫:৩
১৬. "প্রথম বিশ্বাস" ৫:১২
১৭. "দ্বিগুণ সমাদর" ৫:১৭
১৮. "সন্তোষযুক্ত" ৬:৬
১৯. "অগম্য দীপ্তি" ৬:১৬

৯. ১তীমথিয় - যেসব ব্যক্তিদের সম্বন্ধে জানতে হবে

১. "পিতা" ১:২
২. "ব্যবস্থার শিক্ষক" ১:৭
৩. "যুগপর্য্যায়ের রাজা" ১:১৭
৪. "হূমিনায় ও আলেকসান্দার" ১:২০
৫. "অধ্যক্ষ" ৩:২
৬. "পরিচারক" ৩:৮
৭. "স্ত্রীলোকেরা" ৩:১১
৮. "প্রাচীনেরা" ৫:১৭
৯. "পন্তীয় পীলাত" ৬:১৬

১০. ১তীমথিয় - মানচিত্রের প্রাণিধানযোগ্য স্থান বিশেষ

১. মাকিদনিয়া, ১:৩
২. ইফিষ, ১:৩

১১. ১তীমথিয় - আলোচনাযোগ্য প্রশ্নাবলী

১. ১:৩-৪ পদে বর্ণিত ভ্রান্ত শিক্ষকদের বিষয়ে নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।
২. ১:৯-১১ পদগুলিতে কি দশ-আজ্ঞার বিষয়ে বলা হয়েছে ? যদি তাই হয় তাহলে কোথায় তফাৎ দেখতে পাওয়া যায় ?
৩. পৌল নিজেকে পাপীদের মধ্যে অগ্রগণ্য বলে অভিহিত করেছেন কেন ?
৪. ১:১৮ পদ তীমথিয়ের জীবনের কোন ঘটনার কথা বর্ণনা করে ?
৫. পৌল কাউকে শয়তানের হাতে সমর্পণ করেছিলেন - এ কথার অর্থ কি ? (১:২০)

৬. ২:৪ পদ এত গুরুত্বপূর্ণ কেন ?
৭. প্রথম শতাব্দীতে প্রচলিত কৃষ্টির আলোকে ২:৯ পদ ব্যাখ্যা করুন।
৮. ২:১২ পদ আজকের যুগের ক্ষেত্রে কিভাবে প্রযোজ্য ?
৯. ২:১৫ পদ নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন।
১০. এক জন অধ্যক্ষের আবশ্যকীয় গুণাবলীগুলি ব্যাখ্যা করুন।
১১. ৩:১৬ পদটিকে কোন প্রাচীন আরাধনা সঙ্গীতের প্রতিলিপি বলে গণ্য করা হয় কেন ?
১২. ভ্রান্ত শিক্ষকরা বিবাহ নিষিদ্ধ করণ করেছিল কেন ? (৪:৩)
১৩. ৪:৪ পদ কিভাবে রোমীয় ১৪ অধ্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ?
১৪. ৪:১০ পদ আপনার নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন।
১৫. ৪:১৪ পদে কোন ঘটনার বিষয়ে বলা হয়েছে ?
১৬. ৫:১৯ পদে কিভাবে পুরাতন নিয়মের প্রতিফলন দেখা যায় ?
১৭. ৫:২৩ পদে কোন ধরনের সাংস্কৃতিক সমস্যার কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে ?
১৮. ৬:১০ পদ আপনার নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন।
১৯. ৬:১৫ পদে বর্ণিত খ্রীষ্টের উপাধি সমূহের উৎস কি ?

১২. ২তীমথিয় - প্রণিধানযোগ্য বিষয় এবং বাক্যাংশ

১. "ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ দান তোমাতে আছে, তাহা উদ্দীপিত কর" ১:৬
২. " তোমার কাছে যে উত্তম ধন গচ্ছিত আছে" ১:১৪
৩. "গলিত ক্ষত" ২:১৭
৪. "এই কথা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে" ২:১৯
৫. "পাত্র" ২:২০
৬. "কর্ত্তা" ২:২১
৭. "সময়ে অসময়ে" ৪:২
৮. "গল্প" ৪:৪
৯. "পুস্তকগুলি ..... চর্মের পুস্তক কয়খানি" ৪:১৩
১০. "সিংহের মুখ হইতে" ৪:১৭

১৩. ২তীমথিয় যে সব ব্যক্তিদের সম্পর্কে সংক্ষেপে জানতে হবে

১. পিতৃপুরুষাবধি, ১:৩
২. লোয়ী, ১:৫
৩. উনীকী, ১:৫
৪. অনীষিফর, ১:১৬
৫. ফিলীত, ২:১৭
৬. যান্নি ও যাম্ব্রি, ৩:৮,৯
৭. হুমিনায়, ২:১৭
৮. সুসমাচার প্রচারক ৪:৫
৯. দীমা ৪:১০
১০. লূক ৪:১১
১১. মার্ক, ৪:১১
১২. তুখিক, ৪:১২
১৩. আলেকসান্দর ৪:১৪

১৪. ২তীমথিয় যে সব স্থান চিহ্নিত করতে হবে

১. পৌল কোথায় কারাবদ্ধ হয়েছিলেন ?
২. ১:১২ পদ নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন ।
৩. এশিয়া, ১:১৫
৪. রোম, ১:১৭
৫. ইফিষ, ১:১৮, ৪:১২
৬. আন্তিয়খিয়া, ৩:১১
৭. ইকনিয়, ৩:১১
৮. লুস্ত্রা, ৩:১১
৯. থিষলনীকীয়, ৪:১০
১০. গালাতীয়, ৪:১০
১১. দালমাতিয়া, ৪:১০
১২. ত্রোয়া, ৪:১৩
১৩. করিন্থ, ৪:২০
১৪. মিলী, ৪:২০

১৫. ২তীমথিয় আলোচনাযোগ্য প্রশ্নাবলী

১. ১:৯ পদের সঙ্গে তীত ৩:৫ ক পদের কিরূপ মিল আছে ?
২. পৌল কারাগারে থাকাকালীন অনীষিকর তার জন্য কি করেছিলেন ? (১:১৬-১৮)
৩. ২তীমথিয় ২:২ পদ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ কেন ?
৪. ২:১১ পদে একটি পুরাতন আরাধনা সঙ্গীতের অংশ বলে মনে করা হয় কেন ?
৫. ২:১৫ পদ কি বিষয়ে প্রতি ইঙ্গিত করে ?
৬. ২:২৫ পাঠ করে কি একথা মনে হয় যে ঈশ্বর মনপরিবর্তন দান করেন ? যদি তাই হয় তাহলে সেটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
৭. "বিরোধীগণকে" সাহায্য করার জন্য বিশ্বাসীদের যে সব কাজ করা উচিত তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।
৮. ৩:৬-৭ পদে কি বিষয় নিয়ে চর্চা করা হয়েছে ?
৯. ৩:১৬ পদ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ কেন ?
১০. পৌল একীমকে আরোগ্য করতে পারেননি কেন ?

Mediterranean World
Scale of Miles
0 50 100 200 300

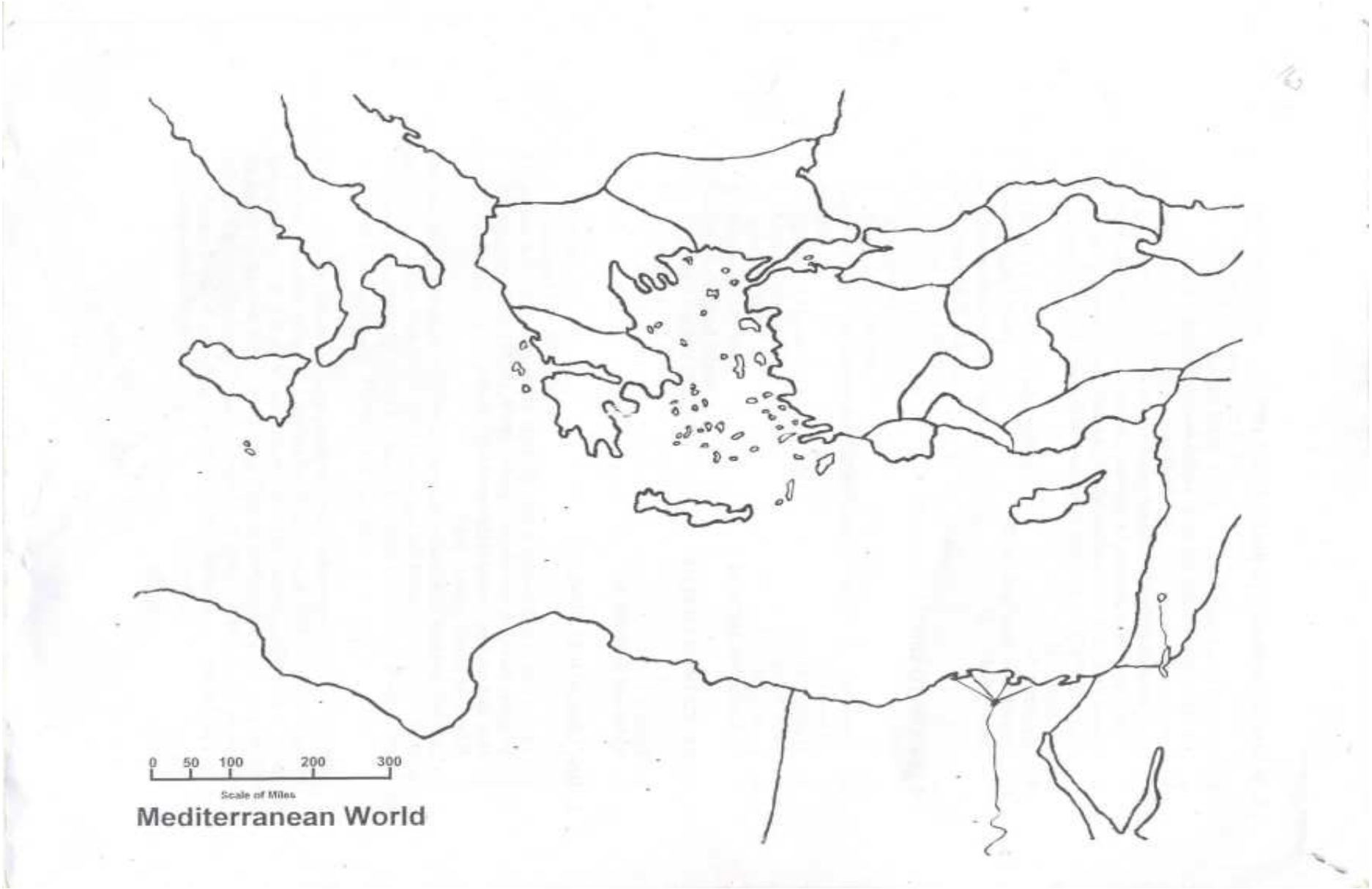
0 50 100 200 300
Scale of Miles
Mediterranean World

তীত পত্রের উপক্রমনিকা

১. সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট

ক) তীত পত্রটি হল পৌল লিখিত "পালকীয় পত্রবলীর" অর্ন্তগত একটি পত্র। কেননা ১তীমথিয়, ২তীমথিয় এবং তীত পত্রগুলিকে পৌল রচনা করেছিলেন তার সহকর্মীদের নানা মূল্যবান উপদেশ প্রদান করত যেমন :- (১) কিভাবে ভ্রান্ত শিক্ষকদের মোকাবিলা করতে হবে। (২) স্থানীয় মণ্ডলীগুলিতে কিভাবে নেতৃত্বদান করতে হবে এবং (৩) ঈশ্বর মুখী জীবনযাপন করার জন্য কিভাবে সকলকে অনুপ্রাণিত করতে হবে। মনে করা হয় যে সর্বপ্রথম ১তীমথিয়, তার পরে তীত এবং শেষে ২তীমথিয় পত্রটি লেখা হয়েছিল। তীত এবং ১তীমথিয় পত্রের বিষয়বস্তু প্রায় এক প্রকার। সম্ভবতঃ তীত পত্রটিই প্রথমে লেখা হয়েছিল কেননা এই পত্রটির মুখবন্ধটি খুবই দীর্ঘায়িত এবং ঈশ্বতত্ত্বে পূর্ণ, অনেকটা রোমীয় পত্রের মত।

খ) এই পত্রে পৌল এবং তার সহকারীগণের প্রচার যাত্রা মূলক ভ্রমণের ভৌগলিক বর্ণনার সঙ্গে প্রেরিত পুস্তকে বর্ণিত পৌলের ভ্রমণপথের বর্ণনা মেলে না। অনেকে বলেন যে এটি প্রমাণ করে যে পৌল কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে চতুর্থবার প্রচার অভিযানে বেরিয়েছিলেন।

গ) এই চতুর্থ প্রচার যাত্রার সময়কাল হতে পারে ৬০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম বা মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু করে ৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোন একটা সময় কেননা সম্রাট নীরোর রাজত্বকালে পৌলের শিরচ্ছেদ করা হয়েছিল এবং নীরো ৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মারা গিয়েছিল।

২. তীত, এক জন ব্যক্তিরূপে

ক) তীত ছিলেন পৌলের অত্যন্ত বিশ্বাসী এক জন সহযোগী। তীতের বিশ্বস্ততার প্রমাণ হল যে পৌল তাকেই করিন্থ এবং ক্রীতির অশান্তিময় পরিস্থিতির মোকাবিলায় পাঠিয়েছিলেন।

খ) তীত ছিলেন পুরোপুরি এক জন পরজাতীয় (তীমথিয় ছিলেন অর্ধেক গ্রীক) যিনি পৌলের প্রচার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মনপরিবর্তন করেছিলেন। পৌল তার ত্বকচ্ছেদ করতে অস্বীকার করেছিলেন (গালাতীয় ২)।

গ) পৌলের বিভিন্ন পত্রে (২করিন্থীয় ২:১৩;৭:৬-১৫;৮:৬-২৪;১২:১৮;গালাতীয় ২:১-৩;তীমথিয় ৪:১০) তার বিষয়ে উল্লেখ করা হলেও আশ্চর্যজনক ভাবে লূক লিখিত পুস্তকে প্রেরিতে তার বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। কোন কোন টীকাকার বলেন যে:-

১. সম্ভবতঃ তিনি লূকের আত্মীয় (ভাই) ছিলেন এবং নিজের লেখায় তার নাম উল্লেখ করাটা লূকের পক্ষে সাংস্কৃতিক দিক থেকে অনুচিত হত।
২. তীত ছিলেন পৌলের জীবন ও কার্য্যবলীর বিষয়ে তথ্যের জন্য লূকের প্রধান উৎস, ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তার নাম উল্লেখ করা হয়নি।

ঘ) প্রেরিত ১৫ অধ্যায়ে বর্ণিত বিখ্যাত যিরূশালেম মহাসভায় পৌল ও বার্ণবার সঙ্গে তীতও যোগদান করেছিলেন।

চ) নূতন নিময় অনুসারে তীত সম্বন্ধে শেষ কথা যা তথ্য পাওয়া যায় তা হল যে তাকে দালমাতিয়া অঞ্চলে প্রচার কার্য্যে পাঠানো হয়েছিল (২তীমথিয় ৪:১০)।

৩. ভ্রান্ত শিক্ষকের দল

ক) ক্রীতিতে নিশ্চয়ই এক দল ভ্রান্ত শিক্ষকছিলেন যারা পৌলের সুসমাচার প্রচারের বিরোধিতা করতেন।

১. এদের প্রধান ভুল ছিল এক জন বিশ্বসীর জীবনে প্রত্যাশিত ঈশ্বরমূখী জীবন যাত্রার বিষয়ে সমালোচনা করা।
২. ঈশ্বরমূখী জীবনযাত্রার বর্ণনা;১:১, ১৬;২:৭,১৪;৩:১,৮,১৪।
৩. চারিত্রিক গুণাবলী বিষয়ক সংক্ষিপ্তসার;২:১১-১৪;৩:৪-৭।

খ) এই ধরনের ভ্রান্ত শিক্ষার মধ্যে একটি সুনিশ্চিত যিহূদী প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় (১:১০,১৪,৩:৮-৯)। এই ধরনের ভ্রান্ত শিক্ষকদের চিন্তাধার ছিল যিহূদী নিয়মব্যবস্থা এবং গ্রীক কল্পদর্শন (জ্ঞান মার্গ) সংক্রান্ত চিন্তাধারার মিশ্রন। এরা কলসীয় এবং ইফিষীয় পুস্তকে বর্ণিত ভ্রান্ত শিক্ষকদের মত একই রকম ছিলেন। পালকীয় পত্রাবলীর মূল লক্ষ্য ছিল এই সব ভ্রান্ত শিক্ষার বিরূদ্ধাচরণ করা। এগুলি পুরোপুরি মণ্ডলী বিষয়ক নির্দেশাবলী ছিল না।

৪. যে সব বিষয় এবং বাক্যাংশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানতে হবে

১. ঈশ্বরের মনোনীত, ১:১
২. "অনন্ত জীবনের আশাযুক্ত" ১:২
৩. "মিথ্যা কথনে অসমর্থ ঈশ্বর" ১:২
৪. "অতিথিসেবক" ১:৮
৫. "যিহূদীর গল্প" ১:১৪
৬. "নিরাময় শিক্ষা" ২:১
৭. "ধৈর্য্যে নিরাময়" ২:২
৮. "বর্তমান যুগ" ২:১২
৯. "পরমধন্য আশাসিদ্ধি " ২:১৩
১০. "মুক্ত" ২:১৪
১১. "পুনর্জন্মের স্নান" ৩:৫

৫. যে ব্যক্তিদের সম্পর্কে সংক্ষেপে জানতে হবে

১. প্রাচীনগণ, ১:৫
২. ধনাধ্যক্ষ, ১:৭
৩. ত্বক্‌ছেদীরা, ১:১০
৪. তাহাদের কে স্বদেশীয় ভাববাদী, ১:১২
৫. আধিপত্যের ও কর্ত্তৃত্বের, ৩:১
৬. আপল্লো, ৩:১৩

৬. মানচিত্রে যে সব স্থান চিহ্নিত করতে হবে

১. ক্রীতি, ১:৫
২. নীকপলি, ৩:১২

৭. আলোচ্য প্রশ্নাবলী

১. এটি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ যে তীত পুস্তকে, পিতা ঈশ্বর এবং পুত্র প্রভু যীশু উভয়কে "ত্রাণকর্ত্তা"রূপে অভিহিত করা হয়েছে (মোট তিনবার)?
২. ১:১৬ পদটি ভ্রান্ত শিক্ষকদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কেন ?
৩. ২:১-৫ পদগুলি কাদের বিষয়ে বর্ণনা করে, মণ্ডলীর অধ্যক্ষগণ না মণ্ডলী সদস্যগণ ?
৪. ২:১১ পদ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ কেন ?
৫. ২:১৩ পদে কি যীশুকে ঈশ্বর বলে অভিহিত করা হয়েছে ?
৬. ৩:৫ ক পদটি কি পৌলের নিজস্ব সাধারন তত্ত্ব ?
৭. ৩:৫ খ পদটি বাপ্তিস্মজনিত পুনর্জন্মের কথা বলে ?

Mediterranean World
Scale of Miles
0 50 100 200 300

ফিলীমন পত্রের উপক্রমনিকা

১. প্রারম্ভিক বক্তব্য

ক) এই পুস্তকটি, প্রথম শতাব্দীর গ্রীক - রোমীয় জগতের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী লিখিত একটি ব্যক্তিগত পত্রের সুন্দর উদাহরণ। সম্ভবতঃ সমগ্র পত্রটি একটি মাত্র প্যাপিরাস পত্রে সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল (৩যোহন দেখুন)। এই পত্রটি প্রারম্ভিক ভাবে কাকে লেখা হয়েছিল তা সঠিক জানা যায় না। হয়ত এটি লেখা হয়েছিল (১) ফিলীমনকে (২) আর্খিপ্পকে (কলসীয় ৪:১৭) অথবা (৩) এক অর্থে, সমগ্র গৃহমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছিল।

খ) এই পত্রটি থেকে কয়েকটি বিষয় জানা যায় ঃ-
১. প্রেরিত পৌলের পালকীয় পদ্ধতি সমূহ সম্বন্ধে
২. প্রথম শতাব্দীর গৃহ মণ্ডলীগুলির বিষয়ে (রোমীয় ১৬:৫;১করিন্থীয় ১০:১৯;কলসীয় ৪:১৫)।

গ) এই সময়ে খ্রীষ্টিয় মতবাদ প্রবল বেগে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে তৎকালীন সমাজে প্রচুর পরিবর্তন আনয়ন করছিল। সুসমাচার প্রচারের পথের বাধাগুলি ধীরে ধীরে অপসারিত হয়ে যাচ্ছিল (১করিন্থীয় ১২:১৩;গালাতীয় ৩:২৮;কলসীয় ৩:১১)।

২. লেখক

ক) এই পত্রের একান্ত ব্যক্তিগত ভাব দেখে প্রায় সব পাঠকই (একমাত্র ব্যাতিক্রম, এফ. সি. বাউর) মেনে নিয়েছেন যে এটি প্রেরিত পৌলের রচনা।

খ) ফিলীমন এবং কলসীয় পত্র দুটি ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কযুক্ত
১. একই উৎস
২. এক এক ব্যক্তিরা শুভেচ্ছাজ্ঞাপন করেছেন।
৩. উপসংহার একই রকমের।
৪. তুখিক, কলসীয়দের প্রতি লিখিত পত্রটি পৌঁছে দেওয়ার পর ওনীষিমের সঙ্গে ভ্রমণে চলে যান (কলসীয় ৪:৭,৯)। ফিলীমন যেমন পৌলের রচিত তেমনি কলসীয় পত্রটিও তাই (এবিষয়ে অনেক আধুনিক পণ্ডিত ভিন্নমত পোষণ করেন)।

গ) মারসিওনের লেখায় (যিনি ১৪০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ রোমে ছিলেন) এবং ম্যুরাটোরিয়ান গ্রন্থপঞ্জীতে (১৮০-২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রোমে লিখিত) এই পুস্তকটিকে পৌলের রচিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩ তারিখ

ক) এই পত্রটি পৌলের কোন একটি কারাগার বাসের (ইফিষ, ফিলিপী, কৈসরিয়া অথবা রোম) সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রেরিত পুস্তকে বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী রোমে কারাবাসকালীন সময়টিকেই সব চেয়ে সম্ভাব্য বলে মনে হয়।

খ) যদি রোমে কারাগার বাসের সময়টিকেই ধরা হয় তাহলে প্রশ্ন উঠবে - কোন সময় ? প্রেরিত পুস্তকে বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী সম্ভাব্য সময়টি হল ৬০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ। কিন্তু তিনি কারাগার থেকে ছাড়া পেয়ে পালকীয় পত্রবলী রচনা করেছিলেন (১এবং ২ তীমথিয় এবং তীত) এবং তারপর আবার তাকে গ্রেপ্তার করে ৯ই জুন ৬৮ খ্রীষ্টাব্দের (নীরোর আত্মহত্যার তারিখে) আগে কোন এক দিন হত্যা করা হয়েছিল। কলসীয়, ইফিষীয় এবং ফিলীমন পত্র রচনার সবচেয়ে সম্ভাব্য সময় হল ৬০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধ, পৌলের প্রথম কারাবাসের সময়। ফিলিপীয় পত্রটি সম্ভাবতঃ ৬০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি নাগাদ রচিত হয়েছিল।

গ) তুখিক এবং নীষিম সম্ভাবতঃ কলসীয়, ইফিষীয় এবং ফিলীমন পত্রগুলিকে বহন করে এশিয়া মাইনরে নিয়ে যান। পরবর্তীকালে (সম্ভবতঃ বেশ কিছু বছর পর) ইফ্রাদীতে তার শারীরিক অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভ করে ফিলিপীয় পত্রটিকে তার নিজের মণ্ডলীর কাছে বহন করে নিয়ে যান।

ঘ) এফ. এফ. ব্রুস এবং মারে হ্যারিস রচিত পৌলের রচনাবলীর সংখ্যানুক্রমিক তালিকা সামান্য পরিবর্ত্তিত করে নীচে দেওয়া হল ঃ-

পুস্তক	তারিখ	লেখার স্থান	প্রেরিত পুস্তকের সঙ্গে সম্পর্ক
গালাতীয়া	৪৮ খ্রীঃ (দক্ষিণাঞ্চ লীয় তত্ত্ব)	সিরিয়া আন্তিয়খিয়া	১৪:২৮, ১৫:২
১থিষলনীকীয়	৫০ খ্রীঃ	করিন্থ	১৮:৫
২থিষলনীকীয়	৫০ খ্রীঃ	করিন্থ	
১করিন্থীয়	৫৫ খ্রীঃ	ইফিষ	১৯:২০
২ করিন্থীয়	৫৬ খ্রীঃ	মাকিদনিয়া	২০:২
রোমীয়	৫৭ খ্রীঃ	করিন্থ	২০:৩
কলসীয়	৬০ খ্রীঃ গোড়ায় (কারাগারে)	রোম	
ইফিষীয়	৬০ খ্রীঃ গোড়ায় (কারাগারে)	রোম	২৮:৩০-৩১
ফিলীমন	৬০ খ্রীঃ গোড়ায় (কারাগারে)	রোম	
ফিলিপীয়	৬১-৬২ খ্রীঃ শেষে (কারাগারে)	রোম	
১তীমথিয়	৬৩ খ্রীঃ আথবা পরে	মাকিদনিয়া	
তীত	৬৩ খ্রীঃ কিন্তু ৬৮ খ্রীঃ	ইফিষ ?	
২তীমথিয়	৬৪ খ্রীঃ আগে	রোম	

৪. পত্রটির প্রেক্ষাপট (ফিলীমন পত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ)

ক) ফিলীমন ছিলেন কলসী শহরের এক জন দাসব্যবসায়ী। সম্ভবতঃ পৌল যখন ইফিষ শহরে প্রচার করছিলেন তখন ইনি পৌলের সংস্পর্শে এসে পরিবর্তিত হনক

খ) ওনীষিম ছিলেন এক জন পলাতক দাস। ইনিও পৌলের রোমে কারাবাসকালীন (৬১-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে) তার সংস্পর্শে এসে পরিবর্তিত হয়েছিলেন। কি ভাবে তারা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তা জানা যায় না। সম্ভাব্য কারণগুলি হল ঃ- (১) তারা উভয়ে এক সঙ্গে কারাগারে ছিলেন (২) পলাতক ওনীষিমকে পৌলের কাছে পাঠানো হয়েছিল অথবা (৩) পালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে মন পরিবর্তন করার পর ওনীষিম পৌলের কাছে পরামর্শ বা উপদেশ গ্রহণের জন্য গিয়েছিলেন।

গ) ইপাফ্রা, এশিয়া মাইনর প্রদেশ থেকে এসেছিলেন এবং লাইকাস নদীর অববাহিকায় মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (কলসী, লাওকেদিয়া এবং হিয়েরোপলিস)। ইনিই সেই ব্যক্তি যিনি কারাগার বন্দী পৌলের কাছে কলসীতে প্রচলিত ভ্রান্ত শিক্ষা এবং ফিলীমনের বিশ্বস্ততার বিষয়ে খবরাখবর এনেছিলেন।

ঘ) তুখিক পৌলের তিনটি পত্র এই অঞ্চ লে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন, কলসীয় পত্র, ইফিষীয় পত্র এবং ফিলীমন পত্র (কলসীয় ৪:৭-৯;ইফিষীয় ৬:২১-২২)। ওনীষিমও এনার সঙ্গে নিজের প্রভুর কাছে দেখা করতে গিয়েছিলেন (১১ পদ)। ফিলীমন পত্রটি হল নূতন নিয়মে প্রকাশিত দুটি ব্যক্তিগত পত্রের অন্যতম (৩ যোহন দেখুন)।
প্রায় পঞ্চ াশ বছর পর (১১০ খ্রীষ্টাব্দে), রোমে যাওয়ার পথে (যেখানে তিনি শহীদের মৃত্যু বরণ করেছিলেন। ইফিষের বিশপের কাছে (ইফিষীয়দের প্রতি ১:৩) একটি পত্র লিখেছিলেন এবং তার নাম ছিল ঐনীষিম! হয়ত ইনিই সেই পলাতক দাস যিনি খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছিলেন।

৫. পত্রটির উদ্দেশ্য

ক) এই পত্রটি প্রকাশ করে যে পৌল কিভাবে তার প্রৈরিতিক ক্ষমতা প্রয়োগ এবং পালকীয় উৎসাহদান কার্য্য সম্পাদন করেছিলেন।

খ) এই পত্রে প্রকাশিত হয়েছে যে খ্রীষ্টিয় ভাবধারা কিভাবে সর্বস্তরে, দাস এবং প্রভু;ধনী এবং দরিদ্র সকলের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছিল। পরবর্তী সময়ে এই অমোঘ সত্য সমগ্র রোমীয় সাম্রাজ্যে আমূল পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিল।

গ) এই পত্রটি পৌলের সেই ঐকান্তিক আশা প্রকাশ করে যে তিনি একদিন না একদিন রোমীয় কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে আবার এশিয়া মাইনরে ফিরে যাবেন।

৬. যে সব বিষয় এবং বাক্যাংশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানতে হবে

১. " তোমার গৃহস্থিত মণ্ডলী" (২পদ)
২. " আমার বৎস, ওনীষিম" (১০ পদ)
৩. " অনুপযোগী ... উপযোগী (১১ পদ)
৪. "তুমি আমার কাছে ঋণবৎ আপনাকেও ধার" (১৯ পদ)

৭. যে সব ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানতে হবে

১. আপ্পিয়া, (১ পদ)
২. ওনীষিম (১০ পদ)
৩. ইপাফ্রা (২৩ পদ)
৪. মার্ক (২৪ পদ)

৮. মানচিত্রে বিশেষ স্থান চিহ্নিতকরণ কিছু নেই

৯. আলোচনাযোগ্য প্রশ্নাবলী

১. ১:৮ পদে পৌল কিভাবে নিজের প্রৈরিতিক ক্ষমতা ব্যবহার করেছেন ?
২. এই ক্ষুদ্র পুস্তকে কিভাবে দাসপ্রথা জাতীয় সমস্যার উপর আঘাত করা হয়েছে?
৩. ১৮ পদে কি এই কথা বোঝায় যে ওনীষিম তার প্রভুর কিছু চুরি করেছিল ?
৪. ১৯ পদ কি এই কথা বোঝায় যে পৌল এক জন লেখনীকারের সাহায্য নিতেন ?

ইব্রীয় পত্রের উপক্রমনিকা

১. অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রারম্ভিক বক্তব্য

এই পুস্তকটি পাঠ করে সুনিশ্চিত ভাবে আমরা ঈশ্বতাত্বিক মতবাদ পৌলের মতবাদের নিয়মের দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। আমার পক্ষে নূতন নিয়মের অন্যান্য লেখকদের অনুপ্রাণিত লেখা পড়ে সেটিকে সরাসরি গ্রহণ করা কষ্টকর হয়ে পড়ে কেননা আমি সব লেখাকেই পৌলের লেখার পর্যায়ে ফেলে দেখার চেষ্টা করি। এই বিষয়টি ইব্রীয় পুস্তকের অন্তর্গতঃ বিশ্বাসে পথ চলা ভাবটির মধ্যে দিয়ে সম্যক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ইব্রীয় পুস্তকে বিশ্বাসকে শুধুমাত্র মুক্তির পথ (বিশ্বাসে মুক্তি) বলে ধরা হয়নি কিন্তু একটি জীবনব্যাপী পদ্ধতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে (১১-১২ অধ্যায়)।

আমি সুনিশ্চিত যে ইব্রীয় পুস্তক পাঠ করে যে সব প্রশ্ন নিয়ে আমি সংগ্রাম করি সে সব প্রশ্ন এই পুস্তকের লেখকের মনে কখনও উদিত হত না (এমনকি পিতর কিংবা যাকোবের মনেও নয়)। নূতন নিয়মের অন্যান্য পুস্তকের মত ইব্রীয় পুস্তকটিও একটি প্রেক্ষাপট কেন্দ্রিক পুস্তক। যদি এই পুস্তক পাঠ করে আমার অস্বস্তি হয় তাহলেও আমাকে লেখককে তার বক্তব্য বলতে দিতে হবে;এমনকি যদি লেখকের মতের সঙ্গে আমার মতের আকাশপাতাল পার্থক্য হয় তাহলেও। আমি কখনও সাহস করে এক জন অনুপ্রাণিত নুতন নিয়মের লেখকের মতামতের উপর আমার নিজের প্রথাগত ঈশ্বতাত্ত্বিক জ্ঞান চাপিয়ে দিতে পারি না।

নিজের গোঁড়া ঈশ্বতত্ত্বের বন্ধনে আটকে না থেকে বরং আমি চাইব অনুতপ্ত হৃদয়ে নূতন নিয়মের অবোধ্য মতাদর্শের পথে চলতে যা আমি হয়ত পুরোপুরি বুঝতে বা পছন্দ করতে নাও পারি। আমি নূতন নিয়মকে আমার নিজস্ব আধুনিক, গোঁড়া, ঈশ্বতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখি। আমি বাইবেলের প্রতিজ্ঞাসমূহে নির্ভর করতে চাই;নির্ভর করতে চাই ঈশ্বরের প্রেম, সাহায্য এবং ক্ষমতায়, তবুও আমি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি নূতন নিয়মের লেখকদের শক্তিশালী সবাধান বাণী এবং নির্দেশসমূহে। আমি প্রাণপ্রণে ইব্রীয় পুস্তকের বাণী শ্রবণ করতে চাই, কিন্তু সেটি অসম্ভব যন্ত্রণাদায়ক! আমি এই মানসিক যন্ত্রণাকে ব্যাখ্যা করতে চাই। বাস্তাবে সম্ভবতঃ আমি বিনামূল্যে পরিত্রাণ এবং খ্রীষ্টিয় জীবনের জন্য প্রদত্ত মূল্যের বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে চাই। কিন্তু যদি আমার আদর্শের সঙ্গে না মেলে তাহলে আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়ি টানব ? ঈশ্বরের সঙ্গে অনন্ত সহভাগিতা কি বিশ্বাসের প্রারম্ভিক বিন্দু, না কি এটি একটি ক্রমান্বয়ী পদ্ধতি ? ইব্রীয় পুস্তকে পরিষ্কার ভাবে চলমান বিশ্বাসের বা ক্রম প্রবাহমান বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে। খ্রীষ্টিয় জীবনকে অন্তিম বিন্দু থেকে দর্শন করতে হয়, প্রারম্ভিক বিন্দু থেকে নয়!

এটি, কর্ম নির্ভর মুক্তির স্বপক্ষে সওয়াল করার কোন প্রচেষ্টা নয়, কিন্তু কর্ম ভিত্তিক বিষয়ের স্বপক্ষে যুক্তি। বিশ্বাস হল একটি প্রমাণ, এটি কোন কর্মকৌশল নয় (যেরকম অনুগ্রহ)। বিশ্বাসীরা কর্মের দ্বারা মুক্তি পায় না। কর্ম পরিত্রাণের কোন পথ নয়, কিন্তু পরিত্রাণের ফল। ঈশ্বরমূখী বিশ্বাসী, খ্রীষ্টস্বরূপ দৈনিক জীবন একটি এমনই জীবন যা আমরা সচেষ্ট ভাবে যাপন করি তা নয় কিন্তু এটি ঈশ্বরীয় সাদৃশ্যে গঠিত আমাদের পরিচয়। যদি জীবনে পরিবর্তন না দেখতে পাওয়া যায়, বিশ্বাসী জীবন দেখতে না পাওয়া যায় তাহলে সে জীবনে কোন সুরক্ষা নেই। একমাত্র ঈশ্বর জানেন আমাদের হৃদ এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে। একটি বিশ্বাসী জীবনে সর্বদাই নিশ্চয়তা থাকবে, বিশ্বাসী জীবন একটি প্রামান্য জীবন।

আমি প্রার্থনা করি যেন ইব্রীয় পুস্তকটি আজ সম্পূর্ণ পরিষ্কার ভাবে আপনাদের সামনে প্রকাশিত হয়। যেন আমরা সেই অনুপ্রাণিত নূতন নিয়ম লেখকের আসল বক্তব্যটিকে বুঝতে পারি, যেন সেটিকে কোন ঈশ্বতাত্ত্বিক দর্শনের দৃষ্টি ভঙ্গীর চশমা দিয়ে না দেখি, তা সেটি কালভিনের তত্ত্বই হোক কিংবা আর্মিনিয়ানের তত্ত্বই হোক।

২. প্রারম্ভিক অর্ন্তদৃষ্টি

ক) এই পুস্তকে পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন অংশ ব্যবহার করা হয়েছে যেগুলি যিহূদী ধর্মগুরুরা বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও ব্যবহার করেছিলেন। আদি লেখকের আসল উদ্দেশ্যটিকে বুঝতে হলে এই পুস্তকটিকে প্রথম শতাব্দীর গোঁড়া যিহূদী মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বোঝার চেষ্টা করতে হবে, আধুনিক পশ্চিমী চিন্তা ধারার পরিপ্রেক্ষিতে নয়।

খ) এই পুস্তকটির আরম্ভ অনেকটা কোন ধর্মীয় প্রচারের মত (কোন সাদর সম্ভাষণ বা শুভেচ্ছাজ্ঞাপন নেই) এবং শেষটা অনেকটা চিঠির মত (১৩ অধ্যায়ের শেষটি একদম পৌলের নিজস্ব ঢঙে লেখা)। সম্ভবতঃ এটি যিহূদী উপসনালয়ে প্রচার করার উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছিল যেটি পরে একটি পাত্রে রুপান্তরিত হয়। ১৩: ২২ পদে লেখক তার নিজের রচনাকে "উপদেশ বাক্য" বলেছেন। প্রেরিত ১৩:১৫ পদে আবার ধর্মীয় প্রচারকেও উপদেশ বলা হয়েছে।

গ) এটি মোশির নিয়মের উপর লিখিত অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্ন একটি নববিধান মূলক টিকা ঃ-

১. এখানে পুরাতন নিয়মের বিষয়ে অত্যন্ত প্রামান্য ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

২. এখানে পুরাতন এবং নূতন চুক্তির তুলনামূলক বর্ণনা করা হয়েছে।

৩. এটি নূতন নিয়মের একমাত্র পুস্তক যেখানে প্রভু যীশুকে মহাযাজক বলা হয়েছে।

ঘ) এই পুস্তকে পতিত হওয়ার বিষয়ে বারবার সাবধানবাণী বলা হয়েছে। (সরিয়া পড়া, ১০:৩৮), অথবা যিহূদী ধর্মে পুনরায় ফেরত যাওয়ার বিষয়ে সাবধান করা হয়েছে (২,৪,৫,৬,১০,১২ অধ্যায়, আর.সি.গ্লেজ রচিত এবং ইনসাইট প্রেস প্রকাশিত ' নো ইজি স্যালভেশন' দেখুন দেখুন)।

ঙ) হয়ত এটা বলা হএকটু অতি সরলীকরণ হয়ে যাবে, তবুও যদি আমরা পৌলকে এভাবে দেখি যে তিনি পরিত্রাণকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাজ বলে ধরে নিয়েছিলেন (বিশ্বাসে পরিত্রাণ), তাহলে আমাদের পক্ষে বিষয়টি বুঝতে সহজ হবে, এবং আমরা বিশ্বাসে সুরক্ষিত বোধ করব। পিতর, যাকোব এবং ১ এবং ২ যোহন পত্রাবলী নূতন চুক্তি নিয়মের দায়িত্বের কথা বলে এবং এই কথা ব্যক্ত করে যে আমাদের দৈনিক সুরক্ষা নির্ভর করে আমাদের জীবনের পরিবর্তনের উপর। ইব্রীয় পত্রের লেখক বিশ্বাসী জীবনযাপনের উপর জোর দিয়েছেন (১১ অধ্যায় দেখুন) এবং একথা বলেছেন যে জীবনযাপনের উপরই সুরক্ষা নির্ভর করে। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য মূখী, যুক্তিবাদী ভাবধারা এই ধরনের চিন্তাভাবনাকে মেরুকরণের চেষ্টা করে। কিন্তু নূতন নিয়মের লেখকেরা পবিত্র আত্মায় অনুপ্রাণিত হয়ে এই চিন্তাভাবনাগুলিকে আঁকড়ে ধরে থাকতে এবং সেগুলিকে আমূল বিশ্বাস করতে চেষ্টা করেন। নিশ্চয়তা কোন লক্ষ্য নয়, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাসমূহ স্থির বিশ্বাসের ফল।

৩. লেখকত্ব

ক) পূর্ব-গোলর্ধের মণ্ডলীগুলি (আলেকজান্দ্রিয়া, মিশর) তাদের রচিত আদি প্যাপিরাস পাণ্ডুলিপি নং পি ৪৬ লিপিতে ইব্রীয় পুস্তককে পৌলের লেখা বলে স্বীকার করা হয়েছে। এই পাণ্ডুলিপিকে চেস্টার বেটি প্যাপিরাই বলে অভিহিত করা হয় এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে সেটির অনুলিপি প্রস্তুত করা হয়। এখানে ইব্রীয় পুস্তকে রোমীয় পুস্তকের পরে স্থান দেওয়া হয়েছে। কোন কোন আলেকজান্দ্রীয় লেখক পৌলের লেখকত্ব সম্বন্ধে কিছু কিছু সমস্যাকে চিহ্নিত করেছেন।

১. আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিমেন্ট (১৫০-২১৫ খ্রীষ্টাব্দ, ইসুবিয়স উল্লেখ করেছেন) উল্লেখ করেছিলেন যে পৌল এই পুস্তকটিকে হিব্রু ভাষায় লিখেছিলেন এবং লূক সেটিকে গ্রীক ভাষায় রূপান্তরিত করেছিলেন।

২. অরিগেন (১৮৫-২৫৩) মন্তব্য করেছিলেন যে এই পুস্তকের পরিকল্পনা করেছিলেন পৌল, কিন্তু পরবর্তীকালে এটি লিখেছিলেন তার কোন শিষ্য যেমন লূক অথবা আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিমেন্ট।

খ) পশ্চিম গোলার্ধে মণ্ডলী থেকে প্রকাশিত ম্যুরাটোরিয়ান খণ্ডাংশ নামক গ্রন্থপঞ্জীতে (রোম থেকে ১৮০ - ২০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত নূতন নিয়মের গ্রন্থপঞ্জী) এই পুস্তকটিকে পৌলের পত্রাবলী থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

গ) লেখকের সম্বন্ধে আমরা কি জানি

১. সম্ভবতঃ ইনি ছিলেন দ্বিতীয় প্রজন্মের এক জন যিহূদী খ্রীষ্টান (২:৩)

২. ইনি গ্রীক সেপ্টুয়াজিন্ট পুস্তক থেকে অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

৩. ইনি প্রাচীন সমাগম তাম্বু বিষয়ক ধর্মনিয়ম সকলের অনুসরণ করতেন, যিহূদী মন্দির বা ধর্মধাম বিষয়ক নিয়মগুলি নয়।

৪. ইনি প্রাচীন গ্রীক ব্যবকরন এবং বাক্যাংশ সকল ব্যবহার করেছেন এই পুস্তকটি কোন প্লেটোনিক পুস্তক নয়। এটির উৎস হল পুরাতন নিয়ম, ফিলো নন)।

ঘ) এই পুস্তকের লেখক অজ্ঞাত কিন্তু এর লেখক পাঠকদের কাছে যথেষ্ট সুপরিচিত ছিলেন (৬:৯-১০;১০:৩৪;১৩:৭,৯)

ঙ) পৌলের লেখকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ আছে কেন ?

১. এর লেখনশৈলী পৌলের অন্যান্য পুস্তকের তুলনায় অনেকটা আলাদা (১৩ অধ্যায় ব্যতীত)

২. শব্দ চয়ন সম্পূর্ণ ভিন্ন।

৩. শব্দ এবং বাক্যাংশের ব্যবহার অনেক প্রচ্ছন্ন তফাৎ দেখতে পাওয়া যায়।

৪. পৌল যখন তার কোন বন্ধু বা সহকর্মীকে "ভ্রাতা" বলে সম্বোধন করেছেন তখন সর্বদা সেই ব্যক্তির নাম আগে উল্লেখ করা হয়েছে (রোমীয় ১৬:২৩;১করি: ১:১;১৬:১২;২করি: ১:১;২:১৩;ফিলি: ২:২৫) কিন্তু ১৩:২৩ পদে বলা হয়েছে "আমাদের ভ্রাতা তীমথিয়"।

চ) লেখকত্ব সম্বন্ধীয় তত্ত্বাবলী

১. ক্লিমেন্ট তার লিখিত হাইপোটিপোসেস নামক পুস্তকে (ইসুবিয়াস উল্লেখ করেছেন) যে পৌলের লেখা আদি হিব্রু ভাষা থেকে পরে লূক সেটিকে গ্রীকে ভাষান্তর করেন (লূক তার লেখায় দারুন সুন্দর কোইন গ্রীক ব্যবহার করতেন)।

২. অরিগেল বলেছেন যে লূক অথবা রোমের ক্লিমেন্ট এই পুস্তকটি পৌলের শিক্ষা অনুসরণ করে লিখেছিলেন।

৩. জেরোম এবং অগাস্তিন পৌলের লেখকত্ব মেনে নিয়েছিলেন যাতে এই পুস্তকে পশ্চিমী গ্রন্থপঞ্জীতে স্থান পায়।

৪. টার্টুলিয়ান বিশ্বাস করতেন যে বার্ণবা (পৌলের সহকারী এক জন লেবীয়) এই পুস্তকটি লিখেছিলেন।

৫. মার্টিন লুথারের মতে পৌলের দ্বারা প্রশিক্ষিত এক জন আলেকজান্দ্রীয় আপল্লো এই পুস্তকটি লিখেছিলেন (প্রেরিত ১৮:২৪)।

৬. ক্যালভিনের মতে রোমের ক্লিমেন্ট (যিনি ৯৬ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ প্রথম এটির বিষয়ে উল্লেখ করে) এটি লিখেছিলেন।

৭. এ্যাডল্ফ ভন হারন্যাকের মতে আক্কিলা এবং প্রিষ্কিল্লা (যারা আপল্লোকে পূর্ণ সুসমাচার শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং পৌল ও তীমথিয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রেরিত ১৮:২৬) এটি লিখেছিলেন।

৮. স্যার উইলিয়াম র‍্যামসের মতে ফিলিপ প্রচারক কৈসরিয়াতে পৌলের কারাবাসকালীন সময়ে তার জন্যে এটি লিখেছিলেন।

৯. অন্য অনেকে লেখক হিসাবে ফিলিপ অথবা সীলের নাম করেন।

৪. গ্রহীতা

ক) "ইব্রীয়দের প্রতি" এই শিরোনামটির অর্থ হল যে এটি যিহূদীদের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছিল (আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিমেন্টকে উল্লেখ করে ইসুবিয়সের উদ্ধৃতি, এক্লেসিয়াসটিকাল হিস্ট্রী, ৬,১৪)।

খ) আর. সি. গ্লেজ, জুনিয়ারের লিখিত 'নো ইজি স্যালভেশন' অনুসরণে বলা যায় অভ্যন্তরীন তথ্যাদি অনুযায়ী এই পত্রটি একদল সুনির্দিষ্ট বিশ্বাসী যিহূদীদের প্রতি অথবা কোন যিহূদী উপাসনালয়ের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছিল (৬:১০; ১০:৩২-৩৪;১২:৪;১৩:৭;১৯,২৩)।

১. পুরাতন নিয়ম থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি এবং আলোচ্য বিষয়গুলি দেখে মনে হয় যে এটি যিহূদী বিশ্বাসীবর্গকে উদ্দেশ্য করে লেখা।

২. এরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিপীড়নের সম্মুখীন হয়েছিল (১০:৩২, ১২:৪)। রোমীয় প্রশাসন যিহূদী ধর্মকে আইনতঃ স্বীকার করে নিলেও প্রথম শতাব্দীতে খ্রীষ্ট ধর্মকে বেআইনী বলে ঘোষণা করেছিল কেননা খ্রীষ্টানুসারীরা যিহূদী ধর্মধামে উপবাস করা থেকে বিরত থাকত।

৩. এরা অনেকদিনের পুরানো বিশ্বাসী হলেও বিশেষ পরিপক্ক ছিল না (৫:১১-১৪)। এরা সম্পূর্ণরূপে যিহূদী ধর্ম থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারেনি (৬:১-২)।

গ) ১৩:২৪ পদের বর্ণনা অনুযায়ী মনে হয় এটি (১) ইতালী থেকে অথবা (২) রোম থেকে ইতালীর প্রতি লেখা হয়েছিল।

ঘ) এই পস্তকটির গ্রহীতা কারা ছিল সেটি এর লেখকত্বের বিষয়ে প্রচলিত বিভিন্ন তত্ত্বের উপর নির্ভর করে।

১. আলেকজান্দ্রিয়া - আপল্লো

২. আন্তিয়খিয়া - বার্ণবা

৩. কৈসরিয়া - লূক অথবা ফিলিপ

৪. রোম - রোমের ক্লিমেন্ট এবং ১৩:২৪ পদে ইতালিয়ার বর্ণনা

৫. স্পেন - এটি লীয়ার নিকোলাসের তত্ত্ব (১২৭০-১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দ)

৫. তারিখ

ক) রোমীয় সেনাপতি (পরে সম্রাট), টাইটাসের দ্বারা ৭০ খ্রীষ্টাব্দে যিরূশালেম ধবংস হওয়ার ঠিক আগে।

১. লেখক পৌলের সহকারী তীমথিয়ের নাম উল্লেখ করেছেন (১৩:২৩)

২. লেখক মন্দিরে বলিদানের প্রথার বিষয়ে উল্লেখ করেছেন (৮:১৩; ১০:১-২)।

৩. লেখক নিপীড়নের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন যেটি সম্রাট নীরোর শাসনকালের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ (৫৪-৬৮ খ্রীঃ)

৪. লেখক তার পাঠকদের উৎসাহিত করেছেন যেন তারা যিহূদী ধর্মে ফিরে না যায়।

খ) ৭০ খ্রীষ্টাব্দের পরে

১. লেখক সমাগম তাম্বুর প্রচলিত নিয়মকানুনের বিষয় উল্লেখ করেছেন। হেরোদের মন্দিরের বিষয়ে নয়।

২. লেখক নিপীড়নের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন।

ক) সম্ভবতঃ নীরোর সময়কালে (১০:৩২-৩৪)

খ) পরবর্তীকালে সম্ভবতঃ ডমিশিয়ানের সময়কালে (১২:৪-১৩)

৩. এই পুস্তকে সম্ভবতঃ গুরুবাদ ভিত্তিক যিহূদী ধর্মের (জামনিয়া থেকে লেখা বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যা প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে প্রবল হয়ে উঠেছিল।

গ) হয়ত ৯৬ খ্রীষ্টাব্দের আগে, কেননা রোমের ক্লিমেন্ট পুস্তকটির বিষয়ে উল্লেখ করেছেন।

৬. উদ্দেশ্য

ক) যিহূদী খ্রীষ্টানদের উৎসাহপ্রদান করা হয়েছে যেন তারা যিহূদী উপাসনালয়ে যাওয়া পরিত্যাগ করে জন সমক্ষে মণ্ডলীর সঙ্গে মেলামেশা করে (১৩:১৩)।

খ) যিহূদী খ্রীষ্টানদের উৎসাহিত করা হয়েছে যে তারা যেন সুসমাচারে বর্ণিত বিশ্বব্যাপী প্রচারকার্য্যের আহ্বানে সাড়া দেয়। (মথি ২৮:১৯-২০; প্রেরিত ১:৮)।

গ) যিহূদী খ্রীষ্টানদের সঙ্গে অবিশ্বাসী যিহূদীদের সহভাগিতার বিষয়টিই ৬ থেকে ১০ অধ্যায়ে উপপাদ্য। এখানে তিন ধরনের দলের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে "আমরা" "তোমরা" এবং "তাহারা"। তাদেরকে সাবধান করা হয়েছে যে তারা যেন তাদের খ্রীষ্টিয়ান বন্ধু এবং সহউপাসকদের জীবনে প্রকাশিত অজস্র সুপরিষ্কার প্রমাণ এবং চিহ্ন সকলের প্রতি দৃষ্টিদান করে।

ঘ) নিম্ন লিখিত অংশটি, আর. সি. গ্লেজ, জুনিয়ামর কতৃক রচিত 'নো ইজি স্যালভেশান' নামক গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। 'সমস্যাটি খ্রীষ্টান - অখ্রীষ্টানদের মধ্যে তৈরী হওয়া কোন চাপা অসন্তোষ নিয়ে সৃষ্টি হয়নি। বরং এর উল্টোটাই ছিল সত্য। মণ্ডলীর অন্তভুক্তঃ যিহূদী খ্রীষ্টানরা নিজেদের বিশ্বাসের সঙ্গে এতটাই সমঝোতা করে নিয়েছিল এবং এমন ভাবে মেলামেশা করত যে দুটো দলকে আলাদা করা যেত না এবং এক সঙ্গে উপাসনা করতে তাদের কোন অসুবিধা হত না। কোন দলই অপর দলের বিবেক বা বিশ্বাসে আঘাত করার মত কোন কাজ করত না। খ্রীষ্টানদের প্রচার কার্য্য কখনও অখ্রীষ্টান যিহূদীদের বিশ্বাস কিংবা ধর্মীয় মতামতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করত না। খ্রীষ্টানরা সেই সময় একটা বদ্ধ সামাজিক অবস্থার মধ্যে বসবাস করছিল কেননা তারা পূর্ণ খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের পথে বাস করার শর্তগুলি সম্পূর্ণরূপে মেনে চলতে সাহস করছিল না। অবিশ্বাসীরা সম্পূর্ণ কঠিন হৃদয়ের সঙ্গে যে কোন আহ্বান সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করছিল। এই দুটি দল পরবর্তীকালে পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবে সহাবাস্থানের পথে চলা শুরু করেছিল।

খ্রীষ্টানদের পক্ষে "সিদ্ধির চেষ্টায় অগ্রসর" (৬:১) হওয়ার পক্ষে প্রধান অন্তরায় ছিল দুটি যিহূদী ধর্মের নিয়মকানুনের প্রতি তাদের চরম অনুগত্য এবং খ্রীষ্টিয় জীবনে চলার চরম মূল্য প্রদানের অনীহা এর ফলে খ্রীষ্টিয় ভাবধারা ক্রমশই পরজাতীয় ভাবধারায় পরিণত হচ্ছিল (২৩ পৃ:)।

৭. ইব্রীয় পুস্তকের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

১:১ - ৩ - ভাববাদীদের উর্দ্ধে পুত্রের স্থান।
১:৪-২:১৮ - স্বর্গদুতগণের উর্দ্ধে পুত্রের স্থান।
৩:১-৪:১৩ - মোশির চুক্তির পুত্রের স্থান।
৪:১৪-৫:১০;৬:১৩-৭:২৮ - হারণবংশীয় যাজকত্বের উর্দ্ধে পুত্রের স্থান।
৫:১১-১০:১৮ - অবিশ্বসী যিহূদীদের উর্দ্ধে বিশ্বাসী যিহূদীদের স্থান।
৮:১-১০:১৮ - মোশির নিয়মব্যবস্থায় উর্দ্ধে পুত্রের স্থান।
১০:১৯-১৩:২৫ - বিশ্বসীবর্গের মধ্যে দিয়ে পুত্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও প্রতাপ প্রকাশিত।

৮. যে সব শব্দ ও বাক্যাংশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানতে হবে

১. "শেষ কালে ", ১:২
২. "তাঁহার প্রতাপের প্রভা" ২:৩
৩. "আপনি পরাক্রমের বাক্য সমুদয়ের ধারণকর্ত্তা", ১:৩
৪. "মহিমা" ১:৩
৫. "পাছে কোন ক্রমে ভাসিয়া চলিয়া যাই" ২:২
৬. "দুতগণ দ্বারা কথিত বাক্য" ২:২
৭. "যেন সকলের নিমিত্ত মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করেন" ২:৯
৮. "পরিত্রাণেরর আদিকর্ত্তা" ২:১০
৯. "বিশ্বস্ত মহাযাজক" ২:১৭;৪:১৫
১০. "প্রায়শ্চিত্ত" ২:১৭
১১. " প্রেরিত" ৩:১
১২. "মহাযাজক" ৩:১
১৩. "ধর্ম পতিজ্ঞা" ৩:১, ৪:১৪
১৪. 'অদ্য' ৩:১৩
১৫. "সপ্তম দিন" ৪:৪
১৬. "বিশ্রামকাল" ৪:৯
১৭. "স্বর্গ সকল দিয়া গমন করিয়াছেন" ৪:১৪
১৮. "বিনা পাপে" ৪:১৫
১৯. "নিকটে উপস্থিত হই" ৪:১৬
২০. "আদিম কথার অক্ষরমালা" ৫:১২
২১. "নানা বাপ্তিস্ম" ৬:২
২২. "প্রতিজ্ঞা" ৬:১৫
২৩. "তিরস্করিনী" ৬:১৯
২৪. "যীশু এই রূপ মহৎ বিষয়েও উৎকৃষ্টতর নিয়মের প্রতিভু হইয়াছেন" ৭:২২
২৫. "আনুরোধ করন" ৭:২৫
২৬. "তাম্বু" ৮:২
২৭. "স্বর্গীয় বিষয়ের দৃষ্টান্ত ও ছায়া" ৮:৫
২৮. "দ্বিতীয় এক নিয়ম" ৮:৮,১৩
২৯. "আতি পবিত্র স্থান" ৯:৩
৩০. "হারোণের যষ্ঠি" ৯:৪
৩১. "পাপাবরণ" ৯:৫
৩২. "বৃহৎ সাক্ষীমেঘ" ১২:১
৩৩. "তিক্ততার কোন মূল" ১২:১৫
৩৪. "স্বর্গীয় যিরূশালেম" ১২:২২

৯. যে সব ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানতে হবে

১. "প্রথমজাত" ১:৬
২. "মৃত্যুর কর্তৃত্ববিশিষ্ট ব্যক্তি" ২:১৪
৩. "কাহারা শুনিয়া বিদ্রোহ করিয়াছিল" ৩:১৬
৪. "মল্কীষেদক" ৫:৬
৫. "৫:১১-৬:৮ পদগুলিতে তিনিটি দলের কথা বলা হয়েছে, " তোমরা" "তাহারা" এবং "আমরা"। প্রত্যেকটি দল কাদেরকে বোঝায় ?
৬. "করূব" ৯:৫
৭. "হানোক, ১১:৫
৮. "বাহক" ১১:৩১
৯. "মহান পালরক্ষক" ১৩:২০
১০. "তীমথিয়" ১৩:২৩

১০. মানচিত্রে যে সব স্থান চিহ্নিত করতে হবে

১. শালেম ৭:১
২. যিরীহো, ১১:৩০
৩. সিয়োন পর্বত, ১২:২২
৪. ইতালিয়া, ১৩:২৪

১৪. আলোচনাযোগ্য প্রশ্নাবলী

১. ১:২-৪ পদগুলিতে "পুত্রের" বিষয়ক বিভিন্ন দিকগুলি বর্ণনা করুন।
২. ইব্রীয় পুস্তকের প্রাথমিক অধ্যায়গুলিতে এত বার স্বর্গদুতগণের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে কেন ?
৩. স্বর্গদূতগণের সঙ্গে বিশ্বাসীদের তুলনা করা হয়েছে কেন ? (১:১৪)
৪. যীশুকে কি ভাবে স্বর্গ দূতগণের তুলনায় অল্পই ন্যূনীকৃত করা হয়েছিল (২:৯)
৫. ২:১৮ পদ এবং ৪:১৫ পদে বর্ণিত মহান সত্যটি কি ?
৬. ৩:১-৬ পদগুলিতে মোশি এবং যীশুকে কি ভাবে তুলনা করা হয়েছে ?
৭. ৩:৭ পদে পবিত্র আত্মার বিষয়ে কি বলা হয়েছে ?
৮. ৩:১২ পদে কি বিষয়ে বলা হয়েছে ?
৯. ৩:১১ পদে উল্লিখিত "ইহারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করিবে না" কথাটির অর্থ কি ?
১০. ৩:১৪ পদে খ্রীষ্টানদের নিশ্চয়জ্ঞান সম্বন্ধে কি বলা হয়েছে ?
১১. ৪:১২ পদ নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন।
১২. লেখক সুপ্রাচীন কনানীয় যাজকের নাম উল্লেখ করেছেন কেন ? (৫:৬-১০)
১৩. ৫:৮-৯ পদগুলির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করুন।
১৪. ৬:১-২ পদে বর্ণিত তত্ত্বগুলি উল্লেখ করুন। এগুলি যিহূদী মত না খ্রীষ্টান মত ?
১৫. ৬:৬ পদে বর্ণিত "অসম্ভব" কথাটি কি ভাবে সেই সব বিশ্বাসীদের মিথ্যা প্রমাণিত করে যারা বিশ্বাস করে যে এক জন পরিত্রাণ প্রাপ্ত হতে পারে, আবার হারিয়ে যেতে পারে, আবার পরিত্রাণ প্রাপ্ত হতে পারে।
১৬. মল্কীষেদকের ক্ষেত্রে, তাহার পিতা নাই, মাতা নাই, একথা বলা হয়েছে কেন ?
১৭. অব্রাহাম মল্কীষেদককে দশমাংশ দিয়েছিলেন, এ বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ কেন ? (৭:৪-১০)
১৮. ৮:১৩ পদ এবং ১০:৪ পদ পুরাতন নিয়মের বিষয়ে কি বলে ?
১৯. ৯:২২ পদ কিভাবে হিন্দুত্ববাদীদের মিথ্যা প্রমাণিত করে ?
২০. ১০:২৫ পদ এবং ৩৯ পদ কিভাবে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ?
২১. ৬ অধ্যায় কিভাবে ১০ অধ্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ?
২২. ১১ অধ্যায়টিকে নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন ।
২৩. ১২:২ পদ কি বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করে ?
২৪. ১৩:৮ পদ এত গুরুত্বপূর্ণ কেন ?

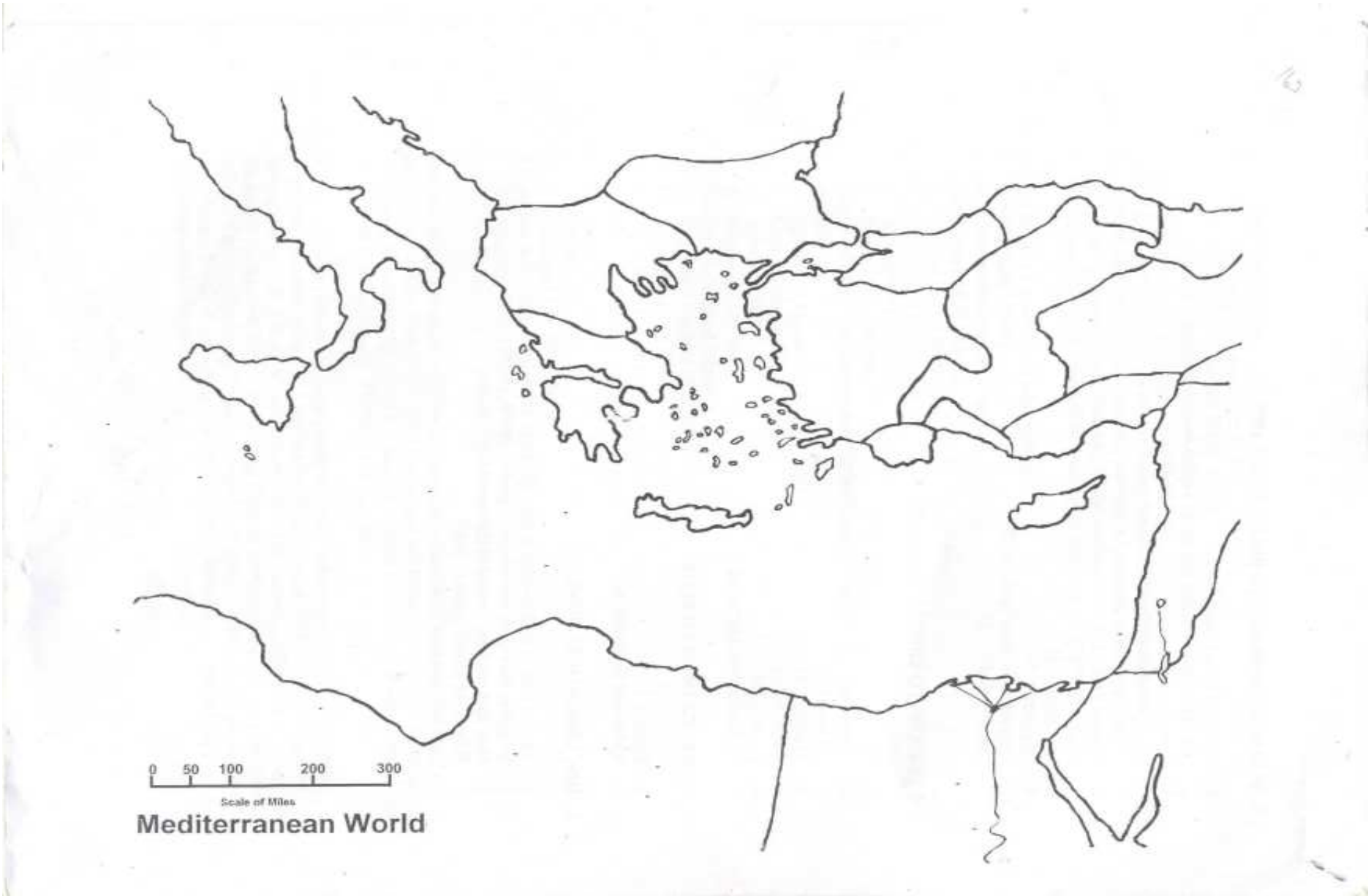
0 50 100 200 300
Scale of Miles
Mediterranean World

যাকোব পত্রের উপক্রমনিকা

১. প্রারম্ভিক ভাষণ

ক) সমগ্র নূতন নিয়মের মধ্যে এই পুস্তকটি ছিল সোরেন কিয়েরকেগার্ডের সব চেয়ে পছন্দের পুস্তক কেননা এই পুস্তকে ব্যবাহারিক এবং দৈনন্দিন খ্রীষ্টিয় জীবনের বিষয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

খ) এই পুস্তকটি মার্টিন লুথারের সবচেয়ে অপছন্দের পুস্তক ছিল কেননা এখানে রোমীয় এবং গালাতীয় পুস্তকে বর্ণিত পৌলের "বিশ্বাসে মুক্তি" তত্ত্বের বিরোধী তত্ত্ব দেখা যায়।

গ) নূতন নিয়মের অন্যান্য পুস্তকের তুলনায় এই পুস্তকের লেখনভঙ্গী সম্পূর্ণ আলাদা।
১. এটি অনেকটি কোন ভাববাদী লিখিত হিতোপদেশমূলক চুক্তি পুস্তকের একটি জ্বলন্ত উদাহরন।
২. এটি যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে লেখা এবং যথেষ্ট যিহূদী তত্ত্ব ঘেঁসা এবং ব্যবহারিক।

২. লেখক

ক) এই পত্রের লেখকের নাম যাকোব, যিনি ছিলেন প্রভু যীশুর দুরসম্পর্কীয় ভাই (চার ভাইয়ের মধ্যে এক জন, মথি ১৩:৫৫, মার্ক ৬:৩, প্রেরিত ১:১৪;১২:১৭;গালাতীয় ১:১৯)। ইনি যিরূশালেম মণ্ডলীর এক জন নেতা ছিলেন (৪৮ - ৬২ খ্রীঃ, প্রেরিত ১৫:১৩-২১;গালাতীয় ২:৯)।
১. এনাকে ডাকা হত "ন্যায়বাদী যাকোব" বলে এবং পরবর্ত্তীকালে তার নাম দেওয়া হয়েছিল "উটের হাঁটু" কেননা তিনি সর্বদাই হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করতেন (হেগেসিপাসের পুস্তক থেকে ইসুবিয়াসের দ্বারা উদ্ধৃত)।
২. প্রভুর পুনরুত্থানের পূর্বে যাকোব এক জন বিশ্বাসীতে পরিণত হননি (মার্ক ৩:২১, যোহন ৭:৫;১করিন্থীয় ১৫:৭)।
৩. পঞ্চাশত্তমীর দিনে যখন সেই পরের ঘরে বিশ্বাসীবর্গের উপর পবিত্র আত্মা নেমে এসেছিল তখন যাকোব সেখানে উপস্থিত ছিলেন (প্রেরিত ৩১:১৪)।
৪. তিনি বিবাহিত ছিলেন (১করিন্থীয় ৯:৫)।
৫. পৌল তাকে মণ্ডলীর এক জন স্তম্ভ বলে বর্ণনা করেছেন (গালাতীয় ১:১৯ পদে তাকে প্রেরিতগণের মধ্যে গন্য করা হয়েছে) কিন্তু তিনি সেই বারোজন শিষ্যের এক জন ছিলেন না (গালাতীয় ২:৯, প্রেরিত ১২:১৭, ১৫:১৩)।
৬. যোসেফাস তার রচিত 'এ্যান্টিকুইটিস অফ দি জিউস' গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন যে ৬২ খ্রীষ্টাব্দে যাকোব সানহেড্রিনের সদস্য সদ্দুকীরা পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলেছিল। আবার আর একটি উৎস থেকে (দ্বিতীয় শতাব্দীর লেখক, আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিমেন্ট অথবা হেগেসিপাস) জানা যায় যে তাকে যিরূশালেমের মন্দিরের পাঁচিল থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল।
৭. প্রভু যীশু মৃত্যুর কয়েক প্রজন্মের পরে তাঁর এক জন আত্মীয় যিরূশালেম মণ্ডলীর নেতা নিযুক্ত হয়েছিলেন।

খ) এ. টি. রবার্টসন লিখিত 'স্টাডিজ ইন দি এপিসেলস অফ জেমস' গ্রন্থে যাকোব লেখকত্বের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। "প্রেরিত ১৫:১৩-২১ পদগুলিতে বর্ণিত বক্তাই যে যাকোব পত্রের রচয়িতা সে সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। লেখাটির মধ্যে অনেক চিন্তাভাবনা এবং লেখনশৈলীর খোঁজ পাওয়া যায় যেটি দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় যে আসল লেখকেরই লেখা, কারোর নকল করা নয়। যাকোব পত্র এবং আন্তিয়খিয়াতে লেখা পত্রের মধ্যে (সম্ভবতঃ এটিও যাকোবেরই লেখা) যথেষ্ট মিল দেখতে পাওয়া যায় (প্রেরিত ১৫:২৩-২৯)। এছাড়াও এই লেখাটির মধ্যে পর্বতশীর্ষে প্রচারিত যীশুর উপদেশমালারও অনেক প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় কেননা যাকোব নিজে সম্ভবতঃ সেই উপদেশমালা নিজের কানে শুনেছিলেন অথবা পরে কারোর মুখে এ বিষয়ে শুনেছিলেন। যাকোব পত্রে প্রভু যীশুর শিক্ষায় ব্যবহৃত অনেক সুন্দর সুন্দর উদাহরন এবং শব্দ দেখতে পাওয়া যায়।"
এই খানে লেখক এ. টি. রবার্টসন, জে. বি. মেয়রের লেখা 'দি এপিসেল অফ সেন্ট জেমস' গ্রন্থের ৩-৪ অধ্যায় অনুসরণ করেছেন।

গ) নূতন নিয়মের লেখায় আরও দুজন যাকোব নামক ব্যক্তির খোঁজ পাওয়া যায়। যোহনের ভাই যাকোবকে ৪৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে, হেরোদ আগ্রিপ্পা হত্যা করেছিলেন (প্রেরিত ১২:১-২)। অন্য আরেক জন যাকোব যাকে কেউ "ছোট যাকোব" বলা হয়েছে মার্ক ১৫:৪০), তার নাম কোন দিনই প্রেরিতদের তালিকা ভিন্ন অন্য কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। যাকোব পত্রের লেখক এক জন যথেষ্ট পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন।

ঘ) প্রভু যীশুর সঙ্গে যাকোবের সম্পর্ক নিয়ে তিনটি তত্ত্ব আছে ঃ-

১. জেরোমের মতে ইনি ছিলেন যীশুর খুড়তুতো ভাই আলফেয় এবং (ক্লাপার মেরীর সন্তান)। মথি ২৭:৫৬ পদ এবং যোহন ১৯:২৫ পদের মধ্যে তুলনা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছিলেন।

২. রোমান ক্যাথলিকদের মতে যাকোব ছিলেন যীশুর সৎ ভাই, যোসেফের পূর্ববর্ত্তী বিবাহের সন্তান (মথি ১৩:৫৫ পদের উপর লিখিত অরিসেনের টীকা এবং এ্যাপিফেনিয়াস লিখিত ' হেরেসীস' গ্রন্থের ৭৮ পৃঃ দেখুন)।

৩. টার্টুলিয়ান (১৬০-২২০ খ্রীঃ), হেলভিডিয়াস (৩৩৬-৩৮৪ খ্রীঃ) এবং অন্যান্য প্রোটেস্টান্ট লেখকেরা নিশ্চিত ভাবে উল্লেখ করেছেন যে যাকোব ছিলেন প্রভু যীশুর সত্যিকারের অর্দ্ধ ভ্রাতা, যোসেফ এবং মেরীর সন্তান (মার্ক ৬:৩; ১করি: ৯:৫)।

৪. ১ এবং ২ নং যুক্তি দুটি রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের তরফ থেকে প্রচার করা হয়েছিল যাতে মেরীর কুমারীত্বের বিষয়ে তত্ত্বটি বজায় থাকে।

৩. তারিখ

ক) যদি এই পুস্তকের লেখকত্বের বিষয়টি মেনে নেওয়া হয় তাহলে সম্ভাব্য দুটি তারিখের খোঁজ পাওয়া যায় ঃ-

১. ৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত যিরূশালেম মহাসভার আগে (প্রেরিত ১৫ অধ্যায়)। পত্রটি ছিল নূতন নিয়মের প্রথম পুস্তক যা প্রচার উদ্দেশ্যে বিতরণ করা হয়েছিল।

২. ৬২ খ্রীষ্টাব্দে যাকোবের মৃত্যুর ঠিক আগে।

খ) প্রথম তারিখটির স্বপক্ষে যে সব প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ-

১. ২:২ পদে বর্ণিত 'সমাজগৃ' শব্দটি।

২. মণ্ডলীর উপস্থিতির অভাব।

৩. ৫:১৪ পদে বর্ণিত 'প্রাচীনবর্গ' নামক যিহূদী শব্দটি।

৪. এখানে পরজাতীয়দের মধ্যে প্রচার সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে যে বিতর্ক উপস্থিত হয়েছিল তার কোন উল্লেখ নেই (প্রেরিত ১:১১)।

গ) দ্বিতীয় তারিখটির স্বপক্ষে যে সব প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ-

১. পৌলের লিখিত রোমীয় পত্রটির পরিপ্রেক্ষিতে (৪:১) যাকোবের সম্ভাব্য উক্তি (২:১৪-২০), যেখানে তিনি ভ্রান্ত শিক্ষকদের প্রতিহত করার জন্য (২পিতর ৩:১৫-১৬) এক সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদ প্রচার করেছেন। যদি এটাই সত্যি হয় তাহলে যাকোব পুস্তকের একটি উপযুক্ত শিরোনাম হওয়া উচিত ছিল 'মধ্যপথাবলম্বী সংশোধন'।

২. পুস্তকটিতে মূল খ্রীষ্টিয় তত্ত্বগুলি অনুপস্থিত হলেও সেগুলির অস্তিত্ব মেনে নেওয়া হয়েছে।

৪. গ্রহীতা

ক) ১:১ পদে উল্লিখিত 'নানা দেশে ছিন্নভিন্ন দ্বাদশ বংশের সমীপে' কথটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি সুত্র। এছাড়াও এটিকে "সর্বজনীন পত্রবলীর" অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে বলে বোঝা যায় যে পত্রটি সর্বসাধারণের সম্মুখে পাঠ করার জন্য লেখা হয়েছিল। একটি সুনির্দিষ্ট মণ্ডলী মোটেই এক দল ছিন্নভিন্ন অথচ গুরুত্বপূর্ণ মানুষের সমার্থক নয় এবং সম্ভবতঃ এরা ছিলেন প্যালেস্তাইনের বাইরে বসবাসকারী যিহূদী খ্রীষ্টান।

খ) ১:১ পদে বর্ণিত পদটির তিনটি সম্ভব্য ব্যাখ্যা হতে পারে ঃ-

১. যিহূদী - এটি সম্ভব নাও হতে পারে কারণ 'ভ্রাতৃগণ' শব্দটি বারাবার ব্যবহার করা হয়েছে এবং যীশুর বিষয়ে লিখিত সুসমাচার ভিত্তিক মূল সত্যগুলি এখানে খুব একটা বিবৃত করা হয়নি। এছাড়াও নির্বাসনের পরবর্ত্তী কালে ইস্রায়েলীদের বারো বংশের সকলে ফিরে আসেনি। প্রকাশিত বাক্য ৭:৪-৮ পদে বিশ্বসীদের বিষয়েও এই একই শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করা হয়েছে।

২. খ্রীষ্ট বিশ্বাসী যিহূদী - এটি সম্ভব হতে পারে কেননা এই পুস্তকের প্রকৃতি অনেকটা যিহূদী ঘেঁষা এবং যাকোব নিজেও ছিলেন যিরূশালেম মণ্ডলীর এক জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি।

৩. মণ্ডলী হল আত্মিক ইস্রায়েল - এটি সম্ভব হতে পারে কেননা ১ পিতর ১:১ পদে "ছিন্নভিন্ন প্রবাসীগণ" কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং পৌলও মণ্ডলীকে (বিশ্বাসী যিহূদী এবং অযিহূদীগণ) আত্মিক ভাবে ইস্রায়েলের সঙ্গে তলনা করেছেন (রোমীয় ২:২৮-২৯;৪:১৬;গালা: ৩:২৯;৬:১৬)।

৫. প্রেক্ষাপট - দুইটি সম্ভাব্য তত্ত্ব ঃ-

ক) প্রথম শতাব্দীর খ্রীষ্ট বিশ্বাসী যিহূদীরা, যারা পরজাতীয় পরিমণ্ডলে বসবাস করত, তাদেরকে নূতন প্রতিজ্ঞাচুক্তির অর্ন্তভুক্তঃ করার একটি প্রচেষ্টা।

খ) অনেকে বিশ্বাস করেন যে অর্থবান যিহূদীরা খ্রীষ্ট বিশ্বাসী যিহূদীদের উপর অত্যাচার করত। এছাড়াও হয়ত প্রথমযুগের খ্রীষ্টানদের অন্য, যিহূদী বিরোধী পরজাতীয়দের অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হত। সমস্ত রকম ভাবে এই সময়টি ছিল অত্যাচার ও নিপিড়নের সময় (১:২-৪,১২;২:৬-৭;৫:৪-১১, ১৩-১৪)।

৬. সাহিত্যগত বৈশিষ্ট্য

ক) এই পত্রে বা বক্তৃতায়, প্রজ্ঞামূলক উপদেশ বিষয়ক সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞানের আভাস পাওয়া যায়। (যেমন পুস্তক, পরমগীত, উপদেশক ইত্যাদি)। এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল ব্যবহারিক জীবন - কর্মযুক্ত বিশ্বাস (১:৩-৪)।

খ) এই পুস্তকের লেখকের লেখনশৈলী একধারে যিহূদী প্রজ্ঞা-শিক্ষা দানকারী শিক্ষকদের মত আবার আপর দিকে রোমীয় ভ্রাম্যমান নীতি শিক্ষা দানকারী শিক্ষকদের মত (যেমন স্টাডি করা)। কয়েকটি উদাহরন হল ঃ-

১. আলগা পরিকাঠামো (একটি বিষয় থেকে আচমকা অন্য বিষয়ে চলে যাওয়া)
২. অনেক আদেশমূলক বাক্যের উপস্থিতি (৫৪ টি)।
৩. প্রতিবাদমূলক প্রশ্নের উপস্থিতি (২:১৮;৫:১৩)। এই ধরণের বিষয় মালাখি, রোমীয় এবং ১ যোহন পুস্তকেও দেখা যায়।

গ) যদিও কয়েকটি ক্ষেত্রে পুরাতন নিময় থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে (১:১১;২:৮,১১,২৩;৪:৬) যেমন প্রকাশিত বাক্য পুস্তক থেকে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরাতন নিয়মের বিষয়সমূহের আভাস দেখতে পাওয়া যায়।

ঘ) যাকোব পুস্তকটির রূপরেখা, পুস্তকটির থেকেও বেশী লম্বা। এটি গুরুবাদী যিহূদী শিক্ষার প্রতিফলন, যেখানে শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য অনবরত বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাওয়ার ঝোঁকে দেখা যায়। যিহূদী গুরুরা এই পদ্ধতিকে বলতেন "সুতোয় গাঁথা মুক্তোর সারি"।

ঙ) যাকোব পুস্তকটি পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন লেখনশৈলীর সমষ্টি যেমন ঃ- (১) সাধুবর্গ (প্রজ্ঞা বিষয়ক শিক্ষক) এবং (২) ভাববাদী (আমোষ অথবা বিরমিয়ের মত)। ইনি পুরাতন নিয়মে বর্ণিত শিক্ষাগুলিকে প্রভু যীশুর পর্বতশীর্ষে প্রদত্ত উপদেশগুলির আঙ্গিঁকে প্রচার করেছেন।

৭. বিষয়বস্তু

ক) নূতন নিয়মের যে কোন পুস্তকের তুলনায় যাকোব পুস্তকে বিভিন্ন সুসমাচার থেকে অনেক বেশী সংখ্যক উদ্ধৃতি প্রয়োগ করা হয়েছে (১:৫, ৬,২২;২:৫,৮,১৩;৩:১২,১৮;৪:১০, ১২;৫:১২)। এটিও সম্ভব হতে পারে যে যাকোবের পুস্তকে প্রভু যীশুর কিছু কিছু উদ্ধৃতি সরাসরি দেওয়া হয়েছে (১:২৭;২:১৩;৩:১৮;৪:১১-১২,১৭)।

খ) যাকোবের পুস্তকে প্রচুর সংখ্যক উদ্ধৃতি পর্বতশীর্ষে দত্ত উপদেশ থেকে নেওয়া হয়েছে।

যাকোব	পর্বতশীর্ষে দত্ত উপদেশে
১:২	মথি ৫:১-২
১:৪	মথি ৫:৪৮
১:৫	মথি ৭:৭ (২১:২৬)
১:১২	মথি ৫:৩-১১
১:২০	মথি ৫:২২
১:২২-২৫	মথি ৭:২৪-২৭
২:৫	মথি ৫:৩ (২৫:৩৪)
২:৮	মথি ৫:৪৩;৭:১২
২:১৩	মথি ৫:৭ (৬:১৪-১৫;১৮:৩২-৩৫)
৩:৬	মথি ৫:২২, ২৯, ৩০
৩:১২	মথি ৭:১৬
৩:১৮	মথি ৫:৯;৭:১৬-১৭
৪:৪	মথি ৬:২৪
৪:১১-১২	মথি ৭:১
৪:১৩	মথি ৬:৩৪
৫:২	মথি ৬:১৯-২০
৫:১০-১১	মথি ৫:১২
৫:১২	মথি ৫:৩৪-৩৭

গ) এই পুস্তকে ব্যবহারিক প্রয়োগমূলক ধর্মতত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে (কর্মহীন বিশ্বাস মৃত) ১০৮ টি পদের মধ্যে ৫৪ টি পদ আদেশমূলক।

৮. গ্রন্থ পঞ্জীর অর্ন্তভুক্তিকরণ

ক) যাকোবের পুস্তকটি অনেক পরে এবং অনেক সমস্যাপূর্ণ ভাবে অর্ন্তভুক্ত হয়েছিল।

১. ২০০ খ্রীষ্টাব্দে রোম থেকে প্রকাশিত "ম্যুরাটোরিয়ান খণ্ডাংশে" যাকোবের পুস্তকটিকে অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি।

২. উত্তর আফ্রিকা থেকে ৩৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "চেলটেনহ্যাম তালিকায়" (এটিকে কার্ল মমসেনের তালিকাও বলা হয়) এটি অর্ন্তভুক্ত ছিল না।

৩. নূতন নিয়মের প্রাচীন ল্যাটিন সংস্করনে এটি অর্ন্তভুক্ত ছিল না।

৪. ইসিুবিয়াস এটিকে একটি বিতর্কিত পুস্তক বলে বর্ণনা করেছেন (ইব্রীয়, যাকোব, ২ পিতর, ২ এবং ৩ যোহন, যিহূদা এবং প্রকাশিত বাক্য)। হিস্টোরিকাল এক্লেসিয়াসটিস গ্রন্থের ২:২৩:২৪-২৪;৩:২৫:৩ দেখুন।

৫. পশ্চিমদেশীয় মণ্ডলীগুলিতে চতুর্থ শতাব্দীর আগে এই পুস্তকটিকে গ্রহণ করা হয়নি এবং পূর্বদেশীয় মণ্ডলীগুলিতেও পঞ্চম শতাব্দীতে পেশিটা বাইবেল সংশোধিত সংস্কারন করা না হওয়া পর্য্যন্ত যাকোবের পুস্তকটিকে গ্রহণ করা হয়নি।

৬. ‘এন শিও চিন স্কুল অফ বিব্লিকাল ইন্টার প্রিটেশন’ দলের নেতা, মোপসুয়েশিয়ার থিয়োডর (৩৯৭ - ৪২৮ খ্রীষ্টাব্দ) এই পুস্তকটিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন (ইনি সমগ্র ক্যাথলিক পত্রাবলীকেই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন)।

৭. ইরাসমাস এবং মার্টিন লুথার উভয়েই এই পুস্তকটি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। মার্টিন লুথার এটিকে ‘বিতর্কিত পত্র’ বলে অভিহিত করতেন কেননা তার মতে এই পুস্তকে রোমীয় ও গালাতীয় পুস্তকে বর্ণিত ‘বিশ্বাসে মুক্তি’ তত্ত্বটির বিরোধিতা করা হয়েছে।

খ) যাকোব পুস্তকের প্রকৃতত্ত্বের স্বপক্ষে প্রমাণ ঃ-

১. রোমের ক্লিমেন্ট লেখায় (৯৬ খ্রীঃ) এবং পরবর্তীকালে দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইগনেসিয়াস্, পলিকার্প, জাস্টিন মার্টার এবং ইরেনিয়াসের লেখায় এটির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

২. ১৩০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত জনপ্রিয় খ্রীষ্টিয় পুস্তক ‘ শেপার্ড অফ হারমাস’ নামক গ্রন্থে এটির উল্লেখ দেখা যায়।

৩. যোহনের সুসমাচারের উপর লিখিত টীকাতে (জন ১৯:২৩), অরিগেন (১৮৫ - ২৪৫ খ্রীষ্টাব্দ) সরাসরি এটির উল্লেখ করেছেন।

৪. ইসুবিয়াস তার রচিত হিস্টোরিকাল এক্লেসিয়াসটিস্ গ্রন্থে (২:২৩) এটিকে একটি বিতর্কিত পুস্তক বলে বর্ণনা করলেও একথা বলেছেন যে অধিকাংশ মণ্ডলীই এই পুস্তকটি গ্রহণ করেছিল।

৫. ৪১২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ সংকলিত সিরিয়ান সংস্করন পেশিটাতে এই পুস্তকটি অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছিল।

৬. খ্রীষ্টিয় গ্রন্থপঞ্জীতে এই পুস্তকটির অর্ন্তভুক্তির পিছনে সবচেয়ে বড় অবদান ছিল পূর্বীয় মণ্ডলীর অরিগেন এবং দামাস্কাসের যোহনের এবং পশ্চিমী মণ্ডলীর থেকে জেরোম ও অগাস্তিনের। ৩৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হিপোতে অনুষ্ঠিত মহাসভায়, ৩৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কার্থেজ অনুষ্ঠিত মহাসভায় এবং আবার একবার ৪১৯ খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তকটিকে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়।

৭. ‘এন শিওচিন স্কুল অফ বিব্লিকাল ইন্টারপ্রিটেসন’ নামক সংঘের দুই নেতা ক্রীসোসটোম (৩৪৫ - ৪০৭খ্রীঃ) এবং থিয়োডোরেট (৩৯৩ - ৪৫৭ খ্রীঃ) এই পুস্তকটিকে গ্রহণ করেছিলেন।

৯. যে সব শব্দ এবং বাক্যংশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানতে হবে

১. “দ্বাদশ বংশ” ১:১
২. “ছিন্নভিন্ন” ১:১
৩. “জানিও” ১:২
৪. “পরীক্ষাসিদ্ধ ” ১:১২
৫. “জীবন মুকুট” ১:১২
৬. “অবস্থান্তর কিংবা পরিবর্ত্তনজনিত ছায়া” ১:১৭
৭. “বাক্যের কার্য্যকারী” ১:২২
৮. “সিদ্ধ ব্যবস্থা” ১:২৫
৯. “ভুতেরাও তাহা বিশ্বাস করে” ২:১৯
১০. “ভারী বিচার” ৩:১
১১. “নরক” ৩:৬
১২. “স্বর্গের কি পৃথিবীর দিব্য করিও না” ৫:১২
১৩. “তৈলাভিষেক” ৫:১৪
১৪. “এক জন অন্য জনের কাছে আপন আপন পাপ স্বীকার কর” ২:১৬

১০. যে সব ব্যক্তিদের বিষয়ে জানতে হবে

১. দ্বিমনা লোক, ১:৮
২. জ্যোর্তিগণের সেই পিতা, ১:১৭
৩. রাহব, ২:২৫
৪. বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ৫:৪
৫. ইয়োব, ৫:১১
৬. প্রাচীনবর্গ, ৫:১৪
৭. এলিয়, ৫:১৭

১১. মানচিত্রে স্থান চিহ্নিত করন - কিছু নেই

১২. আলোচনা যোগ্য প্রশ্নাবলী

১. ১:২ পদ কি ভাবে সত্য হতে পারে ?
২. প্রার্থনার সীমাবদ্ধ তা কিরূপ ? (১:৫-৮;৪:১-৫)
৩. ১:৯-১১ পদগুলি কি ভাবে প্রচলিত সামাজিক প্রত্যাশার বিপরীত কথা বলে ?
৪. ১:১৩ পদটিকে কি ভাবে মথি ৬:১৩ পদের সঙ্গে
৫. ১:২২ পদটিকে কি ভাবে সমগ্র পুস্তকটি মূল ভাব নির্দেশক বলে ধরা যায় ?
৬. ২:১-৭ পদে একটি উপাসনার পরিবেশের কথা বলা হয়েছে না একটি মাণ্ডলিক সমাজগৃহের কথা বলা হয়েছে ?
৭. ২:৭ পদটি খ্রীষ্টিয় জীবনের কোন ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে ?
৮. ২:১০ পদ একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য কেন ?
৯. ২:১৭ পদটি মণ্ডলীতে প্রচুর বাদানুবাদ সৃষ্টি করেছিল কেন ? (২:২০)
১০. পৌল এবং যাকোব উভয়েই অব্রাহামকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উদাহরনরূপে ব্যবহার করেছেন কেন ?
১১. ৩:১-৫ পদে বর্ণিত বিষয়গুলি নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন।
১২. জাগতিক জ্ঞান ও ঈশ্বরীয় জ্ঞানের মধ্যের তফাৎ কি ব্যাখ্যা করুন (৩:১৫-১৭)
১৩. ৪:৫ পদ ব্যাখ্যা করা কঠিন কেন ?
১৪. ৫:১-৬ পদগুলি কেন যিহূদী বিশ্বাসীদের আশ্চর্য্যান্বিত করতে পারে ?

১ পিতর পত্রের উপক্রমনিকা

১. লেখকত্ব

ক) পৌলের বিষয় আভ্যন্তরীন প্রমাণ ঃ

১. ১:১ পদে বিবৃত হয়েছে

২. প্রভু যীশু এবং তাঁর বারোজন শিষ্যের জীবনের অভিজ্ঞতাসমূহের প্রতি পরোক্ষ ইঙ্গিত (৫:১ পদে উল্লিখিত সাক্ষী)।

ক. ১৯৪৬ সালে ই.জি. সেলউইন লিখিত "দি ফার্স্ট এপিসেল অফ সেন্ট পিটার" গ্রন্থের থেকে গৃহীত উদাহরন সমূহ।

(১)	১:৩	-	যোহন ২১:২৭
(২)	১:৭ - ৯	-	লূক ২২:৩১;মার্ক ৮:২৯
(৩)	১:১০-১২	-	লূক ২৪:২৫ ;প্রেরিত ১৫:১৪
(৪)	৩:১৫	-	মার্ক ১৪:২৯,৭১
(৫)	৫:২	-	যোহন ২১:১৫

খ. ১৯৭১ সালে প্রকাশিত অ্যালান স্টিবস্ এর লেখা 'দি ফাস্ট এপিসেল জেনারেল অফ পিটার' গ্রন্থ থেকে গৃহীত উদহরন সমূহ।

(১)	১:১৬	-	মথি ৫:৪৮
(২)	১:১৭	-	মথি ২২:১৬
(৩)	১:১৮	-	মার্ক ১০:৪৫
(৪)	১:২২	-	যোহন ১৫:১২
(৫)	২:৪	-	মথি ২১:৪২
(৬)	২:১৯	-	লূক ৬:৩২;মথি ৫:৩৯
(৭)	৩:৯	-	মথি ৫:৩৯
(৮)	৩:১৪	-	মথি ৫:১০
(৯)	৩:১৬	-	মথি ৫:৪৪;লূক ৬:২৮
(১০)	৩:২০	-	মথি ২৪:৩৭-৩৮
(১১)	৪:১১	-	মথি ৫:১৬
(১২)	৪:১৩	-	মথি ৫:১০
(১৩)	৪:১৮	-	মথি ২৪:২২
(১৪)	৫:৩	-	মথি ২০:২৫
(১৫)	৫:৭	-	মথি ৬:২৫

৩. প্রেরিত পুস্তকে বর্ণিত পিতরের বক্তৃতায় একই রকম শব্দ ও বাক্যাংশ পাওয়া যায়

ক.	১:২০	-	প্রেরিত ২:২৩
খ.	২:৭-৮	-	প্রেরিত ৪:১০-১১
গ.	২:২৪	-	প্রেরিত ৫:৩০;১০:৩৯ (বিশেষ করে ক্রুশের স্থানে গাছ কথাটির ব্যবহার)
ঘ.	৪:৫	-	প্রেরিত ১০:৪৫

৪. প্রথম শতাব্দীর সমসাময়িক মিশনারীদের তুলনা

ক.	সিলভানাস (সীল)	-	৫:১২
খ.	মার্ক (যোহন মার্ক)	-	৫:১৩

খ) প্রেরিত শিষ্য পিতরের স্বপক্ষে বাহ্যিক প্রমাণগুলি ঃ-

১. প্রাচীন মণ্ডলীতে সর্বজনগ্রাহ্য ভাবে স্বীকৃত এবং গৃহীত।

ক. ৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত রোমের ক্লিমেন্টের লিখিত ' লেটার টু করিন্থীয়ানস্' গ্রন্থে একই ধরনের বাক্যাংশ এবং উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হয়েছে।

খ. ১৩০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'এপিসেন অফ বার্ণাবাস' গ্রন্থে একই ধরনের বাক্যাংশ উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে।

গ. ১৪০ খ্রীষ্টাব্দে হিয়েরাপলিসের বিশপ প্যাপিয়াস ইসুবিয়াসকে উদ্ধৃত করে এই বিষয়ে পরোক্ষ উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন।

ঘ. পলিকার্প তার রচিত 'এপিসেল টু দি ফিলিপিয়ানস্' গ্রন্থের ৮:১ পদে এই পুস্তক থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন কিন্তু সেখানে সরাসরি ১পিতর নামটি উল্লেখ করেননি (ইনি ১৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মারা গিয়েছিলেন)।

ঙ. ইরেনিয়াস এই পুস্তকে থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন (১৪০ - ২০৩ খৃঃ)।

চ. অরিগেন এটিকে উদ্ধৃত করেছিলেন (১৮৫ - ২৫৩ খৃঃ)। অরিগেন বিশ্বাস করতেন যে ১পিতর ৫:১৩ পদে যেহেতু পিতর মার্ককে "আমার পুত্র" বলে সম্বোধন করেছেন সেহেতু ধরে নিতে হবে যে তিনিই এই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন।

ছ. টার্টুলিয়ান এই পুস্তকটিকে উদ্ধৃত করেছিলেন (১৫০ - ২২২ খৃঃ)।

গ) ১পিতরের লেখক হিসাবে পিতরের লেখকত্বকে প্রশ্ন করার কারণগুলি ঃ-

১. ১৮০ - ২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রোমে প্রকাশিত ম্যুরাটোরিয়ান খণ্ডাংশ নামক গ্রন্থপঞ্জীতে এটির বিষয় কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

২. এই পুস্তকে ব্যবহৃত গ্রীক ভাষা যথেষ্ট গুণমানসম্পন্ন এবং উচ্চস্তরের কোইন গ্রীক, যেটি গালীলের এক জন অশিক্ষিত জেলের কাছে আশা করা যায় না।

৩. এই গ্রন্থে পিতরের ভাষা অনেকটা পৌলের রচিত রোমীয় এবং ইফিষীয় পত্রের মত।

৪. এখানে উল্লিখিত নিপীড়নের ঘটনাগুলি সম্ভবতঃ পরবর্তী কোন সময়ের ঃ

ক) ডমিশিয়ানের সময়ে (৮১ - ৯৬ খৃঃ)

খ) ট্রাজানের সময়ে (৯৮ - ১১৭ খৃঃ)

ঘ) আধুনিক পণ্ডিতদের মতে সম্ভব্য উত্তর হল ঃ-

১. ম্যুরাটোরিয়ান খণ্ডাংশের কিছু কিছু অংশ অথবা কিছু না হলেও অন্ততঃ একটি লাইনও হারিয়ে গিয়েছে (বি. এফ. ওয়েস্ট কট লিখিত 'এ জেনারেল সার্ভে অফ দি হিস্ট্রি অফ দি ক্যানন অফ দি নিউ টেস্টামেন্ট' ষষ্ঠ সংস্করন, ২৮৯ পৃঃ দেখুন)।

২. পিতর এক দম অশিক্ষিত ছিলেন না (প্রেরিত ৪:১৩) কিন্তু তিনি কোন যিহূদী ধর্মগুরুর কাছে প্রথাগত ভাবে পড়াশোনা করেননি। মনে করা হয় যে গালীলের অধিবাসীরা সকলেই প্রায় জন্মগত ভাবে দুটি ভাষায় কথা বলতে শিখতেন। অন্য অরেকটি বৃহৎ সম্ভাবনা হল যে পিতর কাউকে লেখনীকার হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। ১পিতর ৫:২২ পদে পড়ে সঙ্গত ভাবে মনে হয় যে তিনি সীলকে নিজের লেখনীকাররূপে ব্যবহার করেছিলেন।

৩. পিতর এবং পৌল উভয়েই প্রাচীন মণ্ডলীতে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বিষয়বস্তু থেকে সাহায্য গ্রহণ করতেন। এছাড়াও উভয়ের মধ্যে অনেক বছর ধরে যোগাযোগ ছিল (প্রেরিত, গালাতীয় এবং ২ পিতর ৩:১৫-১৬ পদ দেখুন)। আমার মনে হয় যে পিতরের লেখার ধরন পৌলের মত হওয়ার কারণ হল যে তিনি পৌলের প্রচার সহচর সীলকে নিজের লেখনীকাররূপে ব্যবহার করেছিলেন। লেখকরা তাদের লেখনীকারদের কতটা স্বাধীনতা সহকারে লিখতে দিতেন সেটি একটি প্রশ্ন সাপেক্ষ বিষয়।

৪. ১পিতর পুস্তকে যে নিপীড়নের বর্ণনা দেওয়া আছে সেটি সম্ভবতঃ সমগ্র দেঢ় ব্যপী ছিল না। ২:১৩-১৭ পদে পিতর শাসনকর্তাদের অনুগত থাকার যে উপদেশ দিয়েছেন তা শুনে মনে হয় না যে সে সময় দেশব্যপী নিপীড়ন চলছিল। নীরোর (৫৪-৬৮ খৃঃ) মানসিক সমস্যাগুলি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে (গ্র্যাণ্ডিয়োজের দাবী অনুযায়ী) সম্রাটকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করার চল বাড়ছিল (বিশেষ করে এশিয়া মাইনর অঞ্চ লে) যাতে আঞ্চ লিক নিপীড়নের বর্ণনা ডমিশিয়ান বা ট্রাজানের সময়কার বর্ণনার থেকে নীরোর সময়কার বর্ণনার সঙ্গে অনেক বেশী মিলে যায়। এটাও সম্ভব হতে পারে যে কিছু কিছু যিহূদীদের দল, স্থানীয় প্রশাসন এবং সম্রাট পূজার সমর্থকরাও নিপীড়নের কাজে যোগ দিয়েছিল।

ঙ) ১পিতর পুস্তকের ভিরত এমন কিছু নেই যেটি পরবর্তী কোন লেখকের লেখকত্ব সমর্থন করে।

২. তারিখ

ক) এই পুস্তকে তারিখ অবশ্যম্ভাবী ভাবে লেখকত্বের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত।

খ) প্রচলিত মতানুযায়ী পিতর এবং পৌলের মৃত্যু ৬৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ রোমে নীরোর আমলে হয়েছিল। যদি তাই সত্য হয় তাহলে ১ পিতর পুস্তকটি সম্ভবতঃ ৬৩-৬৮ খ্রীষ্টাব্দে লেখা হয়েছিল।

গ) যদি রোমের ক্লিমেন্টের (৯৫ খৃঃ) সঙ্গে পরোক্ষ ভাবে মিলিয়ে দেখা হয় তাহলে এটির সময়কাল ধরতে হবে প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় নাগাদ।

ঘ) এ.টি. রবার্টসন বিশ্বাস করেন যে ১পিতর লিখিত হয়েছিল ৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দ নাগাদ এবং পিতর মারা গিয়েছিলেন ৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দ নাগাদ। আমার মনে হয় পিতর ৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দ নাগাদ মারা গিয়েছিলেন এবং তার অব্যবহিত আগে এই পুস্তকটি লিখেছিলেন।

৩. গ্রহীতা

ক) প্রথম শতাব্দীর যে কোন পত্রের মত এই পুস্তকেও ১:১ পদে পুস্তকের গ্রহীতাদের বিষয়ে বলা হয়েছে "পন্ত, গালাতীয়া, কাপ্পাদকিয়া, এশিয়া ও বিথুনিয়া দেশে যে ছিন্নভিন্ন প্রবাসীগণ"। রোমান সাম্রাজ্যভুক্ত এই নগরগুলি (যদি ধরে নেওয়া হয় যে গালাতীয় নগরটি উত্তরে অবস্থিত ছিল) বর্তমানে আধুনিক তুর্কীস্থানের উত্তরাঞ্চ লে অবস্থিত। এই সব অঞ্চলগুলিতে পিতর এবং পৌল কেউই প্রচার করতে যাননি (১:১২)। সম্ভবতঃ পঞ্চ াশত্তমীর দিনে যে সব পরজাতীয়রা বিশ্বাসীতে পরিণত হয়েছিল তারাই এই মণ্ডলীগুলি গড়ে তুলেছিল।

খ) যদিও এই মণ্ডলীগুলি আদিতে যিহূদী বিশ্বাসীরা গড়ে তুলেও থাকে তাহলেও পিতরের এই পুস্তক লিখিত হওয়ার সময়ে অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন পরজাতীয়।

১.	১:১৪	-	পূর্বে ঈশ্বরের বিষয়ে অজ্ঞ।
২.	১:১৮	-	পিতৃপুরুষগণের সমর্পিত অলীক আচার ব্যবহার।
৩.	২:৯-১০	-	এখন ঈশ্বরের প্রজা।
৪.	২:১২	-	পরজাতীয়দের মধ্যে।
৫.	৪:৩-৪	-	পরজাতীয়দের পাপের তালিকা।

গ) এই পুস্তকে কিছু কিছু যিহূদী উপাদানও দেখতে পাওয়া যায় ঃ-

১. "প্রবাসী" "ছিন্নভিন্ন" জাতীয় শব্দগুলির ব্যবহার পুরাতন নিয়মের প্রেক্ষাপটের প্রতি ইঙ্গিত করে। (যোহন ৯:৩৫, প্রেরিত৭:৬)।

২. পুরাতন নিয়ম থেকে গৃহীত উদ্ধৃতি
   - ক. যাত্রাপুস্তক ১৯ (২:৫,৯)
   - খ. যিশাইয় ৫৩ (১:১৯;২:২২,২১৪,২৫)

   কিন্তু এই উদাহরনগুলি কোন যিহূদী মণ্ডলীর প্রতি ইঙ্গিত করে না।

৩. মণ্ডলীর প্রতি পুরাতন নিয়মের উপাধি প্রয়োগ (যেমন "রাজকীয় যাজকবর্গ")
   - ক. ২:৫
   - খ. ২:৯

৪. শিক্ষামূলক নির্দেশমালায় পুরাতন নিয়মের মশীহ কেন্দ্রিক শব্দবলীর প্রয়োগ।

ক.	১:১৯	-	যিশাইয়	৫৩:৭ (মেষশাবক)
খ.	২:২২	-	যিশাইয়	৫৩:৫
গ.	২:২৪	-	যিশাইয়	৫৩:৪,৫,১১,১২
ঘ.	২:২৫	-	যিশাইয়	৫৩:৬

ঘ) যদিও পিতরকে প্রধানতঃ যিহূদীদের কাছে প্রচার করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল (গালাতীয় ২:৮), পৌলের মত তিনিও যিহূদী এবং পরজাতীয় উভয় গোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করেছিলেন (প্রেরিত ১০)।

৪. উদ্দেশ্যে

ক) ১পিতর পুস্তকটির তাত্বিক এবং ব্যবহারিক দুটি দিকই আছে, কিন্তু পৌল যেমন তার পত্রকে দুটি ভাগে ভাগ করতেন, যেমন প্রারম্ভিক ক্ষেত্রে তত্ত্ব এবং অন্তিম ক্ষেত্রে ব্যবহারিক প্রয়োগের কৌশল;পিতর সে রকম না করে দুটি বিষয়কে এক সাথে মিশিয়ে দিতেন। এই পুস্তকের রূপরেখা প্রস্তুত করা খুব কঠিন। বহুলাংশে এটি একটি পত্রের মত না করে অনেকটা একটি বক্তৃতার মত।

খ) এই পুস্তকে প্রধানতঃ যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলি হল কষ্টভোগ এবং নিপীড়ন। এটি দুভাবে দেখানো হয়েছে।

১. প্রভু যীশুকে দুঃখ ভোগ এবং পরিত্যক্ত হওয়ার চরম উদহরন হিসাবে দেখানো হয়েছে (১:১১;২:২১,২৩; ৩:১৮;৪:১,১৩;৫:১,৯,১০)।

২. যীশুর অনুসরণকারীদের তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে (১:৬-৭;২:১৯;৩:১৩-১৭; ৪:১,১২-১৯;৫:৯)।

গ) প্রথম দিকে প্রাচীন খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর উপরে যে ভাবে অত্যাচারের এবং নিপীড়নের খড়্গ নেমে এসেছিল সেই দিক দিয়ে বিচার করলে এটা একদমই আশ্চর্য্য বোধ হয় না যে এই পুস্তকে অনেকবার খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য অনেক নূতন নিয়মের পুস্তকের মত এই পুস্তকটিও শেষকালের ঘটনাবলীর বিবরন সম্বলিত।

৫. শ্রেনী

ক) এই পুস্তকটির প্রারম্ভিক এবং অন্তিম বর্ণনা সম্পূর্ণ ভাবে প্রথম শতাব্দীর গ্রীক -রোমীয় ভাবধারা অনুযায়ী লিখিত।

১. ১:১-২
   - ক. লেখক
   - খ. গ্রহীতা
   - গ. প্রার্থনা

২. ৫:১২-১৪
   - ক. অন্তিম অভিবাদন
     - ১. কার থেকে
     - ২. কার প্রতি
   - খ. প্রার্থনা

খ) পত্রটির মূল অংশ পত্রের তুলনায় বরং অনেকটা কোন ধর্মবক্তৃতার মত। অনেকে মনে করেন যে এটি ছিল ঃ-

১. প্রথমতঃ একটি ধর্মবক্তৃতা।
২. প্রথমতঃ বাপ্তিস্মের সময়ে শিক্ষাদানের জন্য লিখিত নির্দেশমালা।
৩. প্রাথমিক মণ্ডলীর ব্যবহারের জন্য সংগ্রীহিত ধর্ম শিক্ষাসমূহ।

গ) এই পত্রটির ৪:১১ পদ দেখে মনে হয় যেন এই স্থানে পত্রটি প্রশংসাগীত সহ শেষ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোন গ্রীক ভাষায় রচিত পাণ্ডুলিপি এভাবে শেষ করা হত না। এটা সম্ভব হতে পারে যে ৪:১২-৫:১১ পদগুলি হল উদ্দেশ্যমূলক ভাবে সমগ্র পত্রটির একটি সংক্ষিপ্তসার।

ঘ) আমি ব্যক্তিগত ভাবে বিশ্বাস করি যে ১পিতর পত্রটি পৌলের লেখা গালাতীয়দের প্রতি পত্রটির মতই একটি বিজ্ঞপ্তিমূলক পত্র যেটি সেই সকল মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছিল যেখানে পিতর নিজে কখনও যাননি। কিন্তু অপর দিকে পৌল লিখিত গালাতীয় বা ইফিষীয় পত্রের মতই একটি সমগ্র মণ্ডলীকে আগামী দিনের সম্ভাব্য সমস্যাগুলির বিরূদ্ধে সতর্ক করে দিয়ে লেখা একটি উৎসাহ ব্যাঞ্জক পত্র।

এই পত্রটির বিজ্ঞপ্তিমূলক প্রকৃতি থেকে বোঝা যায় যে কেন এটির প্রারম্ভে এবং অন্তিমে কোন প্রকার ব্যক্তিগত সম্ভাষণ ব্যবহার করা হয়নি, এবং কেন এখানে নিপীড়নের বিষয়ে কোন প্রকার সুনির্দিষ্ট উদাহরন দেওয়া হয়নি।

৬. গ্রন্থপঞ্জীর অর্ন্তভুক্তিকরণ

ক) ১পিতর পত্রটির ক্ষেত্রেই আমি গ্রন্থপঞ্জীকরণের বিষয়টি উল্লেখ করতে চাই কেননা ২পিতর পত্রের ক্ষেত্রে বিষয়টি নিয়ে অনেক পরস্পর বিরোধী তথ্য পাওয়া যায়।

খ) ইসুবিয়স রচিত 'এক্লেসিয়াসটিকাল হিস্ট্রী' গ্রন্থের ৩:৩:২৫ পদে ১পিতর পুস্তকটিকে একটি 'তর্কাতীত ভাবে গৃহীত পুস্তক' বলা হয়েছে। প্রাচীন মণ্ডলীতে এবিষয়ে কোন সন্দেহ প্রকাশ করা হত না যে এটি প্রেরিত পিতরের লেখা একটি আসল পত্র।

গ) এই পুস্তকটির গ্রন্থপঞ্জীকরনের বিষয়টি এত বিতর্কিত এই কারণে যে অনেক সময় অনেক আজে বাজে লেখা পিতরের নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রাথমিক মণ্ডলী এক মাত্র ১পিতর এবং কিছুটা বিতর্কিত ২ পিতর পত্র দুটিকে ছাড়া অন্য কোন আজে বাজে লেখাকে পিতরের লেখা বলে কখনও মেনে নেয়নি।

এইধরনের কিছু লেখা হল ঃ

ক. পিতরের কার্য্যবিবরনী
খ. পিতর এবং আন্দ্রিয় কার্য্যবিবরনী
গ. পিতর এবং পৌলের কার্য্যবিবরনী
ঘ. পিতর এবং পৌলের যন্ত্রণার বিবরন
ঙ. পিতর এবং বারোজন শিষ্যের কার্য্যবিবরনী
চ. পিতরের ভাববাদী দর্শন।
ছ. পিতরের সুসমাচার
জ. পিতরের কষ্টভোগের বিবরন
ঝ. পিতরের প্রচার
ঞ. স্লাভিক ভাষায় রচিত পিতরের কার্য্যবিবরনী।

এই সমস্ত বিতর্কিত লেখার বিষয়ে ভালো ভাবে জানার জন্য 'জনডার ভান পিক্টোরিয়াল এনস্লাইকোপিডিয়া অফ দি বাইবেল' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের ৭২১-৭২৩, ৭৩২-৭৩৩, ৭৪০ পৃষ্ঠাগুলি দেখুন। এই ধরনের লেখাকে কোন দিনই পিতরের লেখা বলে মেনে নেওয়া হয়নি বা নূতন নিয়মের স্বীকৃত পুস্তক বলে ধরা হয়নি। এই খানে থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে শুধু মাত্র ১ এবং ২ পিতর পুস্তক দুটির অর্ন্তভুক্তির কারণ কি।

এক জন ব্যক্তি(হিসাবে পিতর

১. তার পরিবার

ক) প্রাথমিক ভাবে পিতরের পরিবার পরজাতীয় অধ্যুষিত গালীল প্রদেশের বৈৎসৈদা নগরীতে (গালীর সাগরের উত্তর তীরে অবস্থিত যেটিকে যোহন ১ ৪৪ পদে তিবরীয় সাগর বলা হয়েছে) বাস করতেন কিন্তু কোন এক সময় তারা কফরনাহূম নামক স্থানে চলে গিয়েছিলেন (মার্ক ১ ২১,২৯)।

খ) পিতরের বাবার নাম ছিল যোনা (মথি ১৬ ১৭) অথবা যোহন (যোহন ১ ৪২(২১ ১৫-১৭)

গ) তার আরেকটি নাম ছিল শিমোন (মার্ক ১ ১৬,২৯,৩০,৩৬) যেটি ছিল প্রথম শতাব্দীর প্যালেস্তাইনে একটি বহুপ্রচলিত নাম। এই নামটি ছিল শিমিয়োন নামটির হিব্রু সমার্থক (প্রেরিত ১৫ ১৪(২পিতর ১ ১)। মথি ১৬ ১৮(মার্ক ৩ ১৬(লূক ৬ ১৪ এবং যোহন ১ ৪২ পদে পাওয়া যায় যে যীশু তার নাম বদলে রেখেছিলেন পিতর (যার অর্থ পাথর, যেটি তার ভবিষ্যৎ জীবনের শক্ত(পোক্ত(অবস্থা ও সামর্থ্যের দিকে ইঙ্গিত করে)। এই নামটি অরামীয় সমার্থক হল 'কৈফা' (যোহন ১ ৪২, ১করি ১ ১২, ৩ ২২, ৯ ৫, ১৫ ৫ গালাতীয় ১ ১৮, ২ ৯, ১১,১৪)। নূতন নিয়মে অনেক ((ত্রেই এই দুটি নামকে একত্রে ব্যবহার করা হয়েছে (মথি ১৬ ১৬(লূক ৫ ৮(যোহন ১ ৪০(৬ ৮, ৬৮, ১৩ ৬,৯,২৪,৩৬(১৮ ১০,১৫,২৫(২০ ২,৬(২১ ২-৩,৭,১১,১৫)।

ঘ) পিতরের ভাইয়ের নাম ছিল আন্দ্রিয় (মার্ক ১ ১৬)। ইনি প্রথমে ছিলেন যোহন বাপ্তাইজকের এক জন শিষ্য (যোহন ১ ৩৫,৪০) এবং পরবর্তীকালে ইনি প্রভু যীশুর এক জন অনুসরণকারী ও শিষ্যে পরিণত হনে (যোহন ১ ৩৬-৩৭)। ইনি শিমোনকে যীশুর কাছে নিয়ে এসেছিলেন (যোহন ১ ৪১)। বেশ কয়েক মাস পরে যীশু গালীল সমুদ্রের ধারে তাদের সঙ্গে দেখা করে তাদেরকে নিজের পূর্ণ সময়ের শিষ্য ও অনুসরণকারী হওয়ার আহ্বান জানান (মথি ৪ ১৮-২০, মার্ক ১ ১৬-১৮ এবং লূক ৫ ১-১১)।

ঙ) তিনি বিবাহিত ছিলেন (মার্ক ১ ৩০, করি ৯ ৫)। কিন্তু তার সন্তানসন্ততির বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই।

২. পেশা

ক) পিতরের পরিবারের একাধিক নিজস্ব নৌকা ছিল এবং তাদের কাছে অনেক কর্মচারী কাজ করত।

খ) পিতরের পরিবার সম্ভবতঃ যাকোব, যোহন এবং তাদের পিতা সিবদিয়ের সঙ্গে অংশীদারী কারবারে জড়িত ছিল (লূক ৫ ১০)।

গ) যীশুর মৃত্যুর পর পিতর আবার মাছ ধরার কাজে ফেরত গিয়েছিল (যোহন ২১)।

৩. তার ব্যক্তি(ত্ব

ক) পিতরের চরিত্রের শক্তি(শালী দিকগুলি

১. পিতর এক জন নিবেদিত প্রাণ শিষ্য হলেও যথেষ্ট অস্থিরচিত্ত ছিলেন (মার্ক ৯ ৫, যোহন ১৩ ৪-১১)।
২. তিনি কয়েকবারই বিশ্বাস নির্ভর আশ্চর্য্য কাজ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন (যেমন সমুদ্রের জলের উপর হাঁটা, মথি ১৪ ২৮-৩১)
৩. তিনি যথেষ্ট সাহসী ও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলেন (মথি ২৬ ৫১-৫২(মার্ক ১৪ ৪৭(লূক ২২ ৪৯-৫১(যোহন ১৮ ১০-১১)।
৪. তাঁর পুন(খানের পর প্রভু যীশু (যোহন ২১ অধ্যায়ে) ব্যক্তি(গত ভাবে পিতরকে বারোজন শিষ্যের নেতৃত্ব পদে বরণ করেছিলেন এবং তাকে সুযোগ দিয়েছিলেন অনুতাপ সহকারে ফিরে এসে নেতার পদে যোগ দেওয়ার।

খ) পিতরের চারিত্রিক দূর্বলতাগুলি

১. প্রাথমিক ভাবে তিনি যিহূদী ব্যবস্থানিয়মের প্রতি অনুরক্ত(ছিলেন
   ক. পরজাতীয়দের সঙ্গে এক সঙ্গে আহারের বিষয়ে (গালা ২ ১১-২১)
   খ. খাদ্য অখাদ্য বিষয়ক বিচার (প্রেরিত ১০ ৯-১৬)

২. অন্য অনেক শিষ্যের মত ইনিও প্রভু যীশুর অপূর্ব নূতন শি(ার তাৎপর্য্য পূর্ণরূপে বুঝতে অসমর্থ হয়েছিলেন।
   ক. মার্ক ৯ ৫-৬
   খ. যোহন ১৩ ৬-১১(১৮ ১০-১১

৩. ইনি নিজে ব্যক্তি(গতভাবে অনেকবার যীশুর দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছিলেন (মার্ক ৮ ৩৩(মথি ১৬ ২৩)।

৪. গেৎশিমানী বাগানে যখন যীশু তাঁর অন্তিম প্রার্থনার রত ছিলেন তখন জেগে না থেকে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন (মার্ক ১৪ ৩২-৪২(মথি ২৬ ৩৬-৪৬(লূক ২২ ৪০-৬০)।

৫. তিনি একাধিকবার যীশুকে অস্বীকার করেছিলেন (মার্ক ১৪ ৬৬-৭২(মথি ২৬ ৬৯-৭৫(লূক ২২ ৫৫-৬২(যোহন ১৮ ১৬-১৮, ২৫-২৭)।

৪. প্রেরিতগণের নেতা হিসাবে তার ভূমিকা

ক) প্রেরিতগণের মোট চারটি তালিকা পাওয়া যায় (মথি ১০ ২-৪(মার্ক ৩ ১৬-১৯(লূক ৬ ১৪-১৬(প্রেরিত ১ ১৩)। পিতরকে সর্বদা তালিকায় প্রথমে রাখা হয়েছে। বারোজনকে চার জন করে মোট তিনটি দলে ভাগ করা হয়েছিল। আমার বি(্বাসের ফলে তারা পর্য্যায়ত্র(মে কিছু দিন পর পর নিজেদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে আসতে পারত।

খ) পিতর প্রায় সব সময়ই প্রেরিতগণের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করতেন (মথি ১৬ ১৩-২০(মার্ক ৮ ২৭-৩০(লূক ৯ ১৮-২১)। এই পদগুলি থেকে দলের মধ্যে পিতরের প্রভাবের কথা বোঝা যায় (মথি ১৬ ১৮)। কিন্তু এই একই কারণের জন্য যীশু তাকে শয়তান বলে সম্মোধন করেছিলেন (মথি ১৬ ২৩(মার্ক ৮ ৩৩)। এছাড়াও যখন শিষ্যেরা নিজেদের মধ্যে কে বড় বলে তর্কবিতর্ক চলছিল তখন পিতর তার মধ্যে ছিলেন না (মথি ২০ ২০-২৮, বিশেষত ২৪ পদ(মার্ক ৯ ৩৩-৩৭(১০ ৩৫-৪৫)।

গ) পিতর যিরূশালেম মণ্ডলীতে নেতা ছিলেন না। এই পদের অধিকারী ছিলেন যীশুর বৈমাত্রেয় ভাই যাকোব (প্রেরিত ১২ ১৭(১৫ ১৩(২১ ১৮(১করি ১৫ ৭(গালাতীয় ১ ১৯(২ ৯,১২)।

৫. যীশুর পুন(্থানের পর তার মাণ্ডলিক ভূমিকা

ক) প্রেরিতদের কার্য্যবিবরণী পুস্তকের প্রথম দিকে সুস্পষ্ট ভাবে পিতরের নেতৃত্বমূলক কার্য্যবলীর বিবরণ পাওয়া যায়।

১. ইষ্কোরিতীয় যিহূদার পরিবর্ত সদস্য নি(পণের পদ্ধতি তার নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল (প্রেরিত ১ ১৫-২৬)।

২. পঞ্চাশত্তমীর দিনে প্রথম প্রচারমূলক বক্তৃ(তা তিনিই দিয়েছিলেন (প্রেরিত ২)।

৩. তিনি এক জন খোঁড়া ব্যক্তি(কে সুস্থ করেছিলেন এবং তারপর দ্বিতীয় বার প্রচার করেছিলেন (প্রেরিত ৩ ১-১০(৩ ১১-২৬)।

৪. প্রেরিত ৪ অধ্যায়ে বর্ণনা অনুসারে তিনি ধর্মমহাসভার সামনে সাহসের সঙ্গে প্রচার করেছিলেন।

৫. প্রেরিত ৫ অধ্যায় অনুযায়ী অননিয় এবং সাফীরার বিচারের সময় তিনি মণ্ডলীর প্রধানের ভূমিকা পালন করেছিলেন।

৬. প্রেরিত ১৫ ৭-১১ পদগুলির বর্ণনা অনুযায়ী পিতর যিরূশালেম মহাসভায় বক্তৃ(তা দিয়ে ছিলেন।

৭. প্রেরিত পুস্তকে তার নামের সঙ্গে জড়িত আরও অনেক ঘটনাবলী ও আশ্চর্য্য কাজের বিবরণ পাওয়া যায়।

খ) পিতর কিন্তু সব সময়ে সুসমাচারের আদর্শ অনুসরণ করে চলেননি।

১. তার মানসিক গঠন অনেক ে(ত্রেই ছিল পুরাতন নিয়ম পন্থী (গালাতীয় ২ ১১-১৪)।

২. কর্ণেলীয় এবং অন্যান্য পরজাতীয়দের মনেপ্রাণে মেনে নেওয়ার আগে তার মন পরিবর্তনের জন্য বিশেষ স্বর্গীয় দর্শনের প্রয়োজন হয়েছিল।

৬. নিঃশব্দ বছরগুলি

ক) প্রেরিত ১৫ অধ্যায়ে বর্ণিত যিরূশালেমের মহাসভার পর পিতরের বিষয়ে আর বিশেষ কোন কিছু জানা যায় না।

১. গালাতীয় ১ ১৮
২. গালাতীয় ২ ৭-২১
৩. ১করিন্থীয় ১ ১২(৩ ২২(৯ ৫(১৫ ৫

খ) প্রাচীন মণ্ডলীর প্রচলিত ঐতিহ্য

১. ৯৫ খ্রীষ্টাব্দে করিন্থীয়দের প্রতি লিখিত তার পত্রে রোমের ক্লিমেন্ট, রোমে পিতরের সা(্যময় হওয়ার ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন।
২. টার্টুলিয়ানও ১৫০ -২২২ খৃঃ নীরোর সময়ে রোমে পিতরের সা(্যময় হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন ৫৪-৬৮ খৃঃ।
৩. আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিমেন্ট (২০০ খৃঃ) বলেছিলেন যে রোমে পিতরের মৃত্যু হয়েছিল।
৪. অরিগেনের (২৫২ খৃঃ) মতে রোমে পিতরকে উল্টো করে ক্রু(শে দেওয়া হয়েছিল।

৭. যে সব শব্দ এবং বাক্যাংশ সম্বন্ধে সং(পে জানতে হবে

১. পূর্বজ্ঞান, ১ ২
২. ''যীশু খ্রীষ্টের রক্ত(প্রো(ণের জন্য'' ১ ২
৩. ''পূণর্জন্ম'' ১ ৩
৪. নানাবিধ পরী(া, ১ ৬
৫. ''বি(াসের পরী(াসিদ্ধতা'' ১ ৭
৬. ''যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশ'' ১ ৭,১৩
৭. ''আত্মা'' ১ ৯
৮. ''নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক মেষশাবক'' ১ ১৯
৯. ''তিনি জগৎপত্তনের অগ্রে পূর্বলা(ত ছিলেন'' ১ ২০
১০. ''ঈ(রের জীবন্ত ও চিরস্থায়ী বাক্য'' ১ ২৩
১১. পারমার্থিক অমিশ্রিত দুগ্ধ, ২ ২
১২. ''জীবন্ত প্রস্তর'' ২ ৪
১৩. ''পবিত্র যাজকবর্গ'' ২ ৫
১৪. কোনের প্রস্তর, ২ ৬
১৫. ''বিঘ্নজনক পাষাণ'' ২ ৮
১৬. বশীভুত, ২ ১৩
১৭. ''পাপের প(মরিয়া ধার্মিকতারপ(জীবিত'' ২ ২৪
১৮. ''তাঁহারই (ত দ্বারা তোমরা আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছ'' ২ ২৪
১৯. স্নেহবান, ৩ ৮
২০. সৎসংবেদ, ৩ ১৫
২১. বাপ্তিস্ম তোমাদিগকে পরিত্রাণ করে, ৩ ২১
২২. পরী(া, ৪ ১২
২৩. ''প্রতিরোধ কর'' ৫ ৯

৮. যে সব ব্যক্তি(দের সং(পে চিনতে হবে

১. ''পবিত্রতম'' ১ ১৫
২. ''প্রাণের পালক ও অধ্য('' ২ ২৫
৩. ''প্রাচীনবর্গ'' ৫ ১
৪. প্রধান পালক, ৫ ৪
৫. সীল, ৫ ১২
৬. মার্ক, ৫ ১৩

৯. মানচিত্রে যে সব স্থান চিহ্নি(তকরণ করতে হবে

১. পন্ত, ১ ১
২. গালাতীয়া, ১ ১
৩. কাপ্পাদকিয়া, ১ ১
৪. এশিয়া, ১ ১
৫. বিথুনিয়া, ১ ১
৬. সিয়োন, ২ ৬
৭. বাবিল, ৫ ১৩

১০. আলোচনা সাপে(প্রশ্নাবলী

১. বিশ্বাসীদের উত্তরাধিকারের বিষয়টি বর্ণনা ক(ন (১ ৪-৫)
২. ১ ১১ পদ নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা ক(ন।
৩. স্বর্গদূতেরা হেঁট হয়ে কি দেখার আকাঙ্খা করেন ? (১ ১২)
৪. ১ ১৬ পদটিকে খ্রীষ্টানদের কেমন ভাবে মান্য করতে হবে ?
৫. এক জন কেমন করে পরিত্রাণের জন্য বৃদ্ধি পেতে পারে ? (২ ২)
৬. ২ ৫ পদ এবং ৯ পদ গু(ত্বপূর্ণ কেন ?
৭. ২ ১৬ পদ রোমীয় ১৪ অধ্যায়ের সঙ্গে কিভাবে সম্পর্কযুক্ত(?
৮. ৩ ৩ পদ আজকের যুগের সাথে কিভাবে সম্পর্কযুক্ত(?
৯. আমাদের সহধর্মিনীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি আমাদের প্রার্থনাজীবনকে প্রভাবিত করে ? (৩ ৭)
১০. কারাবদ্ধ সেই আত্মাদের কাছে প্রচার করার জন্য যীশু কোথায় গিয়েছিলেন ? (৩ ১৯)
১১. ৩ ২২ পদটি জ্ঞানমার্গীর ঈশ্বতত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা ক(ন।
১২. ১পিতর পত্রের সাধারণ ভাব-টি কি ?

ম্যাপ

২ পিতর পত্রের উপত্র(মিকা

১. প্রারম্ভিক বক্তব্য

ক) ২ পিতর পত্রের লেখকত্ব সংক্র(ান্ত সমস্যাগুলি সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করা এই উপত্র(মিকার উদ্দেশ্য নয়। আমর ব্যক্তি(গত অভিমত হল যে পিতরের লেখকত্ব অস্বীকার করার কোন জবরদস্ত কারণ নেই। এই বিষয়ে আলোচনা করার তিনটি নির্ভরযোগ্য সূত্র আছে।

১. ১৯৭২ সালে 'জারনাল অফ দি সোসইটি অফ বিব্লিকাল লিটারেচার' পত্রিকার ৩-২৪ পদে প্রকাশিত, ব্রুস. এম. মেটজগার রচিত প্রবন্ধে, ''লিটেরারী ফরজারিস এণ্ড ক্যানোনিকাল সিউডে পিগ্রাফ''।

২. 'দি জারনাল অফ দি উভানজেলিকাল থিয়োলজিকাল সোসইটি' গ্রন্থের ৪২ খণ্ডের ৬৪৫-৬৭১ পৃষ্ঠাগুলিতে প্রকাশিত মাইকেল. জে. ব্রু(গার রচিত প্রবন্ধ ''দি অথেনটিসিটি অফ ২ পিটার''।

৩. ১৯৬১ সালে টিনডেল প্রেস কতৃক ই. এম.বি. গ্রীন রচিত '২ পিটার রিকনসিডারড পুস্তক।

খ) আমি যখনই চিন্তা করার চেষ্টা করি যে ২ পিতর পত্রটি পিতরের রচিত নয় তখনই অনেকগুলি চিন্তা আমার মাথায় খেলে যায়।

১. ২ পিতর পত্রটি কে লিখেছিলেন সেটা কখনই আমার এই সিদ্ধান্তটি পরিবর্তন করতে পারে না যে এটি একটি উদ্দীপিত এবং বি(াসযোগ্য রচনা। কোন পুস্তকের লেখকত্ব হয়ত তার ব্যাখ্যাপদ্ধতিকে প্রভাবিত করতে পারে কিন্তু তার জন্য সেই পুস্তকের উদ্দীপ্ত শি(া এবং সেখানে বর্ণিত সত্যের ইতিহাস কখনও পরিবর্তিত হয় না।

২. আমরা কোন দ্বিতীয় কোন লেখকের ছায়া অস্তিত্ব নিয়ে মাথা ঘামাব ? কেননা প্রথম শতাব্দীর গ্রীক রোমীয় পৃথিবীতে এটি যথেষ্ট প্রচলিত ছিল (মেটজগারের প্রবন্ধ দেখুন)।

৩. আমি কি নিজের সুবিধা মত এই সব নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছি নাকি আমি সম্পূর্ণ সৎভাবে প্রতিটি ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক প্রমাণাদিকে মূল্যায়ন করছি ? আমার অর্জিত পূর্ব সংস্কার কি আমাকে বিশেষ কোন সিদ্ধান্ত নিতে প্ররোচিত করছে।

৪. প্রাচীন মণ্ডলী পিতরের লেখখত্ব নিয়ে প্র(া তুললেও পুস্তকটির অর্ন্তভুক্ত(সুসমাচার নিয়ে কোন প্র(া তোলেনি (একমাত্র সিরীয় মণ্ডলী ছাড়া)। এই পুস্তকের বক্তব্য নতুন নিয়মের অর্ন্তগত অন্যান্য পুস্তকে বর্ণিত ঈ(তত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং প্রেরিত পুস্তকে বর্ণিত পিতরের বক্তৃ(তার সঙ্গে যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ।

গ) খ্রীষ্টিয় লেখনী সমূহকে ইসুবিয়স তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত(করেছেন ঃ-

১. গৃহীত
২. বিতর্কিত
৩. অজ্ঞাত নামা বা ভ্রান্ত

তিনি যাকোব, যিহূদা, ২ যোহন এবং ৩ যোহন পুস্তকগুলির সঙ্গে এক যোগে ২ পিতর পুস্তকটিও দ্বিতীয় শ্রেণীতে বা বিতর্কিত পুস্তকের শ্রেণীতে শ্রেণীভুক্ত(করেছেন। ইসুবিয়স ১ পিতর প্তরটিকে গ্রহণ করেছিলেন, ২ পিতর পত্র সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করতেন এবং পিতরের নামে প্রচলিত অন্যান্য লেখাগুলিকে অজ্ঞাত নামা বা ভ্রান্ত বলে শ্রেণীকরণ করেছিলেন। তৃতীয় শ্রেণীর এই ধরনের লেখাগুলির মধ্যে পড়ে (১) পিতরের কার্য্যবিবরণী, (২) পিতর লিখত সুসমাচার, (৩) পিতরের বক্তৃ(তা এবং (৪) পিতরের এ্যাপোকালিপস্।

২ লেখকত্ব

ক) নূতন নিয়মের মধ্যে লেখকত্বের দিক দিয়ে এই পুস্তকটিই সর্বাধিক বিতর্কিত।

খ) বিতর্কের কারণ অভ্যন্তরীণ (লেখনশৈলী এবং বিষয়বস্তু) এবং বাহ্যিক (গ্রহণ যোগ্যতা)।

অভ্যন্তরীণ বিষয় সমূহ

১. লেখনীশৈলী

ক) এই পুস্তকে লেখন শৈলী ১ পিতর থেকে অনেকটাই ভিন্ন। অরিসেন এবং জোরাম এই বিষয়টি আবিষ্কার করেছিলেন।

১. অরিগেন স্বীকার করেছিলেন যে অনেকে এই পুস্তকের লেখক হিসাবে পিতরের ভূমিকা পত্যাখ্যান করেন, কিন্তু তবুও তিনি ছয় বার নিজের লেখায় দ্বিতীয় পিতর থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন।

২. জোরাম মনে করতেন যে পিতর সম্ভবতঃ এক জন লেখনীকারের সাহায্য নিয়েছিলেন। তিনিও স্বীকার করেছিলেন যে তার সমসাময়িক কেউ কেউ পিতরের লেখকত্বের বিষয়টি অস্বীকার করেছিলেন।

৩. ইসুবিয়স তার রচিত এক্লে সিয়াটিকাস্ হিস্ট্রী পুস্তকের ৩ ৩ ১ পদে মন্তব্য করেছেন ঃ ''আমরা দ্বিতীয় পত্রটিকে স্বীকৃত পুস্তকরূপে গণ্য না করলেও এটি অনেকের কাছে একটি উপযোগী পুস্তক বলে পরিগণিত এবং অন্যান্য শাস্ত্র পুস্তকের মত এটিও বহুপঠিত।''

খ) ২ পিতর পত্রের লেখার ধরণটি একদম আলাদা রকমের, লেখক বি. রাইখ তার রচিত 'এ্যাঙ্কর বাইবেল' নামক গ্রন্থের ১৪৬-১৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত ''এপিসেল অফ জেমস, পিটার এ্যাণ্ড জুড' নামক লেখায় এই ধরনটিকে ''এশিয়াতত্ব'' বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

''এটিকে এশিয়া মহাদেশের লেখনশৈলীর ধরনে লেখা বলে অভিহিত করা হয় কেননা এখানে বর্ণিত অধিকাংশ বিষয় এশিয়া মহাদেশের প্রে(াপটে নেওয়া এবং বৈশিষ্ট্য হল সাধারন, সরল সাধাসিধে নীতি পরিত্যাগ করে নাটকীয় ব্যাখ্যার দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা। এই পুস্তকটি নিঃসন্দেহে এশীয় মহাদেশের চিন্তনপদ্ধতি অনুসারে লিখিত যেটি প্রথম শতাব্দীতে যথেষ্ট গু(ত্বপূর্ণ বলে পরিগণিথ হত।''

গ) এটা সম্ভব হতে পারে যে পিতর এমন একটি ভাষায় (কোইন গ্রীক) লেখার চেষ্টা করেছিলেন যেটিতে তিনি নিজে খুব একটা সড়গড় ছিলেন না, তার নিজের মাতৃভাষা ছিল অরামীয়।

২. শ্রেণী

ক) এটি কি একটি প্রথাগত প্রথম শতাব্দীর পত্র ?

১. এটির প্রারম্ভ এবং সমাপ্তি বিশেষ ধরণের।

২. এটিকে দেখে মনে হয় যে এটি যেন অনেকগুলি মণ্ডলী যেমন গালাতীয়, ইফিষীয়, যাকোবীয় এবং যোহনের মণ্ডলীগুলির উদ্দেশ্যে একটি বিজ্ঞাপিত পত্ররূপে প্রচার করা হয়েছিল।

খ) এটি সম্ভবতঃ একটি বিশেষ যিহূদী গোত্রীয় শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত(ছিল যেটিকে বলা হত ''সা(্য''। এর বিশেষত্ব হল ঃ-

১. একটি বিদায় সম্ভাষণ
   - ক) দ্বিতীয় বিবরণ (৩১-৩৩)
   - খ) যিহোশূহ ২৪
   - গ) বারোজন গোষ্ঠীপতির সা(্য
   - ঘ) যোহন ১৩-১৭
   - ঙ) প্রেরিত ২০ ১৭-২৮

২. একটি গৌরবময় মৃত্যু সংক্র(ান্ত ভবিষ্যৎবাণী (২ তীমথিয়)।

৩. শ্রোতাদের কাছে আবেদন যেন তারা সেই পদর্শিত পথ অনুসরণ করেন।

৩. ২পিতর ২ অধ্যায় এবং যিহূদা পুস্তকের মধ্যে সম্পর্ক

ক) কিছু সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখা যায় যেখানে একটি থেকে ধার করা বিয়যবস্তু অন্যটিতে সংযোজিত হয়েছে।

খ) বাইবেলের গ্রন্থপঞ্জীর অন্তর্গত(নয় এই ধরণের সুত্র থেকে পরো(উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে বলে ২ পিতর এবং যিহূদা পুস্তকদুটি অনেকের কাছে প্রত্যাখ্যাত। কিন্তু সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে ১ পিতর পুস্তকে ১ইনোক থেকে পরো(উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে এবং পৌলও অনেক সময় গ্রীক কবিদের উদ্ধৃত করেছেন।

৪. এই পুস্তকটিতেই দাবী করা হয়েছে যে এটির লেখক প্রেরিত পিতর

ক) ১ ১ পদে তার নাম করা হয়েছে। তাকে বলা হয়েছে শিমোন পিতর। যীশু তার নাম পিতর রেখেছিলেন (মথি ১৬)। শিমিয়োন (শিমোন নয়) নামটি খুবই কম পাওয়া যেত এবং খুব একটা সুপরিচিত ছিল না। যদি ধরে নেওয়া হয় যে কেউ পিতরের নাম নকল করে কিছু লেখার চেষ্টা করছিল তাহলে বলতে হবে যে তার প(এই ধরনের হিব্রু বানান সম্বলিত নাম ব্যবহার করাটি ছিল একটি আশ্চর্য্যজনক এবং এক জন নকল লেখকের প(অভাবিত কাজ।

খ) ১ ১৬-১৮ পদে তিনি নিজেকে যীশুর স্বর্গীয় রূপান্তরের এক জন চা(ুষ সা(ী বলে বর্ণনা করেছেন (মথি ১৭ ১-৮(মার্ক ৯ ২-৮(লূক ৯ ২৮-৩৬)।

গ) ৩ ১ পদে তিনি দাবী করেছেন যে তিনি আগেও একটি পত্র লিখেছেন যেটি ১ পিতর পত্রের দিকে ইঙ্গিত করে।

৫. গোঁড়ামী

ক) এই পত্রে এমন কিছু নেই যা নূতন নিয়মের প্রৈরিতিক শি(ার বিরূদ্ধচারণ করে।

খ) এখানে কয়েকটি বিশেষ বর্ণনা আছে (যেমন পৃথিবীটা আগুনে পুড়ে যাওয়া অথবা পৌলের লেখাকে শাস্ত্র বলে উল্লেখ কর)। কিন্তু কোন রকম জ্ঞানমার্গী, বা ভ্রান্ত শি(া এখানে ব্যক্ত(করা হয়নি।

বহ্যিক বিষয়বস্তু

১. প্রথম এবং দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখিত খ্রীষ্টিয় পুস্তকগুলিকে ইসুবিয়স তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।

ক) গৃহীত

খ) বিতর্কিত

গ) অজ্ঞাত নামা বা ভ্রান্ত

ইব্রীয়, যাকোব, ২ এবং ৩ যোহনের সঙ্গে ২ পিতর পুস্তকটিকেও বিতর্কিত শ্রেণীতে ফেলা হয়।

২. মারসিওন গ্রন্থ পঞ্জীতে ১৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ২ পিতর পুস্তকটি অর্ন্তভূক্ত(করা হয়নি। কিন্তু আবার অন্যদিকে নূতন নিয়মের অনেক পুস্তকেই মারসিওন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

৩. ম্যুরাটোরিয়ান খণ্ডাংশে (১৮০-২০০ খ্রীষ্টাব্দে) ২ পিতর পুস্তকটি অর্ন্তভুক্ত(করা হয়নি। কিন্তু এই তালিকাটি বহুলাংশে (তিগ্রস্থ অবস্থায় পাওয়া যায় এবং ইব্রীয়, যাকোব এবং ১ পিতর জাতীয় পুস্তকগুলি এই তালিকায় অর্ন্তভূক্ত(করা নেই।

৪. পূর্ব্বীয় (সিরিয়া) মণ্ডলী এই পুস্তকটিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল

ক) এটি পেশিটা সংস্ক অর্ন্তভুক্ত(করা হয়নি (৫ম শতাব্দীর প্রথম অর্ধে)।

খ) ইরাক থেকে প্রকাশিত (৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে) ফিলোজেনিয়ানা তালিকায়, এবং উত্তর আফ্রিকা থেকে প্রকাশিত (৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে) হারক্লীন সংস্করণে এই পুস্তকটি অর্ন্তভূক্ত(করা হয়েছিল।

গ) ত্রি(জোসটোম বেং মপসুয়েশিয়ার থিয়োডর (এ্যান্টিওশিয়ন স্কুল অফ ইন্টার প্রিটেশনের নেতৃবৃন্দ) সবকটি কাথলিক পত্রকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

৫. নাগ হামাদি নামে প্রসিদ্ধ জ্ঞানমার্গী লেখায় প্রাপ্ত ''সত্যের সুসমাচার'' এবং '' যোহন রচিত অ্যাপোক্রি(ফা'' জাতীয় লেখায় আমরা ২ পিতর পুস্তকের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় (এ্যাণ্ডু. কে. হেমবোল্ড রচিত 'দি নাগ হামাদি নস্টিক টেক্সট এ্যাণ্ড দি বাইবেল' গ্রন্থের ৯১ পৃষ্ঠায় দেখুন)। কপটিক ভাষায় রচিত এই লেখাগুলি পুরাতন কোন গ্রীক লেখার ভাষান্তর। যদি এখানে ২ পিতর পত্রের বিষয় পরো(ভাবে উদ্ধৃত হয়ে থাকে তাহলে এটির রচনাকাল দ্বিতীয় শতাব্দীতে হওয়া অসম্ভব।

৬. এটি পি ৭২ পাণ্ডুলিপিতে অর্ন্তভুক্ত(করা হয়েছিল যেটির রচনাকাল সম্ভবতঃ তৃতীয় কিংবা চতুর্থ শতাব্দী (ইউ. বি. এস. ৪ পৃষ্ঠার ৮ অনুযায়ী)।

৭. রোমের ক্লিমেন্ট (৯৫ খ্রীষ্টাব্দে) প্রত্য(অথবা পরো(ভাবে এই পুস্তকটিকে উদ্ধৃত করেছিলেন।

ক) ১ ক্লিমেন্ট (৯ ২ - ২ পিতর ১ ১৭)

খ) ১ ক্লিমেন্ট (২৩ ৩ - ২ পিতর ৩ ৪)

গ) ১ ক্লিমেন্ট (৩৫ ৫ - ২ পিতর ২ ২)

৮. জাস্টিন মার্টার (১১৫ - ১৬৫ খ্রীষ্টাব্দে) লিখিত 'ডায়ালগ উইদ ট্রাইফো ৮২ ১ - ২ পিতর ২ ১ পুস্তকে ২ পিতরের বিষয়ে উদ্ধৃতি দেখা যায়। প্রাচীন খ্রীষ্টিয় রচনাবলীর মধ্যে এই খানে এবং আর একটি লেখায় ' সিউডো প্লোফেটাই' কথাটি পাওয়া যায়।

৯. ইরেনিয়াস (১৩০ - ২০০ খ্রীষ্টাব্দ) সম্ভবতঃ পরো(ভাবে ২ পিতর পত্রের বিষয় উল্লেখ করেছেন (ইসুবিয়স তার গ্রন্থ 'হিজ এক্লেসিয়াটিস', ৫ ৩২ ২ - ২ পিতর ৩ ৮ এবং ৩ ১ ১ - ২ পিতর ১ ১৫ পদগুলিতে এবিষয়ে উল্লেখ করেছেন)।

১০. আলেকজান্দ্রিয় ক্লিমেন্ট (১৫০ - ২১৫ খ্রীষ্টাব্দ) ২ পিতরের উপর প্রথম টীকা ভাষ্য রচনা করেছিলেন (যদিও এটি এখন হারিয়ে গেছে)।

১১. এ্যাথেনেসিয়াস (৩৬৭ খ্রীষ্টাব্দ) রচিত গ্রন্থপঞ্জী 'ইস্টার লেটার' গ্রন্থে এটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

১২. লাওকেদিয়া (৩৭২ খ্রীষ্টাব্দ) এবং কার্থেজের (৩৭৯ খ্রীঃ) মাণ্ডলিক সভায় এই পুস্তকটি গৃহীত হয়েছিল।

১৩. অন্য যে সব লেখা পিতরের নামে চালানোর চেষ্টা হয়েছিল (যেমন পিতরের কার্য্যবিবরণী, আন্দ্রিয় ও পিতরের কার্য্যবিবরণী পিতর ও পৌলের কার্য্যবিবরণী পৌল এবং পিতরের দুঃখ ভোগ, পিতর এবং বারোজন প্রেরিতের কার্য্যবিবরণী, পিতরের প্রচার ইত্যাদি) সেগুলি সবই প্রাচীণ মণ্ডলীর দ্বারা ভ্রান্ত বা পরিত্যাজ্য বলে পরিগণিত হয়েছিল।

৩. তারিখ

ক) এটি লেখকত্বের উপর নির্ভরশীল

খ) যদি পিতরকে লেখক হিসাবে মেনে নেওয়া হয় তাহলে তারিখ হিসাবে ধরতে হবে তার মৃত্যুর আগের কোন সময় (১ ১৪)।

গ) প্রাচীণ মণ্ডলী ঐতিহ্য অনুসারে নীরোর রাজত্বকালে রোমে পিতরের মৃত্যু হয়েছিল। ৬৪ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ নীরোর আদেশে খ্রীষ্টানদের উপর নিপীড়ন শু(হয়, সম্ভবতঃ ৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি আত্মহত্যা করেন।

ঘ) যদি ধরে নেওয়া হয় যে পিতরের কোন অনুগামী তার নাম নিয়ে পরে এটি লিখেছিলেন তাহলে সম্ভাব্য সময়কাল ধরতে হবে ১৩০ - ১৫০ খ্রীষ্টাব্দ, কেননা 'এ্যাপোক্যালিপস অফ পিটার' 'সসপেল অফ ট্রুথ' এবং 'এ্যাপোকৃফন অফ জন' নামক গ্রন্থগুলিতে ২ পিতর পত্রের বিষয়ে উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

ঙ) বিখ্যাত আমেরিকান প্রত্নতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ ডব্লিউ. এফ. অলব্রাইটের মতে এই পত্রটি ৮০ খ্রীষ্টাব্দের আগে লেখা হয়েছিল কেননা এর সঙ্গে মৃত সাগর পুঁথির যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

৪. গ্রহীতা

ক) যেহেতু ২ পিতর ৩ ১ পদে ১ পিতর পত্রের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে সেহেতু ধরে নেওয়া যায় যে উভয় পত্রের গ্রহীতাই এক (উত্তর তুর্কীস্তান)।

খ) সম্ভবতঃ ২ পিতর পত্রটি ছিল একটি সা(্যপত্রের মত যার মাধ্যমে সকল প্রকার পরী(ার মধ্যেও বি᷺াসীদের দীর্ঘসহিষ্ণু(তার সাথে অপে(া করতে, ভ্রান্ত শি(াগুলি প্রতিরোধ করতে এবং খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের প্রত্যাশায় সুসমাচারের ঐতিহ্য অনুযায়ী বি᷺াস সহকারে জীবনযাপন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

৫. প্রে(াপট

ক) ১ পিতর পত্রে যে রকম নিপীড়ন এবং দুঃখভোগের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে তেমনি ২ পিতর পত্রে বলা হয়েছে ভ্রান্ত শি(কদের সম্বন্ধে।

খ) ভ্রান্ত শি(ার সঠিক প্রকৃতি নিয়ে সন্দেহ থাকলেও এটি সম্ভবতঃ প্রথাবিরূদ্ধ জ্ঞানমার্গ বিষয়ক ছিল (২ ১-২২(৩ ১৫-১৮)। এই পুস্তকে এমন সব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা জ্ঞানমার্গী লেখায় এবং রহস্যময় ধর্মগুলির (ে ত্রে ব্যবহার করা হত। এই ধরনের ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে সম্ভবতঃ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে ভ্রান্ত শি(কদের মতবাদকে আত্র(মন করা হয়েছিল।

গ) ২ থিষলনীকীয় পুস্তকের মত এই পুস্তকেও একটি প্রলম্বিত অথচ সুনিশ্চিত দ্বিতীয় আগমনের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে সময় ঈ᷺রের সন্তানরা মহিমাযুক্ত(এবং অবি᷺াসীরা বিচারিত হবে (৩ ৩-৪)। এটি একটি কৌতুহলের বিষয় যে ১ পিতর পত্রে বিশেষ ভাবে যীশুর প্রত্যাগমনের বিষয়ে 'এ্যাপোক্যালাপ সিস' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু ২ পিতর পত্রে ব্যবহৃত হয়েছে 'পারৌসিয়া' শব্দটি। সম্ভবতঃ বিভিন্ন লেখনীকারকে ব্যবহার করার ফলে এটি হয়েছিল (জেরোম)।

৬. যে সব শব্দ এবং বাক্যাংশ সম্বন্ধে সং(েপে জানতে হবে

১. দাস, ১ ১
২. ঈ᷺রীয় শক্তি(, ১ ৩
৩. সদগুণ, ১ ৩

৪. ''ঈশ্বরীয় স্বভাবের সহভাগী'' ১ ৪
৫. ''অনন্ত রাজ্য'' ১ ১১
৬. ''কারণ আমি জানি, আমার এই তাম্বু পরিত্যাগ শ্রীঘ্রই ঘটিবে'' ১ ১৪
৭. ''আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমন'' ১ ১৬
৮. ''তাঁহার মহিমার চা(ুষ সা(ী হইয়াছিলাম'' ১ ১৬
৯. ''ইনিই আমার পুত্র, আমার প্রিয়তম'' ১ ১৭
১০. ''প্রভাতীয় তারা উদিত হয়'' ১ ১৯
১১. ভান্ত(ভাববাদীগণ, ২ ১
১২. ভান্ত(গু(রা, ২ ১
১৩. ''পাপে পতিত দূতগণ'' ২ ৪
১৪. নরক (অন্ধকার কারাকূপ) ২ ৪
১৫. ''প্রভুত্ব অবজ্ঞা করে'' ২ ১০
১৬. ''স্বর্গদূতগণ .... উহাদের বিরূদ্ধে নিন্দাপূর্ণ বিচার উপস্থিত করেন না'' ২ ১১
১৭. পবিত্র আজ্ঞা ২ ২১
১৮. ''ঈশ্বরের সেই দিনের আগমনের অপে(া ও আকাঙ্খা'' ৩ ১২
১৯. নূতন আকাশমণ্ডল ও নূতন পৃথিবী'' ৩ ১৩
২০. নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ, ৩ ১৪

৭. যে সব ব্যক্তি(দের বিষয়ে সংক্ষে(পে জানতে হবে

১. নোহ, ২ ৫
২. লোট, ২ ৭
৩. বিলিয়ম, ২ ১৫

৮. মানচিত্র চিহ্নি(তে করণ - নেই

৯. প্রনিধানযোগ্য প্রশ্নাবলী

১. ১ ১ পদে কি যীশুকে ঈশ্বর বলা হয়েছে ?
২. ১ ১০ পদটি কিভাবে ঈশ্বরের স্বাধীনতা এবং মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত(।
৩. যীশু কখন পিতরকে তার মৃত্যুর বিষয়ে বলেছিলেন ? (১ ১৪)
৪. ১ অধ্যায়টি কি ভাবে যীশুর সঙ্গে পিতরের সাহচর্যের দিনগুলির বিষয়ে বর্ণনা করে তা লিখুন।
৫. ১ ২০-২১ পদে কোন মহত্তর সত্যের বিষয়ে বলা হয়েছে ?
৬. ২ অধ্যায়ে বর্ণিত ভান্ত(গু(দের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ ক(ন ।
৭. ২ ১ পদে বর্ণিত বাক্যটি ''যিনি তাহাদিগকে ক্র(য় করিয়াছেন, সেই অধিপতিকেও অস্বীকার করিবে'' এত হতাশাব্যাঞ্জক কেন ?
৮. ২ ৮ পদটি আশ্চর্যজনক কেন ?
৯. ২ ২০ পদ আপনার নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা ক(ন।
১০. ৩ ৪ পদে ভ্রান্ত শি(কেরা ঠিক কি বলতে চেয়েছেন ?
১১. ৩ ৫ একথা কেন বলা হয়েচে যে জল থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে?
১২. ৩ ৮ পদের তাৎপর্য কি ?
১৩. ৩ ৯ খ পদটি কিভাবে ১ তীমথিয় ২ ৪ পদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত(?
১৪. ৩ ১০ পদে বিবৃত সত্যটি বাইবেলের আর কোথায় দেখতে পাওয়া যায়?
১৫. পিতর পৌলের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন -এটি এতটা গু(ত্বপূর্ণ কেন ?
১৬. ২ পিতর পত্রের মূল বিষয়বস্তুটি কি ?

১ যোহনের পত্রের উপক্রমনিকা

১. পুস্তকটির তুলনাহীন বৈশিষ্ট্য

ক) ১ যোহন পুস্তকটি কোন ব্যক্তিগত পত্র নয় কিন্তু এটি অনেকটা " প্রধান কার্য্যালয় থেকে প্রাপ্ত কড়া চিঠির মত" (বানিজ্যিক পত্র)।

১. এই পত্রটিতে কোন প্রারম্ভিক সুচনা দেখতে পাওয়া যায় না (কার থেকে কার প্রতি)।

২. এই পত্রটিতে কোন ব্যক্তিগত সাদর সম্ভাষণ অথবা অন্তিম বক্তব্য দেখতে পাওয়া যায় না।

খ) কোন ব্যক্তিগত নাম উল্লেখ করা হয়নি। এরকম সচরাচর দেখা যায় না। নূতন নিয়মের যে দুটি পুস্তকে লেখকের নাম দেখতে পাওয়া যায় না সেগুলি হল ইব্রীয় এবং ১ যোহন। কিন্তু এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে এটি সেই সব বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে লিখিত যারা ভ্রান্ত শিক্ষকদের কারণে নিজেদের মণ্ডলীতে নানা রকম আভ্যন্তরীন সমস্যায় ভুগছিল।

গ) এই পত্রটির ঈশ্বতাত্বিক সুরটি অত্যন্ত দৃঢ়

১. যীশুই মধ্যমণি

ক) পূর্ণ মানব, পূর্ণ ঈশ্বর

খ) একমাত্র যীশুর উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমেই পরিত্রাণ প্রাপ্ত হতে পারে, কোন রহস্যময় অভিজ্ঞতা বা গোপন জ্ঞানের মাধ্যমে নয় (ভ্রান্ত শিক্ষক)।

২. খ্রীষ্টিয় জীবন যাপনের দাবী

ক) ভ্রাতৃপ্রতিম প্রেম

খ) বাধ্যতা

গ) পতিত জগতের নিয়মগুলি পরিত্যাগ

৩. নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে অনন্ত পরিত্রাণের নিশ্চয়তা ("জান" কথাটি ২৭ বার ব্যবহৃত হয়েছে)।

৪. ভ্রান্ত শিক্ষকদের কিভাবে চিনতে হবে ।

ঘ) সমগ্র নূতন নিয়মের মধ্যে এই পুস্তকটিতে ব্যবহৃত কোইন গ্রীকই সব চেয়ে সরল, কিন্তু তবুও এই বইটি প্রভু যীশুর অনন্ত ও গভীর সত্যের মূলে যে ভাবে প্রবেশ করেছে তা আর কোন পুস্তক পারেনি।

ঙ) এটাও সম্ভব হতে পারে যে যোহনের সুসমাচারের মুখবন্ধ হিসাবে ১ যোহনের পত্রটি লিখিত হয়েছিল। উভয় পুস্তকেই প্রধান উপজীব্য বিষয় হল প্রথম শতাব্দীতে প্রচলিত জ্ঞানমার্গী ভ্রান্ত শিক্ষা। সুসমাচারটিতে প্রচারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে আর ১ যোহন পত্রটি লেখা হয়েছিল বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে।
বিখ্যাত টীকাভাষ্যকার ওয়েস্ট কট বলেছিলেন " যে যোহন পত্রটি প্রকাশ করে তাঁর মনুষ্যত্বকে"। এই দুইটি পুস্তক পরস্পরের পরিপূরক !

চ) যোহন দ্বৈত উদাহরণ ব্যবহার করে লিখেছিলেন। মৃত সাগর পুঁথি এবং জ্ঞানমার্গী ভ্রান্ত শিক্ষকদের রচনা এই পদ্ধতিতে লেখা হত। ১ যোহন পত্রে এই ধরনের দ্বৈত উদাহরণ বাক্যে (আলো - অন্ধকার) এবং লেখন শৈলীতে (একটি নঙর্থক বক্তব্যের পরেই একটি সদর্থক বক্তব্যের প্রকাশ)। এটি যোহনের সুসমাচার থেকে ভিন্ন, যেখানে এক ধরনের নিম্ন থেকে উদ্ধগামী দ্বৈত উদাহরণ ব্যবহার করা হয়েছে।

ছ) ১ যোহনের পত্রের রূপরেখা প্রস্তুত করা খুবই কঠিন কেননা যোহন বারাবার একই তত্ত্বের পুনরুবৃত্তি করেছেন। এই পুস্তকটি যেন বারাবার উদ্ধৃত কয়েকটি সত্যের দ্বারা বোনা একটি চন্দ্রাতপের মত (বিল হেনড্রিকসের লেখা 'ট্যাপেসট্রিজ অফ ট্রুথ, দি লেটারস অফ জন)।

২. লেখক

ক) যোহনের সমগ্র লেখাগুলি নিয়ে যে বিতর্ক আছে, ১ যোহন পত্রটিও লেখকত্ব সেই বিতর্করই একটি অংশ, সমগ্র লেখাগুলি হল যোহনের সুসমাচার, ১যোহন, ২ যোহন, ৩ যোহন এবং প্রকাশিত বাক্য।

খ) এখানে দুটি সাধারণ বিষয় আছে

১. প্রচলিত মত

ক) প্রাচীণ মণ্ডলীর নেতৃবৃন্দের মধ্যে এটি একটি বহু প্রচলিত মত ছিল যে যীশু যাকে ভালবাসতেন সেই শিষ্য যোহনই ছিলেন ১ যোহন পত্রের লেখক।

খ) প্রাচীণ মাণ্ডলিক সাক্ষ্যের সংক্ষিপ্ত সার

১. রোমের ক্লিমেন্ট ১ যোহন পত্রের বিষয়ে উল্লেখ করেছিলেন। (৯০ খ্রীঃ)

২. স্মূর্ণার পলিকার্প, ফিলিপীয় ৭ পুস্তকে (১১০-১৪০ খ্রী) ১ যোহন পত্রের বিষয় উল্লেখ করেছিলেন।

৩. জাস্টিন মার্টার, ডায়ালপ পুস্তকের ১২৩:৯ পদে (১৫০-১৬০ খ্রীঃ) ১ যোহন পত্রের উল্লেখ করেছেন।

৪. ১ যোহন পত্রের বিষয়ে নিম্নলিখিত লেখাগুলিতে উল্লেখ পাওয়া যায়।

ক) এ্যান্টিয়োকের উগ্নেসিয়াসের লেখায় (লেখার সময়কাল সঠিক জানা না থাকলেও এটি সম্ভবতঃ ১০০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগ লেখা হয়েছিল।)

খ) হিয়েরো পোলিসের প্যাপিয়াসের লেখায় (৫০-৬০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝে জন্ম এবং ১৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সাক্ষ্যময়রূপে মৃত্যু।)

৫. লিওয়নসের ইরেনিয়াস (১৩০-২০২ খ্রীঃ) ১ যোহন পত্রটিকে যোহনের লেখা বলেছেন। টার্টু লিয়ন নামের বিখ্যাত লেখক, যিনি ভ্রান্ত শিক্ষকদের শিক্ষার বিরূদ্ধে প্রায় ৫০ টি বই লিখেছিলেন, অনেক সময় ১ যোহন পত্র থেকে বিভিন্ন বিষয় উদ্ধৃত করেছিলেন।

৬. আলেকজান্দ্রিয়ার বাসিন্দা ক্লিমেন্ট, অরিগেন এবং ডায়োনিসিয়াস তাদের লেখায় ১ যোহন পত্রের বিষয় উল্লেখ করেছেন, এছাড়াও ম্যুরাটোরিয়ান খণ্ডাংশে (১৮০-২০০ খ্রীঃ) এবং ইসুবিয়সের লেখায় (তৃতীয় শতাব্দী) এটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

৭. জেরোম (চতুর্থ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ) যোহনের লেখকত্বের বিষয়টি সমর্থন করলেও একথাও বলেছেন যে তার সমসাময়িক সময়ে অনেকেই এটিকে অস্বীকারও করেছেন।

৮. মিপসুয়েশিয়ার থিয়োডর, যিনি ৩৯২-৪২৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত আন্তিয়খিয়ার বিশপ ছিলেন, তিনি যোহনের লেখতত্বের বিষয়টি অস্বীকার করেছিলেন।

গ) যোহনের বিষয়ে আমরা কি জানি ?

১. তিনি সিবদিয় ও শালোমীয় পুত্র

২. তার ভাই যাকোবের সঙ্গে তিনি গালীল সমুদ্রে মাছ ধরার কাজ করতেন (সম্ভবতঃ একাধিক নৌকার মালিক ছিলেন)।

৩. অনেকে বিশ্বাস করেন যে তার মা যীশুর মা মেরীর সম্পর্কে বোন ছিলেন, (যোহন ১৯:২৫; মার্ক ১৫:২০)

৪. সম্ভবতঃ তিনি এক জন ধনী ব্যক্তি ছিলেন কেননা ঃ

ক) তার চকর বাকর ছিল (মার্ক ১:২০)।

খ) অনেকগুলি নৌকা ছিল।

গ) যিরূশালেমে একটি নিজস্ব গৃহ ছিল (মথি ২০:২০)।

৫. যিরূশালেমের মহাযাজকের গৃহে যোহনের যাতায়াত ছিল, অর্থাৎ এখান থেকে বোঝা যায় যে তিনি এক জন গন্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন (যোহন ১৮:১৫-১৬)।

৬. যীশু তার মা মরিয়মকে যোহনের হাতে সমর্পণ করে গিয়েছিলেন।

ঘ) প্রাচীণ মণ্ডলীতে প্রচলিত মতানুযায়ী যোহন অন্য সব শিষ্যের থেকে বেশী দিন বেঁচেছিলেন এবং মাতা মেরীর মৃত্যুর পর তিনি এশিয়া মাইনরের সর্ববৃহৎ নগর ইফিষে বসবাস করতে শুরু করেছিলেন। এখান থেকে তাকে পাটমস দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়েছিল (সমুদ্র তীরে অবস্থিত) এবং পরে সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি আবার ইফিষে ফিরে যান (ইসুবিয়াস এই বিষয়ে পলিকার্প, প্যাপিয়াস এবং ইরেনিয়াসের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন)।

২. আধুনিক পণ্ডিতদের মতামত

ক) অধিকাংশ পণ্ডিতই যোহনের বিভিন্ন লেখার মধ্যে একটা মিল খুঁজে পেয়েছেন। এই মিল দেখা যায় শব্দ চয়নে, লেখনশৈলীতে এবং ব্যকরণের ব্যবহারে। যোহনের লেখার একটি বিশেষত্ব হল বিপরীতার্থক শব্দাবলীর প্রয়োগ যেমন জীবন - মৃত্যু, সত্য - মিথ্যা ইত্যাদি। এই ধরণের বিপরীতার্থক শব্দের ব্যবহার সমসাময়িক অন্যান্য লেখায় যেমন মৃত সাগর পুঁথি এবং জ্ঞানমার্গী লেখাগুলিতে দেখা যায়।

খ) যোহন লিখিত পাঁচটি পুস্তকের মধ্যে পারস্পরিক মিল বা সম্পর্ক নিয়ে অনেকগুলি তত্ত্ব প্রচলিত আছে। বিভিন্ন জন বিভিন্ন মতামত পোষণ করেন। কারোর মতে এগুলি সবই এক জনের লেখা, কারোর মতে আবার দুই বা তিন জনের লেখা। সব চেয়ে গ্রহণ যোগ্য সমাধান হল যে যোহনের সবকটি পুস্তক বা পত্রের বিষয়বস্তুই এক জনেরই মস্তিষ্ক প্রসূত, শুধুমাত্র লেখনীকার ভিন্ন ভিন্ন।

গ) আমার ব্যক্তিগত অভিমত হল যে প্রেরিতশিষ্য যোহন বৃদ্ধা বয়সে ইফিষে বসবাসকালীন পাঁচটি পুস্তকই রচনা করেছিলেন।

৩. তারিখ

ক) যদি যোহনই এই সব পুস্তকের বিশেষ করে ১ যোহন পত্রের লেখক হন তাহলে এটি লেখার সময়কাল ধরতে হবে প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগ। এই সময়কালে জ্ঞানমার্গী বা দার্শনিক ধরণের লেখাগুলি রচিত হয়েছিল এবং ১ যোহন পত্রে যে ভাবে দেখানো হয়েছে যে এক জন বয়স্ক মানুষ যেন তুলনামূলক ভাবে অল্পবয়েসী বিশ্বাসীবর্গকে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছেন। সেই ধারনাটির সঙ্গে এই সময়কালটি সুন্দর ভাবে খাপ খায়। জেরোমের মতে যোহন যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনার পরেও ৬৮ বছর বেঁচেছিলেন। এই সময়কালটি যথেষ্ট গ্রহণ যোগ্য বলে মনে হয়।

খ) এ. টি. রবার্টসনের মতে ১ যোহন পত্রটি ৮৫-৯৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ লেখা হয়েছিল এবং সুসমাচারটি লেখা হয়েছিল ৯৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ।

গ) আই. হাওয়ার্ড. মার্শাল লিখিত 'দি নিউ ইন্টার ন্যাশনাল কমেন্টারী সিরিজ অন ফার্স্ট জন' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে সম্ভাব্য তারিখটি ছিল ৬০-১০০ খ্রীষ্টাব্দ। এটি আধুনিক পণ্ডিতদের মতামতের সঙ্গে যথেষ্ট মিলে যায়।

৪. গ্রহীতা

ক) প্রাচীণ ঐতিহ্য অনুসারে এই পুস্তকটি এশিয়া মাইনরে অবস্থিত রোমীয় প্রদেশগুলির উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছিল। এই অঞ্চলের মূখ্য নগরটি ছিল ইফিষ।

খ) সম্ভবতঃ এই চিঠিটি লেখা হয়েছিল এশিয়া মাইনরের বিশেষ কয়েকটি মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে। যেগুলি ভ্রান্ত শিক্ষকদের শিক্ষার সমস্যার জর্জরিত ছিল (যেমন কলসীয় বা ইফিষীয় মণ্ডলী)। এই ভ্রান্ত শিক্ষকদের মধ্যে প্রধান ছিল ডসেটিয় জ্ঞানমার্গীরা যারা খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বটি স্বীকার করলেও তাঁর মানবত্বকে স্বীকার করেননি।

গ) অগাস্তিন (চতুর্থ শতাব্দীতে) বলেছিলেন যে এটি পার্থীয়দের (ব্যাবিলনীয়) উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছিল। ষষ্ঠ শতকের লেখক ক্যাসিয়োদ্রাসও একথা সমর্থন করতেন। এই ধরনের বিভ্রান্তি সম্ভবতঃ সৃষ্টি হয়েছিল ১ পিতর ৫:১৩ পদে বর্ণিত "সহমনোনীত বাবিলস্থ (মণ্ডলী)" এবং ২ যোহন ১ পদে বর্ণিত "মনোনীত মহিলা" জাতীয় মন্তব্য থেকে।

ঘ) ১৮০ - ২০০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত নূতন নিয়মের গ্রন্থপঞ্জী রোম থেকে প্রকাশিত ম্যুরাটোরিয়ান খণ্ডাংশে বলা হয়েছে যে এই পত্রটি " তার সহকারী শিষ্যগণ এবং বিশপগণের অনুরোধে লেখা হয়েছিল " ।

৫. ভ্রান্ত শিক্ষা

ক) এই পত্রটি সুস্পষ্ট ভাবে ভ্রান্ত শিক্ষার বিরূদ্ধে লেখা "আমরা যদি বলি ...." ১:৬ এবং " যে বলে....." ২:৯,৪:২০।

খ) আমরা ১ যোহন পত্রের বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ প্রমানাদি থেকে এই সব ভ্রান্ত শিক্ষার বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পারি।

১. যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের বিষয়টি অস্বীকার করা।
২. পরিত্রাণের বিষয়ে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কেন্দ্রীয় অবস্থানটি অস্বীকার করা।
৩. উপযুক্ত খ্রীষ্টিয় জীবন যাত্রা পদ্ধতির অভাব।
৪. জ্ঞানের (অধিকাংশ সময় গোপনীয়) অন্বেষণের উপর অধিক গুরুত্ব অরোপ।
৫. অন্য মতামত সকল অগ্রাহ্য করার প্রবণতা।

গ) প্রথম শতাব্দীর প্রেক্ষাপট

প্রথম শতাব্দীর রোমীয় জগতটি ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ধর্ম মতগুলির মিলন কেন্দ্র। গ্রীক এবং রোমীয় পৌরণিক দেবতারা সেই সময় অধিক সম্মানিত ছিলেন না। রহস্যময় গোপনীয় ধর্ম মতগুলি এই সময় যথেষ্ট জন প্রিয় এবং সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠেছিল কেননা এই ধরনের ধর্ম মতে দেবতার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন এবং গোপন জ্ঞান লাভ করার লোভনীয় হাতছানি দেওয়া হত। ধর্ম নিরক্ষেপ গ্রীক দর্শন ছিল যথেষ্ট জনপ্রিয়। এই ধরণের মিশ্র ধর্মীয় চিন্তাধারার জগতে খ্রীষ্টিয় ধর্মমতটি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা এবং একক (যীশুই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর একমাত্র পথ, যোহন ১৪:৬)। বিভিন্ন ভ্রান্ত শিক্ষাগুলির প্রেক্ষাপট যত বিভিন্নই হোক না কেন, সেগুলির মূল লক্ষ্য ছিল খ্রীষ্টিয় মতবাদের একমূখী সংকীর্নতাকে বদলে দিয়ে সেটিকে বৃহত্তর গ্রীক রোমীয় জনগনের কাছে আকর্ষনীয় এবং গ্রহণ যোগ্য করে তোলা।

ঘ) যোহন কোন সম্ভাব্য ভ্রান্ত শিক্ষক দলকে লক্ষ্য করে পত্রটি লিখেছিলেন

১. ভ্রান্ত জ্ঞানমার্গ

ক) প্রথম শতাব্দীতে প্রচলিত জ্ঞানমার্গী শিক্ষার মূল শিক্ষনীয় বিষয়টি ছিল আত্মা ও বস্তুত অনন্ত মহাজাগতিক সম্পর্ক বিষয়ক। আত্মাকে (উচ্চ ঈশ্বর) উত্তম এবং বস্তুকে অত্যন্ত খারাপ বলে গন্য করা হত। এই মতবাদ অনেকটা দার্শনিক প্লেটোর আদর্শ - বনাম - দৈহিক, স্বর্গীয় - বনাম - জাগতিক এবং অদৃশ্য - বনাম - দৃশ্য মতবাদের সঙ্গে মিলে যায়। এছাড়াও গোপনীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের উপর অত্যধিক জোর দেওয়া হত (গোপন মন্ত্র যেগুলি এক জন মানুষকে বিভিন্ন মহাজাগতিক স্তর বা ইয়নের মধ্যে দিয়ে পার হয়ে সর্বোচ্চ ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করে) এবং সেটিকে পরিত্রাণের পথ বলে ধরে নেওয়া হত।

খ) দু ধরনের জ্ঞানমার্গী পথ ১ যোহন পত্রের প্রেক্ষাপট হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

১. ডসেটিয় জ্ঞানমার্গ, যেটি খ্রীষ্টের মানবত্বকে অস্বীকার করে কেননা এদের মতে বস্তু মাত্রই মন্দ।
২. সেরিন্থীয় জ্ঞানমার্গ, যেটি খ্রীষ্টকে অনেকগুলি মহাজাগতিক স্তর বা ইয়নের একটি বলে মনে করে যার মধ্যমে মন্দ বস্তু থেকে উর্দ্ধে সর্বোচ্চ উত্তম ঈশ্বরের কাছে পৌঁছান যায়। এই "খ্রীষ্টাত্ব" যীশুর বাপ্তিস্মের সময়ে তার মধ্যে প্রবেশ করেছিল এবং তার ক্রুশারোপনের পূর্বে তাকে পরিত্যাগ করে বেরিয়ে গিয়েছিল।
৩. এই দুটি দলের মধ্যে কেউ কেউ ত্যাগের পথ (দেহ যদি কিছু চায় তবে সেটি মন্দ) এবং কেউ কেউ ভোগের পথ (দেহ যদি কিছু চায় তাকে তা দাও) অবলম্বন করত। প্রথম শতাব্দীতে জ্ঞানমার্গের কোন উন্নত মতবাদের বিষয়ে কোন লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগের আগে লিখিত প্রমাণের তেমন কোন অস্তিত্ব ছিল না। জ্ঞানমার্গের বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি দেখুন ঃ-
   ক) বেকন প্রেস প্রকাশিত এবং হ্যান্স যোনাস লিখিত 'দি নসটিক রিলিজিয়ন'।
   খ) ব্যানডম হাউস প্রকাশিত, ইলেইন প্যাজেলস লিখিত 'দি নসটিক গসপেলস'।

২. ইরেনিয়াস সম্ভাব্য আরেক দল ভ্রান্ত শিক্ষকদের কথা তার লেখা 'স্মরণেইয়ানস' গ্রন্থের ৪-৫ অংশে বলেছেন। এরা যীশুর মানবরূপ ধারণ করে জন্মগ্রহণের বিষয়টি অস্বীকার করত এবং ভোগবাদী জীবনযাপনের পক্ষ সমর্থন করত।

৩. এছাড়াও আরেকটি ভ্রান্ত শিক্ষার উৎস হতে পারে আন্তিয়খিয়ার মিয়ান্দার যার বিষয়ে ইরেনিয়াসের লেখা 'হেরেসিস ১২ " গ্রন্থে খোঁজ পাওয়া যায়। ইনি ছিলেন শমরীয় শিমোনের অনুসরণকারী এবং গোপন জ্ঞানের স্বপক্ষে এক জন বক্তা।

ঙ) বর্তমান সময়ে ভ্রান্ত শিক্ষা

১. এই সমস্যা আজও আমাদের মধ্যে মাথাচাড়া দেয় যখন লোকে খ্রীষ্টিয় সত্যের সঙ্গে অন্যান্য চিন্তাধারাকে মিশিয়ে ফেলার চেষ্টা করে।

২. এই সমস্যা আজও উদ্ভব হয় যখন মানুষ "সঠিক" তত্ত্বজ্ঞানের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও জীবনব্যপী বিশ্বাসের বিষয়টি অবজ্ঞা করে।

৩. এই সমস্যা আজও প্রকট হয়ে ওঠে যখন কেউ খ্রীষ্টিয় মতবাদকে একটি বিচ্ছিন্ন বৌদ্ধিক উন্নত স্তরের মতবাদ বলে প্রচার করে।

৪. এই সম্যার জড় আজও আমাদের দেখা যায় যখন মানুষ ত্যাগবাদী বা ভোগবাদী মতবাদের দিকে একমূখী ভাবে ঝুকে পড়ে।

৬. উদ্দেশ্য

ক) এই পুস্তকটিতে বিশ্বাসীদের জন্য একটি ব্যবহারিক পথ দেখানো হয়েছে

১. যেন তারা আনন্দ উপভোগ করতে পারে (১:৪)

২. ঈশ্বর মূখী জীবনযাপনের জন্য যেন তাদের উৎসাহিত করা হয় (১:৭)

৩. যেন খ্রীষ্টিয় মাধ্যমে প্রাপ্ত পরিত্রাণের বিষয়ে তারা সুনিশ্চিত হয় (৫:১৩)

৪. তাদের আদেশ করা হয়েছে যেন তারা জগতের ভালবাসা ছেড়ে একে অপরকে প্রেম করতে শেখে।

খ) বিশ্বাসীদের জন্য এই পুস্তকটিতে একটি আত্মিক পথ দেখানো হয়েছে

১. যেন তারা খ্রীষ্টের মানবত্ব ও ঈশ্বরত্বকে আলাদা করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকে।

২. যেন তারা আত্মিকতা বহির্ভূত এবং ঈশ্বর মূখীনতা থেকে বিযুক্ত বুদ্ধিজীবি জীবন যাপনের ভুল না করে।

৩. যেন কেউ এই ভুল না করে যে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক জন একাকী পরিত্রাণ প্রাপ্ত হতে পারে।

৭. যে সব শব্দ এবং বাক্যংশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানতে হবে

১. আদি হইতে ১:১
২. জীবনের সেই বাক্য ১:১
৩. অনন্ত জীবন, ১:২
৪. সহভাগিতা (কোইনোনিয়া)
৫. ঈশ্বর জ্যোতি, ১:৫
৬. চলি, ১:৬,৭
৭. যীশুর রক্ত, ১:৭
৮. হে আমার বৎসেরা, ২:১
৯. পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত, ২:২, ৪:১০
১০. জানি, ২:৩,৪,১৮,২০,২১ ইত্যাদি
১১. আছি, থাকি, ২:৬,১৭,২৪,২৫,২৭ ইত্যাদি
১২. নূতন আজ্ঞা, ২:৭
১৩. তাঁহার নামের গুণে, ২:১২
১৪. জগৎ, ২:১৫
১৫. শেষকাল, ২:১৮
১৬. অভিষেক, ২:২০
১৭. স্বীকার, ২:২৩, ৪:২,৩,১৫ ইত্যাদি
১৮. আত্মা সকলের পরীক্ষা করিয়া দেখ, ৪:১
১৯. বিচার দিন, ৪:১৭
২০. ঈশ্বর হইতে জাত, ৫:১৮

৮. যে সব ব্যক্তিদের সম্পর্কে সংক্ষেপে জানতে হবে

১. সহায়, ২:১
২. মিথ্যাবাদী, ২:৪,২২
৩. খ্রীষ্টারি, ২:১৮
৪. যাহারা তোমাদিগকে ভ্রান্ত করিতে চায়, ২:২৬
৫. অনেক খ্রীষ্টারি, ২:১৮
৬. দিয়াবল, ৩:৮,১০
৭. কয়িন, ৩:১২
৮. পাপাত্মা, ৫:১৮

৯. মানচিত্র চিহ্নিত করণ (কিছু নেই)

১০. প্রণিধান যোগ্য প্রশ্নাবলী

১. ১যোহন ১:১-৪ পদে কেন বিভিন্ন ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে ? (যেমন শোন, দেখা, নিরীক্ষণ করা, স্পর্শ করা ইত্যাদি)
২. ১:৯ পদ এত গুরুত্বপূর্ণ কেন ? এই পদটিতে কার বিষয়ে বলা হয়েছে ?
৩. ১:১০ পদ কিভাবে ৩:৬ এবং ৯ পদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ?
৪. "জানি" শব্দটি এত বেশীবার ১যোহন পত্রে ব্যবহৃত হয়েছে কেন ? এই শব্দের হিব্রু রূপটি ব্যাখ্যা করুন ।
৫. "যদি আমরা বলি" বাক্যাংশটি প্রায়শই ১যোহন পত্রে ব্যবহৃত হয়েছে কেন ? এর তাৎপর্য্য কি ?
৬. যোহন কোন ধরনের ভ্রান্ত শিক্ষকদের অভিযুক্ত করেছেন? এই সব ভ্রান্ত শিক্ষকদের যে সমস্ত চিন্তাধারা বাইবেল ভিত্তিক খ্রীষ্টিয় মতবাদের পরিপন্থী সেগুলি ব্যাখ্যা করুন।
৭. ৩:২ পদ কোন তত্ত্বটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ?
৮. ৩:৬ এবং ৯ পদ ব্যাখ্যা করা কঠিন কেন ?
৯. ৪:৮ পদ কিভাবে যুদ্ধ রত খ্রীষ্টানদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ?
১০. ৪:১৩-১৪ পদে ত্রিত্বের ধারনাটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এটি নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন।
১১. ৪:১৯ পদ নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন ।
১২. ১ যোহন পত্রে মোট তিনটি পরীক্ষার কথা বলা আছে যার দ্বারা পরীক্ষা করা যেতে পারে যে বিশ্বাসীরা প্রকৃত খ্রীষ্টান কি না। পরীক্ষাগুলির বিষয়ে ব্যাখ্যা করুন।
১৩. ৫:১৩ পদ এত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ কেন ?
১৪. ৫:১৪-১৫ পদগুলি কি বিশ্বাসীদের হৃদয়ে দৃঢ় প্রত্যয় উৎপন্ন করে যে তাদের সকল প্রার্থনা গ্রাহ্য হবে ?
১৫. পাপ কাকে বলে যা আমাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় (৫:১৬)
১৬. ৫:১৮ পদে কি এই প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে যে বিশ্বসীরা কোন দিন শয়তানের দ্বারা পরীক্ষিত বা প্ররোচিত হবে না ? কেন বা কেন নয় ?
১৭. এই বাক্যটির অর্থ কি ? "সমগ্র জগৎ সেই পাপাত্মার মধ্যে শুইয়া রহিয়াছে" (৫:২০)

২ এবং ৩ যোহন পত্রের উপক্রমণিকা

১. প্রারম্ভিক বক্তব্য

ক) আমি মনে করি যে ১ এবং ২ যোহন পত্র দুটি প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগে এশিয়া মাইনরের রোমীয় শাসনভুক্ত অঞ্চলে অবস্থিত কোন স্থানীয় মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে প্রচারিত।

খ) ২ যোহন পত্রটি ভ্রাম্যমান ভ্রান্ত শিক্ষকদের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে লিখিত এবং ৩ যোহন পত্রটি লিখিত ভ্রাম্যমান খ্রীষ্টিয় প্রচারকদের উদ্দেশ্যে।

গ) ৩ যোহন পত্রে বিশেষভাবে তিন জন ব্যক্তির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে ঃ-

১. গায় (মণ্ডলীর এক জন ঈশ্বর ভক্ত সদস্য)

ক) বাইবেলে মোট তিন জন গায়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। মাকিদনিয়ার গায়, প্রেরিত ১৯:২৯;দর্ববী নগরীর গায়, প্রেরিত ২০:৪; এবং করিন্থের গায়, রোমীয় ১৬:২৩; ১ করি: ১:১৪।

খ) "প্রেরিত শিষ্যগণের সংবিধান" নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে ৩ যোহন পত্রে উল্লিখিত গায় ছিলেন পর্গামমের মহাধক্ষ্য যাকে যোহন মনোনীত করেছিলেন।

২. দিয়ত্রিফি (মণ্ডলীর এক জন ঈশ্বর বিমূখ, সমস্যাসৃষ্টিকারী সদস্য)

ক) নূতন নিয়মে মাত্র একবার এই খানেই তার নাম দেখতে পাওয়া যায়। এর নামের অর্থ খুব অদ্ভুত "জিউসের দ্বারা সেবা প্রাপ্ত"। "জিউস" দেবতাকে গন্য করা হত "ভ্রমণকারীদের রক্ষাকর্ত্তা" বলে। এই নামধারী ব্যক্তি ভ্রমণকারীদের বিরোধিতা করতেন কিভাবে তা ভাবাই যায় না।

খ) ৯-১০ পদে এই ব্যক্তির ব্যবহারের বিষয়ে বলা হয়েছে।

৩. দীমীত্রিয় (যোহনের পত্রবাহক যিনি পত্রটি মণ্ডলীর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন)

ক) সম্ভবতঃ ইনি ছিলেন এক জন ভ্রাম্যমান প্রচারক এবং ইফিষ স্থিত মণ্ডলীর পত্রবাহক।

খ) " প্রেরিত শিষ্যগণের সংবিধান" নামক গ্রন্থে দীমীত্রিয়কে ফিলাদেলফিয়ার বিশপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে যাকে প্রেরিত শিষ্য যোহন মনোনীত করেছিলেন।

ঘ) প্রাথমিক মণ্ডলীর একটি বড় সমস্যা ছিল যে কিভাবে তারা ভ্রাম্যমান প্রচারক/ শিক্ষক/ সুসমাচার প্রচারকারীদের যাতায়াতের ব্যয়ভার বহন করবে। দ্বিতীয় শতকের প্রথমভাগে প্রকাশিত একটি খ্রীষ্টান গ্রন্থ 'দি ডিডাচে অর দি টিচিং অফ দি টুয়েলভ এ্যাপোসেলস' সেখানে নিম্নলিখিত নির্দেশগুলি দেওয়া হয়েছে ।

ষষ্ঠ অধ্যায় - শিক্ষক, প্রেরিত শিষ্য এবং ভাববাদীদের সম্বন্ধে

"যারা তোমাদের অতীতে প্রদত্ত শিক্ষামালাগুলি শিক্ষাদান করতে আসবেন তাদেরকে গ্রহণ কর। যদি তারা অন্যদিকে ঘুরে গিয়ে পুরনো শিক্ষাগুলির বিরূদ্ধে কোন ভ্রান্ত শিক্ষা প্রচার করে তাহলে তাদের প্রত্যাখান করতে হবে। কিন্তু যদি তাদের শিক্ষা তোমাদের ধার্মিকতা এবং ঈশ্বরীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে তাহলে তাকে ঈশ্বরের লোক বলে গ্রহণ কর। কিন্তু প্রেরিত শিষ্য এবং ভাববাদীদের বিষয়ে সুসমাচারে যেরূপ বর্ণনা করা হয়েছে সেই অনুসারে তোমার কাছে যে সকল প্রেরিত শিষ্য আসবেন তাদের ঈশ্বর প্রেরিত বলে গ্রহণ কর। কিন্তু তারা একদিনের বেশী থাকবে না, প্রয়োজন পড়লে বড়জোর দুই দিন;কিন্তু যদি সে তিনি দিন থাকে তাহলে তাকে ভাক্ত ভাববাদী বলে মনে করবে, এবং যখন সেই প্রেরিত শিষ্য ফিরে যাবে তখন সে রুটি ছাড়া কিছুই সঙ্গে নিয়ে যাবে না যাতে পরবর্তী স্থানে পৌঁছান পর্য্যন্ত তার কাচে খাদ্য থাকে। কিন্তু যদি সে টাকা চায় তাহলে মনে করবে সে এক জন ভাক্ত ভাববাদী" (পৃঃ ৩৮০)।

দ্বাদশ অধ্যায় - খ্রীষ্টানদের আপ্যায়ন করা বিষয়ক

"যদি কেউ আত্মাবিষ্ট হয়ে তোমাদের কাছে নিজের জন্য টাকা বা অন্য কোন কিছু চায়, তাহলে তার কথা শুনো না; কিন্তু যদি সে অপরের প্রয়োজনের জন্য তোমাদের কাছে কিছু চায় তাহলে তার প্রতি অবিচার কর না। যদি কেউ ঈশ্বরের নামে আসে তাহলে তাকে গ্রহণ করবে এবং তার সম্বন্ধে ভালোভাবে জানবে, যাতে তুমি তাকে ঠিক মত চিনতে পার। যদি কোন ভ্রমণকারী তোমার কাছে আসে তাহলে তাকে যতদূর সাধ্য সাহায্য করবে। কিন্তু সে যেন তোমার কাছে দুই বা তিনদিনের বেশী না থাকে। যদি সে তোমার সাথে বাস করে এক সাথে কাজ কর্ম করতে চায় তাহলে তাকে কাজ কর্ম করে রোজগার করার সুযোগ করে দিও। কিন্তু তার যদি কোন কাজ কর্ম করার যোগ্যতা না থাকে তাহলে দেখ যেন এক জন খ্রীষ্টান হওে সে অলস ভাবে বসে বসে অন্ন ধবংস না করে। কিন্তু যদি সে কাজ করতে ইচ্ছুক না হয় তাহলে ধরে নেবে যে সে খ্রীষ্টের উপহাকারী। সব সময় নজর রেখ যেন তুমি এই ধরনের মানুষদের থেকে দূরে থাকতে পার" (৩৮১ পৃঃ)।

২. যে সব শব্দ এবং বাক্যাংশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানতে হবে

১. "আদি হইতে" ১:১
২. "ঈশ্বর জ্যোতি" ১:৫
৩. পাপ স্বীকার, ১:৯
৪. "হে আমার বৎসেরা" ২:১
৫. সহায়, ২:১
৬. পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত, ২:২
৭. জানিতে পারি, ২:৩
৮. তাঁহাতে থাকি, ২:৬
৯. " তোমরা জগৎকে প্রেম করিও না" ২:১৫
১০. শেষ কাল, ২:১৮
১১. সেই অভিষেক, ২:১৭
১২. "আত্মা, জল ও রক্ত" ৫:৮
১৩. "মৃত্যুজনক পাপ" ৫:১৬
১৪. "প্রতিমাগণ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা কর" ৫:২১

৩. যে সব ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানতে হবে

১. জীবনের সেই বাক্য, ১:২
২. খ্রীষ্টারি, ২:১৮ (২ যোহন ৭ পদ)
৩. অনেক খ্রীষ্টারি, ২:১৮
৪. মনোনীত মহিলা, ২ যোহন ১ পদ
৫. তাঁহার সন্তানগণ, ২যোহন ১ পদ
৬. তোমার মনোনীত ভগিনীর সন্তানগণ, ২ যোহন ১৩ পদ
৭. দিয়ত্রিফি, ৩ যোহন ৯ পদ
৯. দীমীত্রিয়, ৩ যোহন ১২ পদ

৪. মানচিত্র চিহ্নিতকরণ - কিছু নেই

৫. প্রণিধান যোগ্য প্রশ্নাবলী

১. ১:১-৫ পদে জ্ঞানেন্দ্রিয় সংক্রান্ত অনেকগুলি ক্রিয়পদ ব্যবহার করা হয়েছে কেন ?
২. কেন কেউ কেউ একথা বলে যে তাদের পাপ নেই (১:৮)
৩. ২:২ পদ কিভাবে যোহন ৩:১৬ পদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ?
৪. ২:৭-৮ পদ নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন।
৫. ২:১২-১৪ পদগুলি কি মণ্ডলীর বিভিন্ন বয়সী দলগুলির কথা বলে না কি সাধারন ভাবে সকল খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের বোঝায় ?
৬. ২:২২-২৩ পদগুলি জ্ঞানমার্গী ঈশ্বতত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করুন।
৭. ২:২৮ - ৩:৩ পদগুলির অর্ন্তনিহিত কেন্দ্রীয় সত্যটি ব্যাখ্যা করুন।
৮. ৩:৬ এবং ৯ পদ ব্যাখ্যা করা এত শক্ত কেন ?
৯. ৩:১৫ পদের সঙ্গে পর্বতশীর্ষে দত্ত যীশুর উপদেশের সম্পর্কটি কি ?
১০. ৩:২০ পদ আপনার নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন।
১১. কেউ কিভাবে আত্মা সকলের পরীক্ষা করতে পারে ?
১২. ৪:২ পদ কিভাবে জ্ঞানমার্গী ঈশ্বতত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ? (২ যোহন ৭পদ)
১৩. ৪:৭ - ২৪ পদগুলির অর্ন্তনিহিত কেন্দ্রীয় সত্যটি কি ?
১৪. ৫: ১৩ পদটি কি ভাবে সমগ্র পুস্তকটি কেন্দ্রীয় ভাব বলে বিবেচিত হতে পারে ?
১৫. ঈশ্বর কিভাবে সকল প্রার্থনার উত্তর দেন ? (৫:১৪ - ১৫)
১৬. ২ যোহন ১০ পদ এক জনের গৃহ না কি একটি মণ্ডলীর প্রতি ইঙ্গিত করে ? কেন ?
১৭. ৩ যোহন ২ পদ কি পরিপূর্ণ সাস্থ্য এবং উন্নতির বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করে ?

যিহূদা পত্রের উপক্রমণিকা

১. প্রারম্ভিক বক্তব্য

ক) যিহূদা পত্রটি একটি কঠোর ভীতি উদ্রেককারী পত্র যেখানে বারবার ভুল করার বিদ্রোহ করার এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে বিচারিত হওয়ার বিপদের বিষয়ে বলা হয়েছে। বিশ্বাসীদের সব সময় সতর্ক ও সাবধানী থাকবে হবে। বিশ্বাসীদের রক্ষা কবচ হল ঃ (১) ঈশ্বরের আহ্বান, প্রেম এবং শক্ত করে ধরে রাখার ক্ষমতা, (২) শাস্ত্রজ্ঞান, ঐশ্বরিক জীবনযাপন এবং আহত, নিপীড়িত সহভ্রাতাদের উপর দয়া।

খ) কিন্তু সমস্ত সাবধানবাণীর মধ্যেও, যিহূদা পুস্তকের শেষাংশে একটি প্রার্থনা দেওয়া রয়েছে যেখানে ঈশ্বরের রক্ষাকারী ক্ষমতার কথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে স্বীকার করা হয়েছে ।

গ) কয়েকটি বিষয়ে যিহূদার পত্র এবং ২ পিতর পত্রের মধ্যেকার সম্পর্কটি পরিষ্কার নয়।
১. কোনটি প্রথমে লেখা হয়েছিল।
২. কেন এত মিল থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে ভিন্নতা আছে।
৩. কিভাবে একটি পত্র ব্যাখ্যা করে অদুর ভবিষ্যতে আগত ভ্রান্ত শিক্ষার বিষয় আর অন্য পত্রটি ব্যাখ্যা করে উপস্থিত সময়ে প্রচলিত ভ্রান্ত শিক্ষার বিষয়ে।
৪. এমন কোন প্রাচীন মাণ্ডলিক লিপির অস্তিত্ব আছে কি না যেখান থেকে উভয় লেখকই তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন।
৫. যে সব বিদ্রোহের উদাহরন দেওয়া হয়েছে তার কোনটির সঙ্গে কোন বিশ্বাসী কখনও সংযুক্ত ছিলেন কি না।

ঘ) এই পুস্তকে দুটি বিষয়ের মধ্যে ঈশ্বতাত্ত্বিক সন্তুলনের বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
১. ঈশ্বরের রক্ষা করার ক্ষমতা (১,২৪)
২. বিশ্বাসীদের পক্ষে নিজেদের রক্ষা করার বিষয় (২১ পদ)।

২. লেখক

ক) যিহূদা (হিব্রু ভাষায় জুডা এবং গ্রীক ভাষায় জুডাস) দুভাবে নিজের পরিচয় দিয়েছেন ঃ-
১. "যীশু খ্রীষ্টের দাস" - ইংরাজী ভাষান্তরে অনেকটা এক রকম শুনতে হলেও, এটি পৌলের দ্বারা সচরাচর ব্যবহৃত শব্দ নয়। পৌল সর্বদা পূর্বে "দাস" কথাটি ব্যবহার করে পরে সম্বন্ধ পদ সূচক কারকটি ব্যবহার করেছেন। ২পিতর পত্রের ক্ষেত্রেও এটি সত্য। কিন্তু যিহূদা পত্রের শব্দচয়ন অনেকটা যাকোবের পত্রের মত (প্রথমেই সম্বন্ধ পদ সূচক কারকের ব্যবহার)।
২. "যাকোবের ভ্রাতা" - নতুন নিয়মে অনেকগুলি যাকোব নামের খোঁজ পাওয়া যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে এই নামটির সঙ্গে কোনরকম কোন পরিচয় না দেওয়া হলেও এটি যেন আমাদের যাকোব ১:১ পদের কথা মনে করিয়ে দেয়। যীশুর বৈমাত্রেয় ভাই যাকোব পৌলের প্রচার যাত্রাকালে যিরূশালেম মণ্ডলীর নেতা ছিলেন (প্রেরিত ১৫)। মনে করা হয় যে বিনম্রতা বশতঃ প্রভু যীশুর এই দুই বৈমাত্রেয় ভাই কখনও প্রভুর সঙ্গে তাদের রক্তের সম্পর্কের কথা নিয়ে বিশেষ কিছু বলেননি।

খ) পত্রটির আড়ম্বরহীন উপক্রমণিকা দেখে বোঝা যায় যে পত্রের লেখক প্রাচীন মণ্ডলীর এক জন সুপরিচিত এবং উৎসাহী সদস্য ছিলেন (১করি: ৯:৩), যার বিষয়ে পরবর্ত্তীকালে বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। যদি কোন পরবর্ত্তী লেখক অতীত যুগের বিখ্যাত কারোর নাম নকল করে কিছু লেখার চেষ্টা করে তাহলে যিহূদার মত কাউকে নকল করতে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

গ) প্রাচীন ঐতিহ্যানুসারে বলা হয় যে যিহূদা এক জন যিহূদী খ্রীষ্টান এবং প্রভুর ভাই ছিলেন (মথি ১৩:৫৫, মার্ক ৬:৩)। এই বক্তব্য কয়েকটি অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত ঃ-
১. যাকোবের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক (যাকোব ১:১)।
২. পুরাতন নিয়মের বহুল ব্যবহার।
৩. নীতি বিসর্জন তিনটি পুরাতন নিয়ম ভিত্তিক উদাহরণ।

ক) নীতি বিসর্জন বিষয়ক তিনটি পুরাতন নিয়ম ভিত্তিক উদাহরণ ।

খ) পুরাতন নিয়ম থেকে তিনটি চরিত্র বর্ণনা।

গ) প্রারম্ভিক সম্ভাষণ

১. তিনটি ক্রিয়াপদ ঃ "প্রেমপাত্র" "রক্ষিত"।

২. তিনটি প্রার্থনার অনুরোধ ঃ "দয়া" "শান্তি", "প্রম"।

ঘ) যিহূদা পত্রে ব্যবহৃত গ্রীক ভাষা অতীব সুচার রূপে লেখা কোইন গ্রীক। যিহূদা সম্ভবতঃ অনেক স্থলে ভ্রমণ করে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন (১করিন্থীয় ৯:৫)। ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে ইনি অনেকটা যাকোবের মত; ইনি এই পাপ এবং বিদ্রোহপূর্ণ জগতে ঈশ্বরীয় জীবনযাপনের স্বপক্ষে দ্ব্যর্থহীন সরাসরি ভাষায় কথা বলেছেন।

৩. তারিখ

ক) এ বিষয়ে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না, সবটাই অনুমানিক।

খ) আমরা কয়েকটি বিশেষ দিক ভালভাবে বিবেচনা করি।

১. যদি যিহূদাকে যাকোবের ভাই এবং যীশুর দুরসম্পর্কীয় ভাই বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে পত্রটি সম্ভবতঃ যিহূদার জীবনকালে লেখা হয়েছিল।

২. ২ পিতর পুস্তকটির সঙ্গে যিহূদা পুস্তকটির সাহিত্যগত সম্পর্ক। যিহূদা পত্রের ২৫ টি পদের মধ্যে ১৬ টির সঙ্গে (৩-১৮ পদ) ২ পিতর ২:১-১৮ পদগুলির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যদি পিতরই ২পিতর পত্রের রচয়িতা হন তাহলে এই বইটি তার জীবনের সমসাময়িক সময়ে লেখা হয়েছিল (তিনি ৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান)। কিন্তু কে কার লেখা থেকে উদ্ধৃত করেছে তা বলা খুব শক্ত।

ক) ২ পিতর যিহূদা পত্র থেকে উদ্ধৃত করেছিলেন।

খ) যিহূদা ২ পিতর পত্র থেকে উদ্ধৃত করেছিলেন।

গ) উভয়েই সম্ভবতঃ প্রাচীন মণ্ডলীতে প্রচলিত বিভিন্ন শিক্ষামূলক লেখা থেকে উদ্ধৃত করেছিলেন।

গ) পুস্তটির বিষয়বস্তু দেখে এটিকে প্রথম শতকের মাঝামাঝি লেখা বলে মনে হয়। ইতি মধ্যে ভ্রান্ত শিক্ষাগুলি আরও সুগঠিত হয়ে ওঠার পক্ষে যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হয়েছিল। ১৮-১৯ পদে দেখা যায় যে প্রেরিতগণ সদ্য তাদের সঙ্গে দেখা করে প্রচার করে গিয়েছেন। কিন্তু সমস্ত বিষয়টি নিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব পাওয়া যায় না। যিহূদা ভ্রান্ত শিক্ষকদের নৈতিক সমস্যাগুলি নিয়ে পর্যালোচনা করলেও তার তাত্ত্বিক ভ্রান্তির দিকটি নিয়ে কোন রকম আলোচনা করেননি। তিনি প্রভু যীশু প্রদত্ত কোন শিক্ষা (উদ্ধৃতি বা উদাহরণ) ব্যবহার না করে পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন উদাহরণ ব্যবহার করেছেন।

ঘ) ইসুবিয়স তার রচিত হিস্টোরিকাল এক্লেসিয়াসটিকাস গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ১৯:১ - ২০:৬ পদগুলিতে একটি প্রাচীন প্রচলিত মতের উল্লেখ করেছেন (১) যিহূদার পৌত্রকে রাজদ্রোহিতার অভিযোগ সম্রাট ডমিশিয়ানের সামনে পেশ করার জন্য রোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল (২) তারা যিহূদী রাজবংশের অধস্তন পুরুষ ছিলেন এবং (৩) তারা নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের আত্মীয় ছিলেন। ডমিশিয়ানের রাজত্বকাল ছিল ৮১ - ৯৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

ঙ) ৬০ থেকে ৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন একটি তারিখ সম্ভবপর হতে পারে।

৪. গ্রহীতা এবং ঘটনাকাল

ক) প্রাচীন মণ্ডলী ঈশ্বতাত্ত্বিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ একমত ছিল না। এমনকি প্রেরিত শিষ্যরাও সুসমাচারকে বিভিন্ন দৃষ্টি কোন থেকে ব্যাখ্যা করতেন। যেমন প্রেরিত শিষ্যেরা পৃথিবী থেকে গত হচ্ছিলেন অথবা আর সেভাবে কর্মক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারছিলেন না এবং প্রভু যীশুর দ্বিতীয় আগমন প্রলম্বিত হচ্ছিল, ততই প্রয়োজন পড়ছিল যেন একটি সর্বজন গ্রাহ্য সুসমাচার শিক্ষার পরিকাঠামো প্রস্তুতির। পুরাতন নিয়ম যীশুর উপদেশ এবং উদাহরণমালা এবং প্রেরিত শিষ্যদের প্রচারিত শিক্ষা এই বিষয়ের সর্বজনগ্রাহ্য ভিত্তিপ্রস্তর বলে গণিত হত।

খ) যিহূদা পুস্তকটি লিখিত হয়েছিল এক অস্থির ও সুস্পষ্ট নেতৃত্বের অভাব বিহীন দিনগুলিতে। এই সময় বিশ্বাসীগণ (স্থানীয় মণ্ডলী অথবা কোন একটি অঞ্চলে বসবাসকারী বিশ্বাসীবর্গ) নানা ধরণের ভুল ঈশ্বতাত্ত্বিক ও দার্শনিক শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পথভ্রান্ত হয়ে পড়ছিল। এই সময়কার প্রচলিত ভ্রান্ত শিক্ষাগুলির সম্বন্ধে জানা যায় যে ঃ-

১. ভ্রান্ত শিক্ষকরা মণ্ডলীর সভায় যোগদান করত ("প্রেমভোজ" ১২ পদ।)
২. এই ভ্রান্ত শিক্ষকেরা ছিল অনৈতিক চরিত্রের ধান্দাবাজ লোক যারা ঈশ্বর বিশ্বাসীদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করত (১৯ পদ)।
৩. ভ্রান্ত শিক্ষকেরা সচরাচর তাদের ঈশ্বতাত্ত্বিক শিক্ষার মধ্যে "স্বর্গদূত বিষয়ক শিক্ষাগুলি ব্যবহার করত"।
৪. ভ্রান্ত শিক্ষকরা জ্ঞানের উপর বেশী জোর দিত (জ্ঞানমার্গী)। প্রথম এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর গ্রীক - রোমীয় পৃথিবীতে এই ধরনের দর্শনভিত্তিক ঈশ্বতাত্ত্বিক জ্ঞানমার্গী মতবাদের প্রচলন ছিল। এই সমস্ত জ্ঞানমার্গী মতবাদের উৎস হল নিকট প্রাচ্যের প্রচলিত দার্শনিক ভাবধারা। জ্ঞানমার্গী দর্শনে বর্ণিত দ্বৈতবাদের দর্শনগুলি মৃত সাগর পুঁথিতেও দেখতে পাওয়া যায়। নূতন নিয়মের অনেকগুলি পুস্তক (ইফিষীয়, কলসীয়, ১ এবং ২ যোহন) এই ধরনের ভ্রান্ত শিক্ষার বিরূদ্ধে লিখিত হয়েছিল।

৫. উদ্দেশ্য

ক) লেখক সকলের সাধারণ পরিত্রাণের বিষয়ে কিছু লিখতে চেয়েছিলেন (৩ পদ)।

খ) মণ্ডলীর একান্ত নিজস্ব সহভাগিতামূলক সভা অনুষ্ঠানের মাঝে ভ্রান্ত শিক্ষকদের অনুপ্রবেশ ও ব্যাঘাত সৃষ্টির বিষয়টি লক্ষ্য করে এই পত্রের লেখক বাধ্য হয়ে লিখেছিলেন "পবিত্রগণের কাছে একবারে সমর্পিত বিশ্বাসের পক্ষে ....." (৩,২০ পদ)। তার লক্ষ্য ছিল সনাতন পন্থায় ফিরে যাওয়ার পক্ষে সাওয়াল করা কিন্তু তিনি বিষয়টিকে আত্মিক ভাবে ব্যাখ্যা না করে একটু ঘুরিয়ে ঐশ্বরিক জীবনযাপন পদ্ধতির প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করেছেন। অনেকটা যাকোব ২:১৪-২৮ পদের মত। মানুষ কেমন জীবনযাপন করছে সেটাই ছিল তার ধার্মিকতার আসল পরিচয়।

গ) লেখক বিশ্বাসীদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে উৎসাহিত করতে চেয়েছিলেন

১. আত্মিক বৃদ্ধিলাভ করতে (২০ পদ)।
২. পরিত্রাণের বিষয়ে সুনিশ্চিত হতে (২১, ২৪-২৫ পদ)।
৩. পতিতদের সাহায্য করতে (২২-২৩ পদ)।

৬. গ্রন্থপঞ্জীকরণ

ক) এই পুস্তকটিকে প্রাথমিক ভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল (৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রোমের ক্লিমেন্ট এর উল্লেখ করেছিলেন), পরে এই নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত আবার এটিকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হয়েছিল (৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে নিঃসীয় মহাসম্মিলনীতে এবং ৩৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কার্থেজ)।

খ) এই পুস্তকটির গ্রন্থপঞ্জীকরণের ক্ষেত্রে বৃহত্তম অন্তরায় ছিল এখানে উদ্ধৃত বিভিন্ন বিতর্কিত প্রত্যাখ্যাত পুস্তকের অংশবিশেষ (১ ইনোক এবং মোশির ধর্মতত্ত্ব)। এর মধ্যে ১ ইনোক পুস্তকটি প্রথম শতাব্দীতে যথেষ্ট প্রচলিত এবং প্রভাবশালী ঈশ্বতাত্ত্বিক পুস্তক ছিল।

১. এটি একটি সমস্যা কেন ? এটি কি নির্দেশ করে যে গ্রন্থপঞ্জী বহির্ভূত পুস্তকগুলি যথেষ্ট কর্তৃত্ব সম্পন্ন ছিল ?

ক. পুরাতন নিয়মে বিভিন্ন বইয়ের কথা উল্লেখ আছে যেগুলি ঈশ্বর দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল না (গণনা ২১:১৪-১৫, ২৬-৩০, গণনা ২২-২৩ - বিলিয়মের ভাববাণী; যিহোশূয় ১০:১৩; ২শমূয়েল ১:১৮, ১রাজা: ১১:৪১; ১৪:১৯; ১৫:৭,২৩,৩১)
খ. যীশু গ্রন্থপঞ্জীতে অন্তর্ভূক্ত নয় এমন নানা প্রকার উদাহরণ ব্যবহার করে শিক্ষা দিয়েছিলেন (মথি ২৩:৩৫)।
গ. স্তিফানও এই ধরণের উৎস ব্যবহার করেছিলেন (প্রেরিত ৭:৪, ১৪-১৬)।
ঘ. পৌল অনেকবার এই ধরণের উৎস ব্যবহার করেছিলেন।
১. খ্রীষ্টকে সেই শৈলের সঙ্গে তুলনা করা যা প্রান্তর নিবাস কালে ইস্রায়েলীদের সঙ্গে সঙ্গে যেন (১করি: ১০:৪)। এটি যিহূদী ধর্মগুরুদের লেখা থেকে উদ্ধৃত।
২. ২ তীম ৩:৮ পদে ফরৌনের মন্ত্রবেত্তাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। (যাত্রা ৭:১১; ২২; ৪:৭) যেটি নেওয়া হয়েছিল নূতন ও পুরাতন নিয়মের মধ্যবর্ত্তীকালে লিখিত যিহূদী উৎস থেকে।

৩. গ্রীক লেখকগণ

ক) কবি অ্যারাতাস (প্রেরিত ১৭:২৮)

খ) কবি মেনান্দার (১করি: ১৫:৩৩)

গ) কবি এপিমেনাইদস বা ইউরাইপম (তীত ১:১২)

ঙ) যাকোব ৫:১৭ পদে যিহূদী ধর্ম শিক্ষকদের প্রচলিত মত উল্লেখ করা হয়েছে।

চ) প্রকাশিত বাক্য ১২:৩ পদে যোহন নিকট প্রাচ্যের প্রচলিত মহাবিশ্বতত্ত্ব ব্যবহার করেছেন।

২. যিহূদা কেন গ্রন্থপঞ্জী বহির্ভূত উৎস ব্যবহার করেছিলেন ?

ক) সম্ভবতঃ ভ্রান্ত শিক্ষকরা যথেচ্ছ ভাবে এই ধরণের উৎস ব্যবহার করতেন।

খ) সম্ভবতঃ এই ধরণের লেখাগুলি তখনকার দিনের গ্রহীতারা শ্রদ্ধা সহযোগে পাঠ করত।

গ) যিহূদা পুস্তকটিকে পঞ্জীকরণ করার স্বপক্ষের যুক্তিগুলি হল ঃ-

১. যারা এই পুস্তক থেকে বা এই পুস্তক সম্বন্ধে উদ্ধৃত করেছেন।

ক) রোমের ক্লিমেন্ট (৯৪ - ৯৭ খ্রীঃ)

খ) পলিকার্প (১১০ - ১৫০ খ্রীঃ)

গ) ইরেনিয়াস (১৩০ - ২০২ খ্রীঃ)

ঘ) টার্টুলিয়ান (১৫০ - ২২০ খ্রীঃ)

ঙ) এ্যাথেনা গোরাস (১৭৭ খ্রীঃ)

চ) ওরিগেন (১৮৫ - ২৫৪ খ্রীঃ)

এইগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে 'ইন্টারন্যাশনাল ক্রিটিকাল কমেন্টারী ৩০৫ - ৩০৮ পৃঃ।

২. যারা এই বইটির নাম করেছেন

ক) আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিমেন্ট (১৫০ - ২১৫ খ্রীঃ)

খ) যিরূশালেমের সিরিল (৩১৫ - ৩৮৬ খ্রীঃ)

গ) জেরোম (৩৪০ - ৪২০ খ্রীঃ)

ঘ) অগাস্তিন (৪০০ খ্রীঃ)

৩. যে সব গ্রন্থপঞ্জীতে এই পুস্তকটির নাম করা হয়েছে

ক) ম্যুরাটোরিয়ান খণ্ডাংশ (২০০ খ্রীঃ)

খ) বারোকোমিও (২০৬ খ্রীঃ)

গ) এ্যাথেনেসিয়াস (২৩৬ খ্রীঃ)

৪. যে সব মহাসম্মেলনে এই পত্রটিকে সমর্থন করা হয়েছিল ঃ-

ক) নিঃসীয় (৩২৫ খ্রীঃ)

খ) হিপো (৩৯৩ খ্রীঃ)

গ) কার্থেজ (৩৯৭ এবং ৪১৯ খ্রীঃ)

৫. যে সব ভাষান্তরিত সংস্করণে এই পুস্তকটির খোঁজ পাওয়া যায় ঃ-

ক) পুরানো ল্যাটিন সংস্কারণ (১৫০ - ১৭০ খ্রীঃ)

খ) সিরীয় ভাষার সংস্করণ (পেশিটাতে ৫ খ্রীঃ)

ঘ) পরবর্তী যুগে মণ্ডলী যিহূদা পুস্তকের পঞ্জীকরণের বিষয়টি নিয়ে দ্বিধায় পড়েছিল। ইসুবিয়াস এটিকে বিতর্কিত পুস্তক বলে অভিহিত করেছেন (এক্লেসিয়াটিকাস্ হিস্ট্রী ৩:২৫)। ক্রিজোসটোম এবং জেরোম উভয়েই বলেছেন যে যিহূদা যেহেতু পঞ্জীকৃত নয় এরকম কিছু গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি নিয়েছিলেন। সেই জন্য তার নিজের পত্রটির পঞ্জীকরণের বিষয়ে সমস্যা দেখা দেয়। প্রাচীন সেরীয় মণ্ডলী, ২ পিতর ২ এবং ৩ যোহনের সঙ্গে এই পুস্তকটিকেও প্রত্যাখ্যান করেছিল।

ঙ) ১ ইনোক সমন্ধে দু- একটি কথা বলা যাক। এটি প্রাথমিক ভাবে হিব্রু ভাষায় লেখা হয়েছিল (এটি অধিকাংশই হারিয়ে গিয়েছে, শুধুমাত্র মৃত সাগর পুঁথির অংশবিশেষ হিসাবে কিছু কিছু অরামীয় ভাষায় লেখা অংশ পাওয়া যায়।)

পরে গ্রীক ভাষায় ভাষান্তরিত করা হয় (এটির অংশবিশেষ মাত্র পাওয়া যায়) এবং ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ এটি এথিওপীয় ভাষায় ভাষান্তর করা হয় (মাত্র একটি বই পাওয়া যায়)। বইটি লেখা হয়েছিল সম্ভবতঃ পুরাতন এবং নূতন নিয়মের যুগসন্ধিকালে কিন্তু এটি বহুবার পরিমার্জন করা হয়েছিল যা ইথিওপীয় ভাষায় লেখা সংস্কারণটি দেখে বোঝা যায়। প্রাথমিক মণ্ডলীতে এই পুস্তকটি যথেষ্ট প্রভাবসম্পন্ন ছিল। টার্টুলিয়ান এই বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। বার্ণাবাসের পত্রে ইরেনিয়াসের লেখায় এবং আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিমেন্টের লেখায় এই পুস্তকটির বিষয় বারবার উঠে এসেছে। চতুর্থ শতক নাগাদ এই পুস্তকটি মণ্ডলীর মধ্যে তার জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলে।

৭. যে সব বিষয় এবং বাক্যাংশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানতে হবে

১. "আমাদের সাধারণ পরিত্রাণ" ৩ পদ
২. "পরিত্রাণের কাছে একবারে সমর্পিত বিশ্বাস" ৩ পদ
৩. লম্পটতা, ৪ পদ
৪. "নিজ বাসস্থান" ৬ পদ
৫. " ঘোর অন্ধকারের অধীনে অনন্তকালীন শৃংখলে বদ্ধ" ৬ পদ
৬. "বিজাতীয় মাংস" ৭ পদ
৭. "অনন্ত অগ্নি" ৭ পদ
৮. প্রেমভোজ, ১২ পদ
৯. পবিত্র লোকেরা, ১৪ পদ
১০. "পবিত্র আত্মাতে প্রার্থনা করিতে করিতে" ২০ পদ
১১. "একমাত্র ঈশ্বর" ২৫ পদ

৮. যে সব ব্যক্তিদের বিষয়ে সংক্ষেপে জানতে হবে

১. "কয়েকজন গোপনে প্রবিষ্ট হইয়াছে"। ৪ পদ
২. " যে স্বর্গদূতেরা আপনাদের অধিপত্য রক্ষা না করিয়া নিজ বাসস্থান ত্যাগ করিয়াছিল। ৬ পদ
৩. মীখায়েল, ৯ পদ
৪. বিলিয়ম, ১১ পদ
৫. কোরহ, ১১ পদ
৬. হনোক, ১৪ পদ
৭. "যিনি তোমাদিগকে উছোট খাওয়া হইতে রক্ষা করিতে পারেন"। ২৪ পদ

৯. মানচিত্র চিহ্নিতকরণ

১. মিসর, ৫ পদ
২. সদোম ও ঘমোরা, ৭ পদ

১০. প্রণিধানযোগ্য প্রশ্নাবলী

১. যিহূদা পুস্তকে কোন ধরনের ভ্রান্ত শিক্ষকদের বিষয়ে বলা হয়েছে ? (৮-১৩ পদ)
২. যিহূদা পুস্তকে কেন গ্রন্থপঞ্জী বহির্ভূত পুস্তকগুলি থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে (৯,১৪-১৫ পদ)
৩. এক জন কিভাবে নিজেকে ঈশ্বরের প্রেমে রক্ষা করতে পারে ? (২১ পদ)
৪. যিহূদা পুস্তকের কেন্দ্রীয় তত্ত্বটি কি ?
৫. যিহূদা পুস্তকটি কিভাবে ২ পিতর পুস্তকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ?

Mediterranean World
Scale of Miles
0 50 100 200 300

পুরাতন নিয়মে বর্ণিত ভাববাণীগুলি সম্পর্কে উপক্রমণিকা

১. মুখবন্ধ

ক) প্রারম্ভিক বক্তব্য

১. কিভাবে ভাববাণীগুলিকে ব্যাখ্যা করতে হয় সে বিষয়ে বিশ্বাসীবর্গের মধ্যে ঐক্যমত নেই। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পর অনেক বিষয়েই গ্রহণযোগ্য ঐতিহ্যমূলক সত্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলেও এ বিষয়ে সম্ভব হয়নি।

২. পুরাতন নিয়মের ভাববাণীগুলি কয়েকটি সুস্পষ্ট স্তরে বিভক্ত

ক) রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠারর পূর্বকালীন (রাজা শৌলের আগে)

১. বিভিন্ন ব্যক্তি যাদেরকে ভাববাদী বলা হয়েছে

ক) অব্রাহাম, আদি ২০:৭

খ) মোশি, গণনা, ১২: ৬- ৮; দ্বি. বি. ১৮:১৫; ৩৪:১০

গ) হারোণ, যাত্রা ৭:১ (মোশির মুখপাত্র)

ঘ) মরিয়ম, যাত্রা ১৫:২০

ঙ) ইলদদ এবং মেদদ, গণনা ১১:২৪-৩০

চ) দবোরা, বিচার: ৪:৪

ছ) অজ্ঞাতনামা, বিচার: ৬:৭-১০

জ) শমূয়েল, ১ শমূয়েল ৩:২০

২. ভাববাদীগণকে একটি আলাদা দল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, দ্বি.বি. ১৩:১-৫; ১৮:২০-২২

৩. ভাববাদীদের দল বা সংঘ - ১শমূয়েল ১০: ৫-১৩; ১৯:২০; ১রাজা: ২০:৩৫, ৪১, ২২:৬, ১০-১৩, ২রাজা ২:৩,৭; ৪:১, ৩৮, ৫:২২, ৬:১।

৪. মশীহকে ভাববাদী বলা হয়েছে - দ্বি. বি. ১৮:১৫-১৮।

খ) রাজতন্ত্রের যুগের ভাববাদীগণ যারা তাদের ভাববাণীগুলি লিপিবদ্ধ করেননি (এরা শুধু রাজগণের সঙ্গে কথা বলতেন)।

১. গাদ, ২শমূ: ২৪:১১, ১বংশা: ২৯:২৯

২. নাথন - ২শমূয়েল ৭:২; ১২:২৫; ১রাজা: ১:২২

৩. অহিয় - ১রাজা: ১১:২৯

৪. যেহূ - ১রাজা: ১৬:১,৭,১২

৫. অজ্ঞাত নামা - ১রাজা: ১৮:৪, ১৩; ২০:১৩,২২

৬. এলিয় - ১রাজা ১৮, ২রাজা ২

৭. মীখায় - ১রাজা ২২

৮. ইলীশায় - ২রাজা ২:৮, ১৩

গ) লেখক ভাববাদীগণ (এরা সমগ্র দেশ এবং দেশের রাজার উদ্দেশ্যে ভাববাণী প্রচার করতেন) যিশাইয় থেকে মালাখি পর্য্যন্ত (দানিয়েল ব্যাতীত)।

ঘ) বাইবেল ব্যবহৃত শব্দাবলী

১. রোয়ে = দর্শক, ১শমূ: ৯:৯। এখান থেকে বোঝা যায় যে পরবর্ত্তী কালে কিভাবে 'নবী' শব্দটি সৃষ্টি হয়েছিল যার অর্থ হল 'ভাববাদী' এবং শব্দটি যে উৎস থেকে গৃহীত তার অর্থ হল "আহ্বান করা"। রোয়ে শব্দটি একটি হিব্রু শব্দ থেকে গৃহীত যার অর্থ হল "দেখা"। এই ধরণের ব্যক্তিরা ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও পথগুলি বুঝতে পারতেন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্বন্ধে জানতে সবাই এদেল শরনাপন্ন হত।

২. হোজ = দর্শক, ২শমূ: ২৪:১১। এই শব্দটি রোয়ের সমার্থক শব্দ। এটি একটি অল্প ব্যবহৃত হিব্রু শব্দ যার অর্থ হল "দেখা"। এই শব্দটিও এক জন ভাববাদীকে বোঝাতে ব্যবহার করা হত।

৩. নবী = ভাববাদী, শব্দটির উৎস হ আকাদীয় ক্রিয়াপদ 'নাবু' = "আহ্বান করা" এবং আরবী শব্দ 'নাবা' = "ঘোষণা করা"। এক জন ভাববাদীকে অভিহিত করার জন্য এটিই পুরাতন নিয়মে ব্যবহৃত সবচেয়ে প্রচলিত শব্দ। শব্দটি অন্ততঃ ৩০০ বার ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দটির প্রকৃত উৎস ঠিক জানা না গেলেও এর অর্থ হিসাবে "আহ্বান করা" সবচেয়ে উপযুক্ত বলে মনে হয়। এই বিষয়টির সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হল ফরৌণের কাছে ঈশ্বর হারোণের সঙ্গে মোশিকে যে ভূমিকায় প্রেরণ করেছিলেন, সেই ভূমিকাটি (যাত্রা ৪:১০-১৬; ৭:১, দ্বি. বি. ৫:৫) এক জন ভাববাদী হলে সেই ব্যক্তি যিনি ঈশ্বরের পক্ষ থেকে মানুষজনের সঙ্গে কথা বলেন (আমোষ ৩:৮; যিব: ১:৭, ১৭ যিহি: ৩:৪)।

৪. ১বংশা: ২৯:২৯ পদে তিনটি উপাধিই এক জন ভাববাদীকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে; শমূয়েল - রোয়ে; নাথন - নবী; এবং গাদ - হোজে।

৫. 'ইশা হা' 'ইলোহীম' শব্দটিও এক জন ঈশ্বরের মুখপাত্র বা বক্তার উপাধি হিসাবে ব্যবহৃত। পুরাতন নিয়মে এক জন ভাববাদীকে বোঝাতে প্রায় ৭৬ বার এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

৬. "ভাববাদী" শব্দটির মূল উৎস পাওয়া যায় গ্রীক ভাষায়। এই শব্দটি, দুটি শব্দের যুক্তরূপ, (১) প্রো = "পূর্বে" অথবা "বিষয়ে" এবং (২) ফেমী = "কিছু বলা"।

২. ভাববাণীর সংজ্ঞা

ক) "ভাববাণী" শব্দটি ইংরাজী ভাষার থেকে হিব্রু ভাষায় অনেক বেশী ব্যবহৃত হয়। যিহূদী মতানুসারে যিহোশূয় থেকে শুরু করে রাজাবলী (রথ বাদে) পর্য্যন্ত ইতিহাস পুস্তকগুলি "পূর্বকালীয় ভাববাদীগণ কর্ত্তৃক রচিত" বলে পরিচিত। অব্রাহাম (আদি: ২০:৭; গীত: ১০৫:৫)এবং মোশি (দ্বি. বি. ১৮:১৮) উভয়কেই ভাববাদী বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং (মরিয়মকেও, যাত্রাপুস্তক ১৫:২০)। তাই আমাদের যে কোন ইংরাজী সংজ্ঞা ব্যবহার করতে গেলে সতর্ক হতে হবে।

খ) "ভাববাণী প্রচারকে ব্যাখ্যা করা যায় একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে যেখানে সব কিছুরই অর্থ স্থির করা হয় ঐশ্বরিক দায়িত্ববোধ, ঈশ্বরিক উদ্দেশ্য এবং ঐশ্বরিক সহভাগিতা মাধ্যমে" (ইনটার প্রিটারস ডিকশনারী অফ দি বাইবেল, তৃতীয় খণ্ড, ৮৯৬ পৃঃ)।

গ) "এক জন ভাববাদী কোন দার্শনিক বা ঈশ্বতত্ত্ববিদ নন, কিন্তু তিনি এক জন চুক্তিবদ্ধ মধ্যস্থতাকারী যিনি মানুষের কাছে ঈশ্বরের বার্ত্তা বহন করে নিয়ে আসেন যাতে তাদের বর্তমান জীবনধারাকে পরিবর্তিত করার মধ্যামে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনধারাকে সুস্থির ভাবে গড়ে তোলা যায়" ("প্রফেটস্ এ্যাণ্ড প্রফেসী" এন সাইক্লোপিডিয়া জুডাইকা, ১৩ খণ্ড, ১১৫২ পৃঃ।)

৩. ভাববাণী বলার উদ্দেশ্য

ক) ভাববাণী হল মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের কথোপকথনের একটি পথ, যার মাধ্যমে তিনি তাদের জীবনে আশার সঞ্চার করে তাদের সামগ্রিক জীবন এবং পার্থিব ঘটনাবলী সকল নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। ভাববাদীগণের প্রচার হত সর্বজনীন। এর দ্বারা সমগ্র মানব সমাজকে ঐশ্বরিক বাক্যের দ্বারা শাসন, উৎসহিত এবং অনুপ্রাণিত করা হত, এবং তাদেরকে পথ দেখানো হত যেন তারা বিশ্বাস ও অনুতাপ সহকারে ঈশ্বরকে এবং তাঁর পরিকল্পনাগুলির বিষয়ে জানতে পারে। ঈশ্বর অধিকাংশ সময়ই এই কার্য্যটি করতে কোন এক জন মানুষকে তাঁর বার্তাবাহক হিসাবে মনোনীত করণের মাধ্যমে (দ্বি.বি. ১৩:১-৩; ১৮:২০-২২)। এই পদ্ধতির অন্তিম পরিণতি আমাদের মশীহার প্রতি ইঙ্গিত করে।

খ) এক জন ভাববাদী অনেক সময় তার সমসাময়িক কোন ঐতিহাসিক বা ধর্মীয় সংকটাবস্থাকে কেন্দ্র করে শেষ পরিণতি বিষয়ক ভাববাণী প্রচার করতেন। শেষ সময়কাল বিষয়ক এই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী ইস্রায়েলী জাতির ঐকান্তিক নিজস্ব ভঙ্গিমা এবং তাদের মধ্যে সুপ্রচলিত স্বর্গীয় মনোনয়ন এবং চুক্তিবদ্ধ প্রতিজ্ঞা জাতীয় মতবাদগুলির ফসল।

গ) এক জন ভাববাদীর প্রচার এক জন মহাযাজকের কাজ কর্মে সাহায্য করত এবং সন্তুলন বজায় রাখত (যির. ১৮:১৮)। উরীম এবং তুম্মীম ব্যবহার করে গণনা করে যে ফল পাওয়া যেন সেটি এক জন ভাববাদীর বক্তব্যের মাধ্যমে সুপরিস্ফুট হত। মালাখি ভাববাদীর পর ইস্রায়েল আর কোন ভাববাদীর কার্য্যকলাপ পরিলক্ষিত হয়নি। প্রায় ৪০০ বছর পর আবার যোহন বাপ্তাইজক ভাববাদী রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আমরা ঠিক জানতে পারি না যে নূতন নিয়মে যে "ভাববাণীর" আত্মিক ফলের কথা বলা হয়েছে, পুরাতন নিয়মের সাথে সেটি কিভাবে সম্পর্ক যুক্ত।

নূতন নিয়মের ভাববাদীগণ (প্রেরিত ১১:২৭-২৮; ১৩:১; ১৪:২৯,৩২,৩৭; ১৫:৩২; ১করি: ১২:১০; ২৮-২৯; ইফি: ৪:১১) কোন নূতন ঐশ্বরিক দর্শনের কথা বলেননি, কিন্তু ঈশ্বরের চুক্তির অধীনে থেকে বিভিন্ন বিষয়ে অভিষ্যৎবাণী প্রচার করেছেন।

ঘ) ভাববাণী সবসময়েই কিন্তু প্রাথমিক ভাবে অথবা সম্পূর্ণরূপে ভবিষ্যৎবাণী নয়। ভবিষ্যৎবাণী বলার বিষয়টি এক জন ভাববাদীর বর্ণনার সত্যতা নিরূপণ করলেও আমাদের বুঝতে হবে যে পুরতান নিয়মের ভাববাণীগুলির মাত্র ২ শতাংশ মশীহার বিষয়ে, ৫ শতাংশেরও কম নূতন সন্ধি চুক্তি বিষয়ক আর ১ শতাংশেরও কম ভবিষ্যৎবাণী বিষয়ক। (ফী এবং স্টুয়ার্ট রচিত - 'হাউ টু রীড দি বাইবেল ফর অল ইটস্ওয়ার্থ' ১৬৬ পৃঃ)।

ঙ) ভাববাদীগণ ঈশ্বরকে মানুষের সামনে প্রকাশ করতেন আর যাজকগণ মানুষের বিষয়গুলি ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করতেন। এর ব্যতিক্রম হল হবককুক ভাববাদী। যিনি ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রশেমর জবাব দিয়েছিলেন।

৪. ভাববাণীগুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

ক) পুরাতন নিয়মে "ভাববাদী" এবং ভাববাণী সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট ধারা গড়ে উঠতে দেখা যায়। প্রাচীন ইস্রায়েলে এলিয় এবং ইলীশায়ের নেতৃত্বে ভাববাদীদের একটি শক্তিশালী সংঘ গড়ে উঠেছিল। অনেক সময় এই ধরণের সংঘের সদস্যদের অভিহিত করা হত "ভাববাদীদের সন্তানগণ" বলে (২রাজা. ২)। অনেক সময় ভাববাদীদের মধ্যে অবস্থিত ঈশ্বরের আত্মার পরিমাণের উপর তাদের বিচার করা হত (১শমূয়েল ১০:১০-১৩; ১৯:১৮-২৪)।

খ) কিন্তু পরবর্তীকালে এই অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে একক ভাববাদীদের সময় এসে উপস্থিত হয়। এরা ছিলেন সেই ধরণের ভাববাদী (প্রকৃত এবং ভ্রান্ত উভয়ই) যারা কোন এক জন রাজার সঙ্গে তারই রাজপ্রাসাদে বাস করতেন (গাদ, নাথন)। অনেকে আবার ছিলেন সম্পূর্ণ একক এবং ইস্রায়েলী সমাজের ঘটনাবলীর বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন (আমোষ)। এরা পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই হতে (২রাজা. ২২:১৪)।

গ) ভাববাদীরা অনেক সময়েই ভবিষ্যতের বিষয়ে বলতেন, যার পরিণতি নির্ভর করত মানুষের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার উপরে। এই ধরণের ভবিষ্যৎ কথন বিষয়ক চরিত্রটি ছিল প্রাচীন নিকট প্রাচ্যের ভাববাদীদের একান্ত নিজস্ব ভঙ্গিমা। যা কোন ভাববাণীমূলক বার্ত্তার প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল ভবিষ্যৎ বাণী এবং চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ততা (ফী এবং স্টুয়ার্ট, ১৫০ পৃঃ)। ভাববাদীরা সচরাচর সমগ্র দেশের জনসাধারণের প্রতি সামগ্রিক ভাবে ভাববাণী প্রচার করতেন।

অধিকাংশ ভাববাণী মৌখিক ভাবে প্রচারিত হত। পরে এগুলি সঙ্গে নিকট প্রাচ্যের অন্যান্য সাহিত্যিক উপাদান মিলে মিশে যায় যা অনেকটাই এখন হারিয়ে গিয়েছে। যেহেতু এগুলি ছিল মৌখিক তাই কোন লিখিত গদ্যের মত এটির কোন সুনির্দিষ্ট গঠন হত না। এই জন্য এই বইগুলিকে ধারাবাহিক ভাবে পড়া বা বিনা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বোঝা ভীষণ কঠিন। ভাববাদীরা তাদের বক্তব্য পেশ করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করতেন।

১. আদালতের দৃশ্য - ঈশ্বর যেন তাঁর প্রজাদের আদালতে তুলছেন। অনেক ক্ষেত্রেই মনে হত যেন ইয়াত্তয়ে তাঁর স্ত্রীকে (ইস্রায়েলকে) তার অবিশ্বস্ততার জন্য পরিত্যাগ করছেন (হোশেয় ৪; মীখা ৬)।

২. অন্তিম ধিক্কার - এই ধরণের ভাববাণীর বৈশিষ্ট্য ছিল "ধিক" শব্দটির ব্যবহার যা ভাববাণীকে একটি বিশেষ মাত্রা প্রদান করত (যিশাইয় ৫, হবককুক ২)।

৩. চুক্তিবদ্ধ আশীবর্বাদের ঘোষণা - এই ধরণের চুক্তি ভিত্তিক ভাববাণীর বৈশিষ্ট্য ছিল যে এখানে অন্তিম ফলাফলের উপর (সদর্থক এবং অসদর্থক) বেশী জোর দেওয়া হত এবং ভবিষ্যত ফলের উপর জোর দেওয়া হত (দ্বিতীয় বিবরণ ২৭-২৮)।

৫. এক জন প্রকৃত ভাববাদীকে চেনার কি কি উপায় বাইবেলে বলা হয়েছে

ক) দ্বিতীয় বিবরণ ১৩:১-৫ (ভবিষ্যৎ বাণী / চিহ্ন)।

খ) দ্বিতীয় বিবরণ ১৮: ৯-২২ (ভাক্ত ভাববাদী / প্রকৃত ভাববাদী)।

গ) নারী এবং পুরুষ উভয়কেই ভাববাদী বা ভাববাদিনী হিসাবে আহ্বান করা হত

১. মরিয়ম - যাত্রা ১৫
২. দবোরা - বিচার ৪:৪-৬
৩. হূলদা - ২রাজাবলী ২২:১৪-২০; ২বংশাবলী ৩৪:২২-২৮

পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের সংস্কৃতি অনুযায়ী ভাববাদীদের তাদের ঐশ্বরিক ক্ষমতা দিয়ে চেনা হত। কিন্তু ইস্রায়েলে তাদেরকে চেনা হত ঃ-

১. একটি ঈশ্বতাত্ত্বিক পরীক্ষার মাধ্যমে - ইয়াত্তয়ের নাম ব্যবহার করেন কিনা।
২. একটি ঐতিহাসিক পরীক্ষা - সঠিক ভাববাণী বলতে পারেন কিনা।

৬. ভাববাণী বিশ্লেষণ করার পক্ষে সহায়ক উপদেশ

ক) ভাববাদীর প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝে প্রত্যেকটি ভাববাদী ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক প্রেক্ষাপটে বিচার করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে এই খানে ইস্রায়েলী জাতির দ্বারা মোশির নিয়মভঙ্গের বিষয়টি জড়িত থাকত।

খ) সমগ্র ভাববাণীটিকে সামগ্রিক ভাবে পাঠ করতে হবে, খন্ড বিচ্ছিন্ন ভাবে নয়। ভাববাণীটির রূপরেখা অঙ্কন করতে হবে তার অর্ন্তনিহিত বিষয়টিকে কেন্দ্র করে। দেখতে হবে যে এটি পারিপার্শ্বিক বিষয়গুলির সঙ্গে কিভাবে সম্পর্কিত। সমগ্র পুস্তকটির একটি রূপরেখা অঙ্কন করতে হবে।

গ) প্রথমে সমস্ত বিষয়টিকে আক্ষরিক অর্থের ভিত্তিক অর্থ ব্যবহার করতে হয় তাহলে সেটিকে গদ্যের ভাষায় রূপান্তরিত করতে হবে।

ঘ) যে কোন চিহ্নের অর্থ করতে হবে তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং আনুসঙ্গিক অন্যান্য বিবরণের উপর নির্ভর করে। মনে রাখতে হবে যে এগুলি সবই নিকট প্রাচ্যের সাহিত্যকর্ম, কোন আধুনিক পাশ্চত্য সাহিত্য কর্ম নয়।

ঙ) প্রত্যেকটি ভাববাণীকে সাবধানতার সাথে বিচার করতে হবে

১. ভাববাণীগুলি কি লিখকের সময় কালে পক্ষে একান্ত উপযুক্ত ?
২. পরবর্ত্তীকালে ইস্রায়েলের ইতিহাসে কি সেগুলি সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছিল?
৩. এগুলির মধ্যে কি ভাবিষ্যতে ঘটবে এমন কোন ঘটনা বর্ণিত হয়েছে ?
৪. এই সব ভাববাণীগুলি কি সমসাময়িক ইতিহাসে এবং ভবিষ্যৎ ইতিহাসে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে ?
৫. বাইবেলের লেখকদের লেখার মধ্যেই আপনার উত্তর খুঁজতে হবে, আধুনিক লেখকদের লেখার মধ্যে নয়।

বিশেষ প্রণিধান যোগ্য বিষয় সমূহ

১. ভবিষ্যৎবাণীটি কি গ্রাহ্য হওয়ার উপযুক্ত ?
২. কাদের উদ্দেশ্যে এবং কেন ভবিষ্যৎবাণীটি করা হয়েছিল সেটি কি সুস্পষ্ট ?
৩. বাইবেলীয় দিক থেকে এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে কি ভাবিষ্যৎবাণীটির সামগ্রিক পূর্ণতা প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে ?
৪. নূতন নিয়মের লেখকরা পুরাতন নিয়মের অনেক স্থানে মশীহের বিষয়ে অনেক অনুপ্রাণিত বিষয় সকল খুঁজে পেয়েছিলেন যা সরাসরি আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে না। অনেক সময় বিভিন্ন চিহ্ন বা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা সহজে বোঝা যায় না। আমরা যেহেতু ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত লেখক নই, তাই আমাদের এই বিষয়টি তাদের উপরেই ছেড়ে দিতে হবে।

৭. সাহায্যকারী পুস্তক সমূহ

কার্ল ই আমারডিং এবং ডব্লিউ. ওয়ার্ড গাসকে রচিত "এ গাইড টু বিব্লিকাল প্রফেসি"।
গর্ডন ফী এবং ডগলাস স্টুয়ার্ট রচিত "হাউ টু রীড দি বাইবেল ফর অল ইটস ওয়ার্থ"।
এডওয়ার্ড. জে. ইয়ং রচিত "মাই সার্ভেন্টস দি প্রফেটস"।
'দি এক্সপোজিটারস্ বাইবেল কমেন্টারী, ষষ্ঠ খণ্ড, যিশাইয় যিহিষ্কেল' জনডারভ্যান।
'দি প্রফেসিস অফ আইজায়া' - জে. এ. আলেকজান্ডার, ১৯৭৬, জনডারভ্যান।
'এক্সপোজিসান অফ আইজায়া' এইচ. সি. লিউপোল্ড, ১৯৭১ বেকার।
'এ স্টাডি গাইড কমেন্টারী' "আইজায়া" ডি. ডেভিড. গারল্যাণ্ড ১৯৭৮, জনডারভ্যান।

প্রকাশিত বাক্য পুস্তকের উপক্রমণিকা

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রারম্ভিক প্রবন্ধ
(খ্রীষ্টানরা কেন প্রকাশিত বাক্য পুস্তকের একাধিক গোঁড়া ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করে)

অনেক বছর ধরে শেষ সময় বিষয়ক তত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করার পর আমরা মনে হয়েছে যে খ্রীষ্টানরা কোন একটি উন্নত এবং সুবিন্যস্ত শেষকালীন বিষয়ের পুস্তক পড়তে চায় না। কয়েক ধরণের খ্রীষ্টান আছেন যারা নিজস্ব ঈশ্বতাত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং দলগত প্রয়োজনের কারণে এই বিষয়ে গভীর ভাবে চর্চা করেছেন। এই ধরণের খ্রীষ্টানরা শেষকালীন বিষয়গুলি নিয়ে অত্যধিক ব্যস্ত থাকেন এবং এর ফলে সুসমাচারের মূল বিষয়গুলি বুঝতে ভুল করেন। বিশ্বাসীরা কোন দিন ঈশ্বরের শেষ কালীন পরিকল্পনাগুলিকে প্রভাবিত করতে পারেন না, কিন্তু তাঁর পরিত্রাণমূলক পকিল্পনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন (মথি ২৮:১৯-২০)। অধিকাংশ বিশ্বাসীই খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনে এবং সঠিক সময়ে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাগুলি সফল হওয়ার বিশ্বাস করেন। কিভাবে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাগুলি পূরণ হওয়ার বিষয়টি বুঝতে হবে এবং ব্যাখ্যা করতে হবে তা নিয়ে যে সব সমস্যা আছে তার উৎসগুলি হল নিম্নরূপ ঃ-

১. পুরতন নিয়মের ভাববাণীগুলি এবং নূতন নিয়মের প্রৈরিতিক বাণীগুলির মধ্যে এক ধরণের সংঘর্ষ আছে।
২. বাইবেলে বর্ণিত একেশ্বর বাদ (সকলের ঈশ্বর এক) এবং বিশেষ গোষ্ঠী হিসাবে যিহূদী জাতির একক মনোনয়নের বষয়টির মধ্যে প্রচলিত টেনশান।
৩. বাইবেলে বর্ণিত চুক্তি এবং প্রতিজ্ঞাগুলির সঙ্গে জড়িত শর্তগুলি ("যদি" "তখন" ইত্যাদি) এবং অপরদিকে সমগ্র পতিত মানবসমাজের জন্য ঈশ্বরের শর্তবিহীন পরিত্রাণের দান, এই দুটি বিষয়ের মধ্যে সংঘর্ষ।
৪. নিকট প্রাচ্যে প্রচলিত প্রাচীন রচনা এবং আধুনিক পশ্চিমী রচনাগুলির মধ্যে সংঘর্ষ।
৫. ঈশ্বরের রাজ্যের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ দিকগুলির মধ্যে সংঘর্ষ।
৬. খ্রীষ্টের সুনিশ্চিত আগমন এবং সেই আগমনের পূর্বে যে সব ঘটনা ঘটার বিষয় বলা হয়েছে, তার মধ্যে সংঘর্ষ।

আমরা এই সংঘর্ষগুলির বিষয়ক উৎকণ্ঠার বিষয়ে এক এক করে আলোচনা করব ঃ-

প্রথম উৎকণ্ঠা

পুরতন নিয়মের ভাববাদীরা যিরূশালেম কেন্দ্রিক এমন একটি যিহূদী রাজ্যের পূনর্জাগরণের বিষয়ে বলেছেন যেখানে সমগ্র জগতের মানুষ এক জন দায়ুদ বংশীয় শাসনকর্ত্তার সেবা ও প্রশংসা করার জন্য একত্রিত হবে। কিন্তু নূতন নিয়মে কোথাও এই বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। পুরাতন নিয়ম কি ঈশ্বর অনুপ্রাণিত নয় (মথি ৫:১৭-১৯) ? কিংবা নূতন নিয়মের লেখকরা কি শেষকাল বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীগুলির বিষয় উল্লেখ করেননি ?

পৃথিবীর শেষকাল বিষয়ক তথ্য জানার অনেকগুলি উৎস বর্তমান ঃ-

১. পুরাতন নিয়মের ভাববাদী।
২. পুরাতন নিয়মের পৃথিবীর অন্তিম সময় বিষয়ক রচনা (যিহি: ৩৭-৩৯, দানি: ৭-১২)।
৩. পুরাতন এবং নূতন নিয়মের মাঝখানের সময়ের যিহূদী লেখকরা যারা শেষ সময়ের বিষয়ে লিখেছেন, যেমন ১২নোক
৪. যীশু স্বয়ং (মথি ২৪; মার্ক ১৩; লূক ২১)।
৫. পৌলের রচনাবলী (১করি: ১৫, ২করি: ৫; ১থিষল ৪; ২থিষল ২)।
৬. যোহনের রচনা (প্রকাশিত বাক্য)।

এগুলি কি সব পরিষ্কার ভাবে শেষের দিনগুলোর ঘটনাবলীর বিষয়ে বর্ণনা করে (ঘটনা, ক্রমান্বয়, ব্যক্তি)? যদি না হয় তবে কেন ? এগুলি কি ঈশ্বর কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত নয় (একমাত্র পুরাতন - নতূন নিয়মের মধ্যবর্ত্তী যিহূদী রচনাগুলির ছাড়া) ঈশ্বরের আত্মা পুরাতন নিয়মের লেখকদের কাছে তাদের বোধগম্য বিভিন্ন বিষয় প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ক্রমাগত বিভিন্ন দর্শনের মাধ্যমে সেই আত্মা এই সমস্ত পুরাতন নিয়মের কালের শেষতত্ত্বগুলিকে একটি সর্বজনীন তত্ত্ব হিসাবে প্রকাশ করেছিলেন। নীচে কয়েকটি উপযুক্ত উদাহরন দেওয়া হল ঃ-

১. যিরূশালেম শহরকে একটি চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করে ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তিদের (সিয়োন) বোঝানো হয়েছে এবং যিরূশালেমকে নূতন নিয়মে দেখানো হয়েছে এমন একটি স্থানরূপে যেখানে ঈশ্বর সমস্ত অনুতপ্ত বিশ্বাসীবর্গকে গ্রহণ করবেন (প্রকাশিত বাক্য ২০ -২২ অধ্যয়ে বর্ণিত নূতন যিরূশালেম)। একটি বাস্তব নগরকে ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তিদের প্রতি তাঁর প্রতিজ্ঞাপূরণের ঈশ্বতাত্ত্বিক চিহ্ন হিসাবে দেখানোর বিষয়টি অনেক পূর্বে আদি ৩:১৫ পদে বর্ণিত পতিত মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের পরিত্রাণের প্রতিজ্ঞারূপে প্রকাশিত হয়েছিল যখন বাস্তবে যিহূদী জাতি বা যিহূদীদের রাজধানী শহর গড়েই ওঠেনি। এমন কি অব্রাহামের প্রতি ঈশ্বরের আহ্বান মধ্যেও (আদি ১২:৩) পরজাতীয়দের আহ্বানের বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত ছিল।

২. পুরাতন নিয়মে যিরূশালেমের শত্রু হিসাবে দেখানো হয়েছিল আশপাশের প্রাচীন নিকট প্রাচ্যের দেশগুলিকে। কিন্তু নূতন নিয়মে শত্রু হিসাবে দেখানো হয়েছে সকল অবিশ্বাসী, ঈশ্বর বিরোধী, শয়তান- অনুপ্রাণিত মানুষদের। যুদ্ধক্ষেত্র যেন ভৌগলিক সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বজনীন সংঘর্ষে পরিণত হয়েছে।

৩. পুরাতন নিয়মে প্রাচীন যিহূদীদের মহাপিতাদের নিকট যে একটি নির্দিষ্ট দেশের অধিকারের বিষয় প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল সেটি পরে বিশ্বব্যপী ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। নূতন যিরূশালেম শুধুমাত্র নিকট প্রাচ্যের কোন দেশ নয়, এটি একটি নবজন্ম গ্রহণকারী পৃথিবী (প্রকাশিত বাক্য ২০-২২ অধ্যায়)।

৪. পুরাতন নিয়মের যে সব ভাববাণীগুলির অর্থ বিস্তারিত রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেগুলি হল ঃ (১) অব্রাহামের বংশ হল তারা যারা আত্মিকভাবে ত্বকচ্ছেদ্ প্রাপ্ত (রোমীয় ২:২৮-২৯); (২) পরজাতীয়রাও প্রতিজ্ঞাচুক্তির অধীন (হোশেয় ১:৯; ২:২৩; রোমীয় ৯: ২৪-২৬; লেবীয় ২৬:১২; যাত্রা ২৯:৪৫; ২করি: ৬:১৬-১৮, যাত্রা ১৯: ৫; দ্বি.বি. ১৪:২; তীত ২:১৪)। (৩) বর্তমানে মন্দির হল স্থানীয় মণ্ডলী (১করি: ৩:১৬) অথবা বিশ্বাসীবর্গ (১করি: ৬:১৯); এবং (৪) এমনকি ইস্রায়েলের প্রতি যে সব বর্ণনামূলক বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হয়েছে সেগুলি সবই সমগ্র ঈশ্বর মনোনীত জগতের প্রতি প্রযোজ্য (গালা: ৬:১৬; ১পিতর ২:৫; ৯-১০, প্রকাশিত বাক্য ১:৬)।

ভাববাদীদের ভাববাণীগুলি পূর্ণ হয়েছে, প্রসারিত হয়েছে এবং সমগ্র জগতকে বেষ্টন করেছে। যীশু এবং অন্যান্য প্রৈরিতিক লেখকরা শেষের দিনগুলিকে ঠিক সেভাবে ব্যাখ্যা করেননি যেভাবে পুরাতন নিয়মের ভাববাদীগণ করেছেন (মার্টিন উইংগারডেন, 'দি ফিউচার অফ দি কিংডম এই প্রফেসি এ্যাণ্ড ফুলফিলমেন্ট')। আধুনিক টীকাকারগণ যখন পুরাতন নিয়মের শিক্ষাগুলিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন তখন তারা প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটি যিহূদী পুস্তকরূপে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে যীশু এবং পৌলের শিক্ষার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন ! নূতন নিয়মের লেখকরা পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের অবজ্ঞা করেন না। যীশু বা পৌলের শেষকাল বিষয়ক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল পরিত্রাণমূলক অথবা যাজকীয়।

কিন্তু নূতন নিয়মের মধ্যে নানা প্রকার অমিল দেখা যায়। শেষকালীন ঘটনাগুলিকে এখানে সুসংহত ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি। এটি একটি অশ্চর্য্যজনক বিষয় যে প্রকাশিত বাক্যে শেষের দিনগুলিকে বর্ণনা করার জন্য যীশুর প্রদত্ত শিক্ষাগুলি (মথি ২৪, মার্ক ১৩) ব্যবহার না করে পুরাতন নিয়মের চিহ্নমূলক বর্ণনাগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। এটির লেখনশৈলী অনেকাংশে পুরাতন-নূতন নিয়মের সন্ধিকালের লেখনশৈলীর অনুরূপ।

সম্ভবতঃ পুরাতন এবং নূতন নিয়মের মেলবন্ধনের এই প্রয়োগটি ছিল যোহনের নিজস্ব। এটি সেই বহু পুরাতন সত্যকে প্রকাশ করে যে মানুষ ঈশ্বরের বিরূদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং ঈশ্বর তাদের পরিত্রাণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে চেষ্টা করেন ! এটি অবশ্যই লক্ষ্য করে দেখতে হবে যে প্রকাশিত বাক্যে পুরাতন নিয়মের ভাষা, ব্যক্তি পরিচয় এবং ঘটনাবলী ব্যবহৃত হলেও কিন্তু সেগুলি সবই প্রথম শতকের রোমীয় সভ্যতার আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় উৎকণ্ঠা

বাইবেল সর্বদা এক জন ব্যক্তিগত, আত্মিক, সৃষ্টিকর্ত্তা - ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের বর্ণনা করেছে। পুরাতন নিয়মের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর দৃঢ় একেশ্বরবাদ। ইস্রায়েলের আশপাশের সমস্ত দেশগুলি ছিল বহুশ্বরবাদী। পুরাতন নিয়মের সকল দর্শনের কেন্দ্র হল ঈশ্বরের একত্ব (দ্বি.বি. ৬:৪)। সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বরের সাদৃশ্যে নির্মিত মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের নিবিড় সহভাগিতা (আদি ১:২৬-২৭)। কিন্তু মানুষ ঈশ্বরের প্রেম, নেতৃত্ব এবং উদ্দেশ্যের বিরূদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল (আদি ৩)। ঈশ্বরের প্রেম এবং উদ্দেশ্যে এত দৃঢ় ছিল যে তিনি পতিত মানবজাতিকে উদ্ধার করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন (আদি ৩:১৫)।

সমস্যা তখনই শুরু হয় যখন ঈশ্বর কোন একক মনুষ্য একটি পরিবার অথবা একটি মাত্র দেশের মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতির কাছে পৌঁছানোর পরিকল্পনা করেন। ঈশ্বর যখন অব্রাহাম এবং যিহূদী জাতিকে যাজকদের রাজ্য (যাত্রা: ১৯:৪-৬) বলে ঘোষণা করেছিলেন তখন সেই বিষয়টি তাদেরকে সেবাকার্যে উৎসাহিত না করে বরং আরও গর্বিত করে তুলেছিল। অন্যদেরকে নিজেদের কাছে টেনে নেওয়ার বদলে তারা নিজেরা অন্যদের থেকে পৃথক হতে শুরু করেছিল। ঈশ্বর অব্রাহামকে আহ্বান করেছিলেন যেন তার মাধ্যমে সমগ্র জগৎ আশীর্বাদ প্রাপ্ত হতে পারে (আদি ১২:৩)। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে পুরাতন নিয়মের মনোনয়ন ছিল সেবা করার, পরিত্রাণ প্রচার করার নয়। সমগ্র যিহূদী জাতি ঈশ্বরের সঙ্গে সঠিক সম্পর্কযুক্ত ছিল না এবং তাদের জন্মগত অধিকারের ফলস্বরূপ পরিত্রাণ লাভ করেননি কিন্তু ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং বাধ্যতার বলে লাভ করেছিলেন। ইস্রায়েলী জাতি তাদের লক্ষ্য হারিয়ে ফেলেছিল এবং ঈশ্বরের আদেশকে নিজেদের সুবিধা ও স্বার্থের জন্য ব্যবহার করেছিল, সেবার কাজকে একটি বিশেষ মর্যাদার বিষয়ে পরিণত করেছিল! ঈশ্বর এক জনকে মনোনয়নের মাধ্যমে সবাইকে মনোনীত করেছিলেন !

তৃতীয়ত উৎকণ্ঠা

শর্তযুক্ত এবং শর্তবিহীন চুক্তির মধ্যে ঈশ্বতাত্ত্বিক পার্থক্য বর্তমান। এটা সত্যি যে ঈশ্বরের পরিত্রাণের পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ শর্তবিহীন (আদি ১৫:১২-২১) । কিন্তু সেই আহ্বানের প্রতি সাড়া দেওয়াটা সম্পূর্ণ মানুষের ইচ্ছাধীন।

"যদি", "তখন" এই জাতীয় শব্দগুলি পুরাতন এবং নূতন নিয়ম উভয় ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়।

ঈশ্বর বিশ্বস্ত, মানুষ অবিশ্বপ্ত। এই ধরণের বৈপরীত্যের ফলে অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাখ্যাকারগণ সচরাচর যে কোন একটি বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন এবং তারা কোন বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করবেন সেটি একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা অথবা মানুষের প্রচেষ্টা, ঈশ্বরের একক স্বাধীনতা না কি মানুষের মুক্ত ইচ্ছা। ইভয় বিষয়ই বাইবেল ভিত্তিক এবং প্রয়োজনীয়।

এগুলির সঙ্গে শেষ দিন বিষয়ক শিক্ষার সম্পর্ক আছে এবং পুরাতন নিয়মে ইস্রায়েলের প্রতি ঈশ্বরকৃত প্রতিজ্ঞাগুলির সম্বন্ধ আছে। যদি কোন কিছু প্রতিজ্ঞা করে থাকেন তাহলে সেটাই শেষ কথা। ঈশ্বর তাঁর কৃত প্রতিজ্ঞাগুলির বিষয়ে বিশ্বস্ত কারণ এই সঙ্গে তাঁর মান সম্মান জড়িত (যিহিষ্কেল ৩৬: ২২-৩৮)। কিন্তু মানুষই হল ঈশ্বরের আশীর্বাদের মাধ্যম! সমস্ত শর্তাধীন এবং শর্তবিহীন চুক্তির মিলনস্থল হলে স্বয়ং খ্রীষ্ট (যিশা ৫৩ অধ্যায়) ঈস্রায়েল নয়! ঈশ্বর বিশ্বস্ত ভাবে সকল অনুতাপী এবং বিশ্বাসীকে পরিত্রাণ দান করবেন, তাদের পরিচয়ের উপর তা নির্ভর করবে না। ঈশ্বর সকল চুক্তি এবং প্রতিজ্ঞার মধ্যমণি খ্রীষ্ট যীশু, ইস্রায়েল নয়। বিশ্বব্যপী পরিত্রাণ কার্য্যের ভার মণ্ডলীর হাতে অর্পিত হয়েছে (মথি ২৮: ১৯-২০; প্রেরিত ১:৮)। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে ঈশ্বর যিহূদীরে পুরোপুরি পরিত্যাগ করেছেন (রোমীয় ৯-১১)। শেষের সেই দিনের ইতিহাসে বিশ্বাসী ইস্রায়েলেরও একটি স্বতন্ত্র স্থান আছে (সখরিয় ১২:১০)।

চতুর্থ উৎকণ্ঠা

বাইবেল ব্যাখা করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল লেখন শৈলী। মণ্ডলী গড়ে উঠেছিল একটি পশ্চিমী (গ্রীক) সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায়। পশ্চিমী সাংস্কৃতিক সাহিত্যের তুলনায় প্রাচ্যদেশীয় সাহিত্য অনেক বেশী চিত্রময়, চিহ্নযুক্ত এবং অর্থময়। খ্রীষ্টানদের একটি দোষ হল যে তারা ইতিহাস এবং সাহিত্যকে বাইবেলের ভাববাণীগুলি ব্যাখ্যা করার কাজে ব্যবহার করে (পুরাতন এবং নূতন নিয়ম)। প্রতিটি প্রজন্ম এবং ভৌগলিক অঞ্চল তাদের সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং সাহিত্য ব্যবহার করে প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। এরা প্রত্যেকেই অনেক ভুল করেছে ! এটা ভাবা এক ধরণের উদ্ধত ভাব প্রকাশ করবে যদি আমরা আধুনিক পশ্চিমী সাহিত্যের আঙ্গিকে বাইবেলের ভাববাণীগুলি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি।

যে লেখনশৈলী ব্যবহার করে সেই প্রাচীন অনুপ্রাণিত লেখক প্রকাশিত বাক্য রচনা করেছিলেন সেটি ছিল পাঠকরে সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। প্রকাশিতবাক্য পুস্তকটি কোন ঐতিহাসিক বর্ণনা নয়। এটি একবারে একটি পত্র (১-৩ অধ্যায়), ভাববাণী এবং অন্তিমকাল বিষয়ক রচনা। বাইবেল যে কোন বর্ণনাকে, তার আদিম লেখকের বক্তব্য থেকে সরে গিয়ে কম বা বেশী করে বর্ণনা করার চেষ্টা করে। এই চেষ্টা সম্পূর্ণ ভুল। প্রকাশিত বাক্য জাতীয় একটি পুস্তককে যদি কোন ব্যাখ্যাকার উদ্ধত এবং গোঁড়া ভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে তাহলে সেটি খুবই ভুল হবে।

সমগ্র মণ্ডলী কখনও কোন একটি ব্যাখ্যাকে সম্পূর্ণ ভাবে মেনে নেয়নি। বাইবেলের প্রাচ্যদেশীয় মানসিক গঠন সব সময় একটি সত্যকে সংঘর্ষপূর্ণ দ্বিতাত্ত্বিক আঙ্গিকে প্রকাশ করে। পশ্চিমী ভাবধারাগুলি যে সর্বদা অকেজো তা নয়, কিন্তু সর্বদা অসন্তুলিত! আমার মনে হয় যে আমরা যদি মনে রাখি যে কিভাবে প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটির অর্থ যুগে যুগে বিভিন্ন প্রজন্মের বিশ্বাসীদের কাছে পরিবর্ত্তিত রূপে দেখা গিয়েছে তাহলে সেটি আমাদের অনেক ভুল ধারনা দূর করতে সাহায্য করবে। এটা অবশ্যই সত্য যে প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটিকে তার নিজস্ব রচনাকালের আঙ্গিক এবং প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটিকে ব্যাখ্যা করতে গেলে পুস্তকটির আদি পাঠকগণ এটি পড়ে কি বুঝেছিলেন সেই দৃষ্টি কোন থেকে ব্যাখ্যা করতে হবে। আধুনিক ব্যাখ্যাকাররা এই পুস্তকে ব্যবহৃত অনেক চিহ্নের প্রকৃত অর্থটি হারিয়ে ফেলেছেন। প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটির প্রাথমিক প্রধান লক্ষ্য ছিল নিপীড়িত বিশ্বাসীদের উদ্বুদ্ধ করা। এটি ইতিহাসের উপর ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ প্রদর্শন করে (পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের মত), এটি আরও প্রদর্শন করে যে মানবজাতির ইতিহাস ক্রমান্বয়ে একটি পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে, যার অন্তে আছে বিচার এবং আশীর্বাদ (পুরাতন নিয়মের ভাববাদীগণও একই কথা বলেছিলেন)। এটি প্রথম শতাব্দীর যিহূদী দৃষ্টিভঙ্গীর আঙ্গিকে ঈশ্বরের প্রেম, উপস্থিতি, ক্ষমতা এবং সার্বভৌমত্বকে ব্যাখ্যা করে।

বিশ্বাসীদের প্রতিটি প্রজন্মের ক্ষেত্রেই এই একই ঈশ্বতাত্ত্বিক সত্য কাজ করে। এটি প্রদর্শন করে যে অন্তরীক্ষে সর্বদা ভাল এবং মন্দের সংগ্রাম চলেছে। প্রথম শতাব্দীর অনেক বিশদ বর্ণনাসকল হয়ত আমাদের হাতহাড়া হয়ে গেছে কিন্তু সেই শক্তিশালী, সত্যটি হারিয়ে যায়নি। যখন আধুনিক পশ্চিমী ব্যাখ্যাকাররা তাদের আধুনিক ইতিহাসের উপাদানগুলিকে জোর করে প্রকাশিত বাক্যের দর্শনগুলি ব্যাখ্যার কাজে ব্যবহার করার চেষ্টা করেন তখন সেটি একটি ভ্রান্ত ব্যাখ্যায় পরিণত হয় যা চিরকাল ধরে চলতেই থাকে।

এটা হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে যে পরবর্তী প্রজন্মের বিশ্বাসীবর্গ ঈশ্বর বিরোধী নেতাদের (২থিষল ২) এবং সংস্কৃতির হাতে অত্যাচারিত হওয়ার সময় শাস্ত্রের বিষয়গুলি তাদের কাছে ছাপার অক্ষরে পরিণত হয়েছিল মাত্র (যে রকম পুরাতন নিয়ম আর যীশুর জীবনের মধ্যে সম্পর্ক)। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না যীশুর (মথি ২৪, মার্ক ১৩, লূক ২১) এবং পৌলের (২ থিষল ২) বাণীগুলির ঐতিহাসিক তাৎপর্য পরিষ্কার না হয়েছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত বোঝা যায়নি যে প্রকাশিত বাক্যে যা কিছু লেখা আছে সেগুলি কিভাবে পরিপূর্ণ হবে।

এ বিষয়ে যে কোন অনুমান, কল্পনা অথবা গোঁড়ামী কোন কিছুই করা ঠিক হবে না। অন্তিমকাল সংক্রান্ত যে কোন লেখার মধ্যে এই বিশেষত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে কে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত যে এই সব লেখার মধ্যে যে সব চিহ্ন এবং বর্ণনা পাওয়া যায় তা ইতিহাসের সীমা অতিক্রম করে এগিয়ে যায় ! ঈশ্বর সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন ! তিনিই রাজত্ব করেন; তিনি আসবেন !

অধিকাংশ আধুনিক টীকাভাষ্যই এই লেখনশৈলীর প্রকৃত অর্থটি বুঝতে ভুল করে ! আধুনিক পশ্চিমী অনুবাদকরা সবসময় সব কিছুর মধ্যেই একটা পরিষ্কার যুক্তি গ্রাহ্য ঈশ্বতত্ত্বের অনুসন্ধান করেন কিন্তু যিহূদী ঘরেরর অন্তিম কাল বিষয়ক রচনাগুলির অস্পষ্ট, চিহ্নসংকূল নাটকীয় চরিত্রটি বুঝতে অসমর্থ হন। র‍্যালফ মার্টিন তার লিখিত প্রবন্ধ "এপ্রেচেস টু নিউ টেস্টামেন্ট এসজিজেসিস", যেটি জে. হাওয়ার্ড মার্শাল লিখিত "নিউ টেস্টামেন্ট ইন্টার প্রিটেশন" নামক পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে এই সত্যকে সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

"অন্তিমকাল বিষয়ক রচনাগুলিতে ব্যবহৃত নাটকীয় ভাষা, যা ব্যবহার করে ধর্মীয় সত্যগুলি প্রকাশ করা হয়েছে, যদি বোঝা না যায় তাহলে আমরা এই ধরণের রচনাগুলিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিরাট ভুল করে ফেলব এবং সেখানে বর্ণিত দর্শন এবং ঘটনাবলীকে সেগুলির আক্ষরিক অর্থে সাধারণ সাহিত্যকর্মের মত করে ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করার মত বিশাল ভুল করে ফেলব। এই ধরণের দৃষ্টি ভঙ্গী গ্রহণ করার ফলে বিভিন্ন ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক সমস্যা দেখা দেবে। আরও বড় সমস্যা হল যে এর ফলে অন্তিমকাল বিষয়ক রচনাগুলির আসল অর্থটাই হারিয়ে যায় এবং নূতন নিয়মের এই নাটকীয় অংশটি যেখানে কবিত্বপূর্ণ পৌরাণিক ভাষায় খ্রীষ্টে প্রকাশিত ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব এবং তাঁর প্রেমপূর্ণ ক্ষমতা ও শাসনের অপূর্ব বিষয়গুলির মূল্য বিনষ্ট হয়ে যায় (৫:৫,৬; মেষশাবকই সেই সিংহ, ২৩৫ পৃঃ)।

ডব্লিউ. র‍্যানডলফ্ টেট্ তার রচিত পুস্তক "বিব্লিকাল ইন্টারপ্রিটেশন" নামক গ্রন্থে বলেছেন ঃ-
"বাইবেল অর্ন্তগত দানিয়েল পুস্তক এবং প্রকাশিত বাক্য এই দুটি অন্তিমকাল বিষয়ক রচনা ছা আর কোন পুস্তকেই এত অভিনিবেশ সহকারে পড়া হয় না আর সে সব নিয়ে এত চাপ বা সমস্যাও উদ্ভুত হয় না। ইতিহাসে এই ধরণেরর লেখনশৈলী সব চেয়ে বেশী সমস্যার ভুগেছে এবং সবচেয়ে বেশী ভুল ব্যাখ্যার শিকার হয়েছে ; কেননা প্রথম থেকেই এই ধরণের লেখনশৈীর মূল বিষয়বস্তু গঠন এবং উদ্দেশ্য নিয়ে প্রভুর ভুল ধারনা তৈরী হয়েছিল, যেহেতু এই ধরণের লেখায় ভবিষ্যতে ঘটতে পারে এমন সব ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়ার দাবী করা হয়। এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গীর সবচেয়ে দুঃখজনক দিকটি হল যে এখানে পুস্তকের বিষয়বস্তুগুলিকে সর্বদা পাঠকের সমসাময়িক সময়কালের বৃত্তে ফেলে দেখার চেষ্টা করা হয়। লেখকের সময়কালের ঘটনা বলে মানা হয় না। এই ধরণের ভূল মনোভাব পোষণের ফলস্বরূপ প্রকাশি বাক্য পুস্তকটিকে সব একটি গোপন সুত্র সম্বলিত রহস্য পুস্তক হিসাবে গণনা করা হয়েছে এবং সেখানে বর্ণিত চিহ্নগুলিকে অবলম্বন করে নানা সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমতঃ এক জন ব্যাখ্যাকারকে বুঝতে হবে যে শেষ সময়কাল বিষয়ক রচনাবলী সর্বদা বিভিন্ন চিহ্নের মাধ্যমে নানা রহস্যময় ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে। এরকম কোন রহস্যময় গোপন চিহ্নকে যদি সেটির শব্দগত অর্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয় তাহলে সেটি ভুল ব্যাখ্যারই নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। এই ধরণের লেখায় বর্ণিত বিষয়বস্তুর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা সেটা বড় বিষয় নয়। ঘটনাগুলি হয়ত ঘটে থাকতে পারে কিংবা হয়ত পরে ঘটবে। কিন্তু সেগুলির লেখক সর্বদা বিভিন্ন ঘটনা এবং কথোপকথনগুলিকে নানা প্রকার চিহ্ন এবং রহস্যময়তার অঙ্গিকে ব্যাখ্যা করেছেন" (১৩৭ পৃঃ)।
রাইকেন, উইলহোস্ট বেং লংম্যান রচিত 'ডিকশনারী অফ বিব্লিকাল ইমেজারী' গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হয়েছে ঃ-
"বর্তমান যুগের পাঠকেরা প্রায়শই এই ধরণের লেখনশৈলী নিয়ে চর্চা করতে গিয়ে হতভম্ভ এবং হতাশ হয়ে পড়েন। এই ধরণের পুস্তকে বর্ণিত চিত্র এবং অপার্থিব অভিজ্ঞতাগুলি শাস্ত্রের অন্যান্য বর্ণনার সঙ্গে খাপ খায় না। এগুলিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধিকাংশ ব্যাখ্যা কারকরাই ভাবতে বসেন। 'কি ঘটবে, কবে ঘটবে' ? এবং তার ফলে আসল বিষয়টাই হারিয়ে যায়" (৩৫ পৃঃ।)

পশ্চম উৎকণ্ঠা

ঈশ্বরের রাজ্য এক ধারে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভিত্তিক। ঈশ্বতাত্ত্বিক দ্বি-তত্ত্ববাদ অন্তিম সময় বিষয়ক রচনাগুলিতে সম্যকভাবে প্রকাশিত। যদি কেউ আশা করেন যে পুরাতন নিয়মে বর্ণিত সকল ভাববাণীগুলি আক্ষরিক অর্থে ইস্রায়েলের জীবনে পূর্ণ হবে তাহলে সেটি হয়ে দাঁড়াবে ইস্রায়েলের ভৌগলিক পূণঃ প্রতিষ্ঠা এবং ঈশ্বতাত্ত্বিক মহাগৌরবের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা! তাই যদি হয় তাহলে ধরে নিতে হবে যে পশ্চম অধ্যায়ে সমগ্র মণ্ডলী রূপান্তরীকৃত হয়ে উর্দ্ধগমন করবে এবং তার পরে বর্ণিত সকল ঘটনাই ঘটবে ইস্রায়েলের প্রতি।

কিন্তু সমগ্র বিষয়টির কেন্দ্র বিন্দু যদি খ্রীষ্টের প্রথম আগমনের সঙ্গে সম্পর্কিত হয় তাহলে যাবতীয় আলোচনার কেন্দ্র বিন্দু হয়ে দাঁড়ায় প্রভু যীশুর আগমন, জীবন, শিক্ষা, মৃত্যু এবং পুনরুত্থান। তাহলে সকল প্রকার ঈশতাত্ত্বিক মনোযোগ গিয়েপড়ে বর্তমানের পরিত্রাণের উপর। ঈশ্বরের রাজ্য বর্তমানে উপস্থিত এবং পুরাতন নিয়মের সকল ভাববাণীই খ্রীষ্টের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। কোন কিছুই তার যুগান্তের পুনরাগমনের এবং কিছু অল্প মানুষের পরিত্রাণের অপেক্ষায় নেই।

একথা সত্যি যে বাইবেলে খ্রীষ্টের পুনরাগমনের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ভেবে দেখতে হবে যে এর আসল তাৎপর্য্যটি কি ? আমার মনে হয় যে পুরাতন নিয়মের অধিকাংশ ভাববাণীই খ্রীষ্টের প্রথম আগমন এবং মশীহের রাজ্যস্থাপনের বিষয় বর্ণনা করে (দানিয়েল ২)। এটি অনেকাংশে ঈশ্বরের অনন্তকাল ব্যাপী রাজত্বের (দানিয়েল ৭) এবং খ্রীষ্টের হাজার বৎসরব্যাপী রাজত্বের সমার্থক (প্রকাশিত বাক্য ২০।) পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের অনন্তকাল ব্যাপী রাজত্বের বিষয়ে বেশী জোর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেই রাজত্বের প্রকাশ নির্ভর করে মশীহের প্রচারকার্য্যের উপর (১করি: ১৫:২৬-২৭)। এর মধ্যে কোনটি সত্য সেটা বড় কথা নয়, দুটিই সত্য, কিন্তু আমরা কোন বিষয়টির উপর জোর দেব? এটা বলতেই হবে যে কোন কোন টীকাভাষ্যকার খ্রীষ্টের হাজার বৎসর ব্যাপী রাজত্বের উপর এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন যে তারা ঈশ্বর পিতার অনন্তকাল ব্যাপী রাজত্বের বিষয়টির গুরুত্বই ভুলে যান। খ্রীষ্টের রাজত্ব একটি প্রারম্ভিক বিষয়। খ্রীষ্টের দুটি আগমনের বিষয়টি যেহেতু পুরাতন নিয়মের যুগে খুব একটা পরিষ্কার ছিল না, তাই তাঁর এই অল্পকালব্যাপী সাময়িক রাজত্বের বিষয়টিও খুব একটা পরিষ্কার নয়!

খ্রীষ্টের শিক্ষা এবং প্রচারের মূল কেন্দ্রীয় বিষয়টি হল ঈশ্বরের রাজত্ব। এটি একধারে বর্তমাণ (পরিত্রাণ এবং সেবা) এবং ভবিষ্যৎ (বিস্তার এবং শক্তি)। প্রকাশিত বাক্য যদি খ্রীষ্টের সহস্র বছর ব্যাপী রাজত্বের উপর জোর দেয় (প্রকাশিত বাক্য ২০, তাহলে সেটি একটি প্রারম্ভিক বিষয় মাত্র, শেষ পরিণাম নয় (প্রকাশিত বাক্য ২১-২২)। পুরাতন নিয়মের লেখা থেকে ঠিক ভাবে বোঝা যায় না যে এই সাময়িক রাজত্বের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ কি না। সেদিক দিয়ে বলতে গেলে দানিয়েল ৭ অধ্যায়ে বর্ণিত মশীহের রাজত্বকালটি অনন্ত সময়ব্যাপী, শুধুমাত্র হাজার বছর ব্যাপী নয়।

ষষ্ঠ উৎকণ্ঠা

অধিকাংশ বিশ্বাসীই এই শিক্ষা পান যে খ্রীষ্টের আগমন অতি শীঘ্র হঠাৎ এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে হবে (মথি ১০:২৩, ২৪:২৭,৩৪,৪৪; মার্ক ৯:১, ১৩:৩০)। কিন্তু প্রত্যেকটি প্রজন্মের কাছেই এটি ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। খ্রীষ্টের হঠাৎ আগমনের বিষয়টি প্রতিটি প্রজন্মের কাছে প্রতিজ্ঞা করা হলেও বাস্তবে একটি মাত্র প্রজান্মের জীবনে তা সত্যি সত্যি ঘটবে (এবং সেই প্রজন্মে নিপীড়িত, অত্যাচারিত হবে।) প্রত্যেক বিশ্বাসীকে এমন ভাবে জীবন যাপন করতে হবে যেন তিনি শীঘ্র আসছেন, কিন্তু একই সঙ্গে তাদেরকে পরিকল্পনা সহযোগে তার মহা আহ্বানে (মথি ২৮:১৯-২০) এমন ভাবে সাড়া দিতে হবে যেন তিনি অনেক বিলম্ব করবেন।

সুসমাচার কোন কোন অংশে (মার্ক ১৩:১০, লূক ১৭:২, ১৮:৮) এবং ১, ২ থিষলনীকীয় পত্রে খ্রীষ্টের বিলম্বিত দ্বিতীয় আগমনের (রূপান্তর) বিষয় বলা হয়েছে। এই আগমনের পূর্বে কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটবে ঃ-

১. সারা বিশ্বব্যাপী সুসমাচার প্রচার হবে (মথি ২৪:১৫; মার্ক ১৩:১০)
২. "ধবংসের ঘৃণাই বস্তু" বা "পাপপুরুষ প্রকাশিত হবে (মথি ২৪:১৫, ২থিষলনীকীয় ২; প্রকাশিত বাক্য)।
৩. মহাক্লেশ উপস্থিত হবে (মথি ২৪:২১,২৪ প্রকাশিত বাক্য)।

এই খানে উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে রহস্যময় তার সৃষ্টি করা হয়েছে (মথি ২৪:৪২-৫১; মার্ক ১৩:৩২-৩৬)। জীবনের প্রতিটি দিন এমন ভাবে বাস করতে হবে যেন এটিই শেষ দিন কিন্তু পরিকল্পনা সহকারে ভবিষ্যৎ সেবাকার্য্যের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।

ধারাবাহিকতা এবং সন্তুলন

একথা বলতেই হবে যে আধুনিক যুগে শেষ সময় কেন্দ্রিক তত্ত্বগুলিকে বিশ্লেষণ করে যে সমস্ত চিন্তাভাবনা গড়ে উঠেছে সেগুলি সবই অর্ধসত্য। কোন কোন শাস্ত্রাংশ এরা যথেষ্ট দক্ষভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সমস্যা হয় এদের ধারাবাহিক এবং সন্তুলন নিয়ে। অনেক সময়েই একটা পূর্ব নির্ধারিত ঈশ্বতাত্বিক ধারণাকে কেন্দ্র করে বাইবেলের বিভিন্ন পদকে সেই ধারণার সঙ্গে খাপ খাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। বাইবেল কিন্তু একটি যুক্তি সম্মত, ক্রমান্বয় ভিত্তিক, সুশৃংঙ্খল শেষ সময়কালীন শিক্ষা প্রচার করে না। এটা অনেকটা একটা পারিবারিক ছবির সংগ্রহের মত। প্রত্যেকটা ছবিই সত্যি ঘটনার কিন্তু সেগুলো সুন্দর করে ক্রমান্বয়ে, ঘটনাপঞ্জী অনুসারে সাজানো নয়। অনেকগুলো ছবি যেন অ্যালবামের পাতা থেকে ঘসে পড়েছে বেং পরবর্ত্তী প্রজন্মের মানুষরা জানে না যে সেগুলি ঠিক কোথায় কোন জায়গায় সাজিয়ে দিতে হবে। প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটিকে সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য সমস্ত কিছুকে লেখকের দৃষ্টি ভঙ্গী, প্রেক্ষাপট এবং লেখনশৈলীর আঙ্গিকে বিচার করতে হবে। অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারই নূতন নিয়মের অন্যান্য স্থান থেকে সংগ্রীহিত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকাশিত বাক্যের তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। অনেক সময় আবার তারা যীশু ও পৌলের শিক্ষা থেকে সরে গিয়ে পুরাতন নিয়মের শিক্ষা ও ঈশ্বতাত্বিক কাঠামোগুলিকে ব্যবহার করে প্রকাশিত বাক্যকে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন।

আমি একথা বাধ্য হয়ে স্বীকার করছি যে এই টীকাভাষ্য লিখতে আমারও ভয় করছে। আর এই ভয় প্রকাশিত বাক্য ২২:১৮-১৯ পদে বর্ণিত বাক্যগুলির জন্য নয় কিন্তু এই পুস্তকের ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে যে নানা ধরণের বিতর্ক আছে সেই জন্য। আর ঈশ্বরের ভক্তদের মধ্যে এই বিতর্ক আবহমানকাল ধরে চলে আসছে। আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত দর্শন সম্বন্ধে জানতে ভালবাসি।

আমার লেখা এই ব্যাখ্যাটিকে আপনারা সংজ্ঞামূলক হিসাবে না ধরে এমন একটি লেখা বলে ধরুন যা আপনাদের চিন্তা ভাবনার উদ্দীপন ঘটাবে। এই লেখাটি একটি দিক নির্দেশক মাত্র কোন মানচিত্র নয়। আমি এখানে প্রত্যেকটি লেখাকে "যদি এরকম হত" অর্থে বলার চেষ্টা করেছি "ঈশ্বর এরকম বলেছেন" বলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করিনি। এটা লিখতে গিয়েআমি বারাবার নিজের অক্ষমতা,পক্ষপাতদুষ্ট ধারনা এবং ঈশ্বতাত্ত্বিক চিন্তাধারার সম্মুখীন হয়েছি। এই একই সমস্যা অন্যান্য লেখকদেরও হয়েছে। আমার মনে হয় মানুষ যে ধরণের প্রত্যাশা নিয়ে প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটি পড়ার চেষ্টা করে ঠিক সেই ধরণের উত্তরই তারা এখানে খুঁজে পায়। কিন্তু সমগ্র বাইবেলের মধ্যে এই পুস্তকটিরও একটি উদ্দেশ্য আছে। এটিকে কোন দূর্ঘটনার বশতঃ বাইবেলের শেষে সংযোজন করা হয়েছে এমন নয়। এই পুস্তকটির মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের প্রত্যেকটি প্রজন্মের কাছে বার্ত্তা পাঠিয়েছেন। ঈশ্বর চান যেন আমরা সব কিছু বুঝতে পারি! আসুন আমরা হাতে হাত মিলিয়ে যা আসল সত্য সেটি উদঘাটনের চেষ্টা করি এবং কি হতে পারে, হওয়া উচিত বা হলে ভাল তা নিয়ে মাথা না ঘামাই। ঈশ্বর আমাদের সকলকে সাহায্য করুন। নীচের স্থানটিকে ব্যবহার করে লিখুন যে প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটিকে ব্যাখ্যা করার বিষয়ে আপনার নিজের কি ধারণা আছে। এই পুস্তকটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা সবসময়ই নিজের পূর্বধারণা অনুসারে পথ চলতে চাই। এই ধ্যানধারনাগুলিকে লিপিবদ্ধ করতে পারলে আমরা এর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে এবং অযথা কুসংস্কারমূলক ধারনার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারব।

১.

২.

৩.

৪.

ইত্যাদি

প্রকাশিত বাক্য

১. প্রারম্ভিক বক্তব্য

ক) আমার ছাত্র জীবনে আমি একটা ধারণার বশবর্তী ছিলাম যে যারা বাইবেলে বিশ্বাস করে তারা বাইবেলকে "আক্ষরিক অর্থে" গ্রহণ করে (এবং বাইবেলের ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলির ক্ষেত্রে এটি অবশ্য প্রযোজ্য)। কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা বারবার মনে হতে থাকে যে ভাববাণী, কাব্য, রূপক কাহিনী বেং অন্তিমকাল বিষয়ক রচনাবলীকে যদি আমরা আক্ষরিক অর্থে ধরে নিই তাহলে আমরা ঈশ্বর অনুপ্রাণিত লেখার আসল অর্থটাকেই হারিয়ে ফেলব। বাইবেলকে ভালো করে বোঝার মূল চাবিকাটি হল লেখকের উদ্দেশ্যটাকে ভালভাবে বোঝা। সেটার আক্ষরিক অর্থ অনুসন্ধান করা নয়। বাইবেলকে দিয়ে অধিক কিছু বলানোর চেষ্টা (তাত্ত্বিক সুনির্দিষ্টতা) ততটাই মারাত্বক এবং ভুল পথ নির্দেশক যতটা হল অঙ্কে দিয়ে আদি লেখকের উদ্দেশ্যের তুলনায় কম কিছু বলানোর চেষ্টা। আমাদের মনযোগ নিবন্ধ হওয়া উচিত বাইবেল রচনার প্রেক্ষাপট, ঐতিহাসিক কাঠামো, লেখকের উদ্দেশ্য এবং বাইবেলের বৃহত্তর পটভূমিকার প্রতি। আমাদের বুঝতে হবে যে লেখক কোন একটি বিশেষ ভাষাশৈলী ব্যবহার করে কোথায় ঠিক কি উদ্দেশ্যে কি কথাটি বলতে চেয়েছেন। এই সুত্রটিকে অনুসরণ না করলে আমরা ভুল ভ্রান্তির শিকার হব।

প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটি অবশ্যই সত্য কিন্তু ঐতিহাসিক ভাবে বা আক্ষরিক অর্থে নয়। এই পুস্তকের লেখনশৈলী যেন চিৎকার করে একথাই আমাদেরকে বলতে চায় আমরা যেন সেই কথাটা বুঝতে পারি। তার মানে কিন্তু এই নয় যে এই পুস্তকটির মধ্যে কোন সত্যতা নেই। আসল সত্য হল যে পুস্তকটি আলংকারিক দৃঢ় অর্থসূচক, প্রতীকী, রূপকাত্নক এবং কল্পনাপ্রবণ।

খ) প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটি একটি অনবদ্য যিহূদী রীতির পুস্তক যেটি পৃথিবীর অন্তিমকাল বিষয়ক বিষয়গুলি বর্ণনা করে। অনেক উৎকণ্ঠা পূর্ণ সংকট সময়ে এই পুস্তকটিকে ব্যবহার করে এই সত্যকে প্রচার করা হয়েছে যে ঈশ্বরই সমগ্র ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তাঁর অনুসরণকারীদের জীবনে পরিত্রাণ সাধন করেন। এই ধরণের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হল ঃ-

১. ঈশ্বরের বিশ্বব্যাপী সার্বভৌমতার উপর দৃঢ় বিশ্বাস (দৃঢ় একেশ্বরবাদ)।
২. মন্দ এবং উত্তমের মধ্যে সংগ্রাম, এই যুগ এবং আগত কাল (দ্বৈতবাদ)।
৩. গুপ্ত অর্থ বিশিষ্ট শব্দের প্রয়োগ (সাধারণতঃ পুরাতন নিয়ম বা দুই সন্ধি নিয়মের মধ্যবর্ত্তী সময়ে রচিত শেষকাল বিষয়ক রচনা থেকে গৃহীত)।
৪. রং, সংখ্যা, পশু এবং কখনও কখনও মানুষ / পশুর সংমিশ্রণে গঠিত চিহ্নের ব্যবহার।
৫. স্বর্গদূতগণের মাধ্যমে প্রাপ্ত দর্শন এবং স্বপ্ন।
৬. শেষ সময়ের ঘটনাবলীর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ (নূতনকাল)
৭. অন্তিম সময় বিষয়ক ঘটনাবলী ব্যাখ্যার জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট - চিহ্নের ব্যবহার।
৮. এই ধরণের লেখনশৈলীর কয়েকটি উদাহরণ হল ঃ-
    ক) পুরাতন নিয়ম
        ১. যিশাইয় ২৪-২৭, ৫৬-৬৬
        ২. যিহিষ্কেল ৩৭-৪৮
        ৩. দানিয়েল ৭-১২
        ৪. যোয়েল ২:২৮-৩:২১
        ৫. সখরিয় ১-৬,১২-১৪
    খ) নূতন নিয়ম
        ১. মথি ২৪, মার্ক ১৩ লূক ২১, এবং ১ করিন্থীয় ১৫ (কোন কোন ক্ষেত্রে)।
        ২. ২থিষলনীকীয় ২ (অধিকাংশ ক্ষেত্রে)।
        ৩. প্রকাশিত বাক্য (৪-২২ অধ্যায়)।
৯. পঞ্জীকৃত নয় এমন পুস্তক (ডি. এস. রাসেল প্রণীত - "দি মেথড এণ্ড মেসেজ অফ যুয়িশ এ্যাপোকালিপটিক ৩৭-৩৮ পৃঃ)
    ক) ১ হনোক, ২ হনোক (হনোকের গুপ্ত রহস্য)
    খ) জুবিলী পুস্তক
    গ) সিবিলাইন ওরাকেলস্ ৩,৪,৫

ঘ) বারোজন মহাপিতার সুসমাচার
ঙ) শলোমনের গীত সংহিতা
চ) মোশির অনুমান সমূহ
ছ) যিশাইয়ের সাক্ষ্যময় মৃত্যু
জ) অব্রাহাম রচিত এ্যাপোক্যালিপস
ঝ) অব্রাহামের সুসমাচার
ঞ) এসদ্রাস (৪ এসদ্রাস)
ট) বারূক ২,৩

গ) অন্তিম কাল বিষয়ক এই সব রচনাগুলি কোন দিন মৌখিত ভাবে প্রকাশিত হয়নি। এগুলি খুব উচ্চমানের সাহিত্যিক রচনা। এর গঠনগত বৈশিষ্ট্য এমনই যে সঠিক ব্যাখ্যা করার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রকাশিত বাক্য পুস্তকের সুপরিকল্পিত গঠনমূলক অংশগুলির কয়েকটি উদাহরণ হল সপ্ত মুদ্রা, সপ্ত তূরী, সপ্ত পাত্র প্রত্যেকটি ঘটনার আবর্তনের সাথে সাথে বিচারের তীব্রতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে ঃ মুদ্রা এক- চতুর্থাংশ ধবংস; তূরী - এক - ততীয়াংশ ধবংস; পাত্র - সামগ্রিক ধবংস। প্রতিটি ঘটনার আবর্ত্তনের শেষে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন সংঘটিত হয়েছে। মূদ্রা ৬:১২-১৭; তূরী ১১:১৫-১৮; পাত্র ১৯:১-২১। এখান থেকে বোঝা যায় যে এই পুস্তকটি ক্রমান্বয় ভিত্তিক ভাবে লিখিত নয় কিন্তু অনেক অংকে বিভক্ত একটি নাটক যেখানে পুরাতন নিয়ম ভিত্তিক বিচার কাহিনীকে কেন্দ্র করে তিনটি ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধিত ভয়ংকর বিচার ঘটনার কথা বিবৃত করা হয়েছে। এখানে সাতটি বিভাগ এবং একটি মুখবন্ধ ও একটি উপসংহারে আছে।

১. ১: ১-৮ (মূখ বন্ধ)
২. ১:৯ - ৩:২২
৩. ৪:১ - ৮:১
৪. ৮:২ - ১১:১৯
৫. ১২:১ - ১৪:২০
৬. ১৫:১ - ১৬:২১
৭. ১৭:১ - ১৯:২১
৮. ২০:১ - ২২:৫
৯. ২২: ৬-২১ (উপসংহার)

এটি খুবই সুস্পষ্ট যে "সাত" সংখ্যাটি এই পুস্তকে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। এটি বোঝা যায় কয়েকটি উদাহরন থেকে যেমন সপ্ত মণ্ডলী, সপ্ত মুদ্রা, সপ্ত তূরী, সপ্ত পাত্র ইত্যাদি। আরও কয়েকটি উদাহরন হল ঃ-

১. সপ্ত সূবর্ণ দীপবৃক্ষ, ১:১২
২. ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা, ১:৪; ৩:১; ৪:৫; ৫:৬
৩. সপ্ত তারা, ১:২০; ২:১
৪. সপ্ত মেঘধবনি, ১০:৩
৫. সপ্ত ধন্য বাক্য, ১:৩; ১৪:১৩; ১৬:১৫; ১৯:৯
৬. সপ্ত রাজা, ১৭:১০
৭. সপ্ত শেষ আঘাত, ২১:৯
৮. সপ্ত পশুর সঙ্গে জড়িত বিষয়সমূহ
ক) সপ্ত শৃঙ্গ, সপ্ত চক্ষু, ৫:৬
খ) সপ্ত মস্তক, সপ্ত ঈশ্বর নিন্দা, ১২:৩; ১৩:১
গ) সপ্ত মস্তকধারী পশুর উপর বিরাজিত নারী, ১৭:৩,৭,৯
ঘ) সপ্ত পর্বতের উপরে অধিষ্ঠিত নারী, ১৭:৯

ঘ) এই পুস্তকটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সর্বাধিক ঈশ্বতাত্ত্বিক পূর্বধারনা প্রযুক্ত সমস্যা উদ্ভব হতে পারে। পূর্বগঠিত ধারনা অনেক সময় দ্ব্যর্থবোধক বিষয়গুলির ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে। এই ধরনের ঈশ্বতাত্ত্বিক পূর্ব ধারনার অনেকগুলি স্তর আছে।

১. চিহ্নগুলির উৎস

ক) পুরাতন নিয়মভিত্তিক পরোক্ষ উল্লেখ

১. পুরাতন নিয়মভিত্তিক সৃষ্টি, মানবজাতির পাপে পতন, মহাপ্লাবন, মহানিষ্ক্রমণ, যিরূশালেমের পুনরুদ্ধার।

২. ভাববাদী পুস্তকগুলি থেকে অসংখ্য পরোক্ষ উদ্ধৃতি।

খ) সন্ধিনিয়মের মধ্যবর্তী যুগে রচিত যিহূদী রচনাবলী (হনোক, বারূক, সিবিলাইন ওরাকেলস, ২য় এসদ্রাস)।

গ) প্রথম শতাব্দীর গ্রীক - রোমীয় সভ্যতা।

ঘ) প্রাচীন নিকট প্রাচ্যে প্রচলিত বিভিন্ন মহাজাগতিক সৃষ্টিকাহিনী (প্রকাশিত বাক্য ১২)

২. পুস্তকটির সময়সীমা

ক) প্রথম শতাব্দী

খ) প্রত্যেক শতাব্দী

গ) শেষ প্রজন্ম

৩. সুসংবদ্ধ ঈশ্বতাত্ত্বিক শিক্ষামালা

ক) সহস্র বৎসর সংক্রান্ত

খ) সহস্র বৎসরের পরের সময়কাল

গ) সহস্র বৎসরের আগের সবয়কাল

ঘ) সহস্র বৎসরের পূর্বের বিধান

শাস্ত্রাংশ ব্যাখ্যার অনেক প্রকার পথ এবং অসংলগ্ন, কূসংস্কারপূর্ণ নীতিগুলির মাঝখান দিয়ে এক জন ব্যাখ্যাকার কিভাবে পথ চলবে? প্রথমত ঃ বলতে গেলে আধুনিক পশ্চিমী খ্রীষ্টানরা প্রথম শতাব্দীর খ্রীষ্টানদের মত চিন্তা ভাবনা করে না, বিশেষতঃ লেখনশৈলী এবং ঐতিহাসিক উদ্ধৃতি সংক্রান্ত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক প্রজন্মের খ্রীষ্টানরাই প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটিকে নিজেদের ব্যক্তিগত ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ফেলে বিচার করতে চেয়েছে যেটা সর্বতোভাবে ভুল। তৃতীয়তঃ ঈশ্বতাত্ত্বিক নিয়মকানুন পড়ার আগে আমাদের ভাল করে বাইবেল পড়তে হবে। প্রত্যেকটা অলৌকিক দর্শনের অর্ন্তনিহিত নিগূঢ় সত্যটিকে পরিষ্কার ভাবে খুঁজে বের করতে হবে। মূল সত্যটি সর্বদা সব প্রজন্মের খ্রীষ্টানদের জন্য একই হবে কিন্তু সুনির্দিষ্ট বিবরণগুলি হয়ত প্রথম প্রজন্মের অথবা শেষ প্রজন্মের খ্রীষ্টানদের প্রতি প্রযোজ্য। চতুর্থতঃ আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই পুস্তকটি প্রাথমিক ভাবে লিখিত হয়েছিল নিপীড়িত বিশ্বসীদের প্রজন্মগুলিকে নিপীড়নের মাঝেও সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য। প্রত্যেক প্রজন্মের বিশ্বাসীদের কৌতুহল নিবারণ করতে কিংবা অন্তিমকাল বিষয়ক ঘটনাগুলির সবিস্তার বর্ণনার জন্য এই পুস্তকটি লিখিত হয়নি। পঞ্চমতঃ আমাদের মেনে নিতে হবে যে পতিত মানবজাতি সর্বদাই ঈশ্বরের রাজ্যের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত। প্রাথমিক ভাবে মনে হতে পারে যে জাগতিক শক্তি বিজয়ী হয়েছে (যেমন কালভেরীতে)। কিন্তু অপেক্ষা করতে হবে। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সার্বভৌম। তিনিই ইতিহাস, জীবন ও মৃত্যুর নিয়ন্ত্রণকর্ত্তা। তাঁর প্রজারা একমাত্র তাঁর মধ্যে দিয়েই বিজয়ী হতে পারে।

ঙ) ব্যাখ্যাসংক্রান্ত অসুবিধা এবং মতান্তর থাকলেও এই পুস্তকটি ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত বাক্য যা প্রতিটি প্রজন্মের মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই অনন্য পুস্তকটিকে পাঠ করতে গেলে যে অধিক পরিমানে প্রচেষ্টা দিতে হয় তা সার্থক। এই পুস্তকের অর্ন্তনিহিত বাণীটি অত্যন্তঃ গুরুত্বপূর্ণ। অ্যালান জনসন তাঁর টীকাভাষ্যে বলেছেন, "আমাদের একথা বলতেই হবে যে সুসমাচার ব্যতিরেকে একমাত্র শেষকাল সংক্রান্ত পুস্তকগুলিতেই খ্রীষ্টিয় তত্ত্ব এবং শিষ্যত্ব সংক্রান্ত অনুপম শিক্ষাগুলি পাওয়া যায়"। কিছু লোকেরা উন্মাদনা (ভাববাণী সংক্রান্ত বিষয়ে), যারা খ্রীষ্টের দিকে না দেখে ভাববাণীর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে; কিংবা শাস্ত্রবাণী ব্যাখ্যার নানা প্রকার পরস্পর বিরোধী তত্ত্বের মায়াজাল ইত্যাদি কোন কিছুই যেন আমাদের ভ্রান্ত পথে চালিত করে এই পুস্তকে প্রকাশিত খ্রীষ্টিয় সত্যগুলি থেকে দূরে সরিয়ে দিতে না পারে (৯ পৃষ্ঠা)।

মনে রাখতে হবে যে এগুলি সত্য সত্যই মণ্ডলীর প্রতি খ্রীষ্টের অন্তিম বাণী! অধুনিক মণ্ডলীর পক্ষে এগুলি অস্বীকার করার বার এগুলিকে ছোট করে দেখার দুঃ সাহস দেখানো উচিত নয়! এই শিক্ষাগুলি সমগ্র মণ্ডলীকে প্রদত্ত হয়েছে যেন আমরা ঈশ্বরের পক্ষে দাঁড়ানোর ফলস্বরূপ নিপীড়ন ও বিরোধিতা ভোগ করতে প্রস্তুত থাকি। মন্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত হই। মানবজাতির পাপ, পতন এবং তাদের পরিত্রাণের নিমিত্ত ঈশ্বরের মহতী প্রতিজ্ঞার বিষয়ে বুঝতে পারি (আদি ৩:১৫; ১২:১-৩; যাত্রা ১৯:৫-৬; যোহন ৩:১৬; ২করি: ৫:২১ পদগুলিতে বর্ণিত নিঃশর্ত পরিত্রাণ)।

২. লেখক

ক) প্রেরিত শিষ্য যোহনের লেখত্বের পক্ষে আভন্তরীণ প্রমাণসমূহ।

১. লেখক চারবার নিজেকে যোহন (১:১,৪,৯; ২২:৮) বলে পরিচয় দিয়েছেন।

২. এছাড়াও তিনি নিজেকে অভিহিত করেছেন ঃ-

ক) দাস বলে (১:১; ২২:৬)

খ) ভ্রাতা এবং ক্লেশভোগে সহকারী (১:৯) বলে

গ) নিজেকে এক জন ভাববাদী বলে (২২:৯) এবং নিজের পুস্তকে একটি ভাববাণী (১:৩; ২২:৭,১০,১৮,১৯) বলে।

খ) প্রেরিত শিষ্য যোহনের লেখত্বের পক্ষে প্রাচীন খ্রীষ্টিয় লেখকদের লেখা থেকে সংগ্রীহিত বাহ্যিক প্রমাণ সমূহ।

১. প্রেরিত শিষ্য যোহন, সিবদিয়ের পুত্র।

ক) জাস্টিন মার্টার (রোম, ২৫০ খ্রীঃ) রচিত "ইন ডায়ালগ উইদ ট্রাইফো" ৮১ পৃঃ।

খ) ইরেনিয়াস (লিওনস্) লিখিত "এগেনস্ট হেরেসিস্" ৪র্থ খণ্ড, ১৪:২, ১৭:৬; ২১:৩; ১৬:১; ২৮:২; ৩০:৩; ৩৪:৬; ৩৫:২।

গ) টার্টুলিয়ান (উত্তর অফ্রিকা) রচিত "এগেনস্ট প্র্যাক্সিস" ২৭ পৃঃ।

ঘ) অরিগেন (আলেকজান্দ্রিয়া) রচিত পুস্তকগুলি

১. "অন দি সোল" ৮:১

২. "এগেনস্ট মারসিওন, ২:৫

৩. "এসেনস্ট হেরেটিকস্" ৩:১৪,২৫

৪. "এগেনস্ট সেলসাস" ৬:৬, ৩২; ৮:১৭

ঙ) ম্যুরাটোরিয়ান গ্রন্থপঞ্জীতে (রোম ১৮০ - ২০০ খ্রীঃ)

২. সম্ভাব্য অন্যান্য লেখকরা

ক) মার্ক যোহন - এই বিষয়ে প্রথম আলোকপাত করেন আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ (২৪৭ - ২৬৪ খৃঃ), ডায়োনিসিয়াস, যিনি প্রেরিত যোহনের লেখকত্বের বিষয়টি অস্বীকার করলেও তার লেখাগুলিকে পঞ্জীকরণ করতে দ্বিধা করেননি। যোহনকে লেখক হিসাবে প্রত্যাখ্যান করার কারণ হিসাবে তিনি দেখিয়েছেন এই পুস্তকে ব্যবহৃত শব্দ এবং শৈলীকে এবং তুলনামূলক ভাবে যোহনের অন্যান্য লেখার তফাৎগুলিকে। তার এই মতবাদ কৈসরিয়ার ইসুবিয়াসকেও প্রভাবিত করেছিল।

খ) প্রচীন অধ্যক্ষ যোহন এটির বিষয়ে ইসুবিয়াসের রচিত প্যাপিয়াসে উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সম্ভবতঃ প্যাপিয়াসের লেখাগুলি অন্য কোন লেখকের দিকে ইঙ্গিত না করে প্রেরিত শিষ্য যোহন কেই বোঝায়।

গ) যোহন বাপ্তাইজক - (পরবর্তীকালে সংযোজন সহ) এই তত্ত্বটি পাওয়া যায় জে. ম্যাসিংবার্ড ফোর্ডের রচিত "এ্যাঙ্কের বাইবেল কমেন্টারী" নামক পুস্তকে যেখানে তিনি তার যুক্তির স্বপক্ষে পেশ করেছেন যোহন বাপ্তাইজক দ্বারা ব্যবহৃত "মেষশাবক" শব্দটি। এটি প্রকাশিত বাক্য পুস্তকে ব্যবহৃত হয়েছে।

গ) আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ (২৪৭ - ২৬৮ খৃঃ) ডায়োনিসিয়াস সর্বপ্রথম যোহনের লেখকত্বের বিষয়ে কয়েকটি ক্ষেত্রে সন্দেহ প্রকাশ করেন (তার লেখা বইটি হারিয়ে গেলেও কৈসরিয়ার ইসুবিয়াস পরে এটির কথা উল্লেখ করেন)।

১. সুসমাচারে কিংবা পত্রাবলীতে যোহন কোনদিন তার নিজের নাম উল্লেখ করেননি। শুধুমাত্র প্রকাশিত বাক্য পুস্তকে তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

২. সুসমাচার এবং পত্রাবলীর গঠনগত বৈশিষ্ট্যের তুলনায় প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটির গঠন আলাদা ধরনের।

৩. সুসমাচার এবং পত্রাবলীর তুলনায় প্রকাশিত বাক্য পুস্তকে অন্য ধরনের শব্দাবলী ব্যবহার করা হয়েছে।

৪. সুসমাচার এবং পত্রাবলীর তুলনায় প্রকাশিত বাক্য পুস্তকে নিম্নমানের ব্যকরণ শৈলী ব্যবহৃত হয়েছে।

ঘ) প্রেরিত যোহনের লেখকত্বকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রচিত সর্বাধুনিক পুস্তকটি হল সম্ভবতঃ আর. এইচ. চার্লসের লেখা 'সন্ট জন'।

ঙ) আধুনিক পণ্ডিতগণ নূতন নিয়মের অনেক লেখকের লেখকত্বের দাবীকেই পরবর্তীকালে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এই বিষয়ে একটি উপযুক্ত উদাহরন হলেন রেমন্ড. ই. ব্রাউন, এক জন নামকরা ক্যাথলিক "যোহন বিশেষজ্ঞ"। এ্যাকোর বাইবেল কমেন্টারীর ভূমিকায় বলা হয়েছে। "প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটি যোহন নামক এক জন যিহূদী ভাববাদীর লেখা, যিনি সেই সিবদিয়ের পুত্র যোহন কিংবা সুসমাচার ও পত্রাবলীর লেখক যোহন কোনটাই ছিলেন না" (৭৭৮ পৃঃ)।

চ) অনেক দিক থেকেই লেখকত্বের বিষয়টি অস্পষ্ট। প্রেরিত যোহনের অন্যান্য লেখার সঙ্গে প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটির এক দিকে যেমন দারুন মিল আছে অপর দিকে তেমনি নিদারুন অমিলও আছে। এই পুস্তকটিকে ভালভাবে বোঝার চাবিকাঠি হল এর স্বর্গীয় লেখকের বিষয়টি ভালভাবে বোঝার চেষ্টা করা। এর পার্থিব লেখককে নিয়ে বেশী মাথা না ঘামানো! এই পুস্তকের লেখক বিশ্বাস করতেন যে তিনি এক জন অনুপ্রাণিত ভাববাদী (১:৩; ২২:৭,১০,১৮,১৯)।

৩. তারিখ

ক) এটির সঙ্গে লেখত্বের অবশ্যম্ভাবী যোগ আছে

খ) কয়েকটি সম্ভাব্য তারিখ

১. এই পুস্তকটি রচনার তারিখ জমিশিয়ানের রাজত্বের (৮১ - ৯৬ খৃঃ) সঙ্গে মিলে যায় কেননা এখানে যে ধরনের নিপীড়নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা এ-সময়েই ঘটেছিল।

ক) ইরোনিয়াস তার লেখা (ইসুবিয়াস কতৃক উল্লেখিত) 'এগেমস্ট হেরেসিস' ৩০:৩ পদে বলেছেন, "এই ধরনের নিপীড়নের কাহিনী খুব একটা পুরানো নয়। প্রায় আমাদের প্রজন্মের কাছাকাছি, মোটামুটি ডমিশিয়ানের রাজত্বের সমসাময়িক।

খ) আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিমেন্ট

গ) আলেকজান্দ্রিয়ার অরিগেন

ঘ) কৈসরিয়ার ইসুবিয়াস, 'চার্চ হিস্ট্রী' ২৩:১

ঙ) ভিক্টোরিনাস, 'এ্যাপোক্যালিপস্' ১০:১১

চ) জেরোম

২. তৃতীয় শতকের এক জন লেখক, এ্যাপিফেনিয়াস, তার লেখা 'হের' পুস্তকের ৫১:১২,৩২ পদগুলিতে বলেছেন যে পাটমস দ্বীপ থেকে মুক্তি পাওয়ার পর যোহন এটি ক্লদিয়াসের রাজত্বকালে রচনা করেছিলেন (৪১-৫৪ খৃঃ)।

৩. অনেক আবার অনুমান করেন যে এটি নীরোর রাজত্বকালে (৫৪-৬৮ খ্রীষ্টাব্দে) লেখা, কেননা

ক) এই পুস্তকের প্রেক্ষাপটে স্পষ্টতঃ সম্রাট উপাসনার বিরোধীদের উপর নিপীড়নের ছবি দেখা যায়।

খ) কৈসর নীরো, কথাগুলিকে যদি হিব্রু শব্দে লেখা যায় তাহলে তার সংখ্যা হবে ৬৬৬, শয়তানের সংখ্যার সমান।

৪. গ্রহীতা

ক) ১:৪ পদ দেখে এটি স্পষ্ট বোঝা যায় যে পুস্তকটি গ্রহীতা ছিল এশিয়াস্থিত রোমান সাম্রাজ্যের সপ্ত মণ্ডলী। এই মণ্ডলীগুলিকে এমন ভাবে পরপর সাজানো হয়েছে যেন সেটি এই পত্রবাহকের পরিকল্পিত পথের সঙ্গে মিলে যায়।

খ) প্রকাশিত বাক্যের অর্ন্তগতঃ বাণীগুলি একটি পতিত জগতের হাতে মণ্ডলী এবং বিশ্বাসীবর্গর নিপীড়নের অভিজ্ঞতাকে বর্ণনা করে।

গ) নূতন নিয়মের শেষ পুস্তক হিসাবে এটি সকল প্রজন্মের সকল বিশ্বাসীর শেষ পরিণতির কথা বর্ণনা করে।

৫. প্রেক্ষাপট

ক) এই পুস্তকের প্রেক্ষাপট হল রোমের ছত্রছায়ার প্রতিপালিত যিহূদী ধর্ম থেকে স্থানীয় খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীগুলির বিচ্ছিন্ন হওয়ার এবং তার ফলে নিপীড়িত হওয়ার কাহিনী। এই বিচ্ছিন্নতা ৭০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ সম্পন্ন হয় যখন জামনিয়া নিবাসী ইহুদীগুরুরা এমন একটি প্রতিজ্ঞা সূত্র উচ্চারণ করা বাধ্যতামূলক করেন যেখানে স্থানীয় ধর্মধানে যীশুকে নিন্দা করা হত।

খ) রোমীয় নথিপত্র থেকে দেখা যায় যে নীরো থেকে (৫৪-৬৮ খৃঃ) ডমিশিয়ানের (৮১-৯৬ খৃঃ) রাজত্বকাল পর্য্যন্ত সম্রাটকে দেবতাজ্ঞানে উপসনার বিষয়টি মণ্ডলীতে প্রধানাতম বিতর্কের বিষয় ছিল। কিন্তু গোটা সাম্রাজ্যব্যাপী নিপীড়নের কোন তথ্য পাওয়া যায় না। প্রাথমিক ভাবে মনে হয় যে প্রকাশিত বাক্যে রোমীয় সাম্রাজ্যের পূর্বস্থ নগরগুলিকে সম্রাট উপাসনার আতিশয্যের চিত্রটি অংকন করা হয়েছে ("বিব্লিকাল আরকিওলজি রিভিউ" মে / জুন ১৯৯৩, ২৯-৩৯পৃঃ)

৬. বাক্য গঠনের ব্যকরণ সম্মত নিয়ম

ক) গ্রীক রচনায় প্রচুর পরিমানে ব্যকরণগত ভুলভ্রান্তি দেখা যায়।

খ) এই সমস্যার কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ হলঃ-

১. যোহনের অরামীয় ধাঁচের চিন্তাভাবনা।
২. পাটমস দ্বীপে তার কোন লেখনীকার ছিল না।
৩. তার পাওয়া দর্শনগুলি তাকে চরম উত্তেজিত করে তুলেছিল।
৪. বিশেষ উদ্দেশ্যে এই ধরনের ব্যকরণগত ভ্রান্তি ব্যবহৃত হয়েছিল।
৫. অন্তিমকাল বিষয়ক এই সব রচনার লেখনশৈলী ছিল অত্যন্ত ঈঙ্গিত ময়।

গ) অন্যান্য যিহূদী অন্তিমকাল সংক্রান্ত লেখাতেও একই ধরণের ব্যকরণগত প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়।

৭. গ্রন্থ পঞ্জীকরণ

ক) পূর্বদেশস্থ মণ্ডলীগুলি দ্বারা প্রাথমিক ভাবে এই পুস্তকটি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। ৫ তম শতাব্দীর সিরীয় সংস্করণ পেশিটাতে এটির কোন হদিশ পাওয়া যায় না।

খ) চতুর্থ শতকের প্রারম্ভে ডায়োনিসিয়াসের অনুকরণে ইসুবিয়াস বলেছিলেন যে প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটি প্রেরিত যোহনের লেখা নয়। তিনি এটিকে একটি বিতর্কিত পুস্তকরূপে চিহ্নিত করলেও নিজের গ্রন্থপঞ্জীতে এটিকে স্থান দিয়ে ছিলেন। (এক্লেসিয়াসটিকাল হিস্ট্রী, তৃতীয় খণ্ড ২৪:১৮, ২৫:৪ এবং ৩৯:৬)

গ) লায়কেদিয়ার অনুষ্ঠিত মহাসভায় এটিকে গ্রন্থপঞ্জী থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। জোরাম এটিকে প্রত্যাখ্যান করলেও কার্থেজ মহাসভায় ৩৯৭ খ্রীঃ এটি গৃহীত হয়। পশ্চিমী মণ্ডলীগুলির সুপারিশে যেমন ইব্রীয় পুস্তকটি গৃহীত হয়েছিল তেমনি পূবর্বীয় মণ্ডলীগুলির সুপারিশে প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটি গৃহীত হয়।

ঘ) আমাদের একথা স্বীকার করা উচিত যে অধিকাংশ বিশ্বাসীবর্গ মনে করেন যে পবিত্র আত্মার প্রভাবেই হৈ পুস্তকটি খ্রীষ্টিয় গ্রন্থপঞ্জীতে স্থান পেয়েছে।

ঙ) প্রটেস্টান্ট আন্দোলনের দুই মূখ্য নেতা এই পুস্তকটিকে খ্রীষ্টিয় গ্রন্থমালায় স্থান দিতে অস্বীকার করেছিলেন ঃ-

১. মার্টিন লুথারের মতে এটি ভাববাণীমূলক অথবা প্রেরিতদের রচনার কোনটিই নয়, অর্থাৎ তিনি এটিকে প্রত্যাদিষ্ট পুস্তক বলে মানেননি।
২. জন ক্যালভিন একমাত্র প্রকাশিত বাক্য ব্যাতীত নূতন নিয়মের অন্য সব পুস্তকের টীকাভাষ্য লিখেছিলেন। অর্থাৎ তিনি এটিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

৮. পুস্তকটি ব্যাখ্যার ঐতিহাসিক তত্ত্বাবলী

ক) এটিকে সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করা অত্যন্ত দুরূহ, তাই কোন রকম গোঁড়ামী করা অভিপ্রেত হয়!

খ) এখানে বর্ণিত চিহ্নগুলি নেওয়া হয়েছে ঃ-

১. পুরাতন নিয়মে বর্ণিত অন্তিমকাল সংক্রান্ত রচনা থেকে
   - ক) দানিয়েল
   - খ) যিহিষ্কেল
   - গ) সখরিয়
   - ঘ) যিশাইয়

২. দুইটি সন্ধি নিয়মের মধ্যবর্তী যুগে রচিত যিহূদী অন্তিমকাল বিষয়ক সাহিত্য।

৩. প্রথম শতাব্দীতে রচিত গ্রীক রোমীয় সাহিত্য (প্রকাশিত বাক্য ১৭)।

৪. প্রাচীন নিকট প্রাচ্যে প্রচলিত পৌরনিক সৃষ্টি কাহিনী (প্রকাশিত বাক্য ১২)।

গ) সাধারণতঃ এই পুস্তকটিকে চার ভাবে ব্যাখ্যা করা হয় ঃ-

১. অতি প্রাকৃত ব্যাখ্যা - এক্ষেত্রে পুস্তকটিকে প্রথম শতকের এশিয় মণ্ডলীগুলির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হিসাবে দেখানো হয়। সমস্ত বিশদ ভাববাণীগুলি প্রথম শতকে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

২. ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা - এক্ষেত্রে এটিকে পশ্চিমী সভ্যতা, বিশেষ করে রোমান ক্যাথলিক মণ্ডলীর ঐতিহাসিকরূপে দেখানো হয়। অনেক সময় ২ এবং ৩ অধ্যায়ে বর্ণিত সপ্ত মণ্ডলীর প্রতি লিখিত পত্রটিকে বিশেষ বিশেষ কয়েকটি যুগের ব্যাখ্যা বলে অভিহিত করা হয়।

৩. ভবিষ্যৎ ভিত্তিক ব্যাখ্যা - এক্ষেত্রে বইটিকে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের অব্যবহিত পরের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যারূপে দেখা হয় এবং মনে করা হয় যে এগুলি ভবিষ্যতে অক্ষরে পূর্ণ হবে।

৪. আদর্শবাদী ব্যাখ্যা - এক্ষেত্রে পুস্তকটিকে সম্পূর্ণ প্রতীকী বলে দেখা হয় এবং মনে করা হয় যে এটি উত্তম এবং মনে করা হয় যে এটি উত্তম এবং মন্দের মধ্যে সংগ্রামের প্রতীক এবং এর কোন ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য নেই।

এই প্রত্যেকটি মতবাদেরই কিছু না কিছু সত্যতা আছে, কিন্তু প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই যোহনের ব্যবহৃত লেখনশৈলী এবং চিহ্নসমূহের বিশেষত্বগুলিকে ঠিক মত খতিয়ে দেখা হয়নি। সমস্যা হল সঠিক সন্তুলন বজায় রাখা, কোনটি সত্য, কোনটি নয় সেটা বড় কথা নয়।

৯. পুস্তকটির উদ্দেশ্য

ক) প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটির উদ্দেশ্য হল মানবজাতির ইতিহাসে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং তাঁর প্রতিজ্ঞাসমূহের পূর্ণতা প্রাপ্তির বিষয়টি প্রকাশ করা। পতিত জগতের শত সহস্র নিপীড়নের মাঝেও বিশ্বাসীবর্গকে তাদের বিশ্বাস ও আশা দৃঢ় ধারণ করতে হবে। এই পুস্তকটির মূল কেন্দ্রীয় বিষয়টি হল প্রথম শতাব্দীর এবং যুগে যুগে বিশ্বাসীদের উপর নেমে আসা অত্যাচার ও তার মাঝেও তাদের নিজেদের বিশ্বাসকে দৃঢ়রূপে ধরে রাখা। মনে রাখতে হবে যে ভাববাদীরা বর্তমান কে শুধরানোর জন্য ভবিষ্যতের কথা বলতেন। প্রকাশিত বাক্য শুধুমাত্র শেষে কি হবে সেই কথা বলে না কিন্তু বর্তমানে কি হচ্ছে সে কথাও বলে। লেখক রবার্ট এল. স্যান্সি তার লিখিত "এক্সপোজি টারস বাইবেল কমেন্টারী" নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ডের অর্ন্তগত "দি এসকাটোলজি অফ দি বাইবেল" নাম প্রবন্ধে বলেছেন - "বাইবেল ভাববাদীরা প্রাথমিক ভাবে ভবিষ্যত ঘটনাগুলি ঘটার নির্দিষ্ট সময় এবং ক্রমান্বয় নিয়ে চিহ্নিত ছিলেন না। তাদের কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল তাদের সমসাময়িক মানুষদের আত্মিক অবস্থা, এবং অধার্মিকের বিচার ও ধার্মিককে আশীর্বাদ করণার্থে আন্তিমকালে ঈশ্বরের আগমনের বিষয়টিকে আশ্রয় করে তারা তৎকালীন বর্তমানকালকে যুক্তিপূর্ণ ভাবে প্রভাবিত করতে চেয়েছিল" (১০৪ পৃঃ)।

খ) টি. ই. ভি এবং এন. জে. বি. ভাষান্তরে সাধারণ উদ্দেশ্যের বিষয়ে সুন্দর করে সংক্ষিপ্ত ব্যখা দেওয়া হয়েছে।

১. টি. ই. ভি. ১১২২ পৃঃ - "যোহনের প্রকাশিত বাক্য এমন এক সময়ে লিখিত হয়েছিল যখন বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টকে প্রভু বলে মানার ও তাঁকে বিশ্বাস করার ফলস্বরূপ প্রচুর পরিমানে নিপীড়িত হচ্ছিল। লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পাঠকদের আশা ও উৎসাহ দেওয়া এবং তাদেরকে অনুনয় করা যেন তারা নিপীড়ন ও দুঃখভোগের মাঝেও বিশ্বাসে স্থির থাকে।

২. এন. জে. বি, ১৪১৬ পৃঃ "বাইবেলের সারাংশ হল আশার বাণী। প্রকাশিত বাক্য পুস্তকে বিভিন্ন চিহ্নের মাধ্যমে একটি দর্শনকে প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়েছে যেটি অত্যাচারের কবল থেকে ঈশ্বরের লোকদের মুক্তির এবং তাদের উজ্জ্বল এক গৌরবময় ভবিষ্যতের প্রতিজ্ঞার দর্শন। এই বার্ত্তাটিকে প্রকাশ করতে বহু বিধ বাক্যালংকার রাজী ব্যবহার করা হয়েছে যেগুলি সমগ্র বাইবেল থেকে গৃহীত এবং পুরাতন নিয়মের সঙ্গে সুপরিচিত যে কোন পাঠক এই শব্দ, পশু, বর্ণ এবং সংখ্যাগুলিকে চিততে সমর্থ হবে। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে এটি একটি গুপ্ত এবং আলংকারিক ভবিষ্যত দর্শন যদিও মহতী সেই স্বর্গীয় উপাসনা এবং নব সৃষ্টি সেই পবিত্র নগরে সগৌরবে মশীহের আগমনের চিত্রটি অতি সরল ভাবে প্রকাশিত। দানিয়েলের সময়কাল থেকে এই ধরনের লেখার প্রচলন শুরু হয় যার উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বরের অনুসরণকারী ব্যক্তিদের বিশ্বাসকে আরও সবল করা যেন তারা নিপীড়ন থেকে মুক্তি এবং শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকার পুরস্কাররূপে চরম বিজয়ের ব্যাপারে সুনিশ্চিত হতে পারে"।

গ) এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে টীকাভাষ্যকার এই পুস্তকের অর্ন্তগত পরিত্রাণের বিষয়টির উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

১. ঈশ্বর খ্রীষ্টের মাধ্যমে ব্যক্তিগত, সম্মিলিত এবং স্বর্গীয় পরিত্রাণ আনয়ন করেছেন।

২. ঈশ্বরের পরিত্রাণ একাধারে আত্মিক এবং দৈহিক। মণ্ডলী পরিত্রাণপ্রাপ্ত কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাপদ নয় ! কিন্তু একদিন মণ্ডলী সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ হয়ে উঠবে !

৩. ঈশ্বর এখনও পতিত, বিদ্রোহী, আত্মকেন্দ্রিক মানবজাতিকে প্রেম করেন। মুদ্রাঙ্ক এবং তুরীধবনির মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত ঈশ্বরের ক্রোধ পরিত্রাণের উদ্দেশ্যেই বর্ষিত (৯:২০-২১; ১৪: ৬-৭; ১৬:৯,১১; ২১:৭; ২২:১৭)।

৪. ঈশ্বর শুধুমাত্র পতিত মানবজাতিকেই ত্রাণ করবেন তা নয় তিনি সমগ্র সৃষ্টি যা পাপে পতিত হয়েছে তাকেও ত্রাণ করবেন। সমস্ত স্তরে মন্দকে পরাজিত করা হবে !

ঘ) এই পুস্তকটিকে কখনই খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের সঙ্গে জাড়িত সমস্ত ঘটনা, সময়কাল এবং পদ্ধতির একটি বর্ণনাক্রমিক তালিকা বলে ধরলে চলবে না। পশ্চিমী ইতিাসাসে একটিকে অনেক সময় "গুপ্ত" পুস্তক বলে ধরা হয়েছে। প্রত্যেক প্রজন্মে তার নিজের ইতিহাসের উপর জোর করে বিভিন্ন অন্তিমকালীন চিহ্নকে চাপিয়ে দিয়েছে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তারা ভুল করেছে।

এখানে বর্ণিত প্রত্যেকটি ভাববাণী সেই প্রজন্মের বিশ্বাসীদের কাছে সম্পূর্ণ অর্থবহ হয়ে উঠবে যারা খ্রীষ্টারীর হাতে কষ্টভোগ করবে। আক্ষরিক অর্থে অনুবাদ করার ফলে এই পুস্তকটি অনেকের দ্বারা অবহেলিত (ক্যালভিন), অনেকের দ্বারা তুচ্ছীকৃত (লুথার) এবং আবার অনেকের দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত (মিলে নিয়ালিস্ট) হয়েছে।

১০. বব দ্বারা প্রনীত ব্যাখ্যা করার চাবিকাটি

ক) আমাদের এই বইটির যিহূদী প্রেক্ষাপটটিকে বুঝতে হবে

১. পুরাতন নিয়মের অর্ন্তগত অন্তিমকাল বিষয়ক রচনাগুলি প্রচুর সংকেত চিহ্নযুক্ত লেখনশৈলীতেপূর্ণ।

২. পুরাতন নিয়ম থেকে অসংখ্য চিহ্ন আমদানী করা হয়েছে (৪০৪টি পদের মধ্যে ২৭৫ টি)। এই চিহ্নগুলিকে আবার প্রথম শতাব্দীর রোমীয় প্রেক্ষাপটের পরিপ্রেক্ষিতে নূতন আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৩. ভাববাণীমূলক ভবিষ্যৎ বাণীগুলি বর্তমানকালের ঘটনাগুলিকে অন্তিমকালের ঘটনাবলীর উপরে চাপিয়ে দিয়েছে। অনেক সময় এই প্রথম শতকে পূর্ণ হওয়া কোন ঘটনাকে আবার অন্তিমকালে পূর্ণ হবে এমন কোন ঘটনার পূর্বলক্ষণ বলে ধরা হয়েছে।

খ) পুস্তকটির সামগ্রিক গঠন আমাদেরকে এর লেখকের উদ্দেশ্য বুঝতে সাহায্য করবে।

১. মুদ্রা, তূরী এবং পাত্র জাতীয় চিহ্নগুলি একই সময়ে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকাশিত বাক্য একটি ক্রমোদ্ভুত নাটক।

২. মশীহের অল্পকাল ব্যাপী রাজত্ব পিতা ঈশ্বরের অনন্তকাল ব্যাপী রাজত্বের (১করি ১৫:২৬-২৮) একটি পূর্ব চিহ্ন। স্বর্গীয় রাজ্য পার্থিব রাজ্যকে ছাপিয়ে বেরিয়ে গেছে।

গ) এই বইটিকে ব্যাখ্যা করার আগে এর ঐতিহাসিক পটভূমি জানতেই হবে।

১. সম্রাট উপাসনার চল।

২. পূর্বঞ্চলের রাজ্যগুলিতে স্থানীয় স্তরে নিপীড়ন।

৩. বাইবেল আগে যা কখনও বলেনি পরে তা কখনও বলতে পারে না। প্রকাশিত বাক্যকে সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে আগে সেটিকে যোহনের সময়কালের আলোয় দেখতে হবে। হয়ত এই পুস্তকটির বিভিন্ন বাণীর একাধিক অর্থ এবং ভবিষ্যৎমূলক তাৎপর্য্য থাকতে পারে কিন্তু সেগুলিকে সবই বিচার করতে হবে প্রথম শতকের লেখনশৈলী ও সময়কালের নিরীখে।

ঘ) আমাদের সাংস্কতিক, ভাষাগত এবং দার্শনিক মতপরিবর্তনের টেউয়ে অনেক গুপ্ত শব্দের আসল মানে হারিয়ে গিয়েছে। সম্ভবতঃ আন্তিম সময়ের ঘটনাগুলিই এই সমস্ত গুপ্ত শব্দের আসল অর্থের উপর অলোপপাত করতে পারে। আমাদের সাধবান হতে হবে যেন আমরা অন্তিম সময়কাল সংক্রান্ত ভাবাবণীগুলি বিশদ ব্যাখ্যা নিয়ে অত্যন্ত বেশী বাড়াবাড়ি না করি। আধুনিক ব্যাখ্যাকারদের সাবধানতার সঙ্গে প্রতিটি অলৌকিক দর্শনের মধ্যে নিহিত আসল সত্যটিকে খুঁজে বার করতে হবে।

ঙ) আমরা কয়েকটি মূল সুত্রের অনুসন্ধান করি যেগুলির মাধ্যমে এই পুস্তকটিকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে।

১. প্রতীকীবাদের ঐতিহাসিক মূল।

ক) পুরাতন নিয়মের বিষয়সমূহ।

খ) পুরাতন নিয়মে উল্লিখিত পরোক্ষ উদ্ধৃতি সমূহ।

গ) সন্ধি নিয়ম মধ্যবর্তী সময়ে রচিত অন্তিমকাল বিষয়ক রচনাবলী।

ঘ) প্রথম শতাব্দীর গ্রীক - রোমীয় প্রেক্ষাপট।

পবিত্র আত্মার প্রভাবে আমরা খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে অন্তিম সময় সংক্রান্ত বিষয়গুলির উত্তর খুঁজে বের করতে পারি। (৬৯ পৃঃ)

২. পুরাতন নিয়মের সঙ্গে প্রকাশিত বাক্য পুস্তকের সম্পর্কের বিষয়ে সাধারণ ভাবে জানার জন্য আমি সুপারিশ করি জন. পি. মিলটন লিখিত "প্রফেসী ইন্টার প্রিটেড" এবং জন ব্রাইট লিখিত "দি অথরিটি অফ দি ওল্ড টেস্টামেন্ট" নামক বই দুটি পড়তে। প্রকাশিত বাক্য পুস্তকের সঙ্গে পৌলের লেখার তুলনামূলক প্রাঞ্জল আলোচনার জন্য আমি সুপারিশ করি জেমস. এস. স্টুয়ার্ট লিখিত "এ ম্যান ইন ক্রাইট" বইটি।

১১. যে সব শব্দ ও বাক্যাংশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানতে হবে

১. "যাহা যাহা শ্রীঘ্র ঘটিবে" ১:১,৩
২. "মেঘ সহকালে আসিতেছেন" ১:৭
৩. আমেন, ১:৭
৪. "আলফা এবং ওমিগা" ১:৮
৫. "তাঁহার মুখ হইতে তীক্ষ্ণ দ্বিধার তরবারি নির্গত হইতেছে" ১:১৬
৬. "মৃত্যুর ও পাতালের চাবি" ১:১৮
৭. "তুমি আপন প্রথম প্রেম পরিত্যাগ করিয়াছ" ২:৪
৮. "যে জয় করে তাহাকে" ২:৭
৯. "পরমদেশস্থ জীবন বৃক্ষ" ২:৭
১০. "শয়তানের সমাজ", ২:৯; ৩:৯
১১. "দ্বিতীয় মৃত্যু" ২:১১
১২. "শয়তানের সেই গভীরতত্ত্ব" ২:২৪
১৩. "জীবনপুস্তক" ৩:৫
১৪. "দায়ুদের চাবি" ৩:৭
১৫. "নূতন যিরূশালেম" ৩:১২
১৬. "আমি তখনই আত্মাবিষ্ট হইলাম" ৪:২
১৭. "স্ফটিকবৎ কাচময় এক সমুদ্র" ৪:৬
১৮. এক পুস্তক, ৫:১
১৯. সপ্ত মুদ্রা, ৫:১
২০. "এক মেষশাবক দাঁড়াইয়া আছেন তাহাকে যেন বধ করা হইয়াছিল" ৫:৬
২১. "সপ্ত শৃঙ্গ ও সপ্ত চক্ষু" ৫:৬
২২. "মহাক্লেশ" ৭:১৪
২৩. "স্বর্ণ ধূপদানী" ৮:৩
২৪. "অগাধলোকের কূপ" ৯:২
২৫. হাল্লেলূইয়া, ১৯:১
২৬. "মেষশাবকের বিবাহভোজ" ১৯:৯
২৭. "ঈশ্বরের প্রচন্ড ক্রোধরূপ মদিরা কূন্ড" ১৯:১৫
২৮. "তাহাকে সহস্র বৎসর বদ্ধ রাখিলেন" ২০:২
২৯. "নূতন যিরূশালেম" ২১:২
৩০. "উজ্জ্বল প্রভাতীয় নক্ষত্র" ২২:১৬

১২. যে সব ব্যক্তিদের সংক্ষেপে চিনতে হবে

১. "নিজের দূত প্রেরণ করিয়া জ্ঞাত করিলেন" ১:১
২. যোহন ১:১
৩. "সপ্ত আত্মা" ১:৪
৪. "সর্ব্বশক্তিমান" ১:৮
৫. ১:১২-১৫ পদে কাকে বর্ণনা করা হয়েছে ? এই বর্ণনা কোথা থেকে নেওয়া ?
৬. নীকলায়তীয়, ২:৬,১৫
৭. ঈষেবল, ২:২০
৮. প্রাচীন, ৪:৪,১০
৯. যিহূদাবংশীয় সিংহ, ৫:৫
১০. "এক শুক্লবর্ণ অশ্ব এবং তাহার উপরে যিনি বসিয়া আছেন তিনি ধনধারী।

১১. " বেদীর নীচে সেই লোকদের প্রাণ আছে যাহারা নিহত হইয়াছিলেন" ৬:৯
১২. "ললাটে মুদ্রাঙ্কিত" ৭:৩
১৩. "বিস্তর লোক" ৭:৯
১৪. "স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে পতিত একটি তারা" ৯:১
১৫. "এক শক্তিমান দূত" ১০:১
১৬. "দুই সাক্ষী" ১১:৩
১৭. একটি স্ত্রীলোক ১২:১
১৮. "এক প্রকাণ্ড লোহিতবর্ণ নাগ" ১২:৩
১৯. "এক পুত্র সন্তান" ১২:৫
২০. "সমুদ্রের মধ্য হইতে এক পশু উঠিতেছে" ১৩:১
২১. "আর এক পশু স্থল হইতে উঠিল" ১৩:১১
২২. বাবিল, ১৪:৮
২৩. মহাবেশ্যা, ১৭:১
২৪. "শ্বেতবর্ণ একটি অশ্ব, যিনি তাহার উপরে বসিয়া আছেন" ১৯:১১
২৫. গোগ ও মাগোগ, ২০:৮

১৩. মানচিত্র চিহ্নিতকরণ

১. পাটমস, ১:৯
২. ইফিষ, ১:১১
৩. স্মূর্ণা, ১:১১
৪. পর্গামি, ১:১১
৫. থুয়াতীরা, ১:১১
৬. সার্দ্দি, ১:১১
৭. ফিলাদিলফিয়া, ১:১১
৮. লায়দিকেয়া, ১:১১
৯. সিয়োন পর্বত, ১৪:১

১৪. প্রণিধানযোগ্য প্রশ্নাবলী

১. প্রকাশিত বাক্য পুস্তকের লেখনশৈলীটি কি ধরণের? এর বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করুন।
২. ২ এবং ৩ অধ্যায়ে সপ্ত মণ্ডলীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে কেন ?
৩. কেন পৃথিবীর সমস্ত বংশ তাঁর জন্য বিলাপ করবে ? (১:৭)
৪. ১ অধ্যায়ে "সাত" সংখ্যাটি যতগুলি বিষয়ে ব্যবহার করা হয়েছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।
৫. একথার অর্থ কি যে যীশু মণ্ডলীর দীপবৃক্ষ স্বস্থান থেকে দুর করবেন ? (২:৫)
৬. সাতটি মণ্ডলীর প্রতি দেওয়া বার্তায় যে সাধারণ বিষয়গুলি দেখতে পাওয়া যায় সেগুলির তালিকা প্রস্তুত করুন।
৭. ৪-৫ অধ্যায়ের প্রেক্ষাপটটি বর্ণনা করুন।
৮. সাতটি মুদ্রা, সাতটি তূরী এবং সাতটি পাত্রের মধ্যে কি সম্পর্ক আছে ?
৯. ৬ অধ্যায়ে বর্ণিত সপ্ত অশ্বারোহী কারা? এই চিহ্নটি কোথা থেকে গৃহীত হয়েছে ?
১০. ১৪৪,০০০ লোক কারা ? যিহূদীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে ভুল ভাবে নথিভূক্ত করা হয়েছে কেন ?
১১. মুদ্রাগুলি খোলার সময় ১/৪ অংশের পতন, তূরী বাদনের সময় ১/৩ অংশের পত এবং সপ্ত পাত্র ঢালার সময় সম্পূর্ণ ধবংস; এই রকম ক্রমবর্দ্ধমান বিচার দণ্ডের কথা বলা হয়েছে কেন ?
১২. দুই সহস্র লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য কারা ? (৯:১৩-১৯)
১৩. ১২:৭-১০ পদগুলিকে বর্ণিত স্বর্গে যুদ্রের বিষয় ব্যাখ্যা করুন ।
১৪. ঈশ্বর কেন সেই পশুকে পবিত্রগণের সঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন ?
১৫. সেই পশু কি ভাবে খ্রীষ্টকে উপহাস করেছিল?
১৬. প্রথম পুনরুত্থানের অংশীদার কারা হবে ? (২:৪-৬)
১৭. ২২:৩ পদের তাৎপর্য্য কি ?
১৮. ২২:৫ পদটি কিভাবে ২০:৪ পদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত
১৯. ২২:১৮-১৯ পদ আপনার নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন।
২০. প্রকাশিত বাক্য পুস্তকের কেন্দ্রীয় তত্ত্বটি কি ?